নির্বাচিত ফাতাওয়া-১

www.islam-qa.com

(স্বিয়াম সংখ্যা)

দ্বিতীয় সংস্করণ

1433 হিজরী - 2012 ইং

ISBN : 978-984-33-3659-0

Ath-Thabāt Library

www.aththabat.com

ath.thabat@gmail.com

ath.thabat

ath_thabat

Ath-Thabat Library

+88 0183 222 2200

অনুবাদ, রিভিশন ও ডিজাইনিং

ইবতিসাম আযাদ আবদুর রাহমান
অনার্স, ফিক্বহ্‌ ও উস্বূলুল ফিক্বহ্‌ ডিপার্টমেন্ট,
আল-মাদীনাহ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (MEDIU)

রিভিশন, বাংলায় মুদ্রণ ও এডিটিং

শাইখ আকরামুযযামান ইবন ‘আব্দুস সালাম
অনার্স, ফ্যাকাল্টি অফ অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ,
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মাদীনাহ
মাস্টার্স, ফ্যাকাল্টি অফ দা‘ওয়াহ অ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিস,
দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

আয়েশাহ হুমায়রা মজুমদার
এম.এস.এস., অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সামসাদ জাহান জসীম
এম.বি.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অনার্স, ইসলামিক স্টাডিস, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি (IOU)

মাহবুবা মনি মুস্তফা
বি.এস.সি., ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং,
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

হামিদা মোবাশশেরা কাদের
এম.বি.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অনার্স, ইসলামিক স্টাডিস, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি (IOU)

নাইমা কামাল
উচ্চ মাধ্যমিক, ভিকারুন্নিছা কলেজ, ঢাকা

ড: মোনাশশেতা মারিয়া মুজিবুর রাহমান
এম.বি.বি.এস., ঢাকা মেডিকেল কলেজ,
মাস্টার্স, ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক স্টাডিস এবং দা'ওয়াহ,
দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি

সিদরাতুল মুনতাহা ইব্রাহিম
বি.বি.এ., আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

নিগার সুলতানা হুদা
এম.বি.এ., নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
অনার্স, ইসলামিক স্টাডিস, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি
(IOU)

জিনিয়া শারমিন চৌধুরি
এম.বি.এ., নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
অনার্স, ইসলামিক স্টাডিস, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি
(IOU)

ফাতিমা ইউনূস
অনার্স, ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মেসি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
অনার্স, ইসলামিক স্টাডিস, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি
(IOU)

শাহানা ফারুক
এম.এস.এস., সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Bengali Transliteration অনুসারে প্রস্তাবিত Font

Bengali Transliteration	الحُرُوْف/ الأَصْوَات الْعَرَبِيَّةُ	Bengali Transliteration	الحُرُوْف/ الأَصْوَات الْعَرَبِيَّةُ
স্ব	ص (صَادٌ)	আা	اْ (/ى)(أَلِف المَدِّيَّة)
দ্ব	ض (ضَادٌ)	ঊ, ◌ূ	وْ (وَاو المَدِّيَّة)
ত্ব	ط (طَاءٌ)	ঈ, ◌ী	يْ (يَاء المَدِّيَّة)
জ̇	ظ (ظَاءٌ)	’-, ’আ, ’আা ’ই, ’ঈ, ’উ, ’ঊ	أ (هَمْزَة) (ـَـِـُـ)
‘- ,‘আ,‘আা ‘ই, ‘ঈ, ‘উ, ‘ঊ	ع (عَيْنٌ) (ـَـِـُـ)	ব	ب (بَاءٌ)
গ	غ (غَيْنٌ)	ত	ت (تَاءٌ)
ফ	ف (فَاءٌ)	স̇	ث (ثَاءٌ)
ক্ব	ق (قَافٌ)	জ	ج (جِيْمٌ)
ক	ك (كَافٌ)	হ̇	ح (حَاءٌ)
ল	ل (لَامٌ)	খ	خ (خَاءٌ)
ম	م (مِيْمٌ)	দ	د (دَالٌ)
ন	ن (نُوْنٌ)	য̇	ذ (ذَالٌ)
হ	هـ (هَاءٌ)	র	ر (رَاءٌ)
ওয়া, উয়ি, উ, ও	و (وَاوٌ) (ـَـِـُـْـّ)	য	ز (زَايٌ)
ইয়া, য়ি, য়ু, ই, য়, ইয়ি, য়্যি	ي (يَاءٌ) (ـَـِـُـْـّ)	স	س (سِيْنٌ)
হসন্ত (◌্)	سُكُوْن (ـْ)	শ	ش (شِيْنٌ)

- ইবতিসাম আযাদ আবদুর রাহমান

নির্বাচিত ফাতাওয়া-১

www.islam-qa.com

(স্বিয়াম সংখ্যা)

-সূচীপত্র -

অধ্যায় এক : স্বাগতম রামাদ্বান

অধ্যায় দুই : স্বিয়াম ও এর ফাদ্বীলাহ (ফজীলত)

অধ্যায় তিন : স্বিয়ামের আদাব (আদব সমূহ)

অধ্যায় চার : স্বিয়ামের তাকলীফী হুক্মসমূহ

অধ্যায় পাঁচ : রামাদ্বানে নতুন চাঁদ দেখা

অধ্যায় ছয় : স্বাওম ওয়াজিব হওয়া

অধ্যায় সাত : স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

অধ্যায় আট : স্বাওমের নিয়্যাত

অধ্যায় নয় : রামাদ্বানে নারী

অধ্যায় দশ : রামাদ্বানে স্বামী-স্ত্রী

অধ্যায় এগার : রামাদ্বানে শিশু

অধ্যায় বারো : রামাদ্বানে মুসলিম পরিবার

অধ্যায় তের : রামাদ্বানে অসুস্থ ব্যক্তি

অধ্যায় চৌদ্দ : রামাদ্বানে মুসাফির

অধ্যায় পনের : স্বাওমের ক্বাদ্বা' (কাযা) ও কাফফারাহ আদায়

অধ্যায় ষোল : ফিদইয়াহ আদায়

অধ্যায় সতেরো : তারাউয়ীহ (তারাবীহ)-এর স্বালাত

অধ্যায় আঠারো : লাইলাতুল ক্বাদ্‌র

অধ্যায় ঊনিশ : ই‘তিকাফ

অধ্যায় এক : স্বাগতম রামাদ্বান

১.রামাদ্বান মাসের আগমন উপলক্ষে আমরা কিভাবে প্রস্তুতি নিব

ফাত্ওয়া নং - 92748

প্রশ্ন : আমরা কিভাবে রামাদ্বানের জন্য প্রস্তুতি নিব? এই মহান মাসে কোন কাজটি সর্বোত্তম?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

সম্মানিত ভাই, আপনি প্রশ্নটি করে বেশ ভাল করেছেন। কারণ আপনি রামাদ্বান মাসের প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যখন স্বিয়ামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বহু মানুষের ধ্যান ধারণা বিকৃত হয়েছে। তারা এই মাসকে খাদ্য, পানীয়, মিষ্টি-মন্ডা, রাত জাগা ও স্যাটেলাইট চ্যানেল গুলোর মৌসুম বানিয়ে ফেলেছে। এবং এ জন্য তারা রামাদ্বান মাসের বেশ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এই আশংকায় যে, কিছু খাদ্য দ্রব্য কেনা বাদ পড়তে পারে বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই তারা খাদ্য দ্রব্য কিনে, হরেক রকম পানীয় প্রস্তুত করে এবং কী অনুষ্ঠান দেখবে আর কী দেখবে না তা জানতে, স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর গাইড খোঁজ খবর করে প্রস্তুতি নেয়।
আর তারা রামাদ্বান মাসের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই অজ্ঞ থেকে যায়। তারা এ মাসে ‘ইবাদাত ও তাক্ব্ওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং একে তাদের উদরপূর্তি ও চক্ষুবিলাসের জন্য পরিণত করে।

দ্বিতীয়ত :

অপরদিকে অন্যরা রামাদ্বান মাসের স্বিয়ামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে শা‘বান মাস থেকেই এর প্রস্তুতি নিতে শুরু করে, এমনকি তাদের কেউ কেউ এর আগ থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।
রামাদ্বান মাস উপলক্ষে প্রস্তুতি নেয়ার কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হল :

১. <u>সত্যিকার তাওবাহ</u>

আর এটি সবসময়ের জন্যই ওয়াজিব, তবে যেহেতু এক মহান মুবারাক (বরকতময়) মাসের দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে তাই তার ও তার রাব্বের মাঝে যে গুনাহগুলো আছে এবং তার ও মানুষের মাঝে যে অধিকারসমূহ রয়েছে সেগুলো থেকে দ্রুত তাওবাহ করার জন্য তার আরও বেশি তৎপর হওয়া উচিত; যাতে করে সে এই মুবারক (বরকতময়) মাসে পূত-পবিত্র মন ও প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করে আনুগত্য ও ‘ইবাদাতে মশগুল হতে পারে।

আল্লাহ –তা‘আলা-বলেছেন :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون   ٢٤ النور   ٣١]

“আর তোমরা সবাই, হে মু’মিনেরা, আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ কর যাতে করে সফলকাম হতে পার।”

[২৪ আন-নূর : ৩১]

আল-’আগার্‌র ইব্‌ন ইয়াসার-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

وعَنْ الأَغَرِّ بن يسار رضي الله عنه عن النبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللّهِ فَإِنّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ) رواه مسلم   ٢٧٠٢)

“হে লোক সকল, আপনারা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ করুন কারণ, আমি দিনে তাঁর কাছে ১০০ বার তাওবাহ করি।”
[এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (২৭০২)]

২. <u>দু‘আ’ পাঠ</u>

পূর্ববর্তীগণ (স্বাহাবীগণ, তাবি‘ঈনগণ .....) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা ৬ মাস ধরে আল্লাহ্‌র কাছে দু‘আ’ করতেন যাতে তিনি তাঁদের রামাদ্বান মাস পাওয়ার তাওফীক্ব দেন,

এরপর (রামাদ্বান শেষে) ৫ মাস ধরে এই দু‘আ’ করতেন যেন (রামাদ্বানের ‘আমাল) তাদের কাছ থেকে কবুল করা হয়।

তাই একজন মুসলিম তার রাব্ব আল্লাহ-তা‘আলা-র কাছে দু‘আ’ করবে যাতে তিনি তাকে রামাদ্বান মাস পাওয়ার তাওফীক্ব দেন, সর্বোত্তম দ্বীনি অবস্থা ও শারীরিক সুস্থতার মাঝে এবং তাঁর কাছে এই দু‘আ’ করবে যাতে তিনি তাকে তাঁর আনুগত্যে সাহায্য করেন এবং তার ‘আমাল কবুল করেন।

৩. এই মহান মাসের আসন্ন আগমনে আনন্দিত হওয়া

রামাদ্বান মাসের আগমন একজন মুসলিম বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সুমহান নি‘আমাতগুলোর (অনুগ্রহসমূহের) একটি, কারণ রামাদ্বান কল্যাণময় একটি মওসুম। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটি হল ক্বুর‘আনের মাস, আমাদের দীনের গুরুত্বপূর্ণ, চূড়ান্ত সংগ্রামের মাস।

আল্লাহ-তা‘আলা-বলেছেন :

(قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) ١٠ يونس ٥٨]

“বলুন, এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়, সুতরাং, এতে তারা আনন্দিত হোক ; তারা যা সঞ্চয় করে তা থেকে এটি উত্তম।”
[১০ ইঊনুস : ৫৮]

৪. ওয়াজিব স্বিয়াম হতে নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত করা

আবূ সালামাহ্ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيِّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ .

رواه البخاري ١٨٤٩ ; ومسلم ١١٤٦)

" আমি 'আই'শাহ (আয়শা) –রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন :
"আমার উপর বিগত রামাদ্বানের স্বাওম বাকি থাকতো, যার ক্বাদ্বা' (কাযা) আমি শা'বান ছাড়া আদায় করতে পারতাম না।" "
[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৮৪৯) ও মুসলিম (১১৪৬)]

হাফিজ ইব্নু হাজার-রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :

قال الـ ظ ابن حجر - رحمه الله - :

و يؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أن لا يجوز تأخير القضا حتى يدخل رمضان آخر . "
فتح الباري "
(١٩١ ٤

"এই হাদীস দ্বারা তাঁর ['আ'ইশাহ (আয়শা)–রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা-] এর শা'বান মাসে (স্বিয়াম পালনে) সচেষ্ট হবার প্রমাণ পাওয়া যায়; তা হল এই যে, এক রামাদ্বান এর ক্বাদ্বা' (কাযা) আরেক রামাদ্বানের শুরু পর্যন্ত দেরী করা জা'ইয (বৈধ) নয়।"
[ফাত্হ আল-বারী (৪/১৯১)]

৫. পর্যাপ্ত 'ইল্ম (জ্ঞান) অর্জন করা, যাতে স্বিয়ামের হুক্ম-আহকাম এবং রামাদ্বান মাসের মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়।

৬. রামাদ্বান মাসের 'ইবাদাত থেকে একজন মুসলিমকে মশগুল করতে পারে এমন কাজসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা।

৭. পরিবারের সদস্যবর্গ যেমন-স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বসে তাদেরকে স্বিয়ামের আহকাম শিক্ষা দেয়া এবং ছোটদের স্বিয়াম পালনে উৎসাহিত করা।

৮. কিছু বই প্রস্তুত করা, যা বাড়িতে বসে পড়া সম্ভব বা মাস্জিদের ইমামকে উপহার দেয়া, যা তিনি রামাদ্বান মাসে লোকদের পড়ে শোনাবেন।

৯. রামাদ্বান মাসের প্রস্তুতি স্বরূপ শা'বান মাস থেকেই স্বিয়াম পালন শুরু করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ . رو ه البخاري ١٨٦٨ ، ومسلم ١١٥٦)

'আ'ইশাহ (আয়শা)–রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা-থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন :

"রাসূলুল্লাহ – স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এমনভাবে স্বিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলতাম— তিনি আর স্বিয়াম ভঙ্গ করবেন না এবং এমনভাবে স্বিয়াম ভঙ্গ করতেন যে আমরা বলতাম— তিনি আর স্বিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ - স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রামাদ্বান ছাড়া অন্য কোন মাসের গোটা অংশ স্বাওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান ছাড়া অন্য কোন মাসে অধিক স্বিয়াম পালন করতে দেখিনি।"

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৮৬৮) ও মুসলিম (১১৫৬)]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ : (ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) .

رواه النسائي ٢٣٥٧) وحسّنه الألباني في " صحيح النسائي "

উসামাহ ইব্ন যাইদ হতে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন :

"আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ (– স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-) আমি আপনাকে শা'বান মাসের মত অন্য কোন মাসে এত স্বাওম পালন করতে দেখিনি।"

তিনি (–স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-) বললেন :

(ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)

“এটি রাজাব ও রামাদ্বানের মধ্যবর্তী একটি মাস, যখন মানুষ গাফিল হয় এবং এমন মাস যখন ‘আমালসমূহ রাব্বুল ‘আলামীনের কাছে ওঠানো হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার ‘আমাল, আমি স্বাওম পালন রত অবস্থায় উঠানো হবে।”
[বর্ণনা করেছেন আন-নাসা’ঈ (২৩৫৭) এবং আল-আলবানী একে ‘স্বাহীহ আন-নাসা’ঈ’ তে একে হাসান বলে চিহ্নিত করেছেন।]

শা‘বান মাসের স্বাওম পালনের হিক্‌মাহ্‌-র বর্ণনায় হাদীসে এসেছে যে, এটি এমন মাস যখন ‘আমালসমূহ ওঠানো হয়। ‘আলিমগণের মাঝে কেউ কেউ অন্যান্য হিক্‌মাহসমূহ উল্লেখ করেছেন আর তা হল শা‘বানের স্বাওম ফার্‌দ্ব (ফরজ) স্বালাতের পূর্বের সুন্নাহ্‌র মত যা ফার্‌দ্ব (ফরজ) আদায়ে মনকে প্রস্তুত করে ও উৎসাহ যোগায়। একই বক্তব্য প্রযোজ্য রামাদ্বানের পূর্বে শা‘বানের স্বিয়ামের ক্ষেত্রে।

১০. <u>ক্বুর’আন তিলাওয়াত</u>

সালামাহ ইব্‌ন কুহাইল বলেছেন :
“শা‘বান মাসকে ক্বারীগণের মাস বলা হত।”
আম্‌র ইব্‌ন ক্বাইস, শা‘বান মাস শুরু হলে, তাঁর দোকান বন্ধ করে ক্বুর‘আন তিলাওয়াতের জন্য অবসর নিতেন।

আবূ বাক্‌র আল-বালখী বলেছেন :
“রাজাব মাস হল বীজ বপনের মাস, শা‘বান মাস হল ক্ষেতে সেচ প্রদানের মাস এবং রামাদ্বান মাস হল ফসল তোলার মাস।”

তিনি আরও বলেছেন :
“রাজাব মাসের উদাহরণ হল বাতাসের ন্যায়, শা‘বান মাসের উদাহরণ মেঘের

ন্যায়, রামাদ্বান মাসের উদাহরণ বৃষ্টির ন্যায়; তাই যে রাজাব মাসে বীজ বপন করল না, শা‘বান মাসে সেচ প্রদান করল না, সে কীভাবে রামাদ্বান মাসে ফসল তুলতে চাইতে পারে? ”

এখন রাজাব মাস গত হয়েছে, আর আপনি শা‘বান মাসে কি করবেন যদি রামাদ্বান মাস পেতে চান? এ হল এই মুবারাক (বরকতময়) মাসে আপনার নাবী ও উম্মাতের পূর্ববর্তীগণের অবস্থা। এই সমস্ত আমল ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান কী হবে?

তৃতীয়ত :

রামাদ্বান মাসে একজন মুসলিমের কী করা উচিত সে আমলসমূহ সম্পর্কে জানতে দেখুন **(26869)** ও **(12468)** নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা।

Islam Q & A

অধ্যায় দুই : স্বিয়াম ও এর ফাদ্বীলাহ (ফযীলত)

২.রামাদ্বান মাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ
ফাত্ওয়া নং - 13480

প্রশ্ন : রামাদ্বান কি?
উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রামাদ্বান...এটি 'আরাবী' বার মাসগুলোর একটি, আর এটি দ্বীন ইসলামে একটি সম্মানিত মাস। এটি অন্যান্য মাস থেকে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও ফাদ্বা'ইল (ফযিলতসমূহ)-এর কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন :

১. আল্লাহ -'আযযা ওয়া জাল্ল-স্বাওমকে (রোযাকে) ইসলামের আরকানের মধ্যে চতুর্থ রুকন হিসেবে স্থান দিয়েছেন, যেমনটি আল্লাহ-তা'আলা-বলেছেন :

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)

[٢ البقرة ١٨٥]

"রামাদ্বান মাস যে মাসে তিনি আল-কুর'আন নাযিল করেছেন, তা মানবজাতির জন্য হিদায়াতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন; সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এই মাস পায়, সে যেন স্বাওম পালন করে।"
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

وثبت في الصحيحين البخاري (٨) ، ومسلم (١٦) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبد الله ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " .

আর স্বাহীহ বুখারী (৮) ও স্বাহীহ মুসলিম (১৬)-এ ইবনু ‘উমার এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশান্তি) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন- বলেছেন :

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত – (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ (উপাস্য) নেই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; (২) স্বালাত ক্বা’ইম (প্রতিষ্ঠা) করা; (৩) যাকাত প্রদান করা; (৪) রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করা এবং (৫) বাইতের (কা‘বাহ-এর) উদ্দেশ্যে হাজ্জ করা”।

২. আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল-এই মাসে আল ক্কুর’আন নাযিল করেছেন, যেমনটি তিনি-তা‘আলা-পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করেছেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾

[٢ البقرة ١٨٥]

“রামাদ্বান মাস, যে মাসে তিনি আল-ক্কুর’আন নাযিল করেছেন, তা মানবজাতির জন্য হিদায়াতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন; সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এই মাস পায়, সে যেন স্বাওম রাখে।”
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

তিনি -সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা-আরও বলেছেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ٩٧ القدر]

“নিশ্চয়ই আমি একে (আল-ক্কুর’আন কে) লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে নাযিল করেছি।”
[৯৭ আল-ক্বাদ্‌র : ১]

৩. আল্লাহ এ মাসে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র রেখেছেন, যে মাস হাজার মাস থেকে উত্তম যেমনটি তিনি-তা‘আলা-বলেছেন :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

[٩٧ القدر ١ - ٥]

"১. নিশ্চয়ই আমি একে লাইলাতুল ক্বাদরে (আল-ক্বুর'আন) নাযিল করেছি।
২. এবং আপনি কি জানেন, লাইলাতুল ক্বাদ্‌র কি?
৩. লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম।
৪. এতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিবরীল-'আলাইহিস সালাম-) তাঁদের রাব্বের (সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিযক্বদাতা) অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।
৫. শান্তিময় (বা নিরাপত্তাপূর্ণ) সেই রাত, ফাজ্‌রের সূচনা পর্যন্ত।"
[৯৭ আল-ক্বাদর : ১-৫]

তিনি আরও বলেছেন :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ [٤٤ الدخان ٣]

"নিশ্চয়ই আমি একে (আল-ক্বুর'আন) এক মুবারাক (বরকতময়) রাতে নাযিল করেছি, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।"
[৪৪ আদ-দুখান : ৩]

আল্লাহ -তা'আলা-রামাদ্বান মাসকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র দিয়ে সম্মানিত করেছেন আর এই মুবারাক (বরকতময়) রাতে মর্যাদার বর্ণনায় সূরাতুল ক্বাদ্‌র নাযিল করেছেন।
আর এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে অনেক আহাদীস (হাদীসসমূহ, হাদীসের বহুবচন)।
আবূ হুরাইরাহ –রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ-থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى رَمَضَانَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْزِلَةِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ نَزَلَتْ سُورَةُ الْقَدْرِ وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ " رواه النسائي (٢١٠٦) وأحمد (٨٧٦٩) صححه الألباني في صحيح الترغيب (٩٩٩) .

“তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে রামাদ্বান, এক মুবারাক (বরকতময়) মাস। এ মাসে স্বিয়াম পালন করা আল্লাহ-‘আযযা ওয়া জাল্ল-তোমাদের উপর ফার্দ্ব (ফরজ) করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এ মাসে জাহীমের (জাহান্নামের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, এ মাসে অবাধ্য শাইত্বান (শয়তান)দের শেকলবদ্ধ করা হয় আর এ মাসে রয়েছে আল্লাহর এক রাত যা হাজার মাস থেকে উত্তম, যে এ রাত থেকে বঞ্চিত হল, সে প্রকৃত পক্ষেই বঞ্চিত হল।”
[বর্ণনা করেছেন আন-নাসা’ঈ (২১০৬), আহমাদ (৮৭৬৯) এবং আল-আলবানী একে স্বাহীহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ‘সাহীহুত তা্রগীব’ (৯৯৯) - এ]

আর আবূ হুরাইরাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-এর হাদীস থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " رواه البخاري (١٩١٠) ومسلم (٧٦٠)

“যে ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল ক্বাদ্র (ক্বাদরের রাত্রিতে) ক্বিয়াম করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”
[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯১০) ও মুসলিম (৭৬০)]

৪. আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল -এই মাসে ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় স্বিয়াম পালন ও ক্বিয়াম করাকে গুনাহ মাফের কারণ করেছেন, যেমনটি দুই স্বাহীহ গ্রন্থ

আল-বুখারী (২০১৪) ও মুসলিম (৭৬০) -এ বর্ণিত হয়েছে আবূ হুরাইরাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ-এর হাদীস থেকে যে নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

" من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ا تقدم من ذنبه "

"যে রামাদ্বান মাসে ঈমান সহকারে ও সাওয়াবের আশায় স্বাওম পালন করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।"

মুসলিম (১৭৪)-এ তাঁর (আবূ হুরাইরাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ-) এবং বুখারী (২০০৮) ও থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন

. و فيهما بخاري ٢٠٠٨) ومسلم ١٧٤) أيضا عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : "
ومن قاه رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقده من ذنبه "

"যে রামাদ্বান মাসে ঈমান সহকারে ও সাওয়াবের (প্রতিদানের) আশায় ক্বিয়াম করবে তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।"

মুসলিমদের মাঝে রামাদ্বানের রাতে ক্বিয়াম করা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা'(ঐকমত্য) রয়েছে। ইমাম আন-নাওয়াউয়ী উল্লেখ করেছেন :

"রামাদ্বানে ক্বিয়াম করার অর্থ হল তারাউয়ীহের (তারাবীহের) স্বালাত আদায় করা অর্থাৎ তারাউয়ীহের (তারাবীহের) স্বালাত আদায়ের মাধ্যমে যাতে ক্বিয়াম করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।"

৫. আল্লাহ-'আযযা ওয়া জাল্ল-এই মাসে জান্নাতসমূহের দরজা সমূহ খুলে দেন, এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেন এবং শাইত্বান (শয়তান) দের শেকলবদ্ধ করেন। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে, দুই স্বাহীহ গ্রন্থ আল-বুখারী (১৮৯৮) ও মুসলিম (১০৭৯)-এ আবূ হুরাইরাহ এর হাদীস হতে যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

كما ثبت في الصحيحين البخاري ١٨٩٨) ، ومسلم ١٠٧٩) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصُفِّدت الشيـ ين

"যখন রামাদ্বান আবির্ভূত হয় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শাইত্বানদের (শয়তানদের) শেকলবদ্ধ করা হয়।"

৬. এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে (তাঁর বান্দাদের) মুক্ত করেন। ইমাম আহমাদ (৫/২৫৬) আবূ উমামাহ -এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

" لله عند كل فطر عتقاء " . قال المنذري : إسناده لا بأس به . وصححه الألباني في صحيح الترغيب " ١٨٧)

"আল্লাহর রয়েছে প্রতি ফিত্বরে (ইফত্বারের সময় জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দারা।"

আল-মুনযিরী বলেছেন এর ইসনাদে কোন সমস্যা নেই। আর আল-আলবানী এটিকে 'সাহীহুত তারঘীব'(৯৮৭) - এ স্বাহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وروى البزار كشف _ ١٦٢) من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة _ يعني في رمضان _ ، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة "

আল-বাযযার (কাশফ ৯৬২) আবূ সা'ঈদের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

“নিশ্চয়ই আল্লাহ –তাবারাকা ওয়া তা‘আলা -র রয়েছে (রামাদ্বান মাসে) প্রতি দিনে ও রাতে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাগণ আর নিশ্চয়ই একজন মুসলিমের রয়েছে প্রতি দিনে ও রাতে কবুল যোগ্য দু‘আ’।”

أن صياة رمضان سببٌ لتكفير الذنوب التي سبقته من رمضان الذي قبله إذا اجتنبت الكبائر ، كم ثبت في صحيح مسلم " ١٣٣) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

৭. রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করা পূর্ববর্তী রামাদ্বান থেকে কৃত গুনাহ সমূহের কাফফারাহ লাভের কারণ যদি বড় গুনাহ সমূহ (কাবীরাহ গুনাহ সমূহ) থেকে বিরত থাকা হয়, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে ‘স্বাহীহ মুসলিম (২৩৩)-এ যে নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

' الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"

“পাঁচ ওয়াক্বতের পাঁচবার স্বালাত, এক জুমু‘আহ থেকে অপর জুমু‘আহ, এক রামাদ্বান থেকে অপর রামাদ্বান এর মাঝে কৃত গুনাহসমূহের কাফফারাহ করে যদি বড় গুনাহ সমূহ (কাবীরাহ গুনাহ সমূহ) থেকে বিরত থাকা হয়।”

أن صيامه يعدل صيام عشرة شهر ، كم يدل على ذلك م ثبت في صحيح مسلم " ١١٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري قال :

৮. এই মাসে স্বাওম পালন করা দশ মাসে স্বিয়াম পালন করার সমতুল্য যা ‘স্বাহীহ মুসলিম’ (১১৬৪)-এ প্রমাণিত আবূ আইয়ূব আল-আনসারীর হাদীস থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন :

' من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر "

“যে রামাদ্বান মাসে স্বিয়াম পালন করল, এর পর শাউওয়ালের ছয়দিন স্বাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন স্বাওম রাখার সমতুল্য”।

আর ইমাম আহমাদ (২১৯০৬) বর্ণনা করেছেন যে, নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

وروى أحمد ٢١٩٠٦) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام السنة

"যে রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করল, তা দশ মাসের (স্বাওম পালনের) সমতুল্য আর 'ঈদুল ফিত্বরের পর (শাউওয়ালের মাসের) ছয় দিন স্বাওম পালন করা গোটা বছরের (স্বাওম পালনের) সমতুল্য।" (**)

৯. এই মাসে যে ইমামের সাথে, ইমাম স্বালাত শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত ক্বিয়াম করে, সে সারা রাত ক্বিয়াম করেছে বলে হিসাব করা হবে, যা ইমাম আবূ দাঊদ (১৩৭০) ও অন্য সূত্রে আবূ যার -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

" إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " وصححه الألباني في صلاة التراويح " ص ١٥)

"যে ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর (ইমামের) সাথে ক্বিয়াম করল, সে সারা রাত ক্বিয়াম করেছে বলে ধরে নেয়া হবে।"

আল-আলবানী 'স্বালাহ আত-তারাউয়ীহ' বইতে (পৃঃ ১৫) একে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।

أن العمرة فيه تعدل حجة ، روى البخاري ١٧٨٢) ومسلم ١٢٥٦) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار :

১০. এই মাসে 'উমরাহ করা হাজ্জ করার সমতুল্য। ইমাম আল-বুখারী (১৭৮২) ও মুসলিম (১২৫৬) ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আনসারদের এক মহিলাকে প্রশ্ন করলেন :

" ما منعك أن تحجي معنا ؟ " ; ت : لم يكن لنا إلا ناضحان ، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح ، وترك لنا ناضحا ننضح عليه ، قال : " فإذا جاء رمضان فاعتمري ، فإن عمرة فيه تعدل حجة "

،

"কিসে আপনাকে আমাদের সাথে হাজ্জ করতে বাঁধা দিল?"

তিনি (আনসারী মহিলা)বললেন :

"আমাদের শুধু পানি বহনকারী দুটি উটই ছিল।"

তাঁর স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে করে হাজ্জে গিয়েছিলেন।

তিনি বললেন :

"আর আমাদের পানি বহনের জন্য একটি পানি বহনকারী উট রেখে গেছেন।"

তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন:

"তাহলে রামাদ্বান এলে আপনি 'উমরাহ্ করুন, কারণ এ মাসে 'উমরাহ্ করা হাজ্জ করার সমতুল্য।"

মুসলিমের রিওয়াইয়াতে আছে:

وفي رواية لمسلم : حجة معي " . والناضح هو بعير يسقون عليه

"......আমার সাথে হাজ্জ করার সমতুল্য।"

১১. এ মাসে ই'তিকাফ করা সুন্নাহ কারণ নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-তা নিয়মিতভাবে করতেন যেমনটি বর্ণিত হয়েছে 'আ'ইশাহ (আয়শা)-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা-থেকে -

كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنه – " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ " رواه البخاري (

١٩٢٢ ; ومسلم ١١٧٢

"আল্লাহ তাঁকে (রাসূলুল্লাহ কে) ক্বাবদ্ব (কবজ, মৃত্যু দান) না দেওয়া পর্যন্ত তিনি রামাদ্বানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন।"
[বর্ণনা করেছেন আল বুখারী (১৯২২) ও মুসলিম (১১৭২)]

১২. রামাদ্বান মাসে ক্বুর'আন অধ্যয়ন ও তা বেশি বেশি তিলাওয়াত করা খুবই তা'কীদের (তাগিদের) সাথে করণীয় এক মুস্তাহাব্ব (পছন্দনীয়) কাজ। আর ক্বুর'আন একে অপরের সাথে পরস্পর অধ্যয়ন বা মুদারাসাহ্ -এর অর্থ হল, একজন অপরজনকে ক্বুর'আন পড়ে শোনাবে এবং অপরজনও তাকে তা পড়ে শোনাবে। আর তা মুস্তাহাব্ব হওয়ার দালীল :

أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ " رواه البخاري ٦ ; ومسلم ٢٣٠٨)

"যে জিবরীল রামাদ্বান মাসে প্রতি রাতে নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং ক্বুর'আন অধ্যয়ন করতেন।"
[এটি বর্ণনা করেছেন আল বুখারী (৬) ও মুসলিম (২৩০৮)]

ক্বুর'আন ক্বিরা'আত সাধারণভাবে মুস্তাহাব্ব, তবে রামাদ্বানে বেশি তা'কীদ যোগ্য।

১৩. রামাদ্বানে স্বাওম পালনকারীকে ইফত্বার করানো মুস্তাহাব্ব যার দালীল জাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হতে বর্ণিত হাদীস যাতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " رواه الترمذي ١٠٧) وابن ماجه ١٧٤٦ ; وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١٤٧).

“যে কোন স্বা’ইমকে (স্বাওম পালনকারীকে) ইফত্বার করায়, তার (যে ইফত্বার করালো) তাঁর (স্বাওম পালনকারীর) সমান সাওয়াব হবে, অথচ সেই স্বাওম পালনকারীর সাওয়াব কোন অংশে কমে যাবে না”।

[বর্ণনা করেছেন আত-তিরমিযী (৮০৭), ইবনু মাজাহ (১৭৪৬) এবং আল আলবানী ‘স্বাহীহ আত তিরমিযী’(৬৪৭) তে একে স্বাহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন]

দেখুন প্রশ্ন নং **(12598)**

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

(**) [**বিঃদ্রঃ** সূরাহ (৬) আল-আন‘আমের ১৬০ নং আয়াত অনুসারে কোন মু’মিন কোন ভাল কাজ করলে আল্লাহ-তা‘আলা-তাকে দশ গুণ সাওয়াব দেন। সুবহানাল্লাহ ! তাই রামাদ্বান মাসে ৩০ দিন স্বাওম পালনের অর্থ এই দাঁড়ায় (৩০×১০) = ৩০০ দিন অর্থাৎ দশ মাস স্বিয়াম পালন করা; আর (শাউওয়াল মাসের) ছয় দিন স্বাওম পালন করার অর্থ দাঁড়ায় (৬× ১০)=৬০ দিন অর্থাৎ দুই মাস স্বিয়াম পালন করা। সুতরাং রামাদ্বান ও এর পরবর্তী শাউওয়ালের ছয় দিন স্বাওম পালন করা (১০ মাস+২ মাস) = ১২ মাস অর্থাৎ গোটা বছরের সমতুল্য!

(و الله يرزق من يشاء بغير حساب)

“আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযক্ব দান করেন”।
(২৪ আন-নূর: ৩৮)]

.

৩.স্বিয়ামের রুক্ন সমূহ কি কি?

ফাত্ওয়া নং -13927

প্রশ্ন : স্বিয়ামের রুক্ন সমূহ কি কি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ফিক্‌হ্ বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সত্যিকার ফাজ্‌রের (**) উদয়নকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত 'স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ' (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থাকা স্বিয়ামের রুক্‌নগুলোর একটি।

তবে তারা নিয়্যাতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এর মতানুসারীরা নিয়্যাত করাকে স্বাওম শুদ্ধ হওয়ার একটা শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেন।

অপরদিকে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ এর মতানুসারীরা একে (নিয়্যাতকে) 'স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ' (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আরেকটি রুক্ন হিসেবে গণ্য করেছেন।

নিয়্যাতকে রুক্ন হিসেবে বিবেচনা করা হোক আর শর্ত হিসেবেই বিবেচনা করা হোক; নিয়্যাত ছাড়া শুধু 'স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ' (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে স্বাওম শুদ্ধ হবে না-ঠিক অন্যান্য 'ইবাদাত সমূহের মতই। [আল-বাহর আর-

রা'ইক্ব (২/২৭৬), মাওয়াহিব আল-জালীল (২/৩৭৮), নিহাইয়াহ আল-মুখতাজ (৩/১৪৯, নাইল আল-মা'আরিব শার্‌হ দালীল আত্ব-ত্বালীব (১/২৭৪)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

(**) [বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ফাজ্‌র দু রকমের। প্রথম ফাজ্‌র বা মিথ্যা ফাজ্‌র : 'মিথ্যা ফাজ্‌র' বলতে বোঝায় যে, ঊষার শুভ্র রেখা-

(১) লম্বালম্বি ভাবে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর উদিত হয়,

(২) দিগন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উদিত হয়,

(৩) যা অল্প কিছুক্ষণ পর অদৃশ্য হয়ে যায়,

(৪) যা সত্য ফাজ্‌র এর আগে দৃশ্যমান হয়,

(৫) যা শারী'আতের হুক্‌ম আহকামের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

দ্বিতীয় ফাজ্‌র বা সত্য ফাজ্‌র হল ঊষার শুভ্র আভা-

(১) আড়াআড়ি ভাবে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর উদিত হয়,

(২) দিগন্তজুড়ে এর সাথে সংলগ্ন অবস্থায় উদয়নকালে,

(৩) যা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করতে থাকে,

(৪) যা মিথ্যা ফাজ্‌র এর পরে দৃশ্যমান হয়,

(৫) যার উপর শারী'আতের হুক্‌ম আহকাম নির্ভর করে।]

৪.স্বিয়াম কখন থেকে ফার্দ্ব (ফরয) হয়েছে ?

ফাত্ওয়া নং- 37649

প্রশ্ন : কত সালে মুসলিমদের উপর স্বিয়াম পালন ফার্দ্ব (ফরয) হয়েছে?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

দ্বিতীয় হিজরি সনে রামাদ্বান মাসের স্বিয়াম ফার্দ্ব (ফরয) হয়েছে। রাসূল - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নয়টি রামাদ্বানের স্বাওম পালন করেছেন।

আন-নাওয়াউয়ী-রাহিমাহুল্লাহ- ‘ আল- মাজমূ‘ ’ (৬/২৫০) -এ বলেছেন :

“ *রাসূল - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নয় বছরের রামাদ্বানের স্বাওম পালন করেছেন কারণ, তা ২য় হিজরি সনের শাবান মাসে ফার্দ্ব (ফরয) করা হয়েছিল এবং নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ১১ হিজরি সালের রাবী’উল ’আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন।*” সমাপ্ত

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৫.রামাদ্বান মাসের ফাদ্বীলাহ্ (ফযীলত) সমূহ্ সম্পর্কে সালমান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- এর বর্ণিত হাদিসটি দ্বা'ঈফ

ফাত্ওয়া নং -106480

প্রশ্ন : এই অঞ্চলে মাস্জিদ সমূহের কিছু খাত্বীব এক খুত্বাহ্ দিয়েছিলেন যার মধ্যে সালমান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- এর হাদীসটি ছিল যাতে উল্লেখিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- শা'বান মাসে তাঁদের উদ্দেশ্যে খুত্বাহ্ দিয়েছিলেন...... এর বিরুদ্ধে কিছু ভাইয়েরা প্রকাশ্যে লোকদের সামনে ইমামের বিরোধিতা করেছিলেন এই বলে যে সালমান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- এর হাদিসসমূহ মাওদ্বূ' (জাল) এবং তাঁর এ বক্তব্য : "যে একজন স্বাওম পালনকারীকে পেট ভরে খাওয়ায় আল্লাহ্ তাকে আমার হাওদ্ব থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যে সে জান্নাতে ঢোকা পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।" এবং তাঁর বাণী : "যে তার অধীনস্তদের কাজকে সহজ করে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্তি দেবেন।"
এবং তিনি (বিরোধী ভাই) বলেছেন : "এই কথাগুলি রাসূল -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর মিথ্যা আরোপ আর যে রাসূল -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর মিথ্যা আরোপ করে সে জাহান্নামে নিজের স্থান করে নেয়..........." এই হাদিসটি স্বাহীহ্ নাকি নয় ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

" ইবনু খুযাইমাহ তাঁর স্বাহীহ হাদীস গ্রন্থে সালমান -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন :
রামাদ্বান মাসের ফাদ্বীলাহ (ফযীলত) সমূহ সম্পর্কিত অধ্যায়
যদি এ খবর সত্য বলে প্রমাণিত হয়,
এরপর তিনি বলেছেন :
আমাদের বর্ণনা করেছেন- 'আলী ইবন হাজার আস-সা'দী', তিনি বলেছেন, আমাদের

বর্ণনা করেছেন, ইউসুফ ইব্ন যিয়াদ, তিনি বলেছেন আমাদের বর্ণনা করেছেন- হুমাম ইবন ইয়াহ্ইয়া, তিনি 'আলী ইবন যায়িদ ইবন জাদ্'আন হতে তিনি সা'ঈদ ইবন আল মুসাইয়্যিব হতে, তিনি সালমান হতে যে তিনি বলেছেন :

حديث سلمان رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال : باب في فضائل شهر رمضان إن صح الخبر ، ثم قال : حدثنا على بن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال : أيها الناس ، قد أظلكم شهر عظيم ، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن ، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء . قالوا : ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم ، فقال : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه غفر الله له ، وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع خصال ، خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما : فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه ، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما : فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار ، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة)

রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আমাদের উদ্দেশ্যে শা'বান এর শেষ দিনে খুত্বাহ দিলেন। তিনি বললেন :

" হে মানুষ সকল, আপনাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছে এক মহান মাস, এক মুবারাক্

মাস, এ মাসে এমন রাত আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এ মাসে স্বিয়াম পালন করা আল্লাহ্ ফারদ্ব (ফরজ) করেছেন এবং এ মাসের রাতে ক্বিয়াম করাকে নাফ্ল করেছেন, যে এ মাসে একটি ভালো কাজ (নাফ্ল) করে তা অন্য মাসে একটি ফারদ্ব (ফরজ) কাজ করার সমান; আর যে এ মাসে একটি ফারদ্ব (ফরজ) কাজ করে তা অন্য মাসে সত্তরটি ফারদ্ব (ফরজ) কাজ করার সমান; এটিই হল ধৈর্য্যের মাস, আর ধৈর্য্যের সাওয়াব (প্রতিদান) হল জান্নাত। এটি হল সহানুভূতির মাস এবং এটি এমন মাস যাতে একজন মু'মিনের রিয্ক্ব বৃদ্ধি পায়। যে এ মাসে একজন স্বাওম পালনকারীকে ইফত্বার করাবে তা তার গুনাহ সমূহকে মাফ করিয়ে দিবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবে এবং তার সেই ব্যক্তির (স্বাওম পালনকারীর) সমান সাওয়াব (প্রতিদান) হবে অথচ তার (সেই স্বাওম পালনকারীর) সাওয়াবে (প্রতিদানে) কোন কমতি হবে না। তাঁরা বললেন- আমাদের মধ্যে সবাই একজন স্বাওম পালনকারীকে ইফত্বার করানোর মত কিছু পায় না।

তিনি বললেন : আল্লাহ্ এই সাওয়াব (প্রতিদান) দিবেন যে একজন স্বাওম পালনকারীকে একটি খেজুর অথবা এক ঢোক পানি অথবা এক চুমুক দুধ দিয়ে হলেও ইফত্বার করায়। এটি এমন মাস যার প্রথম ভাগ রাহ্মাত, দ্বিতীয় ভাগ মাগফিরাত, শেষ ভাগ আগুন থেকে মুক্তি। যে তার অধীনস্থ দাসের কাজ সহজ করে দেয় আল্লাহ তাকে মাফ করেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। সুতরাং আপনারা এ মাসে চারটি কাজ বেশি করে করুন- দুটি হল যা দিয়ে আপনারা আপনাদের রাব্বকে সন্তুষ্ট করবেন আর দুটি কাজ যা ছাড়া আপনাদের কোনো গতি নেই।

যে দুটি কাজ দ্বারা আপনাদের রাব্বকে আপনারা সন্তুষ্ট করবেন : (১) এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো ইলাহ (মা'বূদ) নেই, এবং (২) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন ।

আর যে দুটো কাজ যা ছাড়া আপনাদের কোন গতি নেই (৩) আপনারা আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থণা করবেন এবং (৪) জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করবেন। আর যে এই মাসে একজন স্বাওম পালনকারীকে পেট ভরে খাওয়ায় আল্লাহ তাঁকে আমার হাওদ্ব থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যার পর সে জান্নাতে ঢোকা পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না।"

এর সানাদে ‘আলী ইবন যায়িদ ইবন জাদ্‘আন রয়েছেন যিনি দ্বা‘ঈফ (দুর্বল) তার খারাপ মুখস্থ শক্তির কারণে।
এই সনদে আরও রয়েছে ইউসুফ ইব্ন যিয়াদ আল-বাস্বরী যে ‘মুনক্বারুল হাদীস’। এতে আরও রয়েছে হুমাম ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন দীনার আল ‘আউদী যার সম্পর্কে ইবনু হাজার ‘আত-তাক্বরীব’- এ বলেছেন ‘‘বিশ্বস্ত এবং হতে পারে ত্রূটিপূর্ণ’’।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এ হাদীসের সনদে কোন মিথ্যাবাদী নেই তবে দুর্বল রা’ওয়ী (রাবী/বর্ণনাকারী) রয়েছে।
এছাড়াও রামাদ্বানের ফাদ্বীলাহ (ফযীলত) সমূহ আরও অনেক স্বাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা।

আল্লাহ আমাদের নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বাহাবাগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।’’ সমাপ্ত।

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ

শাইখ ‘আব্দুল ‘আজীজ ইবন ‘আব্দুল্লাহ ইবন বায্। শাইখ ‘আব্দুর রায্যাক ‘আফীফিয়্য, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইবন গুদাইইয়্যান, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইবন ক্বু‘ঊদ।

ফাতাওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ লিল বুহূসিল ‘ইলমিয়্যাতি ওয়াল ইফতা’ (১০/৮৪-৮৬)]

Islam Q & A

৬.“স্বাওম পালনকারীর ঘুম হল ‘ইবাদাত ” হাদীসটি দ্বা‘ঈফ (দুর্বল)

ফাত্ওয়া নং-106528

প্রশ্ন : আমি একজন খাত্বীবকে নাবী -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদীস বলতে শুনেছি যে “ স্বাওম পালনকারীর ঘুম হল ‘ইবাদাত”। এই হাদিসটি কি স্বাহীহ ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হাদিসটি স্বাহীহ নয়। তা নাবী -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- হতে প্রমাণিত হয় নি।

আল-বাইহাক্বী ‘শু‘আব আল ঈমান (৩/১৪৩৭)’ এ বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুল্লাহ ইবন আবী আওফা-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- হতে যে নাবী -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف)

“ স্বাওম পালনকারীর ঘুম হল ‘ইবাদাত, তার নীরবতা অবলম্বন করে থাকা হল তাসবীহ, তার দু‘আ’ হল কবুলযোগ্য ও তার কাজ এর সাওয়াব (প্রতিদান) দ্বিগুণ করা হয়।”

আল-বাইহাক্বী এর ইসনাদকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন :
“মা‘রূফ ইবন হাসসান (যিনি ইসনাদের একজন রা’ওয়ী/রাবী) : দ্বা‘ঈফ (দুর্বল),
এবং সুলাইমান ইবন ‘আম্র আন-নাখা‘ঈ তার থেকেও দ্বা‘ঈফ (দুর্বল),
আল ‘ইরাক্বী ‘ তাখরীজ ‘ ইহইয়া’ ‘উলূম আদ দ্বীন’ (১/৩১০) এ বলেছেন:

সুলাইমান আন-নাখা‘ঈ একজন মিথ্যাবাদীদের একজন।

আল মিনাউয়ী ‘ফাইদ্ব আল ক্বাদির’ (৯২৯৩) এ তাকে দ্বা‘ঈফ (দুর্বল)বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল-আলবানী তাকে ‘ সিলসিলাহ আল আহাদীস আদ্ব-দ্বা‘ঈফাহ ’ (৪৬৯৬) এ তাকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন : “সে দ্বা‘ঈফ (দুর্বল)”।

তাই সাধারণভাবে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব কর্তব্য হল, খাত্বীব ও ওয়া‘ইজ (ওয়াজ করে যারা) দের বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং কোন হাদীসকে রাসূলুল্লাহ - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি আরোপ করার আগে, নিশ্চিতভাবে তা জেনে নেয়া। কোন কথা -যা তিনি বলেন নি - তা তাঁর প্রতি আরোপ করা জা’ইয (বৈধ) নয়। রাসূল –স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

قال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّا)

رواه البخاري ١٣٩١) ورواه مسلم في مقدمة صحيحه) .

“ নিশ্চয়ইআমার উপর মিথ্যা বলা অন্য যে কারো উপর মিথ্যা বলার মত নয়। যে আমার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলল সে জাহান্নামের আগুনে তার স্থান করে নিল।”

[বর্ণণা করেছেন আল বুখারী (১৩৯১) ও মুসলিম তার স্বাহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকায় (৪)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৭.রামাদ্বানে কোনটি উত্তম আল-ক্বুর’আন তিলাওয়াত নাকি স্বালাত আদায়?

ফাত্ওয়া নং -3455

প্রশ্ন : রামাদ্বানে দিনের বেলায় কোনটি উত্তম আল-ক্বুর’আন তিলাওয়াত নাকি নাফ্ল স্বালাত আদায়?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

রামাদ্বান মাসে রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সুন্নাহ হল বিভিন্ন ধরণের ‘ইবাদাত বেশি করে করা।
জিবরীল -‘আলাইহিস সালাম- (রামাদ্বানে) রাতের বেলা তার সাথে ক্বুরআন অধ্যয়ন করতেন। এবং জিবরীল তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি বয়ে যাওয়া বাতাসের চাইতেও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন। রামাদ্বানে তিনি   সবচেয়ে বেশি দানশীল হয়ে যেতেন। এবং বেশি করে স্বাদাক্বাহ, ইহসান (কল্যাণ করা), ক্বুরআন তিলাওয়াত, স্বালাত আদায়, যিক্র ও ই‘তিকাফ -এই মহান মাসে এসব ‘ইবাদাত রাসূল - স্বাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সুন্নাহ। অপরদিকে একজন ক্বারি’ এর তিলাওয়াহ ও একজন মুস্বাল্লী (মুসাল্লি) এর নাফ্ল স্বালাত আদায় এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম তা নির্ভর করে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার উপর, এর সঠিক মূল্যায়ন আল্লাহই -‘আযযা ওয়া জাল্ল-করতে পারেন কারণ তিনি সব কিছু সম্পর্কে সম্মুখ অবগত।

[‘আব্দুল ‘আযীয ইব্ন বায রচিত ‘ আল জওয়াবুস্ব স্বাহীহ মিন আহকামি স্বালাতিল লাইলি ওয়াত তারাউয়ীহ ’ (পৃঃ ৪৫) শীর্ষক বই হতে নেওয়া হয়েছে]

কখনো কোনো বিশেষ কাজ কারো ক্ষেত্রে বেশি ভালো হতে পারে। এবং অন্য একটি কাজ অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে উত্তম হতে পারে। সে কাজটি তাকে আল্লাহ –‘আয্যা ওয়া জাল্ল- এর কতটা নিকটবর্তী করছে তার উপর নির্ভর করে। অনেকে কিছু নাফ্ল ‘ইবাদাত দ্বারা প্রভাবিত হন এবং খুশূ‘ অবলম্বন করেন। অন্যান্য কাজগুলোর তুলনায়

এই খুশু‘ ই তাদেরকে আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী করে। সে ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেই কাজগুলোই উত্তম।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

৮.স্বিয়ামের সাওয়াব কি কষ্টের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ?

ফাত্ওয়া নং -78247

প্রশ্ন : স্বিয়ামের সাওয়াব কি আল্লাহর কাছে সমান নাকি স্বাওম পালনকারী যে কষ্ট সহ্য করে তার সাথে সম্পৃক্ত? কেউ আছে শীতের দেশে স্বাওম পালন করে, পিপাসার কষ্ট অনুভব করেনা; অপরপক্ষে কেউ আছে গরম দেশে স্বাওম পালন করে। এছাড়াও স্বিয়ামের সাথে কল্যাণমুখী কার্যক্রম তো রয়েছেই, কিন্ত আমি শুধু স্বিয়াম পালনের কথাই বলতে চাচ্ছি।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যদি কষ্ট ‘ইবাদাতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় যে সেই কষ্ট সহ্য করা ছাড়া ‘ইবাদাত পালন করা সম্ভব নয়,তবে সেই কষ্টের তীব্রতা যত বেশি হবে, তার পুরস্কার ও সাওয়াবও তত বেশি হবে। সে কারণেই নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আ’ইশাহ (আয়িশা) -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে বলেছেন :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : (إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك)

رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١١١٦) وأصل الحديث في الصحيحين

“ নিশ্চয়ই তোমার শ্রম ও ব্যয়ের পরিমাণ অনুযায়ী তোমার জন্য সাওয়াব (প্রতিদান) নির্ধারিত হবে।”

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-হাকীম ও আল-আলবানী ‘স্বাহীহ আত-তারগীব ওয়া আত তারহীব’ (১১১৬) এ একে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন, এ হাদীসের মূল রয়েছে দুই স্বাহীহ গ্রন্থে (অর্থাৎ আল-বুখারী ও মুসলিমে)]

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী-রাহিমাহুল্লাহ- ‘শারহ্ মুসলিম’ এ বলেছেন: *“নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী :*

وْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى قَدْر نَصَبك أَوْ قَالَ : نَفَقَتك)

“তোমার শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা বলেছেন তোমার ব্যয় ”

এ থেকে আপাত দৃষ্টিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ‘ইবাদাতের সাওয়াব ও মর্যাদা শ্রম ও ব্যয়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়ে যায়। শ্রমের অর্থ হল এমন শ্রম, যা শারী‘আত নিন্দা করে না। একই ভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।” সমাপ্ত

কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী সাওয়াব (প্রতিদান) এই মূলনীতিটি সবকিছুর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। বরং এমন কিছু কাজ রয়েছে যা তুলনামূলক ভাবে বেশি সহজ কিন্তু বেশি সাওয়াবের।

আয-যারকাশী ‘আল-মানসূর ফিল ক্বাওয়া‘ইদ’ (২/৪১৫-৪১৯)-এ বলেছেন :

“কাজ যত বেশি ও কঠিন হয় তা তত উত্তম ; তা থেকে যা এর মত নয়। ‘আ’ইশাহ (আয়িশা) -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- এর হাদীসে আছে :

وفي حديث عائشة رضي الله عنه : (أجرك على قدر نصبك)

তোমার সাওয়াব (প্রতিদান) তোমার শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী।

তবে অল্প কাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি কাজের চেয়ে উত্তম :

যেমন : একজন মুসাফিরের জন্য স্বালাত সংক্ষিপ্ত করে পড়া তা পূর্ণ করা থেকে উত্তম।

আরও যেমন : জামা‘আতের সাথে ১ বার স্বালাত আদায় করা ২৫ বার একাকী স্বালাত আদায় করা থেকে উত্তম।

আরও যেমন : ফাজ্‌রের দুই রাকা‘আত সুন্নাহ সংক্ষিপ্ত করে আদায় করা তা দীর্ঘ করে পড়া থেকে উত্তম।

আরও যেমন : কুরবাণীর গোশত কিছু লোকমা (রেঁধে) খাওয়া পুরোটা স্বাদাক্বাহ করে দেওয়া থেকে উত্তম।

আরও যেমন : স্বালাতে কোন ছোট সম্পূর্ণ সূরাহ পড়া অন্য সূরাহ-দীর্ঘ হলেও-তার আংশিক পাঠ করা থেকে উত্তম; কারণ রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ‘আমল থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই প্রতীয়মান হয়েছে।” সমাপ্ত

(পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় তিন : স্বিয়ামের আদাব (আদব সমূহ)

৯.এক মিনিটে আপনি কি কি করতে পারেন

ফাত্ওয়া নং- 4156

প্রশ্ন : আমরা অফিসে ও কর্মস্থলে বলতে গেলে ‘ইবাদাত ও ভাল কাজের কোন সময়ই পাই না। কীভাবে আমরা দিনের এই অল্প সময় কাজে লাগাব? আর কীভাবেই বা আমরা এ থেকে উপকৃত হতে পারি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নিশ্চয়ই সময় হল মানুষের জীবন। যা কখনোই অপচয় ও অবহেলা হতে দেয়ার নয়। বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ সেই, যে তার সময়ের সদা সদ্ব্যবহার করে। তাই সে তা অহেতুক কাজ ও অর্থহীন কথায় ব্যয় করে না বরং তা (সময়) সীমাবদ্ধ রাখে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ও কল্যাণমুখী কাজে, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং মানুষের উপকার বয়ে আনে। তাই আপনার জীবনের প্রতিটি মিনিটে আপনি একটি করে প্রস্তর স্থাপন করতে পারেন যা আপনার মর্যাদার ভবনকে উচ্চকিত করবে এবং তা দিয়ে আপনার জাতি সৌভাগ্যের পথ পাড়ি দেবে।

যদি আপনি আপনার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আপনার জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম ও সুমহান সৌভাগ্য অর্জনে সচেষ্ট হন, তবে আরাম আয়েশকে বিদায় জানান এবং আপনার ও ক্রীড়া কৌতুকের মাঝে প্রাচীর স্থাপন করুন।

এক মিনিট সময়ের মাঝে অনেক কল্যাণ করা যেতে পারে এবং বিশাল সাওয়াব (প্রতিদান) অর্জিত হতে পারে। শুধু এক মিনিটেই আপনি আপনার জীবনে যোগ করতে পারেন কোন কিছু দান করে, কোন কিছু আত্মস্থ করে, মুখস্থ করে, কল্যাণমুখী কাজ করে। শুধু এক মিনিটে এগুলো আপনার ভালো কাজের খাতায় লেখা হয়ে যাবে যদি আপনি জানেন কিভাবে তা কাজে লাগাবেন ও তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।

"সচেষ্ট হন বৃহত্তর কল্যাণে... প্রতি মিনিটে।

যদি তা ভুলে যান তবে ভুলবেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বরং প্রকৃত বাস্তবতা..".

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এক মিনিটে যে বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহ আপনি সম্পন্ন করতে পারেন, তার কিছু নিম্নে উল্লেখিত হল :

(১) এক মিনিটে আপনি সূরাহ আল-ফাতিহা পর পর তিন বার গোপনে পড়ে ফেলতে পারেন। অনেকে বলেন সূরাহ আল-ফাতিহা পাঠের সাওয়াব ৬০০ হাসানাহ্‌ এর বেশি। তাই আপনি যদি তা তিনবার পাঠ করেন, তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনার ১৮০০ এর বেশি হাসানাহ্‌ (পুন্য) অর্জিত হবে, আর এর সবই এক মিনিটে।

(২) এক মিনিটে আপনি সূরা আল-ইখলাস্ব "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়তে পারেন গোপনে পর পর ২০ বার, তা একবার পাঠ করা আল-কুর'আন এর এক তৃতীয়াংশ পড়ার সমান তাই আপনি যদি তা ২০ বার পাঠ করেন তবে তা ৭ বার আল-কুর'আন পড়ার সমতুল্য। আর যদি আপনি তা প্রতিদিন এক মিনিটে ২০ বার পাঠ করেন তবে মাসে ৬০০ বার আপনার পাঠ করা হয়, আর বছরে ৭২০০ বার পাঠ করা হয় যার সাওয়াব (প্রতিদান) আল-কুর'আন ২৪০০ বার পড়ার সমতুল্য হয়!!

(৩) আপনি এক মিনিটে আল্লাহর কিতাবের এক পৃষ্ঠা পাঠ করতে পারেন।

(৪) আপনি এক মিনিটে আল্লাহর কিতাবের একটি ছোট আয়াহ মুখস্থ করতে পারেন।

(৫) এক মিনিটে আপনি ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর'' ২০ বার পড়তে পারেন, যার সাওয়াব (প্রতিদান) ইসমা'ঈল বংশের ৮ জন দাসকে আল্লাহর রাস্তায় মুক্ত করার সমান।

(৬) এক মিনিটে আপনি ''সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্'' ১০০ বার পড়তে পারেন, আর যে তা এক দিনে পড়ে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়।

(৭) এক মিনিটে আপনি ''সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুব্হানাল্লাহিল 'আজীম'' ৫০ বার পড়তে পারেন, আর তা হল সহজপাঠ্য দুইটি বাক্য যা মীযানের ওজনে ভারী আর রাহমান (দয়াময়) এর অতি প্রিয় যেমনটি রয়েছে আল-বুখারী (৭১২৪) ও মুসলিমে।

(৮) নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেছেন :

''সুব্হানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আক্বার – এটি পাঠ করা আমার কাছে যে সবের উপর সূর্য উদিত হয়েছে সেসব থেকে প্রিয়।''

[এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (২৬৯৫)]

এক মিনিটে আপনি এ সব বাক্য ১৮ বারের বেশি পড়তে পারেন। এসব বাক্য আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়। আর তা হল কথার মধ্যে সর্বোত্তম এবং মীযানের ওজনে অতি ভারী যার বর্ণনা স্বাহীহ হাদীসসমূহে এসেছে ।

(৯) এক মিনিটে আপনি ‘‘লা- হাওলা ওলা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ’’ (কোন উপায়-সামর্থ নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া) ৪০ বারের বেশি পড়তে পারেন, আর তা হল জান্নাতের অমূল্য ধনভাণ্ডারসমূহের একটি, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আল-বুখারী ও মুসলিমে। একই ভাবে এটি কষ্ট সহ্য করা ও কঠিন কাজসমূহ আয়ত্তের এক মহান কারণ।

(১০) এক মিনিটে আপনি ‘‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’’ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্- উপাস্য যোগ্য মা‘বুদ নেই) প্রায় ৫০ বার পড়তে পারেন যা সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য, আর তা হল তাওহীদের বাক্য, আল-কালিমাতুত্ ত্বায়্যিবাহ (উত্তম বাক্য), অটল-অবিচল বাক্য, এটি যার শেষ কথা হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করে। এছাড়া এর মর্যাদা ও মাহাত্মের দিকনির্দেশনায় আরও বর্ণনা রয়েছে।

(১১) এক মিনিটে আপনি ‘‘সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্ , ‘আদাদা খাল্ক্বিহ্ ,ওয়া রিদ্বা নাফ্সিহ্ , ওয়া যিনাতা ‘আর্শিহ্, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ্’’ (আল্লাহ মহা পবিত্র ও সকল প্রশংসা তাঁর; তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার সমান প্রশংসা, তাঁর সন্তুষ্টির সমান প্রশংসা , তাঁর ‘আর্শের ওজনের সমান প্রশংসা, তাঁর বাক্যসমূহের কালির সমান প্রশংসা) ১৫ বারের বেশি পড়তে পারেন এগুলো এমন সব বাক্য যার প্রতিদান তাসবিহ্ ও যিক্র-এর প্রতিদান হতে অনেক অনেক বেশি যা নাবী- স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – হতে স্বাহীহ বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(১২) এক মিনিটে আপনি আল্লাহ –‘আয্যা ওয়া জাল্ল– এর কাছে ‘‘আস্তাগফিরুল্লাহ’’ বলে ইস্তিগফার (মাফ চাওয়া) করতে পারেন ১০০ বারের বেশি। এর ফাদ্বীলাহ (ফজিলত) আপনার অজানা নয়। এটি হল ক্ষমা প্রাপ্তি, জান্নাতে প্রবেশের কারণ। এটি

উত্তম জীবন উপকরণ, শক্তি বৃদ্ধি, বিপদ-আপদ রোধ, সকল বিষয়াদি সহজ করা, বৃষ্টি বর্ষণ ও সম্পদ, সন্তানাদির আধিক্যের কারণ।

[১১ হূদ : ৫২, ৭১ নূহ : ১০-১২]

(১৩) এক মিনিটে আপনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে পারেন যা দ্বারা হয়ত আল্লাহ এমন কল্যাণের পথ খুলে দিবেন যা আপনি ভাবতেও পারেননি।

(১৪) এক মিনিটে আপনি নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর ৫০ বার এই বলে ‘‘স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম’’ স্বালাত (দু‘আ’/দরূদ) পাঠ করতে পারেন , ফলে আল্লাহ আপনার উপর এর পরিবর্তে ৫০০ বার স্বালাত (প্রশংসা) পাঠ করবেন, কারণ এক বার স্বালাত পাঠের মাধ্যমে ১০ বার প্রতিদান পাওয়া যায়।

(১৫) এক মিনিটে আপনার মন আল্লাহর শুক্র (প্রশংসা), তাঁর ভালবাসা, তাঁর ভয়, তাঁর প্রতি আশা, এবং তাঁর প্রতি উদগ্রীব হতে পারে, ফলে আপনি ‘উবূদিয়্যাহ্-(দাসত্ব) এর স্তরসমূহ অতিক্রম করতে পারেন যখন আপনি হয়ত আপনার বিছানায় শুয়ে আছেন, অথবা কোন পথ ধরে হাঁটছেন।

(১৬) এক মিনিটে আপনি সহজে বোধগম্য উপকারী কোনো বইয়ের দুই পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারেন।

(১৭) এক মিনিটে আপনি টেলিফোন যোগে আপনার আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন।

(১৮) এক মিনিটে আপনি আপনার দুই হাত উঠিয়ে জাওয়ামি‘ আদ্ -দু‘আ’ ’ (যে দু‘আ’ গুলোতে সমস্ত দু‘আ’ সমূহ অন্তর্ভুক্ত) হতে পছন্দমত দু‘আ’ পড়তে পারেন।

(১৯) এক মিনিটে আপনি কয়েকজনকে সালাম দিতে ও তাদের সাথে হাত মিলাতে পারেন।

(২০) এক মিনিটে আপনি কোন ব্যক্তিকে, একটি মন্দ কাজ করা থেকে নিষেধ করতে পারেন।

(২১) এক মিনিটে আপনি একটি ভাল কাজের আদেশ করতে পারেন।

(২২) এক মিনিটে আপনি এক ভাইকে নাস্বীহাহ্ (নসিহত) করতে পারেন।

(২৩) এক মিনিটে আপনি একজন দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে পারেন।

(২৪) এক মিনিটে আপনি পথ থেকে ক্ষতিকর বস্তু অপসারণ করতে পারেন।

(২৫) এক মিনিটের সদ্ব্যবহার বাকি সব দীর্ঘ অবহেলিত সময়ের সদ্ব্যবহার করতে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। আশ-শাফি‘ঈ - রাহিমাহুল্লাহ -বলেছেন :

“যখন ঘুমন্ত লোকেরা ঘুমিয়ে পড়লো তখন আমি আমার চোখের অশ্রু ফেলি ... এবং (কবিতার) চরণ পাঠ করি, সবচেয়ে অনন্য কবিতা থেকে।

এটি কি খুব (সময়ের) অপব্যয় না যে রাতগুলো ...পার হয়ে যাচ্ছে জ্ঞান (অর্জন) ছাড়া এবং তা (সেই সময়) আমার জীবন থেকে কেটে নেয়া হচ্ছে? ”

সবশেষে আপনার ইখলাস্ব ও সচেতেনতা অনুযায়ী আপনার প্রতিদান বেড়ে যাবে। আপনার হাসানাত (পূন্যসমূহ)ও বেড়ে যাবে।

জেনে রাখুন, এই কাজগুলোর বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই আপনাকে তেমন কিছু করতে হয় না। এগুলোর জন্য আপনার ত্বাহারা(পবিত্রতা), ক্লান্তি অথবা শ্রম নিয়োগের প্রয়োজন

পড়ে না। বরং আপনি তা করতে পারেন যখন আপনি পায়ে হেঁটে গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন অথবা শুয়ে, দাঁড়িয়ে, বসে রয়েছেন অথবা কারও জন্য অপেক্ষা করছেন।

একইভাবে এ কাজগুলো সৌভাগ্য, মনের প্রশস্ততা ও দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হওয়ার অনেক বড় কারণগুলোর একটি।

আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে তাওফীক্ব দিন সে সমস্ত ব্যাপারে যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট। আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর স্বালাত (প্রশংসা) বর্ষণ করুন।

Islam Q & A

শাইখ মুহাম্মদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

১০.সাহূর (সেহেরি) এর সময় কি শারী‘আত সম্মত কোন দু‘আ’ আছে?

ফাত্ওয়া নং -65955

প্রশ্ন : স্কুলে থাকাকালে আমি মনে করতাম যে শুধু ইফত্বারের সময় বিশেষ দু‘আ’ আছে, সাহূর (সেহেরি) এর সময় নয়। কারণ সাহূর (সেহেরি) এর নিয়্যাত এর স্থান হল মন। তবে আমার স্বামী আমাকে বলেছে যে, সাহূর (সেহেরি) এর ও বিশেষ দু‘আ’ আছে।

আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করবেন, এটি কি সঠিক?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হ্যাঁ, সুন্নাহতে বর্ণিত কিছু বিশেষ দু‘আ’ এর বর্ণনা এসেছে, যা একজন স্বাওম পালনকারী তার ইফত্বারের সময় বলবে। সে বলবে :

ذَهَبَ الظّمَأُ وَ ابْتَلّتِ العُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إنْ شَاءَ الله

‘‘পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হল, যদি আল্লাহ চান।’’

এছাড়া সে তার নিজ ইচ্ছা অনুসারে দু‘আ’ করতে পারে। এটি এজন্য নয় যে, এ ব্যাপারে সুন্নাহ দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয়েছে বরং এজন্য যে, এটি একটি ‘ইবাদাতের (অর্থাৎ স্বাওমের) শেষ মুহূর্ত। তাই এসময়ে, একজন মুসলিমের দু‘আ’ করা শারী‘আত সম্মত।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন স্বালিহ আল-‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ- কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : ইফত্বারের সময় নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হতে বর্ণিত মা’সূর (সুন্নাহ তে প্রমাণিত) দু‘আ’ আছে কি? এর সময়ই বা কখন?
একজন স্বাওম পালনকারী কি মু’আয্যিনের সাথে আযান পুনরাবৃত্তি করবেন নাকি তার ইফত্বার চালিয়ে যেতে থাকবেন ?

তিনি উত্তরে বলেন :

ওয়া জাল্ল-এর প্রতি অনুগত ও বিনয়ী হয়।

এক্ষেত্রে মা’সূর দু‘আ’টি হল :

اَللهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

‘‘হে আল্লাহ আমি আপনার জন্য স্বাওম পালন করলাম এবং আপনার দেয়া রিযক্ব দ্বারা ইফত্বার করলাম।’’

আরও বর্ণিত হয়েছে যে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী :

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ العُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إنْ شَاءَ اللهُ

‘‘পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং সাওয়াব নিশ্চিত হল, যদি আল্লাহ চান।’’

এই দুটি হাদীসের দুর্বলতা থাকলেও ‘আলিমগণের অনেকে এটিকে হাসান হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যাই হোক, আপনি ইফত্বারের সময়, এই দু‘আ’ দ্বারা বা অন্য কোন দু‘আ’– ই করুন, এটি ক্ববুল হওয়ার মুহূর্ত।’’ সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবন ‘উসাইমীন (প্রশ্ন নং ১৯/৩৪১)]

‘‘ পিপাসা দূরীভূত হল……’’ ও ‘‘ হে আল্লাহ, আপনার জন্য স্বাওম পালন করলাম……’’এই দুই হাদীসের তাখরীজ (মূল হাদীস গ্রন্থে এর অবস্থান সংক্রান্ত বিবরণ) জানতে দেখুন **(26879)** নং প্রশ্নের উত্তর। এতে প্রথমটির দুর্বল ও দ্বিতীয়টির হাসান হওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং এই দু‘আ’ সংক্রান্ত শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এর ফাত্ওয়া উল্লেখিত আছে।

অপরপক্ষে সাহূর (সেহেরি) এর ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ দু'আ'র উল্লেখ নেই। শারী'আত সম্মত হল, এর (খাওয়ার) শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং খাওয়ার শেষে তাঁর প্রশংসা করা, যেমনটি অন্য সব খাওয়ার বেলায় করা হয়।

তবে, যে তার সাহূর (সেহেরি) কে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করে, সে এর দ্বারা- ইলাহী অবতরণের সময় পেয়ে যায়, আর এটি হল দু'আ' ক্বুবুলের সময়।

আবূ হুরাইরাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ) .

(رواه البخاري ١٠٩٤ ، ومسلم ٧٥٨)

''আমাদের রাব্ব (সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিযক্বদাতা) -তাবারাকা ওয়া তা 'আলা- প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে অবতরণ করেন (যেভাবে অবতরণ করা তার জন্য শোভনীয়), তিনি বলতে থাকেন, 'কে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব; কে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দান করব; কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।' ''

[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১০৯৪) ও মুসলিম (৭৫৮)]

সুতরাং, এ সময়ে দু'আ' করবে কারণ এটি দু'আ' ক্বুবুলের সময়, সাহূর (সেহরি) এর জন্য নয়।

আর নিয়্যাত করা, তা হবে মন থেকে, জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করা- শারী‘আত সম্মত নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন:

“ যে মনে মনে সংকল্প করলো যে, সে পরের দিন স্বাওম পালন করবে, তবে তার নিয়্যাত করা হয়ে গেলো । ”

দেখুন **(37643)** ও **(22909)** নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

১১.রামাদ্বান মাসে মুখের দুর্গন্ধ দূরীকরণে যা ব্যবহৃত হয়

ফাত্ওয়া নং- 22913

প্রশ্ন : ফার্মেসীগুলোতে মুখের জন্য বিশেষ এক ধরণের পারফিউম পাওয়া যায়। তা এক ধরণের স্প্রের মত। রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে তা ব্যবহার করা কী জা’ইয (বৈধ) ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

স্বিয়ামরত অবস্থায় মুখের এই স্প্রের বিকল্প হিসেবে সিওয়াক (মিসওয়াক) ব্যবহার করাই যথেষ্ট, যে ব্যাপারে নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- উৎসাহিত করেছেন। তবে যদি কেউ স্প্রে ব্যবহার করে যা তার গলায় পৌঁছে না, তবে তাতে কোন সমস্যা নেই। তবে এটি লক্ষণীয় যে, স্বিয়ামের কারণে একজন স্বাওম পালনকারীর মুখে

সৃষ্ট ঘ্রাণ অপছন্দ করা উচিত নয়। কারণ এটি আল্লাহ -‘আযযা ওয়া জাল্ল- এর এক প্রিয় আনুগত্যের চিহ্ন। আর হাদীসে রয়েছে যে :

الحديث : (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)

“একজন স্বাওম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিশকের সুবাসের থেকেও অধিক সুগন্ধময়।”

[আল-মুনতাক্বা, ফাত্ওয়া আশ-শাইখ স্বালিহ আল-ফাওযান, ভলিউম ৩, পৃঃ ১২১]

১২.মু’আয্যিন কি আগে ইফত্বার করবেন নাকি আযান দিবেন?

ফাত্ওয়া নং- 66605

প্রশ্ন : একজন মু’আয্যিন কখন ইফত্বার করবেন? আযানের আগে না পরে?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

একজন স্বাওম পালনকারীর ইফত্বার করার ক্ষেত্রে মূলনীতিটি হল - তা হবে সূর্যাস্ত ও রাত শুরু হওয়ার পরে। এর দালীল হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

لقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

[٢ البقرة ٨٧]

“*আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণ রেখা থেকে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতীয়মান না হয়। অতঃপর তোমরা রাতের আগমন (অর্থাৎ সূর্যাস্ত) পর্যন্ত স্বিয়াম পূর্ণ কর।*” (**)

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

ইমাম আত্ব-ত্বাবারী বলেছেন :

আর আল্লাহর বাণী :

قوله : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

"এরপর তোমরা স্বিয়াম রাত পর্যন্ত সম্পন্ন কর"

এখানে - তিনি স্বাওমের শেষ সময়ের সীমা বেঁধে দিয়েছেন আর তা হল রাতের প্রারম্ভ, যেমনভাবে তিনি ইফত্বার, খাদ্য-পানীয়-মিলন, মুবাহ (বৈধ) হওয়া ও স্বাওমের শুরুর ভাগের সীমানা বেঁধে দিয়েছেন দিনের প্রারম্ভ ও শেষ রাতের সমাপ্তির মাধ্যমে; এ থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, রাতে কোন স্বাওম নেই যেমনভাবে স্বাওমের দিনগুলোতে দিনের বেলায় কোন পানাহার নেই।" সমাপ্ত

[তাফসীর আত্ব-ত্বাবারী (৩/৫৩২)]

স্বাওম পালনকারীর ক্ষেত্রে সুন্নাহ হল শীঘ্র ইফত্বার করা।

সাহ্ল ইবনু সা'দ – রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ্- থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ –স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر)

(رواه البخاري ١٨٥٦ ؛ ومسلم ١٠٩٨)

"মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর আছে যতদিন তারা শীঘ্র ইফত্বার করবে।"

[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৮৫৬) ও মুসলিম (১০৯৮)]

ইবনু 'আব্দিল আল-বারর-রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :

"সুন্নাহ হল ইফত্বার ত্বরান্বিত করা ও সাহূর (সেহরি) বিলম্বিত করা। ত্বরান্বিত করার অর্থ হল সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর । সূর্য অস্ত গিয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে কারো জন্য ইফত্বার করা জা'ইয (বৈধ) নয়। কারণ যে ফারদ্ব (ফরজ) নিশ্চয়তার (ইয়াক্বীন) সাথে আবশ্যক হয়েছে, তা শুধু নিশ্চয়তার মাধ্যমেই সমাপ্ত হতে পারে।" সমাপ্ত

[আত-তামহীদ (২১/৯৭, ৯৮)]

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী-রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :

" এতে (এই হাদীসে) সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ইফত্বার করে ফেলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল এই উম্মাতের কার্যক্রম ততদিন পর্যন্ত সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন তারা এই সুন্নাহ পালনে নিয়মিত থাকবে।"

সমাপ্ত

[শারহ মুসলিম (৭/২০৮)]

যদি কেউ ইফত্বার করার জন্য মু'আয্যিনের আযানের অপেক্ষায় থাকে তবে তাঁর উচিত শীঘ্র আযান দেওয়া যাতে তিনি মানুষের দেরিতে ইফত্বার করার, কারণ না হন - যা সুন্নাতের খিলাফ (বিপরীত)।

তবে তার ইফত্বার যদি সামান্য কিছু যেমন, এক ঢোক পানি দিয়ে হয় যার কারণের আযান বিলম্বিত হবে না, তাহলে (আগে ইফত্বার করায়) কোন সমস্যা নেই।

আর যদি কেউ (ইফত্বার করার জন্য) মু'আয্যিনের আযানের অপেক্ষায় না থাকে, যেমন তিনি যদি শুধু নিজের জন্য আযান দেন, সেই ব্যক্তির মত যে একা মরুভূমিতে আছে অথবা নিকটে উপস্থিত কোন দলের জন্য আযান দেন যেমন একদল মুসাফিরের জন্য,

তবে তাঁর আযানের আগে ইফতার করায় কোন দোষ নেই।কারণ তাঁর সাথীরা -আযান না দেওয়া হলেও- তার সাথে ইফতার করবে এবং তাঁর আযানের জন্য অপেক্ষা করবে না।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

[(**) **বিশেষ দ্রষ্টব্য** : ফাজ্র দু রকমের। প্রথম ফাজ্র বা মিথ্যা ফাজ্র : 'মিথ্যা ফাজ্র' বলতে ঊষার শুভ্র রেখার-

(১) লম্বালম্বি ভাবে উত্তর দক্ষিণ বরাবর উদিত হয়,

(২) দিগন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উদিত হয়,

(৩) যা অল্প কিছুক্ষণ পর অদৃশ্য হয়ে যায়,

(৪) যা সত্য ফাজ্র এর আগে দৃশ্যমান হয়,

(৫) যা শারী'আতের হুক্ম আহকামের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

দ্বিতীয় ফাজ্র বা সত্য ফাজ্র অর্থাৎ ঊষার শুভ্র আভা-

(১) আড়াআড়ি ভাবে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর,
(২) দিগন্তজুরে এর সাথে সংলগ্ন অবস্থায় উদয়নকালে,
(৩) যা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করতে থাকে,
(৪) যা মিথ্যা ফাজ্র এর পরে দৃশ্যমান হয়,
(৫) যার উপর শারী'আতের হুক্ম আহকাম নির্ভর করে।]

অধ্যায় চার : স্বিয়ামের তাকলীফী হুক্‌মসমূহ

<u>১৩.স্বিয়ামের তাকলীফী হুক্‌মের প্রকারভেদ</u>

ফাত্‌ওয়া নং- 66909

প্রশ্ন: স্বিয়ামের তাকলীফী হুক্‌মের প্রকার সমূহ কি কি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তাকলীফী হুক্‌ম সমূহ ৫ প্রকার। (১) ওয়াজিব, (২) হারাম, (৩)মুস্তাহাব্ব, (৪) মাকরূহ, (৫) মুবাহ এই ৫টি আহ্‌কাম স্বিয়ামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি হুকুমের অন্তর্ভুক্ত সবকিছু উল্লেখ করব না, বরং যতটুকু সহজ হয় ততটুকু উল্লেখের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকব।

<u>প্রথমত : ওয়াজিব স্বাওম</u>

(১) রামাদ্বানের স্বাওম

(২) রামাদ্বানের ক্বাদ্বা’ স্বাওম

(৩) কাফ্‌ফারাহ এর স্বাওম (ভুল করে হত্যার কাফ্‌ফারাহ, জিহার এর কাফ্‌ফারাহ, রামাদ্বানের দিনের বেলা মিলনের কাফ্‌ফারাহ, চুক্তি ভঙ্গের কাফ্‌ফারাহ)

(৪) হাজ্জ পালনকালে মুতামাত্তি‘ ব্যক্তির স্বাওম, যদি তিনি পশু না পান (ক্বুরবানী করার জন্য), যার দালীল হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)

[٢ البقرة ٩٦]

“ সুতরাং যে হাজ্জ পালনকালে ‘উমরাহ দ্বারা তামাত্তু‘ করে, সে তার সাধ্য অনুযায়ী পশু ক্বুরবানী করবে; আর যে তা পাবে না সে হাজ্জ পালনকালে তিন দিন ও (গন্তব্য স্থলে) ফিরে যাওয়ার পর সাত দিন স্বিয়াম পালন করবে।’’

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৯৬]

(৫) নায্‌র (মানত) এর স্বাওম

দ্বিতীয়ত : মুস্তাহাব্ব স্বাওম

(১) ‘আশূরা’ র দিনের স্বাওম

(২) ‘আরাফাহ (আরাফাত) দিনের স্বাওম

(৩) প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারের স্বাওম

(৪) প্রতি মাসে তিন দিনের স্বাওম

(৫) শাউওয়ালের (শাওয়াল) ছয় দিনের স্বাওম

(৬) শা‘বান মাসের অধিকাংশ দিনের স্বাওম

(৭) মুহার্‌রাম মাসের স্বাওম

(৮) একদিন স্বিয়াম পালন ও অপরদিন ইফত্বার করা। আর এটি (মুস্তাহাব্ব) স্বিয়ামের সর্বোত্তম প্রকার।

আর এর সবগুলো (প্রকারসমূহ) হাসান ও স্বাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সেগুলো এই ওয়েবসাইটে রয়েছে।

তৃতীয়ত : মাকরূহ স্বাওম

(১) শুধু জুমু'আহ র (শুক্রবার) দিনে এককভাবে স্বাওম পালন করা। এর দালীল হল নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী :

(لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)

متفق عليه

"আপনারা জুমু'আহ র দিনে স্বাওম পালন করবেন না যদি না তার আগের দিন বা তার পরের দিন স্বাওম পালন করে থাকেন।"

[আল বুখারী ও মুসলিম]

(২) শুধু শনিবার দিন এককভাবে স্বাওম পালন।এর দালীল হল নাবী - স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ)

. رواه الترمذي ٧٤٤) وحسَّنه وأبو داود ٢٤٢١) وابن ماجه ١٧٢٦ وصححه الألباني في إرواء الغليل " ١٦٠)

“আপনারা শনিবার দিনে স্বাওম পালন করবেন না তা ছাড়া যা আল্লাহ আপনাদের উপর ফার্‌দ্ব (ফরজ) করেছেন। আপনাদের কেউ যদি আঙ্গুরের খোসা বা গাছের কাঠি ও পায় (তা খেয়ে হলেও স্বাওম পালন থেকে বিরত থাকতে হবে)।’’

[এটি বর্ণনা করেছেন আত-তিরমিযী (৭৪৪) এবং একে হাসান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; আবূ দাঊদ (২৪২১), ইবনু মাজাহ (১৭২৬) এবং আল-আলবানী ‘ ’ইরওয়া’উল-গালীল ’ (৯৬০) এ]

আত-তিরমিযী বলেছেন :

“ তা মাকরূহ হওয়ার অর্থ কোন ব্যক্তির শনিবারকে (এককভাবে) স্বিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা। কারণ ইয়াহূদীরা শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দেয়।” (সমাপ্ত)

চতুর্থত : হারাম স্বাওম

(১) ‘ঈদুল ফিত্বর, ‘ঈদুল ’আদ্বহা (আযহা), আইইয়ামুত তাশরীক্ব এর দিনগুলো আর তা হল কুরবানীর পরের তিন দিন (১১,১২,১৩ জিল্‌হাজ্ব এর স্বাওম)

(২) ইয়াওমুশ শাক্ক -এর স্বাওম

আর তা হল ৩০ শা‘বানের দিন যদি আকাশে নতুন চাঁদ দেখতে বাঁধা দানকারী কিছু (মেঘ বা ধোঁয়া ইত্যাদি) থাকে। তবে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে সন্দেহের কিছু নেই।

(৩) হা’ইদ্ব (হায়েয) ও নুফাসা’ (নিফাসে আক্রান্ত নারী)-এর স্বাওম

পঞ্চমত : মুবাহ (বৈধ) স্বাওম

আর তা হল যা উপরে উল্লেখিত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এখানে মুবাহ (বৈধ) হওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত নয় যেমন মঙ্গল ও বুধবারে স্বাওম পালন।

যদিও নাফ্ল (তাত্বাওউ'/ নফল) স্বাওমের ক্ষেত্রে মূলনীতিটি হল তা একটি মুস্তাহাব্ব (পছন্দনীয়) 'ইবাদাত।

দেখুন : [আল-মূসূ'আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ (ফিক্বহী এনসাইক্লোপিডিয়া) (২৮/১০-১৯), আশ-শার্‌হ আল- মুমতি'আহ (৬/৪৫৭-৪৮৩)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

১৪.শা'বান থেকে রামাদ্বান পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে স্বাওম পালন করা
ফাত্‌ওয়া নং- 38044

প্রশ্ন : আল্লাহ আমাকে মাফ করুন,আমি ধূমপান ত্যাগ করেছি এবং ৭ রজব থেকে শা'বান এর শেষ পর্যন্ত একাধারে স্বিয়াম পালন করি এবং শা'বান ও রামাদ্বানের মাঝে কোন বিরতি দেই নি কারণ, এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ফাত্‌ওয়া পাওয়া গেছে।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আপনাকে এই হারাম হতে বিরত থাকার তাওফীক্ব দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের ও আপনার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক্ব চেয়ে প্রার্থনা করছি।

আপনার শা'বান ও রামাদ্বান এর মাঝে বিরতিহীনভাবে স্বিয়াম পালন করা জা'ইয (বৈধ)।এক্ষেত্রে আপনি আপনার এই কাজ দ্বারা সুন্নাহর উপর আমল করেছেন। দেখুন প্রশ্ন নং **(13726)** ও **(26850)**।

Islam Q & A

১৫.এক স্বাওমে দুই নিয়্যাত একত্রিত হওয়া এবং 'ইবাদাত সমূহের একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করা সংক্রান্ত মাস'আলাহ

ফাত্‌ওয়া নং- 1693

প্রশ্ন : মাসের তিন দিনের স্বিয়াম ও আরাফাতের দিনের স্বিয়ামের নিয়্যাত কি একসাথে করা যাবে? আমরা কি দুটোরই সাওয়াব পাব?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

'ইবাদাত সমূহের একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করা/অধিক্রমণ দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার :

এই প্রকারের 'ইবাদাত সমূহের একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করা শুদ্ধ নয়। আর তা হল (১) সে সমস্ত 'ইবাদাত যা স্বতন্ত্রভাবে উদ্দিষ্ট অথবা (২) সে সমস্ত 'ইবাদাত যা অন্য 'ইবাদাত সমূহের অধীন।

এক্ষেত্রে এই ‘ইবাদাত গুলো একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করবে না।
যেমন কোন ব্যক্তির যদি ফাজ্‌রের সুন্নাত স্বালাত ছুটে যায় এবং সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত সে তা না আদায় করে,এরপর স্বালাতুত দুহা এর সময় উপনীত হয়-সেক্ষেত্রে স্বালাতুত দুহা এর বদলে ফাজ্‌রের সুন্নাত যথেষ্ট হবে না অথবা ফাজ্‌রের সুন্নাত এর বদলে স্বালাতুত দুহাও যথেষ্ট হবে না; এ দুটো একত্রীকরণও করা যাবে না কারণ ফাজ্‌রের সুন্নাত স্বতন্ত্র একটি ‘ইবাদাত এবং স্বালাতুত দুহা স্বতন্ত্র আরেকটি ‘ইবাদাত। একটির পরিবর্তে আরেকটি যথেষ্ট হবে না।

একইভাবে যদি কোন ‘ইবাদাত তার আগের ‘ইবাদাতটির উপর নির্ভরশীল হয় তবে সেগুলোর একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করা শুদ্ধ নয়। যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে আমি ফাজ্‌রের স্বালাতের নিয়্যাতে ফারদ্ব (ফরজ) ও সুন্নাত দুটো একসাথে আদায় করতে চাই, তবে আমরা বলব সেটা শুদ্ধ হবে না, কারণ সুন্নাত স্বালাত ফারদ্ব (ফজর) এর অধীন তাই তা এর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার :

কোন ‘ইবাদাতের দ্বারা শুধু এর কার্যক্রিয়া উদ্দেশ্য হলে এবং সেই ‘ইবাদাত স্বতন্ত্রভাবে উদ্দিষ্ট না হলে এক্ষেত্রে এই ‘ইবাদাত গুলো একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি মাস্‌জিদে প্রবেশ করে দেখল মানুষ স্বালাতুল ফাজ্‌র আদায় করছে। এটি জানা বিষয় যে কেউ মাস্‌জিদে প্রবেশ করলে দুই রাক্‌‘আত (তাহিয়্যাতুল মাস্‌জিদ) এর স্বালাত আদায় না করে বসবে না। তাই সে যদি ইমামের সাথে ফারদ্ব (ফরজ) স্বালাতে অংশ নেয়, তবে তা সেই দুই রাক্‌‘আত (তাহিয়্যাতুল মাস্‌জিদ) এর জন্য যথেষ্ট হবে।
কেন?
কারণ এখানে উদ্দেশ্য, মাস্‌জিদে প্রবেশের পর দুই রাকা‘আত স্বালাত আদায় করা। একইভাবে কোন ব্যক্তি স্বালাতুত দুহার সময় মাস্‌জিদে প্রবেশ করে যদি দুই রাক্‌‘আত স্বালাত আদায় করে এবং এর দ্বারা স্বালাতুত দুহা এরও নিয়্যাত করে তবে তা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ এর স্থলেও যথেষ্ট হবে। আর যদি সে উভয়েরই (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ও স্বালাতুত দুহা এর) নিয়্যাত করে তবে তা অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

এটি হল 'ইবাদাত সমূহ একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে মূলনীতি।

একইভাবে স্বিয়ামের ক্ষেত্রেও, যেমন : 'আরাফাতের দিনের স্বাওম। এখানে উদ্দেশ্য হল এই দিনে আপনি স্বিয়াম পালনরত অবস্থায় থাকবেন, তা প্রতি মাসের তিন দিন স্বাওম পালনের নিয়্যাতেই হোক অথবা 'আরাফাতের দিনের নিয়্যাতেই হোক।
তবে যদি আপনি শুধু 'আরাফাতের দিনের জন্য নিয়্যাত করে থাকেন, তবে তা সেই তিন দিনের স্বিয়ামের জন্য যথেষ্ট হবে না। আর যদি ('আরাফাতের দিনে) সেই তিন দিনের কোন একদিনের নিয়্যাতে স্বিয়াম পালন করে থাকেন, তবে তা 'আরাফাতের দিনের জন্য যথেষ্ট হবে।
আর যদি উভয়েরই নিয়্যাত করেন, তবে তা বেশী ভালো।

[লিক্বা' আল বাব আল মাফতূহ- ইবন 'উসাইমীন (৯৯/৫১)]

১৬.রেস্টুরেন্টের মালিকের কী স্বাওম ভঙ্গকারী ও কাফিরদের কাছে রামাদ্বান মাসের দিনের বেলা খাবার বিক্রি করা জা'ইয (বৈধ)?

ফাত্ওয়া নং- 78494

প্রশ্ন : আমি বিদেশে বসবাস করছি এবং আমার কিছু রেস্টুরেন্ট আছে। মুসলিমদের মধ্যে স্বাওম ভঙ্গকারী কেউ কেউ-তাদের সংখ্যা অনেক-দিনের বেলা (রামাদ্বান মাসে) আমার রেস্টুরেন্টে খেতে চায়। এসমস্ত স্বাওম ভঙ্গকারী ও অমুসলিমদের কাছে খাবার বিক্রির হুক্ম কি ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

এই ওয়েবসাইটে আগের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে কাফিরদের দেশসমূহে অবস্থানের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল।কারণ এতে একজন লোকের দ্বীন ও পরিবারও ঝুঁকির সম্মুখীন। এর ফলে সেই ব্যক্তি তার সন্তানদেরও আশাব্যঞ্জক কোন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেনা। তাই একজন মুসলিমের জন্য এসমস্ত দেশে অবস্থানের জন্য পেশা কোন ‘উযর (অজুহাত) নয়। দেখুন-(3 8 2 8 4), (1 3 3 6 3) নং প্রশ্নের উত্তর।

দ্বিতীয়ত :

আর আপনার প্রশ্নের ক্ষেত্রে, জেনে রাখুন যে রামাদ্বান মাসের দিনের বেলা কাউকে খাবার খেতে দেয়া আপনার জন্য জা’ইয (বৈধ) নয় যদি না কেউ মা‘যূর হয়ে (শারী‘আত সম্মত কারণে) স্বাওম ভঙ্গ করে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি বা মুসাফির।

এই হুক্‌মের ব্যাপারে মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একজন স্বাওম ভঙ্গকারী মুসলিম, স্বাওমের ব্যাপারে আদিষ্ট, তাই সে তার স্বাওম ভঙ্গের কারণে গুনাহগার হবে। আর রামাদ্বান মাসের দিনের বেলায় তাকে খাবার ও পানীয় খেতে দেয়া হল পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করা। একজন কাফিরও স্বাওম ও সমস্ত হুক্‌ম আহকামের ব্যাপারে আদিষ্ট, তবে তার আগে সে দুই শাহাদাহ উচ্চারণ ও ইসলামে প্রবেশ করতে আদিষ্ট (মুত্বালাব)।

তাই ক্বিয়ামাতের দিনে একজন কাফির তার কুফ্‌রের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, আর একইভাবে ইসলামী শারী‘আতের অন্যান্য দিকগুলো পালন না করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এতে করে তার শাস্তি জাহান্নামে বৃদ্ধি ই পেতে থাকবে।

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী-রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন, সঠিক মতটি হল যে ব্যাপারে মুহাক্কিক ও অধিকাংশ ‘আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন যে :

“কাফিররা শারী‘আতের শাখাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে আদিষ্ট। মুসলিমদের উপর যেমন ভাবে রেশম হারাম, তেমনিভাবে কাফিরদের উপরেও তা হারাম।” সমাপ্ত

[শার্‌হ মুসলিম (১৪/৩৯)]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু স্বালিহ আল ‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

কিয়ামতের দিনে একজন কাফিরের (শারী‘আতের শাখাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে) হিসাব কিভাবে নেয়া হবে কারণ সে শারী‘আতের এই দায় দায়িত্বের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুত্বালাব) নয়।

তিনি উত্তরে বলেন :

এই প্রশ্নটি সঠিক বুঝের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ একজন কাফিরকে সে সমস্ত ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হবে, যে সমস্ত ব্যাপারে একজন মু’মিনকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তবে যদিও সে এই ব্যাপারে দুনিয়াতে বাধ্য নাও হতে পারে।

সে যে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে সে ব্যাপারে দালীল হল আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

قوله تعالى : (إلا أصحاب اليمين في جنات تتساءلون عن المجرمين . م سلكك في سقر . قالوا ! نك من المصلين . و! نك نطعم المسكين . وك نخوض مع الخائضين . وك نكذب بيوم الدين)

"৩৯. তবে ডান পাশের অধিবাসীরা ছাড়া

৪০. জান্নাত সমূহে তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করবে

৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে

৪২. (তারা প্রশ্ন করবে) কিসে তোমাদেরকে সাক্বারে (একটি জাহান্নাম) পরিচালিত করলো ?

৪৩. তারা বলবে আমরা স্বালাত আদায় করতাম না

৪৪. আমরা মিসকীনদের ও খাওয়াতাম না

৪৫. আর আমরা অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্তদের সাথে অংশ নিতাম না

৪৬. আর আমরা শেষ বিচারের দিনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম।"

[৭৪ আল-মুদ্দাসসির : ৩৯-৪৬]

তারা যদি স্বালাত ও মিসকীন দের খাওয়ানো ত্যাগ করার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত না হতো, তবে তারা তা উল্লেখ করতো না। কারণ এসব জিনিস এমন অবস্থায় উল্লেখ করা হবে যখন তা উল্লেখে কোন ফা'ইদাহ থাকবে না। এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে, তারা ইসলামের শাখাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।এটি যেমন দালীল দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি তা যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ যদি তাঁর কোন মু'মিন বান্দাকে তাঁর দ্বীনের কোন ওয়াজিব দায়িত্বে ত্রূটি হওয়ার কারণে শাস্তি দেন, তবে কেন কাফিরকে শাস্তি দিবেন না? বরং আমি এটি যোগ করতে পারি যে একজন কাফির, আল্লাহ তার উপর খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি যত নি'আমাহ (নিয়ামত) দিয়েছেন এসবের ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قال تعالى : (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين)

“যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা (পূর্বে) যা আহার করেছে সে ব্যাপারে তাদের কোন দোষ নেই যদি তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে , ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, এরপর তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও ঈমান আনে, এর পর তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান করে।আর আল্লাহ ইহসান কারীদের পছন্দ করেন।”

[৫ আল-মা’ইদাহ : ৯৩]

এই আয়াত এর মানতূক (স্পষ্ট, ব্যক্ত) দিক হল-মু’মিনরা যা আহার করেছে সে ব্যাপারে তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া।

এবং এই আয়াতের মাফহূম (বোধগম্য) দিক হল-কাফিররা যা আহার করেছে সে ব্যাপারে তাদের গুনাহ হওয়া।” সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইবন ‘উসাইমীন (২/ প্রশ্ন নং ১৬৪)]

এর ভিত্তিতে বলা যায়-রামাদ্বান মাসের দিনের বেলায় একজন অমুসলিমকে খাবার পরিবেশন করা একজন মুসলিমের জন্য জা’ইয (বৈধ) নয়। কারণ কাফিররা শারী‘আতের শাখাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে আদিষ্ট। ‘নিয়াহাতুল মুহতাজ’ (৫/২৭৪) এ ‘আলিমগণ হতে উল্লেখিত হয়েছে যে তাঁরা রামাদ্বানে দিনের বেলা কাফিরের কাছে খাবার বিক্রি করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন।দেখুন (4 9 6 9 4) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় পাঁচ : রামাদ্বানে নতুন চাঁদ দেখা

১৭.চাঁদ উঠার বিভিন্ন উদয়স্থল সংক্রান্ত মতভেদ কি বিবেচনাযোগ্য?এ ব্যাপারে অমুসলিম দেশে মুসলিম কমিউনিটির অবস্থান

ফাত্ওয়া নং -1248

প্রশ্ন : **আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কিছু মুসলিম ছাত্র। প্রতি বছর রামাদ্বান মাসের শুরুতে আমাদের একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যা মুসলিমদের তিনটি দলে ভাগ করে দেয় :**
১. এক দল, তারা যে দেশে বাস করে সে দেশের চাঁদ দেখে স্বাওম রাখে।
২. এক দল, যারা সউদি আরবে স্বিয়াম শুরু হলে স্বাওম পালন করে।
৩. এক দল, যারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম ছাত্র ইউনিয়নের খবর (নতুন চাঁদ দেখার) পৌঁছলে স্বাওম রাখে যারা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে চাঁদ দেখার দায়িত্ব পালন করে। তারা (সেই মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন) দেশের কোন স্থানে চাঁদ দেখলে বিভিন্ন সেন্টারসমূহে তা দেখার খবর পৌঁছে দেয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিমরা একই দিনে স্বাওম পালন করে যদিও এই শহরগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থিত।
এক্ষেত্রে স্বিয়াম পালন, চাঁদ দেখা ও এ সংক্রান্ত খবরের ব্যাপারে কারা বেশি অনুসরণ যোগ্য?
আমাদের এ ব্যাপারে দয়া করে ফাত্ওয়া দিন, আল্লাহ আপনাদেরকে পুরস্কৃত করুন, সাওয়াব দিন।

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

নতুন চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল থাকার ব্যাপারটি ইন্দ্রিয় ও 'আক্বল (বুদ্ধি) দ্বারা অবধারিতভাবে জানা বিষয়গুলোর একটি যে ব্যাপারে 'আলিমগণের কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি। বরং মুসলিমদের 'আলিমগণের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনাযোগ্য কিনা তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত :

ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল এবং তা বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার মাস'আলাহ টি তাত্ত্বিক মাস'আলাহগুলোর একটি যাতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। জ্ঞান ও দ্বীনের ব্যাপারে

বিশেষজ্ঞজনদের মাঝে এ ব্যাপারে ইখতিলাফ (দ্বিমত) আছে। আর এটি এমন একটি গ্রহণযোগ্য মতভেদ যে ব্যাপারে সঠিক মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ) দুইবার সাওয়াব পাবেন-ইজতিহাদ করার সাওয়াব ও সঠিক মত প্রদান করার সাওয়াব এবং ভুল মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ) শুধু ইজতিহাদ করার সাওয়াব পাবেন।

এই মাস'আলাহটি তে 'আলিমগণ দুটি মত প্রদান করেছেন :
-তাঁদের কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেছেন
-আবার তাঁদের কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেননি

তবে উভয়পক্ষই ক্বুর'আন ও সুন্নাহ থেকে দালীল দিয়েছেন, এমনকি একই পাঠ থেকে দালীল দিয়েছেন। কারণ তা দুই এর ক্ষেত্রেই দালীল হিসেবে পেশ করা যায়। আর তা তাঁর (আল্লাহ্‌র-তা'আলা) বাণী :

(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج   ٢ البقر ١٨٩]

"তাঁরা আপনাকে নতুন চাঁদ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন তা মানুষের সময়সীমা (নির্ধারণ) ও হাজ্জ এর জন্য।"
[২ সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ১৮৯]

ও তাঁর (রাসূলুল্লাহ) -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث

"তোমরা (নতুন চাঁদ) দেখে স্বাওম শুরু কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে ইফত্বার (স্বাওম শেষ) কর।"
[বর্ণনা করেছেন আল বুখারী(১৯০৯)ও মুসলিম (১০৮১)]
আর তার (এ ভিন্ন মতভেদের) কারণ হল, পাঠ বোঝার ক্ষেত্রে ভিন্নতা হওয়া এবং এ ব্যাপারে দালীল দেয়ার ক্ষেত্রে উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা।

তৃতীয়ত :

আল-হাই'আহ কাউন্সিল নতুন চাঁদ, হিসাবের সাহায্যে নিশ্চিত হবার ব্যাপারে কুর'আন ও সুন্নাহতে বর্ণিত দালীল সমূহ গবেষণা করে দেখেছেন এবং তাঁরা এ ব্যাপারে 'আলিমগণের বক্তব্য যাচাই করেছেন। এরপর তাঁরা ইজমা' (ঐক্যমত) ক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব দ্বারা -শারী'আত সংক্রান্ত মাস'আলাহ সমূহের ক্ষেত্রে - নতুন চাঁদ দেখা নিশ্চিত করার ব্যাপারটি বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর দালীল হিসেবে তাঁরা বলেছেন, তাঁর (রাসূলুল্লাহ) -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث

"তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে স্বাওম শুরু কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে ইফত্বার (স্বাওম শেষ) কর।"
[বর্ণনা করেছেন আল বুখারী (১৯০৯)ও মুসলিম (১০৮১)]

এবং তাঁর (রাসূলুল্লাহ) -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(لا تصومو حتى تروا ولا تفطرو حتى تروه) الحديث

"তোমরা তা (নতুন চাঁদ) না দেখা পর্যন্ত স্বাওম রেখো না ও তা (নতুন চাঁদ) না দেখা পর্যন্ত ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করো না।"
[মালিক (৬৩৫)]
এবং এর অর্থে পড়ে এমন অন্যান্য দালীল সমূহ।

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ-দা'ইমাহ এ মত পোষণ করে যে - মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন - (অথবা এ ধরণের অন্য কোন সংস্থা যারা ইসলামী কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করে) অমুসলিম সরকার শাসিত দেশসমূহে সেখানে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য নতুন চাঁদ দেখা নিশ্চিত করার ব্যাপারে মুসলিম সরকারের স্থলাভিষিক্ত হয়।

আর পূর্বে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, এই ইউনিয়নের দুটো মতের যে কোন একটি মত- ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করা বা না করা-এর যে কোন একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার আছে।এরপর তারা সেই মতকে সে দেশের সমস্ত মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করবে। আর সে মুসলিমদের সেই মতকে যা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে তা মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক ঐক্যের স্বার্থে, স্বিয়াম শুরুর জন্য এবং মতভেদ ও বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলার জন্য।
এ সমস্ত দেশে যারা বাস করে তাদের উচিত নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তৎপর হওয়া, তাদের মাঝে এক বা একাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি তা (নতুন চাঁদ) দেখে তবে তারা স্বাওম

পালন করবে এবং সেই ইউনিয়নকে খবর দিবে যাতে তারা সবার উপর এটি প্রয়োগ করতে পারে। এটি হল মাস শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে।
আর তা (মাস) শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে শাউওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা বা রামাদ্বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করার ব্যাপারে দুইজন 'আদল ব্যক্তির শাহাদাহ (সাক্ষ্য) অবশ্য প্রয়োজন।এর দালীল রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً)

"তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে স্বাওম পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে ইফত্বার (স্বাওম শেষ) করো। আর যদি তা (নতুন চাঁদ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে দেখা না যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।"

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ফাতাওয়া আল-লাজ্‌নাহ্‌ আদ-দা'ইমাহ্‌ (১০/১০৯)

Islam Q & A

১৮.স্বিয়াম পালন ও 'ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে দেশবাসীর বিপরীত করা জা'ইয (বৈধ) নয়

ফাত্‌ওয়া নং- 12660

প্রশ্ন : আমাদের দেশে এক দল দ্বীনদার ভাইয়েরা আছেন, তবে তারা কিছু ব্যাপারে আমাদের বিপরীত করে থাকেন, যেমন রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করা-তারা খালি চোখে নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত স্বাওম পালন করেন না। কখনও কখনও আমরা তাদের এক বা দুই দিন আগে রামাদ্বানের স্বাওম পালন শুরু করি। তারাও 'ঈদুল ফিত্বরের এক বা দুই দিন পরে 'ঈদ উদযাপন করে। যখনই আমরা তাদেরকে 'ঈদের দিনে স্বিয়াম পালনের ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তখন তারা বলে, আমরা নতুন চাঁদ খালি চোখে না দেখা পর্যন্ত স্বাওম ভঙ্গও করব না, স্বাওম পালনও করব না। কারণ নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ)দেখে স্বাওম পালন কর, এবং তা (নতুন চাঁদ)দেখে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর।”

তবে আপনারা জানেন যে, তারা যন্ত্রের সাহায্যে নতুন চাঁদ দেখার পদ্ধতি স্বীকার করেন না। এটিও জেনে রাখা দরকার যে তারা দুই ‘ঈদের স্বালাত এর সময় নির্ধারণে আমাদের বিপরীত করেন। তারা তাদের নতুন চাঁদ দেখা অনুযায়ী (আমাদের দেশীয়) ‘ঈদের পরে (‘ঈদের) স্বালাত আদায় করেন। একইভাবে তারা ‘ঈদুল ‘আদ্বহা (আযহা) এর সময় পশু ক্বুরবানী ও ‘আরাফার সময় নির্ধারণে আমাদের বিপরীত করেন। তারা ‘ঈদুল ‘আদ্বহা (আযহা) এর দুই দিন পরে ‘ঈদ উদ্‌যাপন করেন। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিমরা ক্বুরবানী করার পরেই তারা পশু ক্বুরবানী করেন। তারা যা করছেন তা কি সঠিক? আল্লাহ্‌ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

তাদের উপর ওয়াজিব হল অন্য সকল মানুষদের সাথে স্বাওম পালন করা, অন্য সকল মানুষদের সাথে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করা এবং তাদের দেশের মুসলিমদের সাথে দুই ‘ঈদের স্বালাত আদায় করা। এর দালীল হল নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » متفق عليه

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে স্বাওম পালন কর, তা (নতুন চাঁদ) দেখে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তবে সংখ্যা (৩০ দিন) পূর্ণ কর।”

[আল বুখারী ও মুসলিম]

এর (এই হাদীসের) উদ্দেশ্য হল স্বাওম পালন ও ভঙ্গের আদেশ যদি নতুন চাঁদ, খালি চোখ বা চাঁদ দেখায় সাহায্যকারী যন্ত্রপাতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। কারণ নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

لقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون "

أخرجه أبو داوود (٢٣٢٤) والترمذي (٦٩٧) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٦١)

"স্বাওম হল সেইদিন যেদিন তোমরা সকলে স্বাওম পালন কর, ইফত্বার হল সেইদিন যেদিন তোমরা সকলে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর। আর 'আদ্বহা যেদিন তোমরা সকলে পশু ক্বুরবানী কর। "

আবূ দাঊদ (২৩২৪), আত-তিরমিযী (৬৯৭), আল-আলবানী 'স্বাহীহ্ আত-তিরমিযী' (৫৬১) তে একে স্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন।

আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা। আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর স্বাহাবীগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) সালাম (শান্তি) ও বর্ষণ করুন।

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইসুকারী আল-লাজ্নাহ আদ-দা'ইমাহ (১০/৯৪)

১৯.কেউ স্বাওম রেখে অন্য দেশে সফর করল, যেখানে স্বিয়াম দেরিতে শুরু হয়েছে, এক্ষেত্রে কি তাকে ৩১ দিন স্বাওম পালন করতে হবে?

ফাত্ওয়া নং -4 5 5 4 5

প্রশ্ন : আমি যদি কোন দেশে স্বাওম পালন করি এবং রামাদ্বান মাসের মাঝে অন্য দেশে ভ্রমণ করি যেখানে রামাদ্বান এক দিন পর শুরু হয়েছে এবং তারা ৩০ দিন স্বাওম পালন করেছে, তবে কি আমাকে তাদের সাথে স্বিয়াম পালন করতে হবে? যদিও বা আমার ৩১ দিন স্বিয়াম পালন করতে হয়?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

যদি কোন ব্যক্তি এক দেশে রামাদ্বান শুরু করার পর অন্য দেশে যায় যেখানে 'ঈদুল ফিত্বর এক দিন দেরিতে আসে তাহলে সে স্বিয়াম পালন চালিয়ে যাবে যতদিন না, দ্বিতীয় দেশের লোকেরা স্বিয়াম পালন শেষ করে।

শাইখ ইবনু বায-রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল-
আমি পূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে এসেছি, যেখানে হিজরি মাস সউদি আরব এর চেয়ে একদিন দেরিতে শুরু হয়। রামাদ্বান মাসে আমি আমার দেশে যাব। আমি যদি সউদি আরবে স্বিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষ করি, তাহলে আমার ৩১ দিন স্বাওম পালন করা হবে। আমাদের স্বিয়ামের ব্যাপারে হুক্‌ম কি? আমি কতদিন স্বাওম পালন করব?

তিনি উত্তরে বলেন-
"আপনি যদি সউদি আরব বা অন্য কোন দেশে স্বিয়াম পালন শুরু করেন কিন্তু নিজের দেশে গিয়ে বাকিটা পালন করেন তাহলে আপনাদের দেশের লোকদের সাথেই স্বিয়াম ভঙ্গ করবেন যদিও বা তা ৩০ দিনের বেশি হয়। কারণ, নবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

(الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون)

"স্বাওম হল সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) স্বাওম পালন কর, আর 'ঈদুল ফিত্বর হল সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর।"

কিন্তু আপনি যদি তা করতে গিয়ে ২৯ দিনের কম স্বাওম পালন করেন, তাহলে আপনাকে পরে এক দিন স্বাওম এর ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করে নিতে হবে কারণ রামাদ্বান মাস ২৯ দিনের কম হতে পারেনা।" সমাপ্ত

[মাজমূ‘ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইবনি বায, (১৫/১৫৫)]

শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-‘উসাইমীন -রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল -

এক মুসলিম দেশ থেকে যদি আরেক দেশে যাওয়া হয় যেখানে লোকজন প্রথম দেশের চেয়ে এক দিন দেরিতে রামাদ্বান আরম্ভ করেছে, তবে স্বিয়াম পালনের বিধান কি হবে যখন দ্বিতীয় দেশের লোকজনকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি স্বিয়াম পালন করতে হয়? এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রে কী হবে?

তিনি উত্তরে বলেন :

“যদি কেউ এক মুসলিম দেশ থেকে আরেক মুসলিম দেশে ভ্রমণ করে এবং সেই দেশে রামাদ্বান দেরিতে শুরু হয়, তবে তিনি ওই দেশের লোকরা স্বিয়াম ভঙ্গ না করা পর্যন্ত স্বিয়াম পালন করে যাবেন কারণ স্বাওম হল সেদিন, যেদিন লোকেরা (সকলে) স্বিয়াম পালন করে, আর ‘ঈদুল ফিত্বর হল সেদিন, যেদিন লোকেরা (সকলে) ইফত্বার করে আর ‘ঈদুল ’আদ্বহা (আযহা) হল সেদিন, যেদিন লোকেরা পশু যবেহ করে।
সে এই কাজ করবে যদিও বা এজন্য তাকে এক বা এর বেশি দিন স্বিয়াম পালন করতে হয়।
এটি সেই পরিস্থিতির অনুরূপ, যখন সে এমন দেশে যায় যেখানে সূর্যাস্ত দেরীতে হয়, তবে সে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বাওম পালন করবে যদিও বা এর ফলে দুই বা তিন বা ততোধিক ঘণ্টা স্বাভাবিক দিন (চব্বিশ ঘণ্টা) থেকে বেড়ে যায়।
একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, যদি সে এমন কোন দেশে যায় -যেখানে নতুন চাঁদ এখনও দেখা যায়নি, কারণ নবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-আমাদেরকে স্বাওম শুরু করতে বা ইফত্বার করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না আমরা তা দেখি। তিনি বলেছেন :

(صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته)

“তা (নতুন চাঁদ) দেখে স্বাওম শুরু কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে ইফত্বার (স্বাওম সমাপ্ত) কর।”

আর বিপরীত অবস্থার ক্ষেত্রে, যখন একজন ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়, যেখানে রামাদ্বান মাস প্রথম দেশের তুলনায় আগে শুরু হয়েছে, তবে তিনি তাদের সাথেই স্বাওম ভঙ্গ করবেন এবং যে কয়দিনের স্বাওম বাদ পড়েছে সেগুলো পরে ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করে নিবেন। যদি একদিন বাদ পরে, তবে একদিনের ক্বাদ্বা’ (কাযা) করবেন, যদি দুই দিন বাদ পড়ে, তবে দুই দিনের; তিনি ২৮ দিন পর স্বাওম ভঙ্গ করলে, তাহলে দুই

দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবেন যদি উভয় দেশেই মাস ৩০ দিনে শেষ হয়, আর এক দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) করবেন যদি উভয় দেশে বা যে কোন একটি দেশে ২৯ দিনে মাস শেষ হয়।"
[মাজমূ' ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইবনি 'উসাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)]

তাঁর কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল -
কেউ হয়ত বলবে যে, কেন আপনি বলছেন যে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি স্বাওম পালন করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বাওমের ক্বাদ্বা' (কাযা) পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন-
"দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বাওমের ক্বাদ্বা'(কাযা) স্বাওম পালন করতে হবে কারণ মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না আর সে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি স্বাওম পালন করবে কারণ তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায় নি।
প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব স্বাওম ভঙ্গ কর যদিও তোমার ২৯ দিন পূর্ণ হয়নি কারণ নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে আর নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর স্বাওম ভঙ্গ করা বাধ্যতামূলক, শাউওয়াল মাসের প্রথম দিন স্বাওম পালন করা নিষিদ্ধ। আর কেউ যদি ২৯ দিনের কম স্বাওম পালন করে থাকে তাহলে তাকে ২৯ দিন পূরণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন কারণ যে দেশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রামাদ্বান চলছে, নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রামাদ্বান চলছে সেখানে কিভাবে স্বাওম ভঙ্গ করা যেতে পারে?তাই আপনাকে স্বাওম পালন চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তাতে মাস বেড়ে যায়, তাহলে তা দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার মত।"
[মাজমূ 'ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইবনি 'উসাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)]

দেখুন, **(38101)** নং প্রশ্নের উত্তর।
আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

২০. নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কে সেই ‘আদল ব্যক্তি, যার কথা গ্রহণ যোগ্য

ফাত্ওয়া নং-26824

প্রশ্ন : আমি (1 5 8 4) নং প্রশ্নের উত্তরে পড়েছি যে, রামাদ্বান মাসের শুরু প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত ‘আদল ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কে সেই ‘আদল ব্যক্তি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

‘আদল এর শাব্দিক অর্থ মুস্তাক্বীম অর্থাৎ যে সত্য পথে অটল রয়েছে, এর বিপরীত হল বক্র।

শারী‘আতের পরিভাষায় : ‘আদল হলেন সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত ফারদ্ব (ফরজ), ওয়াজিবসমূহ পালন করেন এবং কোনো কাবীরাহ (বড়) গুনাহ করেন না ও স্বাগীরাহ (ছোট) গুনাহ এর উপর প্রতিনিয়ত লিপ্ত থাকেন না।

ওয়াজিব দায়িত্বসমূহ পালন করার অর্থ হল- ফারদ্ব (ফরজ) ‘ইবাদাত সমূহ আদায় করা, যেমন - পাঁচ ওয়াক্বত ফারদ্ব (ফরজ) স্বালাত আদায় করা ইত্যাদি।

কাবীরাহ (বড়) গুনাহ না করার অর্থ যেমন নামীমাহ্ (চোগলখুরী), গীবাত (অপরের অগোচরে পরনিন্দা) না করা ইত্যাদি।

‘আদল হওয়ার আরও শর্ত হল :

(১) সেই ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়া, যাতে তার দাবীর সত্যতা যাচাই করা যায়। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হলে ‘আদল হওয়া সত্ত্বেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তিনি দুর্বল দৃষ্টিশক্তি হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ায় সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

এর পক্ষে দালীল হল যে, আল্লাহ-‘আয্যা ওয়া জাল্ল- শক্তি ও আমানত কে কাজের দায়িত্ব বর্তানোর উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

মূসা –‘আলাইহিস সালাম- এর সাথে মাদইয়ানের (এক বৃদ্ধ) অধিবাসীর কাহিনীতে তার দুই মেয়ের একজন বলেছিলেন :

{ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين }

[٢٨ القصص ٢٦]

“ হে বাবা, আপনি তাকে এ কাজে নিয়োগ করুন, নিশ্চয়ই যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত (আমীন), সে কাজে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।”
[২৮ আল-ক্বাস্বাস্ব : ২৬]

জ্বিন্ দের মধ্যে যে ‘ইফরীত, সাবা’ এর রানীর ‘আরশ (সিংহাসন) আনতে চেয়েছিল সে বলেছিল :

: { وإني عليه لقوي أمين }
[27 النمل : 39]

“এবং নিশ্চয়ই আমি এ ব্যাপারে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত (আমীন)।”
[২৭ আন নাম্‌ল : ৩৯]

তাই এ দুটো বৈশিষ্ট্য [(১) শক্তি (২) বিশ্বস্ততা] প্রতিটি কাজ - এর অন্যতম দুটি রুক্‌ন যে কাজ গুলোর মধ্যে- শাহাদাহ (সাক্ষ্য প্রদান) একটি।

[আশ-শার্‌হ আল-মুমতি‘ (৬/৩২৩)]

আরও জানতে দেখুন [আল-মূসূ‘আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ (ফিক্বহী এনসাইক্লোপিডিয়া) (৫/৩০)

প্রকাশনা-আল কুয়াইত]

Islam Q & A

২১.যে একাই রামাদ্বান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে, তার জন্য কি স্বাওম পালন করা আবশ্যক?

ফাত্ওয়া নং-66176

প্রশ্ন : যে একাই রামাদ্বান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে, তার জন্য কি স্বাওম পালন করা কর্তব্য? আর যদি তা আবশ্যক হয়, তবে তার কী দালীল?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যে রামাদ্বান এবং শাউওয়াল মাসের নতুন চাঁদ একাই দেখেছে এবং এ ব্যাপারে ক্বাদ্বী (বিচারক) অথবা দেশবাসীকে / স্থানীয় লোকজনকে তা জানিয়েছে, কিন্তু তারা তার সাক্ষ্য (শাহাদাহ) গ্রহণ করে নি, তবে কি সে একাই স্বাওম পালন করবে, নাকি সবার সাথে স্বাওম পালন করবে-এ ব্যাপারে 'আলিমগণের মাঝে তিনটি মত রয়েছে :

প্রথম মত :

সে এ দু ক্ষেত্রেই তার নিজ দেখা অনুযায়ী আমল করবে, একাকী মাসের শুরুতে স্বাওম পালন করবে এবং এর শেষে ইফত্বার করবে। এটি ইমাম আশ-শাফি'ঈ -রাহিমাহুল্লাহ- এর মত।

তবে সে তা গোপনে করবে এবং মানুষের প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হবে না, যাতে মানুষ তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করে, কারণ এক্ষেত্রে স্বাওম পালনকারীরা তাকে স্বাওম ভঙ্গকারী হিসেবে দেখবে।

দ্বিতীয় মত :

সে নিজের দেখা অনুসারে মাসের শুরুতে আমল করবে এবং একাকী স্বাওম পালন করবে, তবে মাসের শেষে নিজের দেখা অনুসারে আমল করবেনা, বরং অন্য সবার সাথে স্বাওম ভঙ্গ করবে।

এটিই অধিকাংশ 'আলিমগণের মত। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফাহ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ –রাহিমাহুমুল্লাহ-এর মত।

আর এ মতটি সমর্থন করেছেন শাইখ ইবনু 'উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ-। তিনি বলেছেন :

" এটি নিরাপদ অবস্থানে থাকার জন্য। এক্ষেত্রে আমরা স্বাওম পালন ও তা ভঙ্গের ক্ষেত্রে নিরাপদ অবস্থান নেওয়া হবে। স্বাওম পালনের ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব যে, আপনি স্বাওম পালন করুন। কিন্তু স্বাওম ভঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব, আপনি স্বাওম ভঙ্গ করবেন না। বরং স্বাওম পালন করুন।" সমাপ্ত

[আশ-শারহ আল-মুমতি' (৬/৩৩০)]

<u>তৃতীয় মত :</u>

সে এ দু ক্ষেত্রেই (রামাদ্বানের নতুন চাঁদ এবং শাউওয়াল মাসের চাঁদ দেখা) তার নিজ দেখা অনুযায়ী আমল করবে না, মানুষের সাথে স্বাওম পালন ও স্বাওম ভঙ্গ করবে।

এ মত পোষণ করেছেন ইমাম আহমাদ তাঁর অন্য এক রিওইয়াতে এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ একে সমর্থন করেছেন, এবং এ ব্যাপারে অনেক দালীল পেশ করেছেন।

তিনি -রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :

" আর তৃতীয়ত : সে অন্য সব মানুষের সাথে স্বাওম পালন ও স্বাওম ভঙ্গ করবে, এটি মতগুলোর মধ্যে বেশি শক্তিশালী। এর পক্ষে দালীল হল নাবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী :

"আপনাদের স্বাওম হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম পালন করেন, আপনাদের স্বাওম ভঙ্গ (ঈদ) হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম ভঙ্গ করেন। আর আপনাদের 'আদ্বহা (আযহা) এর সেইদিন যেদিন আপনারা সকলে পশু কুরবানী করেন।"

[বর্ণনা করেছেন আত-তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন এটি হাসান,গারীব, এটি আরও বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ- তিনি শুধু ফিত্বর ও 'আদ্বহা (আযহা) উল্লেখ

করেছেন।

এবং এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু জা‘ফর এর হাদিস হতে, তিনি ‘উসমান ইবনে মুহাম্মাদ হতে, তিনি আল-মাখবারি হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে যে নাবী -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون)

رواه الترمذي وقال حسن غريب . ورواه أبو داود وابن ماجه وذكر الفطر والأضحى فقط .
ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) قال الترمذي : هذ حديث حسن غريب

“স্বাওম হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম পালন করেন, স্বাওম ভঙ্গ (ঈদ) হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম ভঙ্গ করেন। আর ’আদ্বহা (আযহা) হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে পশু কুরবানী করেন। ”

আত-তিরমিযী বলেছেন : এই হাদিসটি হাসান গারীব।

তিনি বলেছেন : ‘আলিমগণের মধ্যে অনেকে এই হাদিসটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন , এর অর্থ হল- স্বাওম ও ফিত্বর (‘ঈদ) হল জামা’আত ও অধিকাংশ মানুষের সাথে (অর্থাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অন্য কোনো কারণে মাস শুরু ও শেষ গণনায় ভুল হলেও যেদিন সমাজের সবাই স্বাওম পালন করে ও ঈদ উদযাপন করে, শারী‘আতের দৃষ্টিতে সেইদিন দুটি রামাদ্বানের প্রথম দিন ও ঈদের দিন হিসেবে গন্য হবে) ।” সমাপ্ত

[মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া (২৫/১১৪)]

তিনি আরও দালীল হিসেবে পেশ করেছেন যে, কেউ যদি জুলহিজ্জাহ (জিলহাজ্ব) মাসের নতুন চাঁদ একাকী দেখে তবে ‘আলিমগণের মাঝে কেউ একথা বলেন নি যে - (হাজ্জ পালনের ক্ষেত্রে) সে একাকী ‘আরাফাতে অবস্থান করবে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই মাস’আলাহ এর মূলনীতিটি হল আল্লাহ -সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলা- নতুন চাঁদ ও মাসের হুক্‌ম সম্পর্কে বলেছেন :

فقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)

“তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন তা হল মানবজাতি ও হাজ্জ এর জন্য সময় নির্ধারক।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৯]

এই মাস’আলাহ এর মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই হুক্‌মকে নতুন চাঁদ ও মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।
আর হিলাল (এর বহুবচন হল ’আহিল্লাহ) বলতে বোঝায়, যা দিয়ে প্রারম্ভ করা হয় ও যার দ্বারা ঘোষণা দেয়া হয় ও প্রকাশ করা হয়। তাই যদি আকাশে তা উদিত হয় ও মানুষ সে সম্পর্কে না জানে এবং তা দিয়ে মাস গণনা শুরু না করে তবে তা ‘হিলাল’ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
একইভাবে ‘শাহ্‌র’(মাস) শব্দটি ‘শুহ্‌রাহ’ (অর্থাৎ জনপ্রিয়তা) শব্দ থেকে চয়ন করা হয়েছে। তাই যদি সেই নতুন চাঁদ মানুষের মাঝে জনপ্রিয় না হয়, তবে নতুন মাস শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। বরং অনেক মানুষ এই মাস’আলাহ তে, তাদের এই ধারণার জন্য ভুল করে যে, আকাশে নতুন চাঁদ উদিত হলেই তা মাসের প্রথম রাত হিসেবে ধরা হবে- তা মানুষের মাঝে প্রকাশিত (জনপ্রিয়) হওয়ায় তারা তা দ্বারা নতুন মাস আরম্ভ করুক বা নাই করুক।
কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয়, বরং মানুষের কাছে নতুন চাঁদ প্রকাশমান (জনপ্রিয়) হওয়া

এবং তাদের এর দ্বারা নতুন মাস শুরু করা আবশ্যক। এজন্য নাবী - সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون)

"আপনাদের স্বাওম হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম পালন করেন, আপনাদের স্বাওম ভঙ্গ (ঈদ) হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম ভঙ্গ করেন। আর আপনাদের আদ্বহা (আযহা) এর সেইদিন যেদিন আপনারা সকলে পশু কুরবানী করেন । "

অর্থাৎ এই দিন যেদিন আপনারা স্বাওম পালন, 'ঈদ উদযাপন এবং আদ্বহা (আযহা) এর সময় হিসেবে জানেন, আর যদি আপনারা তা না জানেন, তবে এর কারণে আপানাদের উপর কোন হুক্‌ম বর্তাবে না।" সমাপ্ত
[মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২৫/২০২)]

আর এই মতটি দিয়ে ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায্
[মাজমূ' ফাতাওয়া আশ-শাইখ (১৫/৭২)]

আর এ হাদীসটি –

وحديث : (الصوم يوم تصومون ... صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم ٥٦١)

"স্বাওম হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম পালন করেন, স্বাওম ভঙ্গ (ঈদ) হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে স্বাওম ভঙ্গ করেন। আর 'আদ্বহা (আযহা) হল সেইদিন, যেদিন আপনারা সকলে পশু কুরবানী করেন। "

[এ কে আল আলবানী ‘স্বাহীহ্ সুনান আত-তিরমি্যী’ তে স্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন (৫৬১)]

আরও দেখুন ফিক্বহ বিশেষজ্ঞদের মতামত- ‘ আল মূঘনী ’(৩/৪৭,৪৯), ‘ আল মাজমূ‘ ’ (৬/২৯০), ‘আল-মূসূ‘আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ’ (১৮/২৮)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

২২.নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে টেলিস্কোপ ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া জা’ইয (বৈধ) তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে গণনা করে নয়

ফাত্ওয়া নং - 1245

প্রশ্ন : নতুন চাঁদের বয়স ৩০ ঘণ্টা হওয়ার আগে একে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। এছাড়াও কখনো আবহাওয়াজনিত কারণে তা দেখা সম্ভব হয় না। এর উপর ভিত্তি করে কি অ্যাসট্রনোমিক্যাল তথ্যাদির সাহায্যে নতুন চাঁদ দেখার সম্ভাব্য সময় ও রামাদ্বান মাস শুরু হওয়ার সময় হিসাব করা জা’ইয (বৈধ)? নাকি বরক্বতময় রামাদ্বান মাস শুরু করার আগে আমাদের উপর নতুন চাঁদ দেখা ওয়াজিব ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নতুন চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদির সাহায্য নেয়া জা’ইয (বৈধ) এবং বরক্বতময় রামাদ্বান মাস শুরু বা ‘ঈদ নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করা জা’ইয (বৈধ) নয়।

কারণ আল্লাহ আমাদের জন্য তাঁর কিতাবে এবং তার নাবীর -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতে তা শারী‘আত সম্মত করেন নি বরং রামাদ্বান মাস শুরু প্রমাণের ক্ষেত্রে নতুন চাঁদ দেখে স্বাওম পালন আরম্ভ এবং শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে শাউওয়াল এর

নতুন চাঁদ দেখে স্বাওম ভঙ্গ করা, ঈদুল ফিত্বরের স্বালাতের জন্য একত্রিত হওয়া শারী'আত সম্মত করেছেন; এবং নতুন চাঁদকে মানুষের জন্য ও হাজ্জের সময়সীমা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।
তাই কোনো মুসলিম এর জন্য এছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে 'ইবাদাতের সময়সীমা নির্ধারণ জা'ইয (বৈধ) নয়, যেমন : রামাদ্বান মাসের স্বাওম, 'ঈদ উদযাপন, কা'বাহ এর উদ্দেশ্যে হাজ্জ, ভুল বশতঃ হত্যার কাফ্ফারা, জিহার এর কাফ্ফারা ইত্যাদির (সময়সীমা নির্ধারণের) ক্ষেত্রে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قال تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)

[٢ البقرة ٨٥]

"তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পেলো সে যাতে স্বাওম পালন করে।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

وقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)

[٢ البقرة ٨٩]

"তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন তা মানবজাতি ও হাজ্জ এর জন্য সময় নির্ধারক।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৯]

এবং রাসূল -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

وقال صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)

"তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে স্বাওম পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) কর। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তবে ৩০ দিন পূর্ণ কর।"

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যারা তাদের উদয়স্থলে পরিষ্কার আবহাওয়া অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় নতুন চাঁদ দেখতে পেলো না তাদের জন্য শা'বান এর ত্রিশ দিন পূর্ণ করা ওয়াজিব।"

[ফাতাওয়া আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা'ইমাহ (১০/১০০)]

এ হল যদি অন্য অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হয়। অন্য অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখা শারী'আত সম্মতভাবে প্রমাণিত হলে, তাদের উপর স্বিয়াম পালন করা অধিকাংশ 'আলিমগণের মতে ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল মুনাজ্জিদ।

অধ্যায় ছয় : স্বাওম ওয়াজিব হওয়া

<u>২৩.কাদের উপর রামাদ্বানের স্বাওম পালন করা ওয়াজিব?</u>
ফাত্ওয়া নং -26814

প্রশ্ন : কাদের উপর রামাদ্বানের স্বাওম পালন করা ওয়াজিব?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যে ব্যক্তির মধ্যে ৫টি শর্ত পাওয়া যায় তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াজিব -
প্রথমত : যদি সে মুসলিম হয়
দ্বিতীয়ত : যদি সে মুকাল্লাফ (যার উপর শারী'আতের আহকাম প্রযোজ্য) হয়
তৃতীয়ত : যদি সে স্বাওম পালন করতে সক্ষম হয়
চতুর্থত : যদি সে নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী হয়
পঞ্চমত : যদি স্বাওম পালনে বাধাদানকারী বিষয়সমূহ তার মধ্যে না পাওয়া যায়

এই পাঁচটি শর্ত যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াজিব।

(এক.)
প্রথম শর্তের মাধ্যমে একজন কাফির ব্যক্তি এর আওতা বহির্ভূত হয়; একজন কাফিরের জন্য স্বাওম বাধ্যতামূলক নয়, আর সে তা পালন করলেও শুদ্ধ হবে না। আর যদি সে ইসলাম কবুল করে, তাহলে তাকে সেই দিনগুলোর ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে আদেশ করা হবে না।

আর এর দালীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى
ولا يُنفقون إلا وهم كارهون ٩ التوبة ٥٤]

"তাদের দানসমূহ কবুল হতে এটিই বাঁধা দিয়েছিল যে তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (মুহাম্মাদ আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) কুফরী (অবিশ্বাস) করেছিল এবং তারা শুধু অলসতা বশতই সালাতে উপস্থিত হত আর তারা শুধু বাধ্য হয়েই অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করত।"

[৯ আত-তাওবাহ : ৫৪]

আর এটি যদি দান-স্বাদাক্বাহ এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যার উপকার বহুমুখী, যে তা তাদের কুফরের (অবিশ্বাসের) কারণে কবুল হয় না, তবে বিশেষ ‘ইবাদাত (যার উপকার বহুমুখী নয়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ) সমূহ আরও বেশি কবুল না হওয়ার যোগ্য। আর সে যদি ইসলাম কবুল করে তবে তার ক্বাদ্বা’(কাযা) না আদায় করার দালীল হল তাঁর-তা‘আলার বাণী :

(**قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف**) ٨ الأنفال ٣٨]

“আপনি তাদেরকে বলুন যারা অবিশ্বাস করেছে যদি তারা বিরত থাকে, তবে তাদের পূর্বে যা গত হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।”
[৮ আল-আনফাল : ৩৮]

আর এটি তাওয়াতুর (প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, ধারাবাহিক)সূত্রে রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন)থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে,কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে ছুটে যাওয়া ওয়াজিবসমূহের ক্বাদ্বা’(কাযা)আদায় করতে আদেশ করতেন না।
আর একজন কাফির যদি ইসলাম কবুল না করে তবে কি সে স্বিয়াম ত্যাগ করার জন্য আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে?

উত্তর :
হ্যাঁ, সে (সেই কাফির)তা (স্বাওম পালন) ত্যাগ করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, আর সে সমস্ত ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করার জন্যও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে কারণ,আল্লাহর প্রতি অনুগত শারী‘আতের বিধান পালনকারী,একজন মুসলিম যদি শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে একজন অহংকারী (কাফির)শাস্তি পাওয়ার আরও বেশি যোগ্য। একজন কাফির যদি আল্লাহ’র অনুগ্রহসমূহ (নি‘আমাত)যেমন-খাবার,পানীয় ও পোশাক ইত্যাদি উপভোগ করার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়,তবে হারাম কাজ করা ও ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করার জন্য শাস্তি পাওয়ার আরও বেশি যোগ্য; আর এটি হল ক্বিয়াস।
আর কুর‘আন থেকে (এর)দালীল হল আল্লাহ তা‘আলা ডানপাশে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা অপরাধীদেরকে (কাফিরদের)বলবেন :

﴿ ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ﴾ ٧٤ المدثر ٢ ٦.]

"৪২ . তোমাদেরকে কী সাক্বারে (একটি জাহান্নামের নাম)পরিচালিত করেছে?
৪৩ . তারা বলবে : আমরা স্বালাত আদায়কারী ছিলাম না
৪৪ . আর আমরা মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম না
৪৫. আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম
৪৬. আর আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।"

[৭৪ আল-মুদাসসির : ৪২- ৪৬]

আর চারটি বিষয়ই তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে।
(১) **"আমরা স্বালাত আদায়কারী ছিলাম না"**, স্বালাত; (২) **"আমরা মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম না"**, যাকাত; (৩) **"আর আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম",**আল্লাহর আয়াত সমূহকে বিদ্রূপ ইত্যাদি করা; (৪) **"আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম"**।

(দুই.)
দ্বিতীয় শর্ত : যদি সে মুকাল্লাফ (শারী'আতসম্মত ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত) হয়,আর মুকাল্লাফ হল বালিগ,'আক্বিল (বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন)হওয়া। কারণ,ছোট শিশু ও পাগলের উপর কোন তাকলীফ (শারী'আতের আহকাম) প্রযোজ্য হয় না।
আর বুলূগ (বালিগ হওয়া)তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি পাওয়া গেলে সাব্যস্ত হয়,যা প্রশ্ন নং (**২০৪৭৫**) -এ পাবেন।
আর 'আক্বিলের বিপরীত হল পাগল,অর্থাৎ যে 'আক্বল (বুদ্ধি-বিবেক)হারিয়েছে এমন পাগল,আর তাই তার 'আক্বল-বুদ্ধি যে কোন দিক থেকে হারিয়ে ফেলুক না কেন সে মুকাল্লাফ নয়,তার উপর দ্বীনের ওয়াজিব দায়িত্বসমূহ যেমন-স্বালাত,স্বিয়াম, ইত্ব'আম (মিসকীনকে খাওয়ানো) ইত্যাদির কোন ওয়াজিব দায়িত্বই প্রযোজ্য হয় না,অর্থাৎ তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হয় না।

(তিন.)
তৃতীয় শর্ত সক্ষম অর্থাৎ যে স্বিয়াম পালনে সক্ষম। আর যে অক্ষম তার উপর স্বিয়াম পালন ওয়াজিব নয়,আর এর দালীল আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

(ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر)

[٢ البقر ٨٥]

"আর যে অসুস্থ অথবা সাফ্‌রে (ভ্রমণে)আছে সে সেই সংখ্যায় অন্য দিনগুলোতে এর ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবে।"
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আর অক্ষমতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : অস্থায়ী ও স্থায়ী ।
(১.) আর অস্থায়ী অক্ষমতা উল্লেখিত হয়েছে পূর্বের আয়াতটিতে যেমন-এমন রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় এবং মুসাফির; এ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য স্বাওম পালন না করা (ইফত্বার করা) জা'ইয (বৈধ)। এরপর তাদের ছুটে যাওয়া স্বাওম ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা ওয়াজিব।
(২.) আর স্থায়ী অক্ষমতা যেমন-এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না এবং এমন বৃদ্ধ লোক যিনি স্বিয়াম পালনে অক্ষম, আর তা উল্লেখিত হয়েছে তাঁর-আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে :

(كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام) ٢ البقر ٨٤]

"আর যারা স্বাওম পালনে অক্ষম তারা ফিদইয়াহ দিবে (অর্থাৎ মিসকীন খাওয়াবে)।"
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

এই আয়াতটিকে ইবনু ‘আব্বাস (আল্লাহ তাদের উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হউন) তাফসীর করে বলেছেন-
"বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যাদের অনেক বয়স হয়েছে তারা যদি স্বাওম পালনে সক্ষম না হয়, তবে তারা প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।"

(চার.)
চতুর্থ শর্ত : যদি সে নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী হয়। সুতরাং সে যদি মুসাফির হয় তবে তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াজিব নয়। এর দালীল হল তাঁর-আল্লাহ তা‘আলা-বাণী :

[٨٥ ٢ البقر (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أُخر)

“আর যে অসুস্থ অথবা সাফারে (ভ্রমণে)আছে সে সেই সংখ্যায় অন্য দিনগুলোতে এর ক্বাদ্বা (কাযা) আদায় করবে।”
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আর ‘আলিমগণ এ ব্যাপারে ইজমা‘ (ঐকমত্য) প্রকাশ করেছেন যে,একজন মুসাফিরের জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ)। আর একজন মুসাফিরের জন্য উত্তম হল তার জন্য যেটা বেশি সহজ তা করা। যদি স্বাওম পালন করায় তার ক্ষতি হয় তবে তার (মুসাফিরের) জন্য স্বাওম পালন করা হারাম। এর দালীল হল তাঁর-তা‘আলা বাণী:

['٩ ٤ النسا (**ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما**)

“তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না,নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়াময়।”
[৪ আন-নিসা : ২৯]

এই আয়াতটি থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে,
যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা তার জন্য নিষিদ্ধ। দেখুন প্রশ্ন নং-(2 0 1 6 5)।

যদি আপনি বলেন সেই ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু যা স্বিয়াম পালনকে হারাম করে?
তবে তার উত্তর হল :
এমন ক্ষতি যা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা সম্ভব অথবা কারো দেয়া তথ্যের মাধ্যমে জানা সম্ভব।
(১.) আর ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা একজন রোগী নিজেই অনুভব করবে যে স্বাওম পালন করার কারণে তার ক্ষতি হচ্ছে ও তা তার পীড়ার কারণ হচ্ছে যার কারণে সুস্থতা দেরীতে হয় এ ধরণের কিছু।

(২.) আর তথ্যের মাধ্যমে এই ক্ষতি সম্পর্কে জানার অর্থ হল, একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ডাক্তার তাকে (রোগীকে) এ তথ্য দিবে যে স্বাওম পালন করা তার জন্য ক্ষতিকর।

(পাঁচ.)
পঞ্চম শর্ত : যদি স্বাওম পালনে বাধাদানকারী বিষয়সমূহ না পাওয়া যায়। আর এটি বিশেষভাবে নারীদের জন্য প্রযোজ্য। হা'ইদ্ব (ঋতুবতী) ও নুফাসসা' (যার নিফাস হয়েছে) উভয়ের উপর স্বাওম পালন বাধ্যতামূলক নয়।
এবং এর দালীল হল নাবীর (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম/শান্তি বর্ষণ করুন)স্বীকৃতিমূলক বাণী :

" أليس إذ حاضت لم تصل و لم تصم "

"একজন নারীর হাইদ্ব (মাসিক) হলে সে কি স্বালাত ও স্বাওম ত্যাগ করে না?"
[আল- বুখারী : ২৯৮]

সুতরাং 'আলিমগণের ইজমা' (সর্বসম্মতি) অনুসারে তার উপর স্বাওম পালন ওয়াজিব হয় না আর তা পালন করলে শুদ্ধও হয় না।
তার উপর এই দিনগুলো ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা ইজমা' (সর্বসম্মতি) ক্রমে বাধ্যতামূলক।
[আশ-শারহ্ আল-মুমতি'(৬/৩৩০)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

২৪.এদের উপর কি স্বাওম পালন ওয়াজিব? তাদের কি ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় আবশ্যক?

ফাত্ওয়া নং- 65635

প্রশ্ন : এক শিশু বালিগ্ হওয়ার আগে রামাদ্বানের স্বাওম পালন করত,রামাদ্বানে দিনের মাঝে সে বালি্গ হল। তার কি সেই দিনের ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে? একইভাবে

রামাদ্বানে দিনের মাঝে একজন কাফির ইসলাম গ্রহণ করলে,একজন হা'ইদ্ব (হায়েযপ্রাপ্ত নারী) পবিত্র হলে, পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে পায়, মুসাফির ব্যক্তি স্বাওম ভঙ্গরত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে আসলে,অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হলে- যে সেই দিন স্বাওম ভঙ্গ করে ফেলেছিল- এ সমস্ত ব্যক্তিদের কি সেই দিনের বাকি অংশ স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ও সেদিনের ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা ওয়াজিব?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সবার ক্ষেত্রে একই হুক্‌ম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা 'আলিমগণের ভিন্ন মত ও তাদের বক্তব্য সমূহ কিছুটা বিস্তারিত আকারে (**৪৯০০৮**) নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দুটি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে :

১) কোন শিশু যদি বালিগ হয়,কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করে,কোন পাগল জ্ঞান ফিরে পায়- তবে তাঁদের সবার হুক্‌ম এক, আর তা হল 'উয্‌র (অজুহাত) চলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের বাকি অংশে স্বাওম ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাত্বত্বিরাত হতে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং এক্ষেত্রে তাদের সেই দিনের ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় করা ওয়াজিব নয়।

২) অপরদিকে হা'ইদ্ব (হায়েজপ্রাপ্ত নারী) যদি পবিত্র হয়,মুসাফির ব্যক্তি স্বদেশে ফিরে আসে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে,এদের সবার হুক্‌ম এক। এদের স্বাওম ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাত্বত্বিরাত হতে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়,কারণ তারা বিরত

থাকলেও কোন উপকার পাবে না এবং তাদের উপর সেই দিনের ক্বাদ্বা’(কাজা) আদায় করা ওয়াজিব।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য :

প্রথম গ্রুপের মধ্যে তাকলীফের (দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার) শর্ত রয়েছে আর তা হল বালিগ হওয়া, মুসলিম হওয়া ও ‘আক্বল(বুদ্ধি) সম্পন্ন হওয়া, তাই যদি তাঁদের ক্ষেত্রে শারী'আত সম্মতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাঁদের উপর স্বাওম ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাত্বত্বিরাত হতে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তাঁদের জন্য সেই দিনের ক্বাদ্বা’(কাজা) আদায় করা অবশ্য নয়। কারণ, যখন তাদের স্বাওম ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাত্বত্বিরাত হতে বিরত থাকা ওয়াজিব ছিল তখন তাঁরা তা থেকে বিরত থেকেছে এবং এর আগে তাঁরা স্বিয়ামের ব্যাপারে মুকাল্লাফ (শারীআত সম্মত ভাবে দায়িত্ব) ছিল না।

অপর দিকে দ্বিতীয় গ্রুপটি স্বিয়াম এর ব্যাপারে শারী‘আত সম্মতভাবে দায়িত্বশীল ছিল। তাই তা পালন করা তাঁদের উপর ওয়াজিব ছিল, তবে শারী‘আত অনুমোদিত ‘উয্র(অজুহাত) থাকায় তাঁদের জন্য স্বাওম ভঙ্গ বৈধ হয়েছিল যেমন হা'ইদ্ব (হায়েজ),সফর,রোগ ইত্যাদি কারণে আল্লাহ্ তাঁদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য স্বাওম ভঙ্গ বৈধ করেছেন। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে সেই দিনের মর্যাদাপূর্ণ কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চলে যায়।

তাঁদের ‘উয্র সমূহ (শারী'আত অনুমোদিত অজুহাত সমূহ) রামাদ্বানে দিনের মাঝে দূরীভূত হলেও তারা স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থেকে কোন উপকার পাবে না এবং তাদের রামাদ্বানের পর সেই দিনের ক্বাদ্বা’(কাজা) আদায় করতে হবে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইব্‌ন স্বালিহ আল-‘উসাইমীন- রাহিমাহুমাল্লাহ তা‘আলা- বলেছেন :

“যদি কোন মুসাফির তার দেশে স্বাওম ভঙ্গ করা অবস্থায় ফিরে আসে তবে তাঁর জন্য স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়, সে দিনের বাকী অংশে খেতে ও পান করতে পারে কারণ তাঁর বিরত থাকায় কোন উপকার হবে না। এটি এজন্য যে, তাঁকে সেই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাজা) আদায় করতে হবে। এটিই সঠিক মত।
এটি ইমাম মালিক,ইমাম আশ-শাফি‘ঈ এর মত এবং ঈমাম আহমাদ - রাহিমাহুমাল্লাহ এর দুটি রিওয়াইয়াতের একটি। তবে তাঁর প্রকাশ্যে আহার ও পান করা উচিৎ নয়।”
সমাপ্ত।
[মাজমূ‘ ফাত্‌ওয়া আশ-শাইখ ইব্‌ন ‘উসাইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)]

তিনি আরও বলেন :

"কোন হা’ইদ্ব (হায়েজপ্রাপ্ত নারী) অথবা নুফাসা’’ (যার নিফাস হয়েছে এমন নারী) দিনের মাঝে পবিত্র হলে তাদের জন্য স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়, সে খেতে ও পান করতে পারে, কারণ তাঁর বিরত থাকায় কোন উপকার হবে না। এটি এজন্য যে, তাঁকে সেই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাজা) আদায় করতে হবে।
এটি ইমাম মালিক,ইমাম আশ-শাফি‘ঈ এর মত এবং ঈমাম আহমাদ এর দুটি রিওয়াইয়াতের একটি।
ইবন মাস‘ঊদ -রাদ্বিআল্লাহু ‘আন্‌হু- থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,তিনি বলেছেন:

(من أكل أول النهار فليأكل آخر)

“যে দিনের প্রথম অংশে খেল সে যেন দিনের শেষ অংশেও খায়।”

*অর্থাৎ যার জন্য দিনের প্রথম অংশে স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ) তাঁর জন্য দিনের শেষ অংশেও স্বাওম ভঙ্গ করা বৈধ।“*সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইব্ন ‘উসাইমীন (১৯/৫৯) নং প্রশ্ন)]

এই শাইখকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল :

যে রামাদ্বানে দিনের বেলায় শারী‘আত অনুমোদিত ‘উয্রের কারণে স্বাওম ভঙ্গ করল, (সেই ‘উয্র চলে যাওয়ার পর) দিনের বাকি অংশে তার জন্য খাওয়া ও পান করা কি জা’ইয (বৈধ) হবে?

তিনি উত্তরে বলেন :

“তাঁর জন্য খাওয়া ও পান করা জা’ইয, কারণ সে শারী‘আত অনুমোদিত ‘উয্রে (অজুহাতে) স্বাওম ভঙ্গ করেছে। সে যদি শারী‘আত সম্মত ‘উয্রের কারণে স্বাওম ভঙ্গ করে তবে তাঁর ক্ষেত্রে সেই দিনের সম্মানীয় কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চলে যায়। ফলে সে খেতে ও পান করতে পারে।

এটি সেই ব্যক্তির অবস্থা থেকে ভিন্ন যে রামাদ্বানে দিনের বেলা কোন ‘উয্র (শরীয়ত অনুমোদিত অজুহাত) ছারা স্বাওম ভঙ্গ করে। এক্ষেত্রে আমরা বলব : যে তাঁর স্বাওম

ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে (দিনের বাকি অংশে) বিরত থাকা আবশ্যক। তাঁর ক্ষেত্রে ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় আবশ্যক হবে।

এই দুটি মাস'আলাহ এর পার্থক্যের দিকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করা ওয়াজিব।" সমাপ্ত।

[মাজমূ' ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইব্ন 'উসাইমীন (১৯/৬০) নং প্রশ্ন)]

তিনি আরও বলেন :

"*স্বিয়াম সংক্রান্ত আমাদের গবেষণায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোন নারী যদি হা'ইদ্ব (হায়েজপ্রাপ্ত) হয় এবং (রামাদ্বানে) দিনের মাঝে পবিত্র হয় তবে সে দিনের বাকী অংশে পানাহার থেকে বিরত থাকবেন কি না এ ব্যাপারে 'আলিমগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।*

আমরা বলব : ইমাম আহমাদ - রাহিমাহুমাল্লাহ - এর থেকে এ-ব্যাপারে দুটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত হয়েছে।

তার মাশহুর (সর্বজনবিদিত) মতটি হল- যে তাঁর স্বাওম ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাত্বিরাত থেকে দিনের বাকি অংশে বিরত থাকা ওয়াজিব। সে খাবে না, পানও করবে না।

দ্বিতীয়ত : তাঁর বিরত থাকা ওয়াজিব নয়, তাই তাঁর খাওয়া ও পান করা জা'ইয (বৈধ)।

আমরা বলব : দ্বিতীয় এই মতটি ইমাম মালিক ও ইমাম আশ-শাফি‘ঈ- রাহিমাহুমাল্লাহ- এর মত। এটি ইব্‌ন মাস‘ঊদ -রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহ্- থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন :

(من أكل أول النهار فليأكل آخر)

"যে দিনের প্রথম অংশে খেল, সে যেন দিনের শেষ অংশেও খায়।"

আমরা বলব ভিন্ন মত আছে - এমন মাসা'ইলের (মাস'আলাহ সমূহের) ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষণকারী শিক্ষার্থীর কর্তব্য হল দালীল সমূহ যাচাই করা এবং তাঁর কাছে যে মতটি বেশি শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয় সে মতটি গ্রহণ করা এবং কারও ভিন্ন মতের ব্যাপারে পরোয়া না করা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে দালীল আছে,কারণ আমাদেরকে রাসূলদের অনুসরণ করতে আদেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী :

(وَيَوْمَ يُنَـــادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ)

"আর সেই দিন যখন তাদের আহবান করা হবে এবং বলা হবে তোমরা রাসূলগণ কে কি উত্তর দিয়েছিলে?"

[২৮ আল-ক্বাস্বাস্ব : ৬৫]

আর এই হাদীস দ্বারা দালীল দেয়া যা স্বাহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী – স্বাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- দিনের মাঝে ‘আশুরা’ এর স্বিয়াম পালনের আদেশ করেছিলেন,তখন লোকেরা দিনের বাকি অংশে স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকলেন।

আমরা বলব, এই হাদীস তাদের পক্ষে কোন দালীল নয় কারণ ‘আশুরা’ এর স্বাওমে ‘বাঁধা দানকারী বিষয়/ মানি‘ (যেমন হায়েজ, নিফাস, কুফর ইত্যাদি) দূরীভূত হওয়ার’ কোন ব্যাপার নেই। বরং এই ক্ষেত্রে ‘নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর’ ব্যাপারটি রয়েছে।

‘বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়া’ ও ‘নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর’ মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

‘নতুন ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানোর’ অর্থ হল, সে নির্দিষ্ট কারণ (যেমন ‘আশুরা’ এর দিন) উপস্থিতির আগে সেই হুক্‌মটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অপরদিকে ‘বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়ার’ অর্থ হল- সেই বাধাদানকারী বিষয়টির (যেমন হায়েজ, নিফাস, কুফর ইত্যাদি) সাথেই এই হুক্‌মটি (যেমন স্বাওম পালন) প্রতিষ্ঠিত। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ‘বাধাদানকারী বিষয়টি’ (যেমন হায়েজ,নিফাস,কুফর) সেই হুক্‌মের (যেমন স্বাওম পালনের) কারণ সমূহের (যেমন- ‘আশুরা’ এর দিন উপস্থিত হওয়ার) সাথে আর্বিভূত হয়, ততক্ষণ এর অর্থ হল সেই কাজটি (যেমন স্বাওম পালন) এই ‘বাধাদানকারী বিষয়টির (যেমন- হায়েজ,নিফাস,কুফর) উপস্থিতির কারণে শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্নকারীর উল্লেখিত মাস’আলাহ এর মত আরেকটি উদাহরণ হল- দিনের মাঝে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাঁর ক্ষেত্রে ‘নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব’ বর্তায়।

এরকম আরেকটি উদাহরণ হল, কোন শিশু দিনের মাঝে স্বাওম ভঙ্গকারী অবস্থায় বালিগ হলে তাঁর উপর ‘নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তায়। তাই যে দিনের মাঝে

ইসলাম গ্রহণ করল আমরা তাঁকে বলব : আপনার জন্য (দিনের বাকি অংশে) স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে আপনার উপর ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় করা ওয়াজিব নয়।

একই ভাবে দিনের মাঝে যে শিশু বালিগ হয়েছে, তাঁকে আমরা বলব : আপনার জন্য (দিনের বাকি অংশে) স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে আপনার উপর ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় করা ওয়াজিব নয়।

তবে একজন হা'ইদ্ব (হায়েজপ্রাপ্ত নারী) এর ক্ষেত্রে হুকুমটি ভিন্ন হবে যদি (দিনের মাঝে) সে পবিত্র হয়। ' আলিমগণের মাঝে এ ব্যাপারে ইজমা' (ঐকমত্য) রয়েছে যে তাঁর উপর ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় করা ওয়াজিব। একজন হা'ইদ্ব (হায়েজপ্রাপ্ত নারী) দিনের মাঝে পবিত্র হয়ে দিনের বাকি অংশে স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকলে, এই বিরত থাকা যে তার কোনো উপকারে আসবে না ও স্বাওম বলে গণ্য হবে না এবং তাকে ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় করতে হবে- এ ব্যাপারে 'আমিলগণ ইজমা' (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন।

এ থেকে 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' ও 'বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়ার মধ্যে' পার্থক্য জানা গেল।

সুতরাং একজন হা'ইদ্ব (হায়েজ প্রাপ্ত নারী) পবিত্র হওয়ার মাস'আলাটি 'বাধাদানকারী বিষয় দূরীভূত হওয়া' শীর্ষক শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন শিশুর বালিগ হওয়া অথবা প্রশ্নকারীর উল্লেখিত -রামাদ্বানের স্বিয়াম ফারদ্ব (ফরজ) হওয়ার পূর্বকালীন যুগে- 'আশুরা' দিনের স্বাওম ওয়াজিব হওয়া- 'নতুন করে ওয়াজিব দায়িত্ব বর্তানো' শীর্ষক

*শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা। ”*সমাপ্ত।

[মাজমূ‘ ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইব্ন ‘উসাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)]

Islam Q & A

২৫.রামাদ্বানে যে মুসলিমরা স্বাওম পালন করে না তাদের সে কিভাবে দা‘ওয়াত করবে?

ফাত্ওয়া নং – 50745

প্রশ্ন : রামাদ্বানে যেসব মুসলিমরা স্বিয়াম পালন করেনা তাদের প্রতি আচরণবিধি কী ধরনের হওয়া উচিত? তাদেরকে স্বিয়াম পালনের ব্যাপারে দা‘ওয়াত দেয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি কি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ঐ সমস্ত মুসলিমদের স্বাওমের প্রতি দা‘ওয়াত করা, তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা, এ ব্যাপারে তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সাবধান করা ওয়াজিব। তা নিম্নের কয়েকটি পদ্ধতি অনুযায়ী করা যেতে পারে:

এক :

স্বাওম ফারদ্ব (ফরজ) হওয়া, ইসলামে এর সুমহান মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা কারণ এটি হল এক মহান ভিত্তি (ভিত্তি সমূহের একটি) যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।

দুই :

স্বাওম পালনের বিশাল প্রতিদান সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমনটি রাসূল- স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) رواه البخاري (٣٨) ومسلم (٧٦٠)

"যে রামাদ্বান মাসে ঈমানের সাথে প্রতিদানের আশায় স্বাওম পালন করে,তাঁর পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"
[আল-বুখারী (৩৮) ও মুসলিম (৭৬০)]

এবং রাসূল -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) رواه البخاري (٧٤٢٣)

" যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, স্বালাত কায়েম করে, রামাদ্বানে স্বাওম পালন করে আল্লাহর উপর এই হক্ব এসে যায় যে, তিনি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন – সে আল্লাহর পথে জিহাদে করুক অথবা তাঁর জন্মভূমিতে অবস্থান করুক।
তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি মানুষকে (এর) সুসংবাদ দিব না?
তিনি বললেন : নিশ্চয়ই জান্নাতে রয়েছে ১০০টি স্তর। আল্লাহ তা আল্লাহর পথে মুজাহিদগণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। দুই স্তরের মধ্যে পার্থক্য হল আসমান ও যামীন এর ন্যায়। তাই আপনারা যদি আল্লাহর কাছে চান তবে তাঁর কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস চান। কারণ তা জান্নাতের মধ্যভাগে ও এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তাঁর উপর আর-রাহমানের (

পরম দয়ালু আল্লাহর) ‘আরশ। আর তা থেকে জান্নাতের নদীসমূহ উৎসারিত হয়। ”
[এটি বর্ণনা করেছেন আল- বুখারী (৭৪২৩)]

এবং রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي .) وَا صَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ، فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) رواه البخاري ٧٤٩٢) ومسلم ١١٥١

“ আল্লাহ –‘আযযা ওয়া জাল্ল-বলেন : স্বাওম আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। সে (স্বাওম পালনকারী) তাঁর কামনা, আহার, পানীয় আমার জন্য ত্যাগ করে। স্বাওম হল ঢাল। স্বাওম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু’টি খুশি-একটি খুশি হল যখন সে ইফত্বার করে, আরেকটি হল যখন সে তার রাব্ব এর (সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিযিক্বদাতা) সাক্ষাত করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে স্বাওম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ মিসকের সুবাসের চাইতেও অধিক সুগন্ধময়।”
[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৭৪৯২) ও মুসলিম (১১৫১)]

তিন :

স্বাওম ত্যাগ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের ভয় দেখানো, এ ধারণা সুস্পষ্ট করা যে এটি কাবীরাহ (বড়) গুনাহসমূহের একটি। ইবনু খুযাইমাহ (১৯৮৬) ও ইবনু হিব্বান (৭৪৯১) বর্ণনা করেছেন আবূ উমামাহ আল বাহিলী -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ-হতে তিনি বলেছেন :

فقد روى ابن خزيمة ١٩٨٦) وابن حبان ٧٤٩١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ (

الضبع هو العضد) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل ا نار . ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن ١٥٠٩) .

আমি - রাসুলুল্লাহ –স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম - কে বলতে শুনেছি : আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন আমার কাছে দুই ব্যক্তি এলো এবং আমার বাহু ধরে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলো।

তাঁরা উভয়ই বললেন :'উপরে উঠুন'।

আমি বললাম : আমি তা করতে সক্ষম নই।

তাঁরা বললেন : আমরা আপনার জন্য সহজ করে দিচ্ছি।এরপর আমি উঠে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠলাম। সেখানে প্রচণ্ড চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আমি বললাম : এ কী শব্দ ?

তাঁরা বললেন : এটি জাহান্নামী লোকদের চিৎকার।

এরপর তাঁরা আমাকে নিয়ে এমন কিছু লোকদের নিকট আসল, যারা তাদের পায়ের টাখনু দ্বারা ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। তাদের মুখের কিনারা চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় ছিল এবং তা হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

আমি বললাম : এরা কারা ?

তিনি বললেন : এরা হল তারা যারা সময় হবার আগে ইফত্বার করত।"

[শাইখ আল-আলবানী একে ' স্বাহীহ মাওয়ারিদ আজ-জাম'আন '- এ (১৫০৯) একে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।]

আল-আলবানী –রাহিমাহুল্লাহ-এই বলে মন্তব্য করেছেন :

" আমি বলি– এই শাস্তি হল তাঁর জন্য যে স্বাওম রেখেছে কিন্তু সময় হওয়ার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে ইফত্বার করে ফেলেছে, তাহলে যে একেবারে স্বাওম রাখেনি তাঁর কি অবস্থা হতে পারে?! "

আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

দেখুন **(38747)** নং প্রশ্নের উত্তর।

চার : স্বাওম পালনের সহজতা, এতে যে আনন্দ, খুশি, সন্তুষ্টি, মনের প্রশান্তি, অন্তরের স্বস্তি, এবং সেই সাথে এর দিনে ও রাতে ক্বুর'আন তিলাওয়াহ, ও ক্বিয়ামুল লাইল ইত্যাদি 'ইবাদাত করার যে তৃপ্তি রয়েছে, তা বর্ণনা করা।

পাঁচ : তাদের কিছু লেকচার শুনতে দেয়া, পত্র পত্রিকার (ইসলামী) কিছু পড়তে দা'ওয়াত করা যাতে স্বাওম এর গুরুত্ব ও এ সময়ে একজন মুসলিমের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে।

ছয় : তাদের সত্যিকার হিদায়াত ও মাগ্‌ফিরাতের জন্য দু'আ' করার পাশাপাশি নরম ভাষা ও উত্তম বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে অনবরত দা'ওয়াহ ও স্মরণ করে দেয়ার ক্ষেত্রে ক্লান্ত না হওয়া।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনার তাওফীক্ব ও শুদ্ধতা প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

২৬.স্বালাত ত্যাগ করলে স্বিয়াম কবুল হয় না

ফাতওয়া নং – 49698

প্রশ্ন : স্বালাত ছাড়া কী স্বীয়াম পালন জা'ইয (বৈধ) ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ'র জন্য।

স্বালাত ত্যাগকারীর কোনো আমলই কবুল হয় না, না যাকাত, না স্বিয়াম, না হাজ্জ, না অন্য কিছু।

আল বুখারী (৫২০) বর্ণনা করেছেন, বুরাইদাহ হতে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ – স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

روى البخاري ٥٢٠) عن بُرَيْدَةَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

"যে 'আস্বরের স্বালাত ত্যাগ করে, তার কর্মসমূহ বিফলে গেল।"

আর "তার 'আমল বিফলে গেল" এর অর্থ হল : তা বাতিল হয়ে গেল এবং তা তার কোনো কাজে আসবে না। তার দ্বারা তার কোনো উপকার হবে না।

এ হাদীস থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, স্বালাত ত্যাগকারীর কোনো 'আমল আল্লাহ গ্রহণ করবেন না এবং স্বালাত ত্যাগকারী তার 'আমল দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হবেনা। তার কোনো 'আমল আল্লাহ'র কাছে উঠানো হবে না।

ইবনুল ক্বায়িম-রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা-এ হাদীসের অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে তার কিতাব 'আস-স্বালাত' (পৃ-৬৫) এ বলেছেন – "এ হাদীস দ্বারা যা বোঝা যায় যে, স্বালাত ত্যাগ করা দুই প্রকারের :

(১) চিরতরে ত্যাগ করা- যে কখনই স্বালাত পড়ে না, এক্ষেত্রে তার সমস্ত 'আমল বিফলে যাবে।
(২) ক্ষেত্র বিশেষে, কোন বিশেষ দিনে ত্যাগ করা-এক্ষেত্রে তার বিশেষ দিনের 'আমল বিফলে যাবে।
অর্থাৎ পুরোপুরি স্বালাত ত্যাগ করলে, তার পরিণাম হলো পুরোপুরি 'আমল বিফলে যাওয়া এবং বিশেষ ক্ষেত্রে স্বালাত ত্যাগের পরিণাম হলো বিশেষ ক্ষেত্রে 'আমল বিফলে যাওয়া।" সমাপ্ত।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো ''ফাতাওয়া আস্ব-স্বিয়াম'' (পৃ-৮৭) স্বালাত ত্যাগকারীর স্বিয়ামের হুকুম সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বলেন: স্বালাত ত্যাগকারীর স্বাওম শুদ্ধ নয় এবং তা কবুল যোগ্যও নয়, কারণ স্বালাত ত্যাগকারী কাফির, মুরতাদ্দ।

এর দালীল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

لقوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)

[٩ التوبة ١]

''আর তারা যদি তওবা করে ও স্বালাত ক্বাইম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।''

[৯ আত্ তওবা : ১১]

নবী স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ)

(رواه مسلم ١٢)

''একজন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো স্বালাত ত্যাগ করা।''
[বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৮২)]

এবং রাসূলুল্লাহ- স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী –

ولقول صلى الله عليه وسلم :

(الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)

رواه الترمذي ٢٦٢١) صححه الألباني في صحيح الترمذي

"আমাদের ও তাদের মাঝে চুক্তি হলো স্বালাত, অতঃপর যে তা ত্যাগ করল, সে নিশ্চিত ভাবে কুফর করল।"
[বর্ণনা করেছেন তিরমিযী (২৬২১), আলবানী 'স্বাহীহ আত-তিরমিযী' তে একে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন]

আর এজন্য যে এটি সাধারণভাবে সমস্ত স্বাহাবীগণের বক্তব্য যদিও তা ইজ্মা' (ঐক্যমত) পর্যায়ের নয়।
'আব্দুল্লাহ ইব্ন শাক্বীক্ব – রাহিমাহুমুল্লাহ – বলেছেন যিনি সুপরিচিত তাবি'ঈগণের একজন :
" নাবী স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বাহাবীগণ স্বালাত ছাড়া কোন কাজ ত্যাগ করাকে কুফর মনে করতেন না, আর এর উপর ভিত্তি করে যদি কোন ব্যক্তি স্বাওম পালন করে এবং স্বলাত না পড়ে তবে তার স্বাওম প্রত্যাখ্যাত, কবুল যোগ্য নয়। এবং তা আল্লাহ্র কাছে ক্বিয়ামাতের দিন কোন উপকারেও আসবেনা। এবং তাকে আমরা বলবো স্বালাত আদায় করুন, স্বাওম পালন করুন।
অপরদিকে যদি আপনি স্বাওম পালন করেন অথচ স্বালাত আদায় না করেন, তবে আপনার স্বাওম প্রত্যাখ্যাত হবে কারণ কাফিরের কাছ থেকে কোন 'ইবাদাত কবুল হয় না।" সমাপ্ত।

আল-লাজ্নাহ আদ-দা'ইমাহ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল (১০/১৪০) -
যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রামাদ্বানে স্বিয়াম পালনে ও স্বালাত আদায়ে সচেষ্ট হয় কিন্তু রামাদ্বান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই স্বালাত ত্যাগ করে, তবে তার স্বিয়াম কি কবুল যোগ্য?
তার উত্তরে বলা হয়-
" স্বালাত হলো ইসলামের পাঁচটি রুক্ন গুলোর মধ্যে একটি আর এটি হলো দুই শাহাদাতের পর রুক্ন গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি ফারদ্বুল 'আইন (ফরজে আইন- অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ফারদ্ব/ফরজ)। আর যে তা ফারদ্ব (ফরজ) হবার ব্যাপারে অস্বীকার করে অথবা অবহেলা বা অলসতাবশতঃ ত্যাগ করে সে

কুফরী করলো। আর যারা শুধু রামাদ্বানে স্বালাত আদায় করে ও স্বাওম পালন করে, তবে তা হলো আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি। কতইনা নিকৃষ্ট সেই জাতি যারা শুধু আল্লাহ্‌কে রামাদ্বান মাস ছাড়া চেনেনা। সুতরাং তাদের রামাদ্বান ব্যতীত স্বালাত ত্যাগ করায় স্বিয়াম শুদ্ধ হবেনা বরং তারা বড় কুফর করার মাধ্যমে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যদিও তারা স্বালাত ফারদ্ব (ফরজ) হওয়া অস্বীকার করেনি- 'আলিমগণের দুটি মতের বেশি সঠিক টি অনুসারে।'' সমাপ্ত

Islam Q & A

<u>২৭.পরীক্ষার কারণে রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা আহার পানাহার</u>
ফাত্‌ওয়া নং -60296

প্রশ্ন : ইউনিভার্সিটি পড়াকালীন সময় থেকে রামাদ্বান মাসে আমি স্বাওম পালন করা অবস্থায় পড়াশোনা করতে পারতাম না, তাই দুই বছর অনেক কয়টি দিন স্বাওম ভঙ্গ করেছি। আমার কি ক্বাদ্বা'(কাযা) করতে হবে নাকি কাফ্‌ফারাহ আদায় করতে হবে,না উভয়ই ?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ ।

<u>প্রথমত</u> : রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন ইসলামের রুক্‌ন সমূহের একটি রুক্‌ন যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইবনু 'উমার -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন :

রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

روى البخاري ١) ومسلم ١٦) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

"ইসলাম পাঁচটি রুকনের উপর প্রতিষ্ঠিত : এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স্বাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, স্বালাত ক্বায়িম করা,যাকাত দেওয়া,হাজ্জ আদায় এবং রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করা। "

সুতরাং যে স্বাওম ত্যাগ করল,সে ইসলামের রুক্ন সমূহের একটি রুক্ন ত্যাগ করল,বরং সে কাবীরাহ গুনাহ সমূহের একটি ভয়াবহ গুনাহ করে ফেলল,বরং পূর্ববর্তীগণের (স্বাহাবাহ,তাবি'ঊন ও 'আতবাউত তাবি'ঈন) কেউ কেউ এ ধরণের ব্যক্তির কাফির ও মুরতাদ্দ (দ্বীন ত্যাগী) হওয়ার ব্যাপারেও মত প্রকাশ করেছেন ! এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

আয্-যাহাবী রচিত 'আল-কাবা'ইর' বই (পৃঃ ৬৪) তে বলেছেন :

'এটি মু'মিনদের মাঝে একটি স্বীকৃত বিষয় যে, যে রামাদ্বান মাসে কোন রোগ বা কারণ ছাড়া (অর্থাৎ বৈধ কারণ ছাড়া) স্বাওম ত্যাগ করে,তবে সে যিনাকারী ও মদ্যপ মাতালের চেয়েও নিকৃষ্টতম,বরং তাঁরা তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার মাঝে দ্বীন দ্রোহিতা ও বিমুখতার ধারণা করেন। ' সমাপ্ত

দ্বিতীয়ত :

আর পরীক্ষার কারণে স্বাওম ভঙ্গকারীর ব্যাপারে শাইখ ইবনু বায -রাহিমাহুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

তিনি বলেন :

''একজন মুকাল্লাফ (শারী'আত সম্মতভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য রামাদ্বান মাসে পরীক্ষার কারণে স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয (বৈধ) নয়,কারণ সেটি শারী'আত সম্মতভাবে বৈধ কারণগুলোর একটি নয়,বরং তার উপর স্বাওম পালন করা ওয়াজিব;এক্ষেত্রে সে পড়াশোনা রাতের বেলায় করতে পারে যদি দিনের বেলা তা কষ্টকর হয়।

আর পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের উচিত ছাত্রদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং রামাদ্বান বাদে অন্য সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা, দুই কল্যাণকে (মাস্বলাহাহ) একত্রে পাওয়ার জন্য (এক) স্বিয়াম পালনের কল্যাণ (দুই) পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার অবসর।

আর এটি রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- হতে স্বাহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন :

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشقّ عليهم فاشقق عليه)

أخرجه مسلم في صحيحه

''হে আল্লাহ,যে আমার উম্মাতের কোন ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তাদের (উম্মাতের) উপর দয়াশীল হয়েছে,আপনি তার উপর দয়াশীল হোন;আর যে আমার উম্মাতের কোন ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তাদের (উম্মাতের) উপর কাঠিন্য চাপিয়ে দিয়েছে,আপনিও তার উপরে কঠিন হোন। ''

[এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম তাঁর স্বাহীহ গ্রন্থে]

তাই পরীক্ষার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রতি আমার ওয়াস্বিয়্যাত হল - তাঁরা যেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহমর্মী হন,আর তা (পরীক্ষা) যাতে রামাদ্বান মাসে না ফেলে এর আগে বা পরে করেন। আর আমরা আল্লাহর কাছে সবার জন্য চাই তাওফীক্ব।'' সমাপ্ত

[ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবন বায (৪/২২৩)]

একইভাবে ‘আল-লাজ্‌নাহ আদ্-দা’ইমাহ’ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

আমি রামাদ্বান মাসে একটানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা দিব, মাঝে ৪৫ মিনিটের বিরতি আছে। এই একই পরীক্ষায় আমি গত বছর অংশ নিয়েছিলাম কিন্তু স্বিয়াম পালনের কারণে ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে পারিনি। তাই পরীক্ষার দিন কী আমার স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয হবে?

আল-লাজ্‌নাহ উত্তরে বলেছে :

‘‘উল্লেখিত কারণে স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ) নয়, বরং তা হারাম হবে,কারণ তা রামাদ্বানে স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ) করে, এমন কারণগুলোর মধ্যে পড়েনা।’’ সমাপ্ত

[ফাতাওয়া আল-লাজ্‌নাহ আদ্-দা’ইমাহ ,(১০/২৪০)]

তৃতীয়ত :

(ছুটে যাওয়া স্বাওম) ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন : আপনি যদি এই ভেবে স্বাওম ভঙ্গ করেন যে পরীক্ষার কারণে স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয ,তবে আপনাকে এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে কারণ আপনি এই ভুল ধারণা পোষণের কারণে মা‘যূরাহ (ওজর প্রাপ্ত) হবেন যা আপনি হারাম করার উদ্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে করেন নি। আর আপনি যদি তা হারাম জেনে স্বাওম ভঙ্গ করেন,তবে আপনার উপর অনুতপ্ত হওয়া,তাওবাহ করা এবং মহাপাপে পুনরায় ফিরে না আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ওয়াজিব।
আর ক্বাদ্বা’ (কাযা) করার ক্ষেত্রে,আপনি যদি দিনের মাঝে স্বাওম শুরু করে দেওয়ার পর ভঙ্গ করেন,তাহলে আপনাকে এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে। আর যদি আপনি শুরু থেকেই একেবারে স্বাওম না রেখে থাকেন,তাহলে আপনার উপর কোন ক্বাদ্বা’ (কাযা) নেই। তার জন্য ‘সত্যিকার তাওবাহ’ (**) (আত-তাওবাতুন নাস্বূহ)-ই যথেষ্ট ইনশা’আল্লাহু-তা‘আলা। আর আপনার উচিত বেশি বেশি ভাল কাজ করা,নাফল স্বাওম রাখা ইত্যাদি যাতে ফার্‌দ্ব (ফরজ) ছুটে যাওয়ায় সৃষ্ট ঘাটতি/ক্ষতি পূরণ করে।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীনকে -রাহিমাহুল্লাহু তা‘আলা- রামাদ্বানে দিনের বেলা বিনা ‘উযরে পানাহারের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল,উত্তরে তিনি বলেন :

‘রামাদ্বানে দিনের বেলা বিনা ‘উয্‌রে পানাহার করা সবচেয়ে মারাত্মক কাবীরা গুনাহগুলোর একটি। এতে করে একজন মানুষ (মুসলিম), ফাসিক্ব (অর্থাৎ যে কবীরাহ গুনাহ করে অথবা স্বাগীরাহ (ছোট) গুনাহসমূহে নিয়মিতভাবে লিপ্ত থাকে) হয়ে যায়। তার উপর ওয়াজিব আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা আর স্বাওম ভঙ্গ করা দিনগুলোর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করা;অর্থাৎ সে যদি স্বাওম শুরু করে দিনের মাঝে বিনা ‘উযরে স্বাওম ভঙ্গ করে তাহলে তার গুনাহ হবে এবং তাকে সে দিনের ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করতে হবে কারণ সে স্বাওম শুরু করেছে এবং ফারদ্ব জেনে তাতে প্রবেশ করেছে - তাই এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করা আবশ্যক নায্‌র (মান্নত) এর ন্যায়। আর যদি শুরু থেকে ইচ্ছা করে বিনা ‘উযরে স্বাওম ত্যাগ করে,তবে শক্তিশালী মতটি হল :
তার উপর ক্বাদ্বা’(কাযা) আবশ্যক হয়না,কারণ এতে করে তার কোন উপকার হয় না,যেহেতু তার থেকে তা কবুল করা হবে না।

মূলনীতিটি হল : প্রতিটি সাময়িক ‘ইবাদাত, যা কোন বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট,তা বিনা ‘উয্‌র ছাড়া সে সময় থেকে দেরী করলে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হয়না।

কারণ নাবী -স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

ولأنه مِن تعدي - حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه

“যে কোন কাজ করল যার উপর আমাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত নয় ,তা প্রত্যাখ্যাত।”

[আল-বুখারী (২০৩৫), মুসলিম (১৭১৮)]

আর তা এ জন্য যে এতে আল্লাহর -‘আয্যা ওয়া জাল্ল-(নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করা হয়। আর আল্লাহ তা‘আলার (নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করা জুলুম/অবিচার। আর যে জালিম তার থেকে আমল কবুল করা হয় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾

“যারা আল্লাহ তা‘আলার (নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করে,তারাই তো জালিম (অবিচারী)।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ২২৯]

আর এজন্য যে, সে যদি এই ‘ইবাদাত নির্দিষ্ট সময়ের আগে অর্থাৎ ওয়াক্বত শুরু হওয়ার পূর্বে করত তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হতো না,একই ভাবে যদি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তা আদায় করে,তাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না যদি না সে মা‘যূর (অপারগ)হয়।’ সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

চতুর্থত :

আপনার এই কয়টি বছরের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায়ে দেরী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা আবশ্যক। যার রামাদ্বানের দিনগুলির ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করা বাকী আছে,তা পরবর্তী রামাদ্বান আসার আগেই পূরণ করে ফেলা ওয়াজিব। আর যদি দেরী করে,তবে সে হারাম কাজ করবে। তার উপর কাফ্ফারাহ (প্রতি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো) আদায় ওয়াজিব হবে কিনা এই বিলম্ব হওয়ার করার কারণে -এ ব্যাপারে ‘উলামার মাঝে মতভেদ রয়েছে। বেশি সঠিক মতটি হল -তার উপর কাফ্ফারাহ আদায় ওয়াজিব হয়না। তবে আপনি যদি তা (কাফ্ফারাহ) সাবধানতাবশত আদায় করেন তবে তা ভাল।

আরও দেখুন **(26865)** নং প্রশ্নের উত্তর।

উত্তরের সারমর্ম হল :

আপনি যদি পরীক্ষার কারণে স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয মনে করে স্বাওম ভঙ্গ করে থাকেন,অথবা দিনের মাঝে স্বাওম ভঙ্গ করেন, তাহলে আপনাকে ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে, আর ক্বাদ্বা’ (কাযা) করার সাথে কাফফারা আদায় আবশ্যক নয়। আমরা দু‘আ’ করছি যাতে আল্লাহ আপনার তাওবাহ কবুল করেন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

(**)[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**‘সত্যিকার তাওবাহ’ করার শর্তসমূহ :

১. ইখলাস্ব-এর (একনিষ্ঠতার) সাথে তাওবাহ করা
২. কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া
৩. পাপকাজ চিরতরে ত্যাগ করা
৪. সেই পাপকাজে পুনরায় ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা
৫. সময় শেষ হওয়ার আগে তাওবাহ করা অর্থাৎ মৃত্যুকালে জান কবজের সময় গড়গড়ার আগে, সূর্য পশ্চিম দিকে উঠার আগে তাওবাহ করে নেওয়া
৬. তার উপর কারও হক থাকলে তা ফিরিয়ে দেওয়া বা মাফ চেয়ে নেওয়া। বিস্তারিত জানতে দেখুন –**(13990), (20236), (14289)** নং প্রশ্নের উত্তর।

২৮.কষ্টকর পেশায় যারা কাজ করে যেমন খনিজ পদার্থ গলানো

ফাত্ওয়া নং -12592

প্রশ্ন : যে সব কর্মীরা কষ্টকর কায়িক পরিশ্রম করে বিশেষ করে গ্রীষ্মের মাসগুলোতে,তাদের (স্বাওমের) ব্যাপারে ইসলামী শারী‘আতের হুক্ম কি? তাদের কারও কারও যেমন - খনিজ পদার্থ গলানোর চুল্লীর সামনে কাজ করতে হয়,তাদের জন্য রামাদ্বানের স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ) কি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এটি জানা বিষয় যে, ইসলামে রামাদ্বান মাসে স্বিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুকাল্লাফ (শারী'আত সম্মতভাবে দায়িত্বশীল) ব্যক্তির উপর ফার্দ্ব (ফরজ -অবশ্য পালনীয়) এবং তা ইসলামের রুক্ন সমূহের একটি রুক্ন (স্তম্ভ)। তাই প্রত্যেক মুকাল্লাফ ব্যক্তির উচিত আল্লাহ্ যা ফার্দ্ব (ফরজ) করেছেন তা বাস্তবায়নে তথা স্বিয়াম পালনে সচেষ্ট হওয়া,তাঁর কাছ থেকে সাওয়াব (পুরস্কার) পাওয়ার আশায় ও তাঁর শাস্তি পাওয়ার ভয়ে - তবে তা তার দুন্ইয়ার অংশ (অধিকার) ভুলে না গিয়ে এবং তার দুন্ইয়াকেও আখিরাতের উপরে প্রাধান্য না দিয়ে।

আর যদি আল্লাহ্ 'ইবাদাত সমূহ থেকে তার উপর যা ফার্দ্ব (ফরজ) করেছেন তা আদায় করা ও তার দুন্ইয়ার কাজ সাংঘর্ষিক হয়,তবে তার উপর এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করা ওয়াজিব যাতে সে দুই কাজের উভয়ই করতে পারে। যেমনটি এই প্রশ্নের উদাহরণে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি রাতের বেলা তার দুন্ইয়ার কাজের জন্য নির্দিষ্ট করবেন,তা সম্ভব না হলে রামাদ্বান মাসে তার কাজ থেকে ছুটি নেবেন বেতন ছাড়া হলেও,তা সম্ভব না হলে অন্য পেশা বেছে নেবেন যাতে দুই ওয়াজিব একসাথে পালন করতে পারেন। তাঁর দুন্ইয়ার দিককে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিবেন না। পেশা অনেক রকমের আছে আর অর্থ উপার্জনের উপায় সমূহও এধরনের কষ্টকর পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় একজন মুসলিমের এমন কোন মুবাহ (বৈধ) কাজের অভাব হবে না যার পাশাপাশি সে আল্লাহর ফার্দ্ব (ফরজ) কৃত 'ইবাদাত পালন করতে পারে ।

{ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر }

[الطلاق ٦٥]

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য উপায় করে দিবেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযক্ব দিবেন যা সে কখনও কল্পনাও করতে পারে নি। আর যে

আল্লাহর উপর (তাওয়াক্কুল) ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ;নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর আদেশ বাস্তবায়িত করবেন, আল্লাহ সব কিছুর জন্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।"

[৬৫ আত্ব-ত্বালাক : ২-৩]

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে,উনি উল্লেখিত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ পাননি,আর এতে তার কষ্ট হচ্ছে,তাহলে যেন তিনি তাঁর দ্বীনকে নিয়ে সেই ভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে পালিয়ে যান যেখানে তিনি তাঁর দ্বীন ও দুন্ইয়ার ওয়াজিব দায়িত্ব একসাথে পালন করতে পারবেন এবং সেখানে মুসলিমদের সাথে পুণ্যকাজ ও তাক্বওয়ায় পরস্পর সহযোগিতা করবেন। আর আল্লাহর ভূমি তো প্রশস্ত।
আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قال الله تعالى : { ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعا }

[٤ النساء ١٠٠]

"আর যে আল্লাহর পথে হিজরাত করবে,সে সেই মাটিতে অনেক জায়গা ও প্রশস্ততা পাবে।"

[৪ আন-নিসা' : ১০০]

আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وقال تعالى : قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله

واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

[٣٩ الزمر ١٠] .

"বলুন,হে বান্দারা যারা ঈমান এনেছো,ভয় কর তোমাদের রাব্বকে (সৃষ্টিকর্তা,মালিক,রিযক্বদাতা) ;যারা এ দুন্ইয়াতে কল্যাণ করবে ,তাদের জন্য রয়েছে হাসানাহ (পুরস্কার) ;আর আল্লাহর ভূমি প্রশস্ত,নিশ্চয়ই স্বাব্রকারীদেরকে (ধৈর্যশীলদেরকে) তাদের প্রতিদানে বেহিসাব পুরস্কার দেওয়া হবে"।

[৩৯ আয্-যুমার : ১০]

তাঁর যদি এসব কিছুর কোনটিই সম্ভব না হয়,এবং তিনি প্রশ্নে উল্লেখিত কঠিন কাজ করতে বাধ্য হন তিনি স্বাওম রাখবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত অসুবিধা অনুভব করেন,এরপর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবেন যা কষ্ট/কাঠিন্য দূর করে,এরপর আবার বাকি সময় পানাহার থেকে বিরত থাকবেন এবং স্বিয়াম পালনের জন্য সুবিধা মত সময়ে এর ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবেন।

আল্লাহই তাওফীক্বদাতা,আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদের ও তাঁর পরিবার বর্গ ও স্বাহাবাহগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।

[ইসলামি গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ (১০/২৩৩-২৩৪)]

<u>২৯.অত্যন্ত গরম অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কি তাদের জন্য কষ্টকর হওয়ার পরও স্বিয়াম পালন ওয়াজিব?</u>

ফাত্ওয়া নং-129831

প্রশ্ন : বিশাল সাহ্রা' অঞ্চলে কখনও গ্রীষ্মকালে রামাদ্বান মাস আসে এবং স্বিয়াম পালন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্য তা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কয়েক বছর ধরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকে। তারা কিভাবে স্বাওম পালন করবে ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"রামাদ্বান মাস শুরু হলে প্রত্যেক মুকাল্লাফ (শারী'আত সম্মত ভাবে দায়িত্বশীল), মুকীম (আবাসিক বা স্বদেশে অবস্থানকারী) সুস্থ মুসলিমের উপর স্বাওম পালন করা ফারদ্ব (ফরজ)। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قال تعالى : ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

[٢ البقرة ٨٥]

"তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পেল, সে যেন এই মাসে স্বাওম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

তাই গরমের সময়ও স্বিয়াম পালন ওয়াজিব। কারণ রামাদ্বানে স্বিয়াম পালন ইসলামের রুক্ন গুলোর একটি। আর যে স্বাওম পালন করে এরপর প্রচণ্ড পিপাসায় প্রাণ চলে যাওয়ার আশংকা করে, সে স্বাওম ভঙ্গ করে অতটুকু গ্রহণ করবে -যা তার জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকার। এর পর আবার ও মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকবে এবং সেই দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) অন্যসময় আদায় করবে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা। আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তার স্বাহাবীগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।" সমাপ্ত

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ-দা'ইমাহ

শাইখ 'আব্দুল 'আজীজ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন বায্, শাইখ 'আব্দুল্লাহ ইবন গুদাইইয়্যান, শাইখ স্বালিহ আল ফাওযান, শাইখ 'আব্দুল 'আজীজ আল-আশ- শাইখ, শাইখ বাকর

আবূ যাইদ।

[ফাতাওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ, দ্বিতীয় গ্রুপ (পৃ-৯/১৪৫)]

ফাতাওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ, দ্বিতীয় গ্রুপ (পৃ-৯/১৪৫)

৩০.যাদের দেশে দিন বড় হয় বা সূর্য অস্ত যায় না তারা কীভাবে স্বালাত ও স্বাওম পালন করবে

ফাত্ওয়া নং – 106527

প্রশ্ন : যাদের (অঞ্চলে) দিন ২১ ঘণ্টা লম্বা হয়, তারা কীভাবে স্বালাত ও স্বাওম পালন করবে? তারা কি স্বিয়ামের জন্য এক ধরনের হিসাব করে নিবে? যাদের দিন খুব ছোট, তারা কি করবে? একই ভাবে যাদের ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত, তারা কী করবে? কীভাবে স্বালাত আদায় ও স্বাওম পালন করবে?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

যাদের (অঞ্চলে) ২৪ ঘণ্টার পরিসরে রাত অথবা দিন হয়, তারা দিনে স্বাওম পালন করবে, তা ছোট হোক বা বড়। তাই তাদের জন্য যথেষ্ট, সকল প্রশংসা আল্লাহর, দিন ছোটো হলেও; অপর পক্ষে যাদের দিন ও রাত (২৪ ঘণ্টা) থেকে দীর্ঘ যেমন – ৬ মাস; তার স্বালাত ও স্বাওমের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে নিবে, যেমনটি নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-আদেশ করেছেন দাজ্জাল আবির্ভূত হওয়ার দিনে যা হবে ১ বছরের সমান, ১ মাস অথবা ১ সপ্তাহের সমান; এক্ষেত্রে স্বালাতের জন্য একটি সময়সীমা বেঁধে নিবে।

সউদী আরবের 'হাই'আহ কিবার আল-'উলামা' 'র এক কাউন্সিল এই মাস'আলাহ টি গবেষণা করে দেখেছেন এবং এর ৬১ নং সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে ১২/৪/১৩৯৮ হিজরী সালে যা হল :

আলহামদুলিল্লাহ, স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বাহাবীগনের উপর, অতঃপর :

প্রথমত :

কেউ যদি এমন দেশে অবস্থান করে, যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দ্বারা দিন ও রাত চিহ্নিত করা যায় এবং গ্রীষ্মে দিন খুব বড় ও শীতে ছোট হয়, তবে তার শারী'আতে বর্ণিত পরিচিত সময়ে ৫ ওয়াক্তের স্বালাত আদায় করা ফারদ্ব (ফরজ), এর দালীল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

قوله تعالى : ﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً﴾

[١٧ الإسراء ٧٨]

"সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত (অর্থাৎ জোহর থেকে 'ইশা') স্বালাত কা'ইম (কায়েম) করবে এবং কা'ইম (কায়েম) করবে ফাজ্‌রের স্বালাত। নিশ্চয়ই ফাজ্‌রের স্বালাত উপস্থিতির সময়।"

[১৭ আল ইস্‌রা' : ৭৮]

এবং আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

[٤ النساء ١٠٣]

“নিশ্চয়ই স্বালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু’মিনদের উপর ফারদ্ব (ফরজ/ অবশ্য কর্তব্য)।”
[৪ আল নিসা’ : ১০৩]

‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন আল-‘আস্ব –রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা- থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

ولما ثبت عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

﴿ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ﴾

(رواه مسلم ٦١٢)

“জুহ্‌রের (জোহরের) ওয়াক্বত হয় যখন সূর্য ঢলে পড়ে এবং কারও ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, যতক্ষণ না ‘আস্বরের ওয়াক্বত উপস্থিত হয়; আর ‘আস্বরের ওয়াক্বত থাকে যতক্ষণ না সূর্য হলদে হয়ে যায়; আর মাগ্‌রিবের স্বালাতের ওয়াক্বত থাকে শাফাক্ব (অর্থাৎ লাল আভা) চলে যাওয়া পর্যন্ত; আর ‘ইশা’র স্বালাতের সময় হল মধ্যরাত পর্যন্ত; আর সকালের (ফাজ্‌রের) স্বালাতের সময় হল ফাজ্‌র উদিত হওয়ার সময় থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। এরপর যখন সূর্য উঠে তখন স্বালাত আদায় করা থেকে বিরত

থাকো, কেননা তা শাইত্বানের (শয়ত্বানের) দুই শিং এর মধ্য দিয়ে উঠে।"
[বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৬১২)]

এছাড়া ৫ ওয়াক্বতের স্বালাতের সময়সীমা কথা ও কাজের দ্বারা নির্ধারণ সংক্রান্ত আরও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে দিন ছোট বা বড় হওয়াকে আলাদা করে বিবেচনা করা হয়নি যেহেতু রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বর্ণিত আলামত দ্বারা স্বালাতের সময়গুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ হল তাদের স্বালাতের সময়সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বর্ণনা।

আর, তাদের স্বিয়ামের সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফ (শারী'আত সম্মত ভাবে দায়িত্বশীল) –দের কর্তব্য হবে খাবার, পানীয় ও সকল প্রকার স্বাওমভঙ্গকারী মুফাত্বত্বিরাত থেকে তাদের দেশে ফাজ্‌র উদিত হয়ার সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেশে রাত থেকে দিনকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং এর মোট সময়সীমা হল ২৪ ঘণ্টা।
খাবার, পানীয়, মিলন ইত্যাদি তাদের জন্য শুধু রাতের বেলা হালাল হবে, রাতের দৈর্ঘ্য ছোট হলেও। কারণ ইসলামী শারী'আত সকল দেশের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ –তা'আলা- বলেছেন :

قال الله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

[٢ البقرة ٨٧]

"***আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণ রেখা থেকে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতীয়মান না হয়। অতঃপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত স্বিয়াম পূর্ণ কর।"***

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

আর যে, দিন লম্বা হওয়ার কারণে স্বাওম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয় অথবা বিভিন্ন আলামত/চিহ্ন বা অভিজ্ঞতা বা বিশ্বস্ত দক্ষ ডাক্তারের জানানো খবরের মাধ্যমে জানতে

পারে অথবা তার প্রবল সম্ভাবনা (গালাবাতুজ জান্ন) থাকে যে, এই স্বাওম পালনের কারণে (১) মৃত্যু বা (২) কঠিন রোগ দেখা দিবে বা (৩) তার বর্তমান রোগ বেড়ে যাবে বা (৪) তার সুস্থতা বিলম্বিত হবে –তবে সেক্ষেত্রে সে স্বাওম ভঙ্গ করবে এবং সেই দিনগুলোর ক্বাদ্বা' (কাযা) সুবিধা মত সময়ে আদায় করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قال تعالى : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[٢ البقرة ١٨٥]

"তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পেল, সে যেন এই মাসে স্বাওম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।"
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وقال الله تعالى : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

[٢ البقرة ٢٨٦]

"আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কারও উপর চাপান না।"
[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন :

وقال : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

[٢٢ الحج ٧٨]

"তিনি তোমাদের উপর দ্বীনের মধ্যে কোন কাঠিন্য রাখেন নি।"
[২২ আল-হাজ্জ : ৭৮]

দ্বিতীয়ত :
কেউ যদি এমন দেশে অবস্থান করে যেখানে গ্রীষ্মে সূর্য ডুবে না বা শীতে সূর্য উদিত হয় না, অথবা দিন ৬ মাস ও রাত ৬ মাস স্থায়ী হয় –তবে তাদের জন্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ ওয়াক্বতের স্বালাত আদায় করা ফার্দ্ব (ফরজ) হবে এবং তারা এর একটি সময়সীমা নির্ধারণ করবে তাদের নিকটবর্তী দেশের সময়সীমা অনুযায়ী যেখানে ফরজ ৫ বারের স্বালাতের সময় একে অন্যের থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে, 'ইসরা ও মি'রাজের হাদীস' – এ আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের উপর প্রতিদিনে ও রাতে ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্বতের স্বালাত ফার্দ্ব (ফরজ) করেছিলেন – নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম – তাঁর রাব্বের (সৃষ্টিকর্তার, মালিকের, রিয্ক্বদাতার) নিকট সহজতা প্রার্থনা করতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি (আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্ল) বললেন :

قال : ،يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَ)

رواه مسلم ١٦٢) .

"হে মুহাম্মাদ, এগুলো হল প্রতিদিনে ও রাতে ৫ বারের স্বালাত।"
[মুসলিম (১৬২)]

এর আরও দালীল হল – ত্বালহাহ ইব্ন্ 'উবাইদিল্লাহ –রাদ্বিয়াল্লাহু 'আন্হ- থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন :

"রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর কাছে নাজ্দ থেকে এক লোক এলো, তার চুল ছিল এলোমেলো, আমরা তার শব্দের আওয়াজ শুনলাম, তবে সে কি বলল তা বুঝলাম না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে এলো। এরপর সে প্রশ্ন করল ইসলাম সম্পর্কে।

(উত্তরে) রাসূলুল্লাহ - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বললেন :

ولما ثبت من حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله ء ه قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ . . .

الحديث)

رواه البخاري ٤٦) ومسلم ١١) .

“দিনে ও রাতে ৫ বার স্বালাত আদায় করুন।”

সে বলল :

“*আমার উপর কি এছাড়া আর কোন দায়িত্ব আছে?*”

তিনি বললেন :

“না, তবে আপনি যদি নাফ্‌ল (হিসাবে) করতে চান।”

[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৪৬) ও মুসলিম (১১)]

এছাড়া প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তাঁর স্বাহাবীগণ কে দাজ্জাল (ভণ্ড) মাসীহ সম্পর্কে বলেছেন, তখন তাঁরা (স্বাহাবীগণ) বললেন :

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حَدَّث أصحابه عن المسيح الدجال ، فقالوا : مَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ :

، أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قُلْنَا : يَا

رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لَا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَ)

(رواه مسلم ٢٩٣٧)

"সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?"

তিনি (রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-) বললেন :

"চল্লিশ দিন, আর একদিন এক বছরের সমান, আর একদিন এক মাসের সমান, আর একদিন এক জুমু'আহ বারের সমান, আর বাকি দিনগুলো আপনাদের দিনের মত।"

আমরা বললাম :

"হে রাসূলুল্লাহ ! সেই যে দিনটি এক বছরের ন্যায়, সে দিনে কী একদিনের স্বালাত যথেষ্ট হবে?"

তিনি বললেন :

"না, আপনারা এর সময়সীমা ঠিক করে নিবেন।"

[বর্ণনা করেছেন মুসলিম (২৯৩৭)]

সুতরাং তিনি (রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দিনের দৈর্ঘ্য একবছরের মত সেদিনে ৫ বার স্বালাত আদায় যথেষ্ট ধরেন নি। বরং তার প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ বার স্বালাত আদায় ফার্দ্ব (ফরজ) করেছেন এবং তাঁদের (স্বাহাবীগণকে) তাদের দেশের স্বাভাবিক সময়সীমার মাত্রা বিবেচনা করে তাঁদের মাঝে সময়সীমা ভাগ করে নেওয়ার আদেশ করেছেন।

তাই যে দেশের স্বালাতের (বিশেষ) সময়সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে দেশের মুসলিমদের উপর ওয়াজিব (ফার্দ্ব/ফরজ) দায়িত্ব হল যে, তারা তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী দেশ –যেখানের রাত ও দিন আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় শারী'আত নির্ধারিত চিহ্ন (আলামত) দ্বারা ৫ ওয়াক্বত স্বালাতের সময়সূচী নির্ণয় করা যায় – সে দেশের সময়সূচীর উপর ভিত্তি করে তাদের স্বালাতের সময় নির্ধারণ করবে।

একইভাবে তাদের উপর রামাদ্বান মাসের স্বিয়াম পালন ফার্দ্ব (ফরজ), তারা তাদের স্বিয়াম পালনের জন্য রামাদ্বান মাস শুরু ও শেষ নির্ধারণ করবে, এর প্রতিদিন স্বাওম শুরু ও ইফত্বারের সময় নির্ধারণ করবে –তাদের সবচেয়ে কাছের যে দেশে স্বাভাবিক ২৪ ঘণ্টায় দিন-রাত পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় –সে দেশের ফাজ্‌রের ওয়াক্বতের সময় ও সূর্যোদয়ের সময় অনুযায়ী। যার দালীল পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর দাজ্জাল (ভণ্ড) মাসীহ সম্পর্কিত হাদীস এবং তাঁর স্বাহাবীগণ কে তাতে স্বালাতের সময় নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কিত ইরশাদ (উপদেশ) দ্বারা, কারণ সেক্ষেত্রে স্বাওম ও স্বালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা।

আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ (সাহায্যকারী আনসার ও অনুসারী) ও স্বাহাবাহ-র উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন। সমাপ্ত

[হাই’আহ কিবার আল-‘উলামা’ মাজমূ‘ ফাতাওয়া শাইখ ইব্‌ন বায (১৫/২৯২/৩০০)] সংক্ষিপ্ত

Islam Q & A

৩১.কারাবন্দি ব্যক্তি যার সময় সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তার স্বালাত ও স্বাওম এর বিধান

ফাতাওয়া নং -81421

প্রশ্ন : একজন কারাবন্দী ব্যক্তি কিভাবে স্বালাত আদায় করবে যে মাটির নিচে অন্ধকার কক্ষে বন্দী অবস্থায় রয়েছে এবং স্বালাতের সময় ও রামাদ্বান মাস কবে শুরু হচ্ছে তা জানে না?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

<u>প্রথমত :</u>

আমরা আল্লাহ তা’আলার কাছে প্রার্থনা করছি যেন, তিনি সমস্ত মুসলিম বন্দীদের আসন্ন মুক্তি দান করেন, এবং তাঁর করুণা দ্বারা তাদেরকে ধৈর্য ও সান্ত্বনা দান করেন, তাদের অন্তরসমূহ প্রশান্তি ও ইয়াক্বিন দ্বারা পূর্ণ করেন এবং মুসলিমদের হিদায়েতের পথ সহজ করেন, যাতে তাঁর ওয়ালীগণ (আউলিয়াগণ) সম্মানিত হবেন ও তাঁর শত্রুরা অপমানিত হবেন।

<u>দ্বিতীয়ত :</u>

‘আলিমগণ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন যে, বন্দী ও কারাবন্দী থেকে স্বালাত ও স্বিয়াম এর দায়িত্ব উঠে যায় না। বরং তাদের উপর ফারদ্ব (ফরজ) হল সময় নির্ধারণের যথাসাধ্য চেষ্টা ও শ্রম নিয়োগ করা। এরপর যদি স্বালাতের ওয়াক্বত (সময়) শুরু হয়েছে বলে প্রবল ধারণা হয়, তবে সে স্বালাত আদায় করবে। একই ভাবে রামাদ্বান মাস শুরু হয়েছে বলে তার প্রবল ধারণা হলে স্বাওম পালন করবে। সে খাবারের সময় খেয়াল করে অথবা কারাগারের লোকদের জিজ্ঞেস করে ইত্যাদি উপায়ে সময় নির্ধারণ করতে পারে।

যদি সে স্বালাত ও স্বিয়াম আদায়ের জন্য যথাসাধ্য শ্রম ও চেষ্টা নিয়োগ করে, তবে তার ‘ইবাদাত শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে, এরপরে যদিও সে বুঝতে পারে যে, তার ‘ইবাদাত সঠিক সময়ে বা পরবর্তী সময়ে হয়েছে অথবা সে যদি বুঝতে নাও পারে তবুও তার ‘ইবাদাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। এর দালীল আল্লাহ তা‘আলা এর বাণী :

لقول الله تعالى : (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)

[٢ البقرة ٢٨٦]

“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]

আল্লাহ –সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা- এর বাণী :

وقوله سبحانه وتعالى : (لَا يُكَلِّفُ للَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا)

[' ٦٥ الطلاق]

"আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ সামর্থ দান করেছেন, তার বাইরে (কখনো) কোনো বোঝা তার উপর তিনি চাপিয়ে দেন না।"
[৬৫ আত্ব-ত্বালাক্ব : ৭]

তবে যদি সে জানতে পারে, সে 'ঈদের দিনে স্বাওম আদায় করেছে, তাহলে তার উপর এর কাদ্বা' (কাযা) করা ওয়াজিব। কারণ 'ঈদের দিনে স্বিয়াম পালন শুদ্ধ নয়।

যদি সে পরবর্তী কালে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, সে সঠিক সময়ের পূর্বে স্বালাত বা স্বিয়াম পালন করেছে তাহলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।
['আল- মূসূআ' আল-ফিক্বহিইয়্যাহ (২৮/৮৪-৮৫)'] এ রয়েছে :

"ফিক্বহ গবেষকগণের অধিকাংশের মতে যার কাছে মাসের হিসেবের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে তার থেকে রামাদ্বান এর স্বাওম পালনের দায়িত্ব উঠে যায় না বরং সেই স্বাওম পালন ফারদ্ব (ফরজ) হয় কারণ তার উপর তাক্বলিফ (শারী'আত প্রদত্ত দায়িত্ব) বর্তায় ও সে তা পালনের ব্যাপারে আদিষ্ট।"

সে যদি ইজতিহাদ করে স্বাওম পালন করে তবে এক্ষেত্রে পাঁচটি অবস্থা হতে পারে :

<u>প্রথম অবস্থা</u> :
এই সমস্যা (না জানার সমস্যা) বিরাজমান থাকা এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত না হওয়া, বন্দি ব্যক্তির এই বিষয়টি না জানা, যে তার স্বাওম রামাদ্বানের আগে না পড়ে হয়েছে। এক্ষেত্রে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে। এবং তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না, কারণ সে তার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা করেছে এবং এর বেশি করার ব্যাপারে শারী'আত সম্মতভাবে সে দায়িত্বশীল (মুক্বাল্লাফ) নয়।

দ্বিতীয় অবস্থা :

যদি বন্দি ব্যক্তির স্বাওম রামাদ্বান মাসে হয়ে থাকে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

তৃতীয় অবস্থা :
যদি বন্দি এ ব্যক্তির স্বাওম রামাদ্বান পরবর্তী সময়ে হয়ে থাকে, তবে তা অধিকাংশ ফিক্বহ বিশেষজ্ঞগণের মতে তার জন্য যথেষ্ঠ হবে।

চতুর্থ অবস্থা :
এক্ষেত্রে এর দু'টি দিক রয়েছে :
প্রথম দিক, যদি তার স্বাওম রামাদ্বানের পূর্বে হয়ে থাকে এবং রামাদ্বান শুরু হওয়ার আগে সে তা জানতে পারে, তবে এ ব্যাপারে কোনো ভিন্ন মত নেই যে, তার উপর স্বাওম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ সে সময়ে তা পালন করার সামর্থ তার রয়েছে।
দ্বিতীয় দিক : যদি তার স্বাওম রামাদ্বানের পূর্বে হয়ে থাকে এবং রামাদ্বান শেষ হওয়ার আগে সে জানতে না পারে, তবে সেই স্বাওম পালন তার জন্য যথেষ্ট হবে কিনা এই ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে :
প্রথম মত : সেই রামাদ্বানের স্বাওম তার জন্য যথেষ্ট হবে না বরং এর কাদ্বা' (কাযা) আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব।

এটি ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ এর অনুসারী গণের বক্তব্য। এবং ইমাম আশ-শাফী'ঈ এর অনুসারীগণের সমর্থিত মত।
দ্বিতীয় মত : সেই রামাদ্বানের স্বাওম তার জন্য যথেষ্ঠ হবে, যেমনিভাবে 'আরাফাতের দিনের ব্যাপারে যদি হাজ্জ পালনকারীদের সন্দেহ হয় এবং তারা সময়ের পূর্বেই 'আরাফাতে অবস্থান করে, তবে তাদের হাজ্জ শুদ্ধ হবে – এটি ইমাম আশ-শাফী'ঈ র অনুসারীগণের অনেকের মত।

পঞ্চম অবস্থা :

" বন্দি ব্যক্তির স্বাওমের একটি অংশ রামাদ্বান মাসে এবং অপর অংশ রামাদ্বানের বাইরে হলে, যা রামাদ্বানে বা এর পরে হয়েছে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে আর যে স্বাওম

রামাদ্বান মাসের পূর্বে হয়েছে তা তার যথেষ্ট জন্য হবে না।’’ সমাপ্ত
দেখুন- আল-মাজমূ‘ (৩/৭২-৭৩), আল-মুঘনী (৩/৯৬)

আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

৩২.রামাদ্বান মাসের দিনের বেলায় বোধ হীন কাউকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশনে দোষ নেই

ফাত্ওয়া নং-130290

প্রশ্ন : রামাদ্বান মাসের প্রথম দিনে একজন বৃদ্ধা আমার সাথে দেখা করেছিলেন, তাঁর বয়স ১০০ এর মত হবে। কখনও তাঁর হুশ থাকে আবার কখনও থাকে না। তিনি আমার কাছে কফি চাইলে তাই আমি তাঁকে কফি পরিবেশন করেছিলাম,এতে কি আমার গুনাহ হবে? আমি অবশ্য তাঁকে বলেছিলাম যে,আমরা এখন রামাদ্বান মাসে আছি। আমাকে এর উত্তর জানিয়ে উপকৃত করবেন। আল্লাহ আপনাদের কল্যাণ করুন।

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

‘‘যদি সত্যি সত্যিই উনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন এবং বিবেক বিপর্যয় ও অতি বার্ধক্যেরও শিকার হন তাঁর জন্য আপনার কফি বানিয়ে দিতে কোন সমস্যা নেই,কারণ তাঁর উপর স্বিয়াম পালন আবশ্যক না। আর কিছু হুঁশ আসা- যেমন যদি তিনি বলেন ;‘তোমরা এটি কর বা এটি দাও’ তা হুঁশ-জ্ঞান থাকার প্রমাণ বহন করে না,অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার বয়স ১০০-তে পৌঁছে,তার বিবেক বিপর্যয় ও পরিবর্তন দেখা দেয়। আপনি যদি তাঁর অবস্থা দেখে বোঝেন যে,তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেছেন এবং ভারসাম্যহীন,তবে তাঁর খাওয়া ও পান করায় কোন দোষ নেই।

আর আপনি যদি এটি দেখেন যে,তার হুঁশ আছে এবং তিনি স্বাওম পালনে অবহেলা করছেন,তবে তাকে কফি বা অন্য কিছু দিবেন না - যাতে করে আপনি তাকে বাত্বিল কাজে সাহায্য না করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

والله يقول : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَ نُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

[٥ المائدة]

“পুণ্য কাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর,পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা কর না।”

[৫ আল-মা'ইদাহ : ২]

তাই কোন সুস্থ মুসলিম রামাদ্বান মাসে খাবার চাইলে তাকে তা দেওয়া হবে না,খাবার,পানীয়,ধূমপান কিছুই করতে দেওয়া হবে না বা কোন বাত্বিল কাজে সাহায্য করা হবে না। আর যে বেহুঁশ যেমন-বোকা, বৃদ্ধ,পাগল, বৃদ্ধা -তাদের ক্ষেত্রে কোন গুনাহ হবে না (পানাহার করলে) - কারণ তাদের উপর থেকে স্বাওম পালনের দায়িত্ব উঠে গেছে।” সমাপ্ত

মাননীয় শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায - রাহিমাহুল্লাহ - (ফাতাওয়া নূর 'আলাদ র্দাব ৩/১২৬৭)

মাননীয় শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায - রাহিমাহুল্লাহ- (ফাতাওয়া নূর 'আলাদ র্দাব)

৩৩.তাঁরা দিনের বেলায় রামাদ্বান মাস শুরু হওয়া সম্পর্কে জানতে পেরে স্বাওম পালন করলো

ফাত্ওয়া নং - 26813

প্রশ্ন : আমাদের কিছু মুসলিম ভাইয়েরা সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত রামাদ্বান মাসের আগমন সম্পর্কে জানতে না পেরে তাদের স্বিয়াম সম্পন্ন করে, তা কি তাদের জন্য যথেষ্ট হবে নাকি তাদের স্বাওম পুনরায় আদায় করতে হবে ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

দিনের বাকি অংশে স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ থেকে বিরত থেকে, তাঁরা সঠিক কাজটি করেছেন এবং সেই দিনটির বদলে তাদের কাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে।
[গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আল-দা'ইমাহ (১০/২৪৫)]

তাদের সেই দিনের পরিবর্তে কাদ্বা' (কাযা) আদায় ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, তারা রাত থেকে স্বিয়ামের নিয়্যাত করেননি। রাসূলুল্লাহ –স্বাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

" من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "

"যে ফাজ্রের পূর্বে স্বিয়ামের (ফরজ স্বিয়াম) নিয়্যাত বাঁধে না, তার কোনো স্বিয়াম নেই।"

[বর্ণনা করেছেন আহমাদ (৬/২৮৭) , আবু দাঊদ (২৪৫৪), আত-তিরমিযি (৭৩০), আন-নাসা'ঈ (২৩৩১), আল-আলবানী একে 'স্বাহীহ আবি দাঊদ' (২১৪৩) এ একে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন]

Islam Q & A

৩৪.(রামাদ্বান মাসের) দিনের বেলা যে ইসলাম গ্রহণ করে, তার জন্য কি খাদ্যদ্রব্য থেকে বিরত থাকা আবশ্যক ?

ফাত্ওয়া নং- 112150

প্রশ্ন : যদি কোন কাফির রামাদ্বানের দিনের বেলা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি তার ঐ দিনের বাকি অংশ মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যক?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“ জ্বি, তাকে ঐ দিনের (যে দিন ইসলাম গ্রহণ করেছে) বাকি অংশ মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) থেকে বিরত থাকা টার আবশ্যক। কারণ সে এখন ওয়াজিব দায়িত্ব পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, তাই তা তার জন্য আবশ্যক হবে।

এটি বাধাদানকারী বিষয় (মানি‘/مانع) দূরীভূত হওয়ার বিপরীত। তাই যদি কোন বাধা দানকারী বিষয় (মানি‘/مانع) উঠে যায় তবে তার জন্য দিনের বাকি অংশ মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যক নয়।

যেমন : কোন নারী যদি হাইদ্ব (হায়েজ) থেকে দিনের মাঝে পবিত্র হয়, তবে তার জন্য ঐ দিনের বাকি অংশ মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যক নয়।

একইভাবে যদি কোন স্বাওম ভঙ্গকারী রোগী তার রোগ থেকে দিনের মাঝখানে সুস্থ হয়, তবে তার জন্য (দিনের বাকি অংশে) মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) থেকে

বিরত থাকা আবশ্যক নয়।

কারণ সেই দিনে তার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা মুবাহ (বৈধ) করা হয়েছিল [শারী'আত সম্মত 'উযর (অজুহাত) বশত] সে দায়িত্বপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও -অর্থাৎ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও- এ অবস্থাটি তার থেকে ভিন্ন যার ইসলাম গ্রহণ দিনের মাঝখানে হয়েছে। তার জন্য (দিনের বাকি অংশে) মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যক এবং তার উপর ক্বাদ্বা'(কাযা) করা আবশ্যক নয়।

তবে তাদের অর্থাৎ হা'ইদ্ব ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য (দিনের বাকি অংশে) মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) থেকে বিরত থাকা আবশ্যক নয় তবে ক্বাদ্বা' (কাযা) আবশ্যক।" সমাপ্ত

ফাদ্বীলাতুশ শাইখ ইবনু 'উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ

[প্রবাসীদের প্রশ্নাবলীর উত্তরসমূহ (১/৭)]

Islam Q & A

অধ্যায় সাত :
স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

৩৫.স্বাওম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ
ফাত্ওয়া নং -38023

প্রশ্ন : আশা করি আপনারা স্বাওম বাতিলকারী বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন।

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ-তা'আলা-সর্বোচ্চ হিকমাহ'র আলোকে শারী'আতে স্বাওম পালনের বিধান রেখেছেন।
তিনি স্বা'ইম (স্বাওম পালনকারীকে) এমন মধ্যম পন্থায় স্বাওম পালন করতে বলেছেন যাতে সে স্বিয়াম পালনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আবার এমন কিছুও গ্রহণ না করে যা স্বিয়ামের বিপরীত।

তাই মুফাত্ত্বিরাত (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) দুই ধরণের :

(এক.)
কিছু মুফাত্ত্বিরাত (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) রয়েছে যা (শরীর থেকে) নির্গত হয় এমন ধরণের যেমন-যৌন মিলন, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, হাইদ্ব (মাসিক), ইহতিজাম (রক্ত বের করে চিকিৎসা করার এক ধরণের পদ্ধতি) ইত্যাদি ক্ষেত্রে যা শরীর থেকে বের হয় ও তা শরীরকে দুর্বল করে দেয়। তাই আল্লাহ -তা'আলা-এগুলোকে স্বিয়াম বিনষ্টকারী বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন যাতে করে স্বাওম পালনের কারণে সৃষ্ট দুর্বলতা, এসব বস্তু থেকে নির্গত হওয়ার কারণে সৃষ্ট দুর্বলতার সাথে যোগ হওয়ার ফলশ্রুতিতে একজন স্বাওম পালনকারী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; এতে করে স্বাওম তার স্বাভাবিক মধ্যম পন্থার সীমারেখা অতিক্রম করে।
(দুই.)
আর মুফাত্ত্বিরাতের কিছু হল যা (শরীরে) প্রবেশ করে এমন ধরণের যেমন-খাওয়া, পান করা ইত্যাদি। একজন স্বা'ইম (স্বাওম পালনকারী) যদি কিছু খায় বা পান করে, তবে স্বিয়াম পালনের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট হিকমাহ অর্জিত হয়না।
[মাজমূ'উল ফাত্ওয়া (২৫/২৪৮)]

আর আল্লাহ -তা'আলা- মূল মুফাত্ত্বিরাত (স্বিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ) কে একসাথে উল্লেখ করেছেন তাঁর এই বাণীতে :

(فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

[٢ البقر ٨٧]

"সুতরাং এখন (রামাদ্বানের রাতে) তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে মিলন কর, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তার খোঁজ কর, আর খাও ও পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত (যার প্রারম্ভ সূর্য) পর্যন্ত স্বিয়াম পূর্ণ কর।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

আল্লাহ -তা'আলা-এই সম্মানিত আয়াতে মূল মুফাত্ত্বিরাত (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) উল্লেখ করেছেন। আর তা হল-(১) খাওয়া (২) পান করা ও (৩) যৌন মিলন।

আর সব মুফাত্ত্বিরাত (স্বিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ) নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-তাঁর সুন্নাহতে ব্যাখ্যা করেছেন।
স্বিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ সাতটি, আর তা হল :

১. যৌন মিলন
২. ইসতিমনা' (নিজস্ব ক্রিয়া)
৩. খাওয়া ও পান করা
৪. যা খাওয়া ও পান করার অর্থে পড়ে
৫.হিজামাহ ইত্যাদির মাধ্যমে রক্ত বের করা
৬. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা
৭. একজন নারীর (শরীর) থেকে হাইদ্ব (মাসিক) ও নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তপাত) – এর রক্ত বের হওয়া।

(এক.)
মুফাত্ত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) প্রথমটি হল : যৌন মিলন

এটি মুফাত্বত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক ও সবচেয়ে গুনাহের যোগ্য।

যে রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা ইচ্ছাকৃতভাবে যৌন মিলন করে, যাতে করে দুই (পুরুষ ও নারীর) খিতান (খাতনা করা স্থানসমূহ) একত্রিত হয় এবং দুই গুপ্তাঙ্গের যে কোন একটির হাশাফাহ (হাইমেন) লুপ্ত হয় (পড়ে যায়), তবে সে তার স্বাওম নষ্ট করল, বীর্যপাত ঘটাক বা নাই ঘটাক, এক্ষেত্রে

(১) তার তাওবাহ করতে হবে
(২) সেদিনের বাকি অংশ (স্বাওম রেখে) পূর্ণ করতে হবে
(৩) সেদিনের ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে
(৪) বড় কাফফারাহ আদায় করতে হবে।

ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَ تُ يَا رَسُولَ اللّ . قَال : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لا . قَالَ : فَهَلْ جِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لا .. الحديث رواه البخاري ١٩٣٦) ومسلم ١١١١)

এর দালীল হল আবূ হুরাইরাহ -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন :

"এক ব্যক্তি নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, 'আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি হে রাসূলুল্লাহ!

তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, **'আর কিসে আপনাকে ধ্বংস করল?**

সে ব্যক্তি বললেন, 'আমি আমার স্ত্রীর সাথে রামাদ্বানে (দিনের বেলা যৌন) মিলন করেছি।'

তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, **'আপনি কি একজন দাস মুক্ত করতে পারেন?'**

তিনি (সে ব্যক্তি) বললেন, 'না'।

তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, **'তবে কি আপনি একাধারে দুই মাস স্বাওম পালন করতে পারেন?'**

তিনি (সে ব্যক্তি) বললেন, 'না'।

তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, **‘তবে কি আপনার কিছু আছে যা দিয়ে ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারেন?’**
তিনি (সে ব্যক্তি) বললেন, ‘না’।........

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯৩৬) ও মুসলিম (১১১১)]

যৌন মিলন ছাড়া অন্য কোন মুফাত্বত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) ক্ষেত্রে কাফফারাহ ওয়াজিব হয় না।

(দুই.)
মুফাত্বত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) দ্বিতীয়টি হল-নিজস্ব ক্রিয়া।
আর তা হল হাত বা ইত্যাদি দিয়ে মানী বের করা।

নিজস্ব ক্রিয়া যে মুফাত্বত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের) একটি, তার দালীল হল ক্বুদসী হাদীসে স্বা’ইম (স্বাওম পালনকারী) সম্পর্কে আল্লাহ -তা‘আলা-র বাণী :
(يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي) رواه البخاري ١٨٩٤ ومسلم ١١٥١)

.

“যে তার খাবার, পানীয় ও কামনা বাসনা আমার জন্য ত্যাগ করে”
[এটি বর্ণনা করেছেন আল বুখারী(১৮৯৪)ও মুসলিম(১১৫১)]

আর মানী নির্গত করা কামনা বাসনার মাঝে পড়ে যা একজন স্বা ’ইমের (স্বাওম পালনকারী) পরিত্যাগ করতে হবে।
যে রামাদ্বান মাসের দিনের বেলা নিজস্ব ক্রিয়া করে, তার উপয় ওয়াজিব হল (১) আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা, (২) দিনের বাকি অংশ মুফাত্বত্বিরাত (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকা এবং (৩) সেদিনের ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করা ওয়াজিব।

যদি সে নিজস্ব ক্রিয়া শুরু করে থেমে যায় এবং বীর্যপাত না ঘটায়, তবে তাকে তাওবাহ করতে হবে, আর তার স্বাওম শুদ্ধ হবে, বীর্যপাত না ঘটানোর জন্য তাকে ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে না। একজন স্বা’ইমের (স্বাওম পালনকারী) কাম ভাব উদ্রেককারী সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা উচিত এবং খারাপ চিন্তা-ভাবনা রোধ করা উচিত।

আর মাযী এর ক্ষেত্রে শক্তিশালী মতটি হল এতে স্বাওম ভঙ্গ হয়না।

(তিন.)
মুফাত্বত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের) তৃতীয়টি হল খাওয়া ও পান করা, আর তা হল মুখের মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলীতে পৌঁছানো।

একইভাবে যদি নাক দিয়ে পাকস্থলীতে কোন কিছু প্রবেশ করানো হয় তবে তা খাওয়া ও পান করারই সমতূল্য।

তাই নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)
(رواه الترمذي ٧٨٨) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٦٣١)

"[উদ্বূ'র (ওযুর) সময়] নাকে পানি গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করাও যদি না স্বা'ইম (স্বাওম পালনকারী) হও।"

[এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আত-তিরমিযী(৭৮৮)এবং আল-আলবানী 'স্বাহীহ আত তিরমিযী'(৬৩১) - তে একে স্বাহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন]
যদি নাকের মাধ্যমে পানি পাকস্থলীতে প্রবেশ করা স্বাওমের উপর প্রভাব না ফেলত, তবে নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নাকে [উদ্বূ'র (ওযুর) সময়] গভীরভাবে পানি প্রবেশ করাতে নিষেধ করতেন না।

(চার.)
মুফাত্বত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) চতুর্থটি হল যা খাওয়া ও পান করার অর্থে পড়ে।

আর এর মাঝে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত :

ক) স্বা ইমের (স্বাওম পালনকারী) শরীরে রক্ত ইনজেকশন করা যেমন সে যদি রক্তপাতের শিকার হয় তবে রক্ত ইনজেকশন করা হলে তার স্বাওম ভেঙ্গে যাবে কারণ রক্ত, খাদ্য ও পানীয়ের সমন্বয়ে গঠিত খুব উঁচু মানের পুষ্টি দানকারী উপাদান।
খ) খাদ্য ও পানীয়ের স্থলাভিষিক্তকারী পুষ্টি দানকারী ইনজেকশন কারণ তা খাদ্য ও পানীয়ের স্থলে পড়ে।
[আশ-শাইখ ইবনু ‘উসাইমীনের ‘মাজালিস শাহ্র রামাদ্বান’ এ (পৃঃ৭০)]

তবে যেসব ইনজেকশন যা খাদ্য ও পানীয়ের বদলে ব্যবহৃত হয় না, তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেমন –পেনিসুলিন, ইনসুলিন ইত্যাদি অথবা শরীরে শক্তি যোগানোর জন্য বা ভ্যাকসিনের জন্য পেশীর মাধ্যমে যে ইনজেকশন দেওয়া হয়, তা স্বিয়ামের ক্ষতি করে না।
[ফাত্ওয়া মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (৪/১৮৯)]
তবে বেশি সাবধানতা হল এসব রাতের বেলা হওয়া।

আর কিডনী ডায়ালাইসিস, যার জন্য তা পরিষ্কার করতে রক্ত বের করে তা কেমিক্যাল পদার্থ, পুষ্টি দানকারী উপাদান যেমন – চিনি, লবণ ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে আবারো তাতে (কিডনীতে) প্রবেশ করানো হয়, তা মুফাত্ত্বির (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়) বলে গণ্য হবে।
[ফাত্ওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ (১০/১৯)]

(পাঁচ.)
মুফাত্ত্বিরাতের (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) পঞ্চমটি হল-হিজামাহ এর মাধ্যমে রক্ত বের করা।

এর দালীল হল নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) رواه أبو داود ٢٣٦٧)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٢٠٤٧)

"হাজিম (যে হিজামাহ-র মাধ্যমে রক্ত বের করে) এবং মাহজূম (হিজামাহ-র মাধ্যমে যার রক্ত বের করা হয়)(উভয়ই) স্বাওম ভঙ্গ করল।"

[এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (২৩৬৭)এবং আল-আলবানী 'স্বাহীহ আবী দাউদ' এ (২০৪৭)একে স্বাহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন]

আর রক্ত দান করা হিজামাহ-র মাধ্যমে রক্ত বের করার অর্থে পড়ে কারণ তা হিজামাহ-র ন্যায় শরীরের উপর প্রভাব ফেলে।
আর তাই একজন স্বা 'ইমের (স্বাওম পালনকারীর) রক্ত দান করা জা'ইয (বৈধ) নয় যদি না একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, একান্ত প্রয়োজন হলে তার জন্য রক্ত দান করা জা'ইয (বৈধ)। এক্ষেত্রে রক্ত দানকারীর স্বাওম ভঙ্গ হয় এবং তাকে সে দিনের ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে।
[ফাত্ওয়া ইবনু 'উসাইমীনের 'মাজালিস শাহর রামাদ্বান' (পৃঃ৭১)]

আর যার রক্তপাত হয়েছে, তার স্বিয়াম শুদ্ধ হবে কারণ সে তা ইচ্ছাকৃতভাবে করে নি।
[ফাত্ওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা'ইমাহ (১০/২৬৪)]

আর দাঁত তোলা বা ক্ষতস্থান ড্রেসিং বা রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য রক্ত বের হলে তা স্বাওম ভঙ্গ করে না কারণ তা হিজামাহ নয় ,এর অর্থেও পড়ে না কারণ তা হিজামাহ-র ন্যায় শরীরের উপর প্রভাব ফেলে না।

(ছয়.)
ষষ্ঠ মুফাত্বত্বির (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা।

এর দালীল হল নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ). رواه الترمذي ٧٢٠/
صححه الألباني في صحيح الترمذي ٥٧٧)

“যার অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসে, তাকে ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করতে হবে না; আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যাতে ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করে।”

[বর্ণনা করেছেন ইমাম আত-তিরমিযী (৭২০) এবং আল-আলবানী ‘স্বাহীহ আত তিরমিযী’-(৫৭৭) তে একে স্বাহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন]

আর ইবনুল মুনযির বলেছেন :

“‘আলিমগণের মাঝে এ ব্যাপারে ইজমা‘ (ঐকমত্য) রয়েছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা স্বাওম বাতিল করে।”

[‘আল-মুঘনী’ (৪/৩৬৮)]

সুতরাং, যে মুখে আঙ্গুল দিয়ে বা পেট চেপে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন দুর্গন্ধ শুঁকে বা বমি আসে এমন কিছুর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করল, তাকে ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করতে হবে।

যদি তার পাকস্থলী ফেঁপে বমি আসে তবে তার বমি রোধ করা বাধ্যতামূলক নয় কারণ তা তার ক্ষতির কারণ হবে।

[ইবন ‘উসাইমীনের ‘মাজালিস শাহর রামাদ্বান’ (পৃঃ ৭১)]

(সাত.)

সপ্তম মুফাত্বত্বির (স্বিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়) হল: হাইদ্ব (মাসিক) ও নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তপাত) –এর রক্ত বের হওয়া।

এর দালীল হল নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ) . رواه البخاري ٣٠٤)

“একজন নারীর হাইদ্ব (মাসিক) হলে সে কি স্বালাত ও স্বাওম ত্যাগ করে না?”

[এটি বর্ণনা করেছেন আল বুখারী (৩০৪)]

তাই যখনই কোন নারী হাইদ্ব (মাসিক) বা নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তপাত) –এর রক্ত দেখে, তখনই তার স্বাওম ফাসিদ (বিনষ্ট) হয়ে যায়, তা সূর্যাস্তের এক মুহূর্ত আগেও হোক না কেন।

যদি কোন নারী হাইদ্বের (মাসিক) রক্ত চলাচল অনুভব করে আর তা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বের না হয়, তবে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে এবং তার সেদিনের জন্য যথেষ্ট হবে।

একজন হা’ইদ্ব বা নুফাসা’ নারীর যদি রাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও সে স্বিয়াম পালনের নিয়্যাত করে এবং তার গোসল করার আগেই সূর্য উদিত হয় তবে সকল ‘উলামা’-র মতে তার সে স্বাওম শুদ্ধ হবে।
[আল-ফাতহ (৪/১৪৮)]

একজন হা’ইদ্ব নারীর জন্য উত্তম হল তার স্বভাবজাত প্রকৃতির উপর থাকা, আল্লাহ তার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা, রক্ত বন্ধ করে এমন কিছু গ্রহণ না করা এবং হাইদ্বের (মাসিক) সময় ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করা ও পরে তা ক্বাদ্বা’(কাযা) করার যে বিধান আল্লাহ তার জন্য কবুল করেছেন, তা গ্রহণ করা। এমনই ছিলেন উম্মুল মু’মিনীনগণ, পরবর্তী স্বাহাবী ও তাবি‘ঈগনের নারীরা।
[ফাত্ওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ (১০/১৫১)]

এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে রক্তপাত রোধকারী উপাদান সমূহের বহুমুখী ক্ষতি প্রমাণিত হয়েছে এবং অসংখ্য নারী এর ফলশ্রুতিতে অনিয়মিত হাইদ্ব (মাসিক) হওয়া জনিত বিপদের শিকার হয়েছে। তবে কোন নারী যদি তা করে ও এমন কিছু গ্রহণ করে যা তার রক্তপাত বন্ধ করে এবং পবিত্র অবস্থায় স্বাওম পালন করে, তবে তার সেদিনের স্বাওম যথেষ্ট (শুদ্ধ)হবে।

এগুলো হল স্বাওম ফাসিদকারী (বিনষ্টকারী) বিষয়সমূহ, এগুলোর কারণে - হাইদ্ব (মাসিক) ও নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তপাত) ব্যতীত - একজন স্বা’ইমের(স্বাওম পালনকারী)স্বাওম ভঙ্গ হয় না যদি না তার মাঝে তিনটি শর্ত পাওয়া যায় :
(১) সে যদি এ ব্যাপারে জেনে থাকে অর্থাৎ অজ্ঞ না হয়।
(২) তার যদি এ ব্যাপারে স্মরণ থাকে অর্থাৎ ভুলে না যায়।
(৩) সে যদি এ ব্যাপার ইচ্ছাকৃতভাবে করে অর্থাৎ বাধ্য হয়ে না করে।

আর আমাদের আরও জানা উচিত কিছু বিষয় যা স্বাওম ভঙ্গ করে না :

১। এনেমাস, চোখের ড্রপ, কানের ড্রপ, দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা এসব স্বাওম ভঙ্গ করে না।
[মাজমূ ফাত্ওয়া শাইখ আল-ইসলাম (২৫/২৩৩), (২৫/২৪৫)]

২। এজমা (শ্বাসকষ্ট) চিকিৎসায় যে ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট বা এ জাতীয় বস্তু জিভের নিচে রাখা হয় তা স্বাওম ভঙ্গ করে না যদি না গিলে ফেলা হয়।

৩। ভ্যাজাইনাতে সাপোসিটরী, লোশন বা ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য যে আঙ্গুল প্রবেশ করানো হয়, তা স্বাওম ভঙ্গ করে না।

৪। মাতৃগর্ভে স্পেকুলাম ইত্যাদি প্রবেশ করানো বা আই.ইউ.ডি (I.U.D) স্বাওম ভঙ্গ করে না।

৫। পুরুষ ও নারীর ইউরিনারী ট্র্যাক্ট যে ক্যাথেটার, স্কোপ বা অপাকিউ ডাই প্রবেশ করানো হয়, এক্স-রে এর জন্য এবং ব্লাডার ধৌতকরণে যে ঔষধ বা মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, তা স্বাওম ভঙ্গ করেনা ।

৬। দাঁত ফিলিং, উঠানো, পরিষ্কার করা বা মিসওয়াক, টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা স্বাওম ভঙ্গ করে না যদি না গলায় পৌঁছে এমন কিছু গিলে ফেলা হয়।

৭। কুলি করা, গড়গড়া করা, চিকিৎসার্থে মুখ দিয়ে স্প্রে গ্রহণ স্বাওম ভঙ্গ করে না যদি না গলায় পৌঁছে এমন কিছু গিলে ফেলা হয়।

৮। অক্সিজেন বা এনেস্থেসিয়ার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস স্বাওম ভঙ্গ করে না যদি না রোগীকে পুষ্টি দানকারী তরল দেয়া হয়।

৯। ক্রিম, মলম বা চিকিৎসার্থে চামড়ায় ব্যবহৃত প্লাস্টার যাতে ওষুধ বা কেমিক্যাল পদার্থ থাকে ইত্যাদির কোন কিছু শরীরের চামড়ার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো হলে, তা স্বাওম ভঙ্গ করে না।

১০। শিরায়, হার্টের কোন অংশে বা অন্য কোন অঙ্গে চিকিৎসার্থে ডায়গোনোস্টিক ছবি নেওয়ার জন্য ক্যাথেটার (চিকন টিউব) প্রবেশ করানো হলে, তা স্বাওম ভঙ্গ করে না।

১১। পেটের প্রাচীর দিয়ে ইনটেসটাইন পরীক্ষার বা সার্জিকাল অপারেশন পরিচালনার জন্য স্কোপ প্রবেশ করানো হলে তা স্বাওম ভঙ্গ করে না।

১২। লিভারের বা অন্য কোন অঙ্গের বায়োপসি করা যদি কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত তরলের সাথে না হয় তবে তা স্বাওম ভঙ্গ করে না।

১৩। এন্ডোসকপি করা হলে এর সাথে যদি কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত তরল প্রবেশ করানো না হয় তবে তা স্বাওম ভঙ্গ করে না।

১৪। ব্রেইন বা স্পাইনাল কার্ড এ কোন ইন্সট্রুমেন্ট বা ওষুধ জাতীয় পদার্থ প্রবেশ করানো হয় তবে তা স্বাওম ভঙ্গ করে না।

দেখুন, আশ-শাইখ ইবনু 'উসাইমীনের **'মাজালিস শাহর রামাদ্বান'** ও এই ওয়েবসাইটের (www.islam-qa.com) বইপত্র বিভাগের ' **স্বিয়াম সংক্রান্ত ৭০টি মাস'আলাহ** ' শিরোনামের বুকলেটটি।

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৩৬.আকুপাংচার : তা কি স্বিয়ামের উপর প্রভাব ফেলে ?

ফাত্ওয়া নং-141187

প্রশ্ন : ওজন কমানো বা বাড়ানোর জন্য আকুপাংচার করলে কি স্বাওম ভঙ্গ হয় ?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

সুঁই ফুটিয়ে ব্যথা কমানো ও অন্যান্য আরও রোগের চিকিৎসা - একটি প্রাচীন চীনা পদ্ধতি। শরীরের বিভিন্ন অংশে সুঁই ঢুকিয়ে তা করা হয়।

এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ - যাদের ‘আকুপাংচারিস্ট’ বলা হয় - তারা কোনো জায়গায় শত শত নির্দিষ্ট স্থানের বৃত্তের লম্বালম্বি ভাবে চোখা সুঁই প্রবেশ করান, যা ফুটানোর কারণে এক তীক্ষ্ণ অনুভূতির সৃষ্টি করে,তবে খুব শীঘ্রই এই অনুভূতি চলে যায়; যাতে এরপর প্রস্থ বরাবর হালকাভাবে সুঁই ফুটানো অনুভূতি বা ঝিমানো, ভারী ভারী ভাব বা ব্যথার অনুভূতি দেয়। আর এসবই ঘটে, যখন সুঁই জায়গা মত থাকে।

ব্যথা কমানো,আর্থ্রাইটিস,অ্যাজমা,মাইগ্রেইন,ঘা (অ্যাবসিসিস), চোখের রোগ সহ আরও বিভিন্ন অবস্থা,এছাড়া মানসিক রোগের চিকিৎসার্থেও আকুপাংচার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

চীনারা পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে - গুরুত্বপূর্ণ সার্জারির সময় ব্যথা উপশমের জন্য। এতে করে রোগী সজাগ থাকে, সামান্য ব্যথা অনুভব করে অথবা একেবারেই ব্যথা অনুভব করে না।

দেখুন : ‘আল-মাউসূ‘আহ আল-‘আরাবিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ’ (আন্তর্জাতিক আরবী ইনসাইক্লোপিডিয়া) ‘আল –ওয়াখযু বিল ইবার’ (আকুপাংচার) শিরোনামে।

<u>দ্বিতীয়ত :</u>

আবুল ওয়ালীদ ইবনু রুশদ বলেছেন :

‘এ ব্যাপারে সবাই ইজ্মা‘বদ্ধ (ঐক্যবদ্ধ) হয়েছেন যে,স্বাওম পালনকারীর স্বাওম পালনের সময়কালে খাদ্য,পানীয় ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব (আবশ্যক)।

এর দালীল আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

لقوله تعالى

: (**فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ**) .

"এখন তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে মিলিত হও আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার খোঁজ কর ;আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত রাতের কৃষ্ণ রেখা থেকে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়।"

[২ আল-বাকারাহ : ১৮৭]

এরপর তাঁরা ('আলিমগণ) ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন কিছু মাসা'ইলে (মাস'আলাহ সমূহে);
(১) যার কোন কোনটির ব্যাপারে শারী'আত চুপ থেকেছে
(২) আবার কোন কোনটির ব্যাপারে (শারী'আত) স্পষ্ট করে বলেছে

যে ব্যাপারে চুপ থাকা হয়েছে, সেগুলোর একটি হল : যা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে কিন্তু তা পুষ্টিদায়ক নয়;
আর যা ভিতরে প্রবেশ করে, খাদ্য ও পানীয় প্রবেশের রাস্তা বাদে অন্য পথ দিয়ে, যেমন -ইনজেকশন।
তাঁদের ভিন্নমত পোষণ করার কারণ হল : পুষ্টিদায়ক খাদ্য/পানীয় কে অপুষ্টিদায়ক খাদ্য/পানীয়ের উপর ক্বিয়াস করা। এজন্য যে,পুষ্টিদায়ক খাদ্য/পানীয়ের ব্যাপারে পরিষ্কার বলা হয়েছে (শারী'আতে)। তাই 'আলিমগণের মধ্যে, যারা এ মত পোষণ করেন যে -স্বাওম পালন এমন একটি বিষয় যা 'আক্ব্ল (বুদ্ধি) দ্বারা অনুধাবন যোগ্য, তাঁরা পুষ্টি দায়ক খাদ্য/পানীয়কে এবং অপুষ্টি দায়ক খাদ্য /পানীয়কে এক করে দেখেননি ।

আর যাঁরা এমত পোষণ করেছেন যে, 'ইবাদাত এমন বিষয় যা 'আক্ব্ল (বুদ্ধি) দ্বারা অনুধাবন করা যায় না বরং তারা মনে করেন, শরীরে প্রবেশ করে -এমন সবকিছু থেকে

বিরত থাকা উচিত,তাঁরা পুষ্টিদায়ক ও অপুষ্টিদায়ক - এ দুই জাতীয় খাদ্য ও পানীয়কে এক করে দেখেছেন।”

[উদ্ধৃতির সমাপ্তি, ‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’-(২/৬৯৮) থেকে]

তৃতীয়ত :

চিকিৎসা ক্ষেত্রে, যে ইনজেকশন - পুষ্টিদানের জন্য ব্যবহার করা হয় না, তা ধমনী দ্বারা প্রবেশ করানো হোক বা পেশী দিয়েই হোক, তা স্বাওম ভঙ্গ করে না। আর যে ইনজেকশন - পুষ্টিদানের জন্য ব্যবহৃত হয়,তা স্বাওম ভঙ্গ করে - এটি সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ ‘আলিমগণের মত।

এর বিস্তারিত বর্ণনা **(65632)**নং প্রশ্নের উত্তরে এসেছে ।

দেখুন – ‘স্বিয়াম ভঙ্গকারী সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ’,ড. আহমদ আল-খালীল (পৃ : ৬৫-৬৮)

চতুর্থত :

আকুপাংচার পুষ্টিদায়ক ইনজেকশনের মধ্যে পড়েনা,এটি খাদ্য বা পানীয় অর্থেও পড়ে না, এর সাহায্যে কোন দ্রবণ বা তরল জাতীয় পদার্থও শরীরে ঢুকানো হয় না - যা চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সাধারণ ইনজেকশনের মতই ;বরং এটি কোন প্রকার তরল দ্রব্য ঢুকানো ছাড়াই সুঁই ফুটিয়ে নির্দিষ্ট কিছু স্থানকে সচল করে - যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি,এটি (আকুপাংচার) স্বিয়ামের উপর প্রভাব ফেলে না,তাই রোগীর উপকার ও ফা’ইদাহ (ফায়দা) প্রমাণিত হলে - এর দ্বারা চিকিৎসা করাতে কোন দোষ নেই।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৩৭.কৃত্রিম অক্সিজেন দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ কি স্বাওম বিনষ্ট করে ?

ফাত্ওয়া নং -124206

প্রশ্ন : অনেক রোগী আছে,যাদের শ্বাস কষ্ট দেখা যায়,তখন তাদের কৃত্রিম অক্সিজেন গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। এটি কি স্বিয়ামের উপর প্রভাব ফেলে ?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ।

অক্সিজেন গ্যাস,যা অনেক রোগীকে দেওয়া হয়,তা স্বিয়াম বিনষ্ট করে না,এর সাথে অন্য কোন উপাদান মিশানো হয় না। তাই এর হুক্ম প্রাকৃতিক হাওয়া/ বাতাস গ্রহণ করার মতই।

তাই 'মাজমা' আল-ফিক্বহী আল-ইসলামী'-এর ঘোষণায় সিদ্ধান্ত এসেছে যে :

"উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো স্বাওম ভঙ্গ করে না : ..... তার মধ্যে একটি অক্সিজেন গ্যাস।" সমাপ্ত

দেখুন : 'মাজমা' আল-ফিক্বহী আল-ইসলামী' ম্যাগাজিন (১০/২/৯৬,৪৫৪), ডক্টর আহমদ খালীল রচিত 'স্বিয়াম ভঙ্গকারী সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ' বইয়ের পৃ : ৫০।

Islam Q & A

৩৮.মাযী বের হওয়া স্বাওম বিনষ্ট করে না

ফাত্ওয়া নং -107335

প্রশ্ন : কোন মহিলার সাথে তার স্বামী (সহবাস ব্যতীত) খেলা করায় রামাদ্বানে দিনের বেলায় তার গোপন অঙ্গ সিক্ত হলে -তার স্বাওম-এর হুক্ম কি?

আর সেই মহিলা এই তরল পদার্থের ধরণ সম্পর্কে জানেনা -তা মানী না অন্য কিছু, সে এও জানেনা যে, কতদিন এভাবে উপভোগ করেছে।

উত্তর :

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :
(স্বাওম পালনরত অবস্থায়) স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের একে অন্যের সাথে হাসি-মযাক (বা আলিঙ্গন করা) জা'ইয (বৈধ) এই শর্তে যে, তারা মানী নির্গত না হওয়ার ব্যাপারে নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

আল -বুখারী (১৯২৭) ও মুসলিম (১১০৬) বর্ণনা করেছেন 'আ'ইশাহ (আয়েশা) - রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে যে, তিনি বলেছেন :

لما روى البخاري ( ) ومسلم ( ) عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ :
(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأَرْبِهِ) .

'নাবী -স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -স্বাওম পালনরত অবস্থায় চুমু খেতেন ও আলিঙ্গন করতেন আর তিনি ছিলেন কামভাব দমনে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সামর্থ্যবান।'

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া হাসি-মযাক বা আলিঙ্গন করলে সেক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথম অবস্থা :
হাসি-মযাক বা আলিঙ্গন এর কারণে মানী (দেখুন বিশেষ দ্রষ্টব্যে মানী ও মাযীর পার্থক্য) নির্গত হওয়া। এক্ষেত্রে স্বাওম বিনষ্ট হবে এবং যার মানী নির্গত হবে তার জন্য (সেই দিনের) ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করা ওয়াজিব ।

আন- নাওয়াউয়ী ' আল-মাজমূ' ' (৬/৩৪৯)-তে বলেছেন :

‘গুপ্তাঙ্গে পুরুষাঙ্গ দ্বারা সহবাস ছাড়া, যদি কোন ব্যক্তি (স্ত্রীর) চুমু খায় বা আলিঙ্গন করে অথবা হাত ইত্যাদি দ্বারা স্ত্রীর ত্বক স্পর্শ করে ; এর ফলে মানী নির্গত হয়ে গেলে স্বাওম বাতিল হয়ে যাবে আর মানী নির্গত না হলে স্বাওম বাতিল হবে না।’

‘আল হাউয়ী'-এর লেখক এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে ইজ্‌মা‘ (ঐকমত্য) প্রকাশ করেছেন যে– যার চুমু খাওয়া বা গুপ্তাঙ্গ ব্যতীত আলিঙ্গন করার কারণে মানী নির্গত হয়, তার স্বাওম বাতিল হবে। সমাপ্ত

শাইখ আল-‘উসাইমীন -রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :

‘‘যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে (গোপন অঙ্গে সহবাস ছাড়া) আলিঙ্গন করে, তা হাত দ্বারাই হোক অথবা মুখে চুমু খেয়ে ই হোক বা গোপন অঙ্গ (সহবাস ব্যতীত, অর্থাৎ ‘ঈলাজ ব্যতীত/প্রবেশ না করিয়ে) দ্বারাই হোক ; তবে এর দ্বারা সে মানী নির্গত করালে -তার স্বাওম ভঙ্গ হবে,আর মানী নির্গত না করালে -স্বাওম ভঙ্গ হবে না ।’’ সমাপ্ত

[আশ-শার্‌হ আল-মুমতি‘ (৬/৩৮৮)]

দ্বিতীয় অবস্থা :

হাসি-মযাক ও আলিঙ্গনের কারণে মাযী নির্গত হলে স্বাওম ভঙ্গ হবে না।

শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু বায -রাহিমাহুল্লাহ -বলেছেন :

‘‘কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ছাড়া চুমু দেওয়া, হাসি-মযাক ও আলিঙ্গন করা -এ সবই স্বাওম পালন করা অবস্থায় –জা’ইয (বৈধ) এবং এতে দোষ নেই কারণ, নাবী-স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-স্বাওম পালনরত অবস্থায় চুমু খেতেন, স্বাওম পালনরত অবস্থায় আলিঙ্গন করতেন। তবে সে ব্যক্তি যদি দ্রুত উত্তেজনা বিশিষ্ট হওয়ার কারণে -আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কিছুতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে- তবে তা তার জন্য মাক্‌রূহ্ হবে।
তার মানী নির্গত হলে, তাকে দিনের বাকি অংশ পূরণ করতে হবে,সে দিনের ক্বাদ্বা’

(কাযা) আদায় করতে হবে –এবং অধিকাংশ ‘আলিমগণের মতে কাফ্ফারাহ আদায় করতে হবে না।

তবে মাযী নির্গত হলে ‘আলিমগণের দুটি মতের অধিকতর সঠিকটি অনুসারে, এর দ্বারা স্বাওম বিনষ্ট হয় না। কারণ, মূলনীতিটি হল-স্বাওম সঠিক হওয়া ও তা বিনষ্ট না হওয়া,আর এজন্য যে, এ (মাযী) থেকে বিরত থাকা (সাধারণভাবে) কষ্টকর। আর আল্লাহ ই তাওফীক্ব দাতা।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইব্ন বায (১৫/৩১৫)]

শাইখ ইবনু ‘উসাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে তার স্ত্রীর সাথে স্বাওমরত অবস্থায় হাসি-মযাক করার কারণে মাযী নির্গত হলো। তার স্বাওমের ব্যাপারে হুক্ম কি ?

তিনি উত্তরে বলেন : ‘যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হাসি-মযাক করার কারণে মাযী নির্গত হয়,তবে তার স্বাওম শুদ্ধ হয়েছে,এবং ‘আলিমগনের মতামতের মধ্যে আমাদের মতে বেশি সঠিকটি অনুসারে, তার কোন কিছু করণীয় নেই। এজন্য যে,তার স্বাওম ভঙ্গ হবার ব্যাপারে কোন দালীল নেই। আর মানীর উপর এর ক্বিয়াসও সঠিক নয় কারণ, এটি মানী থেকে হালকা পর্যায়ের। আর এই মতটি যা আমরা বেশি শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত করেছি - তা ইমাম শাফি‘ঈ ও ইমাম আবূ হানীফাহ্র মত ; এই মতটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ -রাহিমাহুল্লাহ-ও বেছে নিয়েছেন এবং ‘ আল ফুরূ‘ ’-তে বলেছেন :

“এটিই বেশি সঠিক।”

আর ‘আল-ইনস্বাফ’-এ বলেছেন :

“এটিই সঠিক।” সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবন ‘উসাইমীন (১৯/২৩৬)]

আর ও ফা’ইদাহ (ফায়দা/উপকার) পেতে দেখুন **(37715)** নং প্রশ্নের উত্তর।

<u>তৃতীয়ত :</u>

যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে,নির্গত পদার্থ মানী না মাযী,তবে - অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি মাযী,কারণ এই মাযী হাসি-মযাক করার কারণে বের হয়। শুধু সন্দেহের বশে স্বাওম বিনষ্ট হওয়ার হুক্ম দেওয়া যায় না। পূর্বে এই ওয়েবসাইটে মানী ও মাযীর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে **(99507)**ও **(2458)** নং প্রশ্নের উত্তরে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন ।

Islam Q & A

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** : [**(99507)** ও **(2458)** নং ফাত্ওয়া হতে]

<u>মানী ও মাযীর মধ্যে পার্থক্য</u> -

১. মানী : পুরুষের ক্ষেত্রে নির্গত সাদা, গাঢ়, তরল আর নারীর ক্ষেত্রে তা হলুদ পাতলা।

[মুসলিম : ৩১১,৪৬৯]

আর অনেক নারীর ক্ষেত্রে তা সাদাও হতে পারে।

আর মাযী : সাদা, স্বচ্ছ, আঠালো তরল; যা উত্তেজনার সময় বা চিন্তা ভাবনা ইত্যাদির কারণে নির্গত হয়।

২. মানীর ঘ্রাণ পরাগ রেণুর মত, পেস্ট এর ন্যায়।

৩. মানী নির্গত হওয়ার সময় পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপভোগ হয়,আর তা নির্গত হয়ে গেলে তৃপ্তি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মাযীর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপভোগ হয় না,তা নির্গত হলেও শাহওয়াহ (উত্তেজনা) শেষ হয়ে যায় না।

৪. মানী সবেগে স্খলিত হয় এক বা কয়েকবারে।

৫. মানী জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় (ইহতিলাম) নির্গত হলে (জানাবাহ-র) গোসল করা ফার্দ্ব (ফরজ/আবশ্যক) হয়। আর মাযী নির্গত হলে শুধু উদ্বূ' (ওজু) করা ওয়াজিব হয়।

[আল-বুখারী : **১৩২, ১৭৮, ২৬৯**]

মানী প্রমাণিত হওয়ার জন্য সবগুলো বিশেষত্ব উপস্থিত থাকা শর্ত নয়।]

৩৯.স্বালাতের মাঝে দাঁতের পেস্টের স্বাদ পেলে, দাঁতের ফাঁকে খাবারের অবশিষ্টাংশ থাকলে কী করবে? থুথু গিলে ফেললে কি স্বালাত ভঙ্গ হবে?

ফাত্ওয়া নং -170010

প্রশ্ন : আমি স্বালাত আদায়ের আগে পেস্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করি, কিন্তু আমার দাঁতের মাঝে এর স্বাদ রয়ে যায় যা আমি স্বালাত আদায়ের সময় অনুভব করি। আমার স্বালাত কি শুদ্ধ হয়? স্বালাতের মাঝে থুথু গিলে ফেলার হুক্ম কি? খাবার ও এর অবশিষ্টাংশ স্বালাতের মধ্যে গিলে ফেলার হুক্ম কি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :
স্বালাতের মধ্যে থুথু গিলে ফেলা, স্বালাতের উপর কোন প্রভাব ফেলে না, কারণ তা খাদ্য বা পানীয় নয়, আর এ দুইয়ের অর্থেও পড়ে না। যদি থুথু গিলে ফেলায় একজন স্বাওম পালনকারীর স্বাওম ভঙ্গ না হয়, তবে সে কারণে স্বালাত বাতিল আরও না হওয়ারই কথা।

দেখুন –(1 4 4 9 7 0) এবং (**১২৫৯৭**) নং প্রশ্নের উত্তর।

দ্বিতীয়ত :
একজন স্বালাত আদায়কারী যদি থুথুর সাথে দাঁতের ফাঁকে থাকা অতি সামান্য কিছু খাবার গিলে ফেলে তাতে স্বালাত বাতিল হবে না, কারণ এ থেকে বিরত থাকা কষ্টকর।

শাইখ ইবন 'উসাইমীন –রাহিমাহুল্লাহ –কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : স্বালাতের মাঝে দাঁতের ফাঁকে থাকা খাদ্যের অবশিষ্টাংশের (গিলে ফেলার ক্ষেত্রে) হুক্‌ম কী? তিনি উত্তরে বলেন :

"দাঁতের ফাঁকে থাকা খাবারের অবশিষ্টাংশের ক্ষেত্রে, তা যদি দাঁতের ফাঁকে থাকা অবস্থায় কেউ স্বালাত আদায় করে, তবে তাতে কোন সমস্যা নেই, তবে সেই খাবারের অবশিষ্টাংশ (দাঁত থেকে) আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসলে গিলে ফেলবে না। কখনও তা দাঁতের মাঝে আটকে থেকে কিছুক্ষণ পর বের হয়ে আসে, কখনও বা জিভ দিয়ে তা নাড়ানোর কারণে বের হয়ে আসে, আমরা বলি যে -এতে সমস্যা নেই তবে তা গিলে ফেলবে না।" সমাপ্ত

আল-বাহুতী -রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :

"তার মুখে লালায় প্রবাহিত খানার অতি সামান্য যে অবশিষ্টাংশ রয়ে যায়, তা গিলে ফেললে সমস্যা নেই যদি তা চিবানো না হয় অথবা না চিবানো অবস্থায় দাঁতের ফাঁকে রয়ে যায়; কারণ যা লালার সাথে প্রবাহিত হয় এবং অতি সামান্য, তাকে খাবার বলা হয় না। আর যা লালার দ্বারা প্রবাহিত না হয়ে বরং নিজেই প্রবাহিত হয় এবং জমাট বাঁধে, তা গিলে ফেললে স্বালাত বাতিল হবে।" সমাপ্ত

[কাশ্‌শাফ আল-ক্বিনা' (১/৩৩৯)]

'আল-মূসূ'আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ'-তে (২৭/১২৪) এসেছে :

"ফাক্বীহগণ (ফিকহ্‌বিদগণ) নীতিগতভাবে এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলে স্বালাত বাতিল হয়......এবং এর থেকে ব্যতিক্রম গণ্য করেছেন যা দাঁতের ফাঁকে থাকে এবং তা বুটের চেয়ে ছোট হয় -এতে স্বালাত ভঙ্গ হয় না ; আর যদি তা গিলে ফেলে, এব্যাপারে তাঁরা স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন যে, তা বেশি হলে ও চিবিয়ে ফেললে স্বালাত ফাসিদ (বিনষ্ট) হয়ে যাবে।" সমাপ্ত

তৃতীয়ত :

আর পেস্টের ঘ্রাণ ও স্বাদ মুখে রয়ে গেলে তাতে স্বালাতের শুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কারণ, তা খাদ্য ও পানীয় হিসাবে ধর্তব্য নয়।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৪০.ধূমপান হারাম এবং তা স্বিয়াম ভঙ্গকারী

ফাত্ওয়া নং -106450

প্রশ্ন : কিছু মানুষ বলে থাকে যে,রামাদ্বান মাসে দিনের বেলায় ধূমপান করা স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর মধ্যে পড়ে না কারণ তা খাদ্য বা পানীয় নয়। এ ব্যাপারে আপনাদের -মাননীয় (ফাদ্বীলাতুকুম) -রায় কী ?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

"আমি মনে করি যে,এটি একটি ভিত্তিহীন কথা,বরং তা (ধূমপান) একধরনের পানীয়,যেমনটি অনেকে বলে যে -সে 'ধূমপান' করে অর্থাৎ তারা তাকে পানীয় বলে অ্যাখ্যা দেয়।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে,এটি পাকস্থলী ও শরীরে প্রবেশ করে। কোন কিছু পাকস্থলী ও শরীরে প্রবেশ করলেই তা স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফাত্ত্বির) হিসেবে গণ্য হবে - তা উপকারী হোক বা অপকারীই হোক। যেমন- কেউ যদি তসবীর একটি পুঁথিও গিলে ফেলে অথবা লোহার কোন কিছু ইত্যাদি, তবে তা স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফাত্ত্বির) হিসেবে গণ্য হবে।

কোন খাদ্য ও পানীয় স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফাত্ত্বির) হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য পুষ্টিকর বা উপকারী হওয়া শর্ত নয়। কোন কিছু শরীরে (পাকস্থলীতে) প্রবেশ করলেই তা খাদ্য ও পানীয় বলে বিবেচিত হবে।

তারা বিশ্বাস করে, বরং ভাল করেই জানে যে, এটি (সিগারেট) এক ধরনের পানীয়, আর এর বিপরীত কেউ বলে থাকলে, সে দম্ভকারী।

এরপর প্রসঙ্গক্রমে আমি মনে করি যে, তার জন্য রামাদ্বান মাস একটি (বিরাট) সুযোগ, যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে এবং এই খাবীস, ক্ষতিকর সিগারেট ত্যাগ করার সংকল্প করেছে।

আমি মনে করি যে, এটি একটি (সত্যিকার) সুযোগ কারণ, এতে করে সে (ধূমপানকারী) রামাদ্বানে সারাদিন সিগারেট ত্যাগ করবে। আর রাতের বেলা সে আল্লাহ যা মুবাহ (বৈধ) করেছেন খাদ্য-পানীয়, এখানে-সেখানে মাসজিদে, সৎসঙ্গদের নিকট ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে বিনোদন করতে পারে;এবং যারা ধূমপানের (ভয়াবহ) ফিতনায় পড়েছে তাদের থেকে দূরে থাকতে পারে। যদি সে এই মাস ধরে পরিত্যাগ করতে পারে, তবে তা জীবনের বাকি সময়ে পরিত্যাগ করার জন্য একটি বিরাট অনুপ্রেরণা/সহায়ক হবে। ধূমপানকারীদের জন্য অবশ্য পালনীয় ওয়াজিব (অবশ্যকর্তব্য) হল, এধরনের সুযোগ হাতছাড়া না করা।" সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইব্ন ‘উসাইমীন, ফাতাওয়া আস্ব স্বিয়াম (২০৩, ২০৪)]

Islam Q & A

৪১.আর্জিলাহ-শীশার (হুক্কার সাহায্যে ধূমপান করার) হুক্ম এবং এর ক্ষতিকর দিকসমূহের বর্ণনা

ফাত্ওয়া নং- 127312

প্রশ্ন : শীশা কী হারাম? যদি কেউ কোন ধরনের তামাক ব্যবহার না করে গোলাপ-পানি ব্যবহার করে,তবে তাও কী হারাম হবে?

উত্তর :

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

<u>প্রথমত :</u>

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধূমপান সবচেয়ে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থসমূহের একটি যা গ্রহণে অনেকে ধাবিত হয়ে পড়েছে। তারা এ ব্যাপারে বেমালুম গাফিল যে, এটি কী কী রোগের কারণ হতে পারে যার কারণে তাদের অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৮ সালে এর এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে,

"তামাক সেবনের কারণে প্রতিবছর ৫.৪ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়! অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ১৪,০০০ জন লোক মারা যায়! আর এব্যাপারে যদি জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তবে ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি বছর তামাক সেবনের কারণে ১০ মিলিয়ন লোক মৃত্যুবরণ করবে!"

(7432) এবং **(10922)** নং প্রশ্নের উত্তরে এই ক্ষতিকারক উদ্ভিদ (অর্থাৎ তামাক) এর চাষ,ব্যবসা ও গ্রহণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

<u>দ্বিতীয়ত :</u>

'তামাক' -ও এর ন্যায় জিরাক (যা তামাকের ন্যায়) ও ' মু'আস্সিল ' (যাতে হালকা তামাকের ফ্লেইভার থাকে) -যা শীশা/আর্জিলাহ এর সাহায্যে গ্রহণ করা হয়, তা কাগজে মোড়ানো পরিচিত সিগারেটের তামাক থেকে ভিন্ন কিছু নয়, বরং এতে এমন ক্ষতিকর কিছু রয়েছে যা সিগারেটে নেই। বাহরাইনের 'ধূমপান রোধকারী সংস্থা'-র ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে :

"শীশার উপকরণ : এর (শীশার) উপাদানসমূহ তামাকের সিগারেটের উপাদানসমূহ ও এর ধোঁয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয় ; কারণ এর মধ্যে কমপক্ষে ৪,০০০ বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, এর অন্যতম (বিষাক্ত উপাদান সমূহ) হল–নিকোটিন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আলকাতরা, ভারী খনিজ পদার্থ, রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ,ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ, কৃষিজ রাসায়নিক পদার্থ, পোকামাকড় মারার ওষুধসহ অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ।

তামাক প্রস্তুতকারী অনেক কোম্পানি, শীশার তামাক থেকে সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ আলকাতরা জাতীয় পদার্থ অপসারণ করার দাবী করেছে, সেই সাথে শীশার তামাকের

সাথে অনেক ধরণের অজ্ঞাত ফ্লেইভারিং পদার্থ যোগ করা হয়, যার ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

যতই বলা হোক যে, শীশা - আর্জিলাহ-র সাহায্যে তামাক সেবন বা জিরাক বা মু'আস্সিল (মধু মিশ্রিত) ব্যবহার বিপদমুক্ত -তা একেবারেই সঠিক নয়। সউদী আরবে ৪ বছর ব্যাপী এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মু'আস্সিল আসলে কোন ধরণের স্বাস্থ্যবিধি ছাড়াই অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহৃত ডাই (রং), রং ও ফ্লেইভার মিশ্রিত খাঁটি তামাক। এবং এও প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি বিভিন্ন ধরনের রোগ ও ক্যান্সারের কারণ।

জিরাক ১৫% তামাক বহন করে যা মধু, ফলমূল, রান্নায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল অ্যাডিটিভ ও ফারমেনটিভ উপাদানের সাথে মিশ্রিত থাকে।'' সমাপ্ত

<u>তৃতীয়ত :</u>

কিছু বোকা প্রকৃতির লোকেরা মনে করে যে, এই উদ্ভিদ (তামাক) 'আর্জিলাহ'/শীশা-র সাহায্যে গ্রহণ করা হালাল! কারণ ধোঁয়া আর্জিলাহর পানি হয়ে অতিক্রম করে! এই কথা সত্যতা থেকে বহু দূরে, অভিজ্ঞজনেরা বলেন :

১. একবার আর্জিলাহ/শীশা/হুক্কা গ্রহণ কমপক্ষে ১০ টি সিগারেট খাওয়ার সমান।

২. মু'আস্সিলের উপাদানের আংশিক দহনে আর্জিলাহ-র/হুক্কার বিষাক্ত পদার্থ সমূহ বেড়ে যায়।

৩. কতক সংখ্যক ব্যক্তির আর্জিলাহ/হুক্কা ব্যবহার তাদের মাঝে পাকস্থলী সংক্রমণ রোগ বাড়িয়ে দেয়।

৪. পানি আর্জিলাহ/হুক্কার বিষাক্ত, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ সমূহ পরিশোধন করে না।

বাহরাইনের 'ধূমপান রোধীকারী সংস্থা'-র ওয়েব সাইটে এসেছে যে :

''অনেকের মাঝে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, শীশা/হুক্কার ধোঁয়া পান করা সিগারেট থেকে কম ক্ষতিকর -আর তা এই বিশ্বাসের কারণে যে, ধোঁয়া শীশা/হুক্কার পানি অতিক্রম করায় ধোঁয়ার ক্ষতিকারক পদার্থসমূহ পরিশোধিত হয়,এর ফলে

শীশা/হুক্কার ধোঁয়া পানে ক্ষতি কম হয়। এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শীশা/হুক্কা সেবনকারীর মুখ নিঃসৃত ধোঁয়া বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তা (শীশা/হুক্কা সেবনকারীর মুখ নিঃসৃত ধুয়ো) সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকা ক্ষতিকারক, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী একই উপাদানগুলো বহন করে।"

একইভাবে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে শীশা/হুক্কা :

১. নেশা সৃষ্টি করে।

২. ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফুসফুস ফুলে যাওয়া 'ইনফেজাইমা'র কারণ হয়ে দাঁড়ায় ও স্থায়ী ব্রংকাইটিস ঘটায় যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একজন মানুষের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

৩. ফুসফুস, মুখ, কণ্ঠনালী (ইসোফ্যাগাস) ও পাকস্থলীর ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

৪. রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়।

৫. পুরুষ ও নারী উভয়ের সন্তান ধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৬. শীশা/হুক্কা ব্যবহারকারীদের মাঝে পালমোনারী টিউবারকুলোসিসের হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৭. শীশা/হুক্কা সেবনকারিণীদের গর্ভধারণের সময় ভ্রূণের ওজন কমিয়ে দেয়, একইভাবে গর্ভের সন্তান ভবিষ্যতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভোগার অথবা জন্মের পর শিশুর হঠাৎ বিছানায় মৃত্যুর (crib death after birth) হুমকির সম্মুখীন করে।

৮. শ্বাস ও কাপড় থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়, এর আরও কিছু কুপ্রভাব আছে যেমন-কর্কশ কণ্ঠ, চোখ জ্বালাপোড়া করা,অল্প বয়সেই চামড়া -বিশেষ করে মুখের চামড়া কুচকে যাওয়া ইত্যাদি।

৯. এছাড়াও শীশা/হুক্কার ধোঁয়া, বাড়িঘর ও ক্যাফের আশেপাশে যেখানে অধিক সংখ্যক ধূমপানকারী থাকে এর বায়ু দূষণের প্রধান কারণগুলোর একটি।'' পূর্বের লিংক থেকে সমাপ্ত।

সুতরাং, আর্জিলাহ/শীশা/হুক্কার সাহায্যে ধূমপান হারাম হওয়া ব্যাপারটি পরিষ্কার।

শাইখ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইবরাহীম -রাহিমাহুল্লাহ- কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : কাগজে মোড়ানো সিগারেটের ধূমপান ও শীশার জিরাক পানের মধ্যে পার্থক্য কী? তিনি -রাহিমাহুল্লাহ - ধূমপান হারাম হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন :

''যদি এটি প্রমাণিত হয়, তবে প্রস্তুত কাগজের মোড়ানো সিগারেটে ধূমপান বা অন্যভাবে যেমন - ক্ষতিকারক শীশা/হুক্কার সাহায্যে ধূমপানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই -সেই সিগারেট খাঁটি তামাক ইত্যাদি উপাদান দিয়ে তৈরি হোক বা জিরাক ইত্যাদি মিশ্রিত হোক। কারণ তা ক্ষতিকারক পদার্থ দ্বারা তৈরি।

আর নাম পরিবর্তন কোনো জিনিসের বাস্তবতা বদলে দেয় না। যদি কোন হারাম জিনিস অন্য জিনিসের সাথে মিশ্রিত হয়,তবে তা আগের মতই হারাম থাকে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে :

وفي الحديث : (يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها)

– رواه أحمد ، وصححه الألباني في ' الصحيحة " ٤١٤)

''শেষ যামানায় কিছু মানুষ মদ্যপান করবে এবং তারা এর ভিন্ন নামকরণ করবে।''

[বর্ণনা করেছেন আহমাদ,আর আল-আলবানী তাঁর 'স্বাহীহ' গ্রন্থে একে (৪১৪) স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন]

['ফাত্‌ওয়া আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম (১২/৯০)]

আল-লাজ্‌নাহ আদ্‌-দা’ইমাহ এর ‘আলিমগণ বলেছেন :

“শীশা, নারজীলাহ ও সিগারেট খাবিস/ক্ষতিকারক জিনিস গুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং তা হারাম। কারণ শরীর, সম্পদের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। আল্লাহ তা‘আলা নাবী মুহাম্মদ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলী-র বর্ণনায় বলেছেন :

قال الله تعالى في وصف نبيا محمد صلى الله عليه وسلم : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)

“এবং তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন।” [৭ আল আ‘রাফ : ১৫৭]

এবং নাবী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন :

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار

“কেউ কোন ক্ষতি করবে না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ও হবে না।”

তাই এসব জিনিস ব্যবহার, বিক্রয় ও প্রচলন করানো জা’ইয (বৈধ) নয়।

শাইখ ‘আবদুল ‘আযীয ইব্‌ন ‘আব্‌দুল্লাহ আল-আশ শাইখ, শাইখ ‘আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নু গুদাইইয়ান, শাইখ স্বালিহ আল-ফাওযান, শাইখ বাক্‌র আবূ যাইদ।

[ফাতাওয়া আল-লাজ্‌নাহ আদ্‌-দা’ইমাহ (২৬/৩৫১)]

চতুর্থত :

আর আপনার প্রশ্ন অনুসারে তামাকের বদলে গোলাপের পানি দিয়ে শীশা/হুক্কা ব্যবহার -এ ব্যাপারে আমরা জানি না, এর উপস্থিতি কল্পনাও করি না। এ ক্ষেত্রে দহনকৃত

উপাদানটি কী? আর আপনি কী ই বা শ্বাসের সাথে গ্রহণ করবেন? কোন কিছুর সম্পর্কে হুক্‌ম বর্ণনা, সে বিষয় সম্পর্কে ধারনা থাকারই একটি শাখা। তাই আশা করি আগামী-বার এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করবেন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৪২.তরল পদার্থ খাদ্যনালী তে (ইসোফ্যাগাসে) উঠে আসলে তা স্বাওম ভঙ্গ করে কি ?

ফাত্ওয়া নং - 40696

প্রশ্ন : আমি পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটি সমস্যায় ভুগছি যার কারণে খাদ্যনালী তে (ইসোফ্যাগাসের মুখে) তরল অ্যাসিড চলে আসে, এটি কি স্বাওমভঙ্গকারী বিষয় বলে গণ্য হবে ?

উত্তর :
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
পাকস্থলীর তরল পদার্থ উঠে আসা মানুষের ইচ্ছার বাইরে, কখনও বা সে এই অ্যাসিডিটি বা তিক্ততা ইসোফ্যাগাসে অনুভব করে এবং তা মুখ থেকে বের হয় না - এক্ষেত্রে তা স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ তা মুখ থেকে বের হয় নি। তবে যদি মুখ থেকে বের হয়, তবে তা ক্বালস বা বমি হিসেবে বিবেচিত হবে।

ক্বাল্‌স – বলতে বমি বোঝায়, আবার কেউ কেউ অল্প বমিকেও ক্বাল্‌স হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; এটি হল যা পাকস্থলী থেকে বের হয় কিন্তু মুখ ভর্তি করে না। এও বলা হয়েছে যে, ক্বাল্‌স হল যা পাকস্থলীর পূর্ণতার সময় এর মুখ থেকে বের হয়। দেখুন আন-নাওয়াউইয়ী-র ‘মাজ্‌মূ’ আল্‌-ফাতাওয়া’ (৪/৪)।

এর হুক্‌ম হল – সে যদি তা মুখ থেকে বের করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পাকস্থলীতে ফেরত পাঠায়, তবে তার স্বাওম ভঙ্গ হবে। আর যদি বের করতে সম্ভব না হওয়ার কারণে তা গিলে ফেলে, তবে তা তার স্বিয়ামের উপর প্রভাব ফেলবে না।

দেখুন – **(12659)** নং প্রশ্নের উত্তর।

তিনি (শাইখ আহমাদ আদ্‌-দিরদীরী) 'আশ-শার্‌হ আস্ব-স্বাগীর' (১/৭০০) –এ ক্বাল্‌স সম্পর্কে বলেছেন :

"যদি তা নিক্ষেপ করা সম্ভব না হয়– যা গলা (হালক্ব) অতিক্রম করে নি, তবে তার কোন প্রভাব (স্বিয়ামের উপর) পড়বে না।" সমাপ্ত

ইবনু হায্‌ম 'আল-মুহাল্লা'-(৪/৩৩৫) তে বলেছেন :

ولا يَنْقُضُ الصَّوْمَ قَلْسٌ خَارِجٌ مِنْ الْحَلْقِ ، مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى رَمْيِهِ"

. . .

"গলা থেকে বের হওয়া ক্বাল্‌স স্বাওম ভঙ্গ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা মুখে আসার পর ফেলে দিতে সক্ষম হওয়ার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলা হয় ...."

এর পর তিনি (৪/৩৪৮) বলেছেন :

وَلَا نَعْلَمُ فِي الْقَلْسِ ، وَالدَّمِ : الْخَارِجَيْنِ مِنْ الأَسْنَانِ لا يَرْجِعَانِ إلَى – الْحَلْقِ ، خِلَافًا فِي أَنَّ الصَّوْمَ لا يَبْطُلُ بِهِمَا ، وَحَتَّى لَوْ جَاءَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ لَمَا الْتُفِتَ إلَيْهِ ؛ إذْ لَمْ يُوجِبْ بُطْلانَ الصَّوْمِ بِذَلِكَ نَصٌّ" اهـــ باختصار .

"ক্বাল্‌স ও দাঁত থেকে বের হওয়া রক্ত যা গলায় ফেরত যায়না সেগুলো স্বাওম বাত্বিল করে না - এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত আমাদের জানা নেই। যদি এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেও থাকে তবে তা ধর্তব্য নয় কারণ সেগুলোর কারণে স্বাওম ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে কোন দালীল নেই।" সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত।

তিনি (আল-বাজী) ' আল-মুনাতাক্বা শারহ আল-মুওয়াত্বত্বা' ' (২/৬৫) – তে বলেছেন :

وروي عَنْ مَالِكٍ أنه قال : مَنْ قَلَسَ فَوَصَلَ الْقَلْسُ إلَى فِيهِ فَرَدَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ . " قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رَجَعَ مَالِكٌ ، وَقَالَ : إنْ خَرَجَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ شَاءَ طَرَحَهُ ، ثُمَّ رَدَّهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ إنْ ازْدَرَدَهُ (أي ابتلعه) بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ازْدَرَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ" اهـ .

"ইমাম মালিক হতে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন : যার ক্বাল্‌স এসে তার মুখে পৌঁছল এবং সে তা গিলে ফেললো – তাকে রামাদ্বানের স্বাওমের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে না।"

ইব্‌নুল ক্বাসিম বলেছেন, 'ইমাম মালিক এই মত থেকে পরে ফিরে এসেছেন এবং বলেছেন :

"তা যদি এমন স্থানে পৌঁছে যেখান থেকে সে চাইলে ফেলে দিতে পারে, এরপরও গিলে ফেললে, তাকে ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে।"

শাইখ আবুল ক্বাসিম বলেছেন :

"যদি জিভে চলে আসার পর গিলে ফেলে, তবে তাকে ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে, এর আগে (জিভে আসার আগে) গিলে ফেললে তার উপর কোন করণীয় নেই।" সমাপ্ত

'আল-ইনস্বাফ'-এ বলা হয়েছে :

"মুখে বমি বা ক্বাল্স চলে আসার পর তা গিলে ফেললে, স্বাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে– এ ব্যাপারে তিনি (ইমাম আহমাদ) রায় দিয়েছেন ; তা অল্প হলেও স্বাওম ভঙ্গ হবে কারণ তা থেকে বিরত থাকা সম্ভব।" সমাপ্ত

' হাশিয়াহ্ আল 'আদাওয়ী ' (১/৪৪৮) – এ বমির হুক্ম উল্লেখিত হওয়ার পর বলা হয়েছে :

"ক্বাল্স বমির মত, তা হল যা পাকস্থলীর মুখ থেকে তা পূর্ণ হলে বের হয়।" সমাপ্ত

Islam Q & A

৪৩.ফাজ্রের ওয়াক্বত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে খেতে পারেন, তবে সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ হলে একজন স্বাওমপালনকারী খেতে পারেন না

ফাত্ওয়া নং –111513

প্রশ্ন : ১ – সূর্যাস্তের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বা অধিকতর নিশ্চিত (গালাবাতুজ জান্ন) না হয়ে একজন স্বাওম পালনকারীর জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয (বৈধ) নয়; সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে ইফত্বার করে যদি পরে সে জানতে পারে যে, আসলে ইফত্বারের সময় সূর্য অস্ত যায় নি, তবে তাকে ঐ দিনের কাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে।

২ – কেউ ফাজ্রের সময় হয়েছে কিনা –এ ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে খেলে বা পান করলে তার স্বিয়াম শুদ্ধ হবে।

কেন প্রথম মাস'আলাহটির ক্ষেত্রে ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করা ওয়াজিব আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।
স্বাওমপালনকারী সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে ইফত্বার করলে (যদি পরে জানতে পারে যে, আসলে সূর্য ডুবে যায় নি তবে) ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবে। এর দালীল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

لقوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

[٢ البقرة ٨٧]

"*অতঃপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত স্বিয়াম পূর্ণ কর।*"
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

আর রাত শুরু হয় সূর্যাস্তের মাধ্যমে। স্বাওমপালনকারী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত বা অধিকতর নিশ্চিত (গালাবতুজ জান্ন) না হয়ে সে স্বাওম ভঙ্গ করবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূলনীতিটি হল – দিন বাকি থাকা। তাই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত বা অধিকতর নিশ্চিত (গালাবতুজ জান্ন) না হয়ে এই মূলনীতি থেকে সরে যাবে না /এর বিপরীত করবে না।

আবার, একজন স্বাওম পালনকারী ফাজ্‌রের ওয়াক্বত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে খেলে বা পান করলে, ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবে না। এর দালীল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

لقوله تعالى : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

[٢ البقرة ٨٧]

“আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণ রেখা থেকে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতীয়মান না হয়। অতঃপর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত স্বিয়াম পূর্ণ কর।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন :

قال تعالى : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ)

[٢ البقرة : من الآ ٨٧]

“যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতীয়মান না হয়।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]।

যা থেকে ফাজ্‌রের সময় নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত খাওয়া ও পান করার দালীল পাওয়া যায়। এজন্য যে, সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, রাত বাকি আছে। তাই ফাজ্‌রের ওয়াক্বত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য খাওয়া হারাম হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মূলনীতিটি হল – রাত বাকি থাকা।

দেখুন –(3 8 5 4 3)নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

88.যে পরিমাণ রক্ত স্বাওম ভঙ্গ করে

ফাত্‌ওয়া নং- 37918

প্রশ্ন : আমি জানতে চাই, কি পরিমাণ রক্ত আদম সন্তানের শরীর থেকে বের হলে তা স্বিয়াম ভঙ্গ করে? কারণ আমি অনেকদিন থেকে পাইলসের (পায়ুপথে শিরা উপশিরা ফুলে যাওয়া) রোগে ভুগছি, যে কারণে কিছু রক্ত অনিয়মিত ভাবে বের হয়ে যায়, যার পরিমাণ প্রায় অর্ধেক কাপ।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আমরা প্রার্থনা করছি আল্লাহ আপনাকে শিফা’ দিয়ে রহম করুন।

যেহেতু এ রক্ত, রোগের কারণে নির্গত হচ্ছে তাই আপনার স্বাওম শুদ্ধ হচ্ছে, এক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে রক্ত নির্গত হলেও আপনার কিছু করণীয় নেই (অর্থাৎ স্বাওম শুদ্ধ হচ্ছে), যেহেতু তা আপনার ইচ্ছার বাইরে।

স্বাওম ভঙ্গকারী রক্তের পরিমাণ হল :

মানুষের দেহ থেকে নির্গত রক্তের দুটি অবস্থা হতে পারে :

<u>প্রথমত</u> : কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় তার রক্ত বের করতে পারে, ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন :

১. সে তার ‘হিজামাহ’ পদ্ধতিতে রক্ত বের করলে- এক্ষেত্রে তার স্বাওম ভঙ্গ হবে। রাসূলুল্লাহ – স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেছেন :

“ হাজিম (যে হিজামাহ করে) ও মাহজুম (হিজামাহ পদ্ধতিতে যার রক্ত বের করা হয়), উভয়ই স্বাওম ভঙ্গ করল।”

২. হিজামাহ ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে যেমন শিরা হতে রক্ত বের করা, তা যদি অনেক বেশি হয় যা মানুষের শরীরে প্রভাব ফেলে (যেমন : দুর্বল করে ফেলা) তবে তার স্বাওম বাতিল হয়ে যাবে। যেমন : রক্তদান কর্মসূচীর ক্ষেত্রে।
আর যদি তা পরিমাণে অল্প হয় যা সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, তবে তার স্বাওম বাতিল হবে না। যেমন- পরীক্ষা করার জন্য, যে সামান্য রক্ত নেয়া হয় তা স্বাওম বিনষ্ট করে না।

দ্বিতীয়ত : অনিচ্ছাকৃত ভাবে রক্ত বের হওয়া, যেমন- কোন দুর্ঘটনা, নাকে রক্তক্ষরণ বা শরীরের কোন ক্ষতস্থান হতে রক্ত বের হলে, সে রক্ত বেশি হলেও সে ব্যক্তির স্বাওম শুদ্ধ হবে।

এটি শাইখ 'উসাইমীন এর ফাত্ওয়াহ এর সারাংশ।
দেখুন ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ (২/১৩২)

তবে কোনো ব্যক্তির অনিচ্ছায় বের হওয়া রক্ত যদি বেশি হয় যা স্বিয়াম পালন করতে দুর্বল করে দেয় তার জন্য ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ করা) হালাল (বৈধ) হবে। আর সে তার পরিবর্তে অন্যদিন, তার ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করে নিবে।

Islam Q & A

৪৫.স্বাওম পালনের জন্য চোয়ালের ব্রেস খুলে ফেলা ওয়াজিব নয়

ফাত্ওয়া নং - 37665

প্রশ্ন : স্বিয়াম পালনের সময় আমার চোয়ালের পরিবর্তন যোগ্য ব্রেস খুলে ফেলা কী ওয়াজিব? কারণ, যখন এটি মুখে থাকা অবস্থায় আমি কথা বলি তখন অনেক বেশি লালা নিঃসৃত হয় - যা আমি গিলে ফেলতে বাধ্য হই। দয়া করে আমাদের অবহিত করুন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

না, স্বিয়াম পালনের জন্য চোয়ালের পরিবর্তন যোগ্য ব্রেস খুলে ফেলা ওয়াজিব নয়। কারণ এ থেকে কিছু বের হয়ে পাকস্থলিতে পৌঁছে না। আর এর অতিরিক্ত লালা নিঃসৃত করা -একে (ব্রেসকে) স্বাওম ভঙ্গকারী বস্তুতে পরিণত করে না।

'আলিমগণ এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন যে, একজন স্বাওম পালনকারীর জন্য স্বাওম পালনরত অবস্থায় মুখে এক দিরহাম (মুদ্রা) স্থাপন করা জা'ইয (বৈধ)। আর

চোয়ালের ব্রেস স্থাপন, তাতে এক দিরহাম স্থাপনের তুলনায় অধিকতর বৈধ (জা'ইয)। কারণ চোয়ালের ব্রেস মানুষ, শুধু প্রয়োজনেই স্থাপন করে।

ইমাম আহমাদ – রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :

" যে স্বাওমরত অবস্থায় মুখের মধ্যে এক দিরহাম বা এক দিনার স্থাপন করে, এর স্বাদ গলায় না পেলে তাতে সমস্যা নেই। আর যার স্বাদ পাওয়া যায়, সে ব্যাপারটি আমি সমর্থন করি না "। সমাপ্ত
[আল-মুগনী (৪/৩৫৯)]

এরপর যদি থুথু গিলে ফেলে, তা বেশি হলেও স্বাওমের কোন ক্ষতি করে না।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

৪৬.স্বাওম পালনকারীর সাঁতার কাটা ও পানিতে ডুব দেয়ার হুক্ম

ফাত্ওয়া নং-39232

প্রশ্ন : একজন স্বাওম পালনকারীর সাঁতার কাটা ও পানিতে ডুব দেয়ার হুক্ম কি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"একজন স্বাওম পালনকারীর জন্য পানিতে ডুব দিতে বা সাঁতার কাটতে সমস্যা নেই, কারণ তা মুফাত্ত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ) এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মূলনীতিটি হল- কোন কিছু (দুনিয়াবী উপকারী বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে) হালাল, যতক্ষণ না তা মাকরূহ বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দালীল পাওয়া যায়।
আর তা হারাম বা মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন দালীল নেই। বরং 'আলিমগণের কেউ কেউ -অবচেতনভাবে গলায় পানি পৌঁছুতে পারে -এই ভয়ে তা মাকরূহ বলে গণ্য করেছেন। " সমাপ্ত

[ফাতাওয়া ইব্ন 'উসাইমীন (১৯/২৮৫)]

তিনি আরও বলেছেন :

"একজন স্বাওম পালনকারীর জন্য সাঁতার কাটতে কোন দোষ নেই, সে চাইলে সাঁতার কাটতে পারে, পানিতে ডুব দিতে পারে, তবে যাতে পানি পাকস্থলীতে না পৌঁছায় সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সচেষ্ট হবে।" সমাপ্ত

[ফাতাওয়া ইবন 'উসাইমীন (১৯/২৮৪)]

"ফাতাওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা'ইমাহ " (১০/২৮২) তে এসেছে,

"রামাদ্বানের দিনের বেলা সাঁতার কাটা জা'ইয (বৈধ), তবে যে সাঁতার কাটে তাকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে, যেন পানি পাকস্থলীতে না পৌঁছায়।" সমাপ্ত

Islam Q & A

<u>৪৭.মৌমাছি অথবা বিছার কামড় কি স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় গুলোর একটি?</u>

ফাত্ওয়া নং -67168

প্রশ্ন : আমি জানতে চাই মৌমাছি অথবা বিছার কামড় কি স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় গুলোর একটি ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আমরা 'আলিমগণের মধ্যে এমন কাউকে জানি না, যিনি বলেছেন মৌমাছি অথবা বিছার কামড় স্বাওম ভঙ্গকারীর বিষয় গুলোর একটি। মৌমাছি, বিছা (তাদের) বিষ কামড় দেওয়া ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করায়। এবং সে (স্বাওম পালনকারী) এ দুটির

কামড় থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করে। স্বিয়াম বিনষ্টকারী সবকিছুর ক্ষেত্রে, এটি শর্ত যে-স্বাওম পালনকারী ব্যক্তি তা 'ইচ্ছাকৃত' ভাবে করবে।

তবে যদি সে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত ভাবে করে থাকে তবে তার স্বাওম ভঙ্গ হবে না। যেমন- উড়ে এসে কোনো মাছি গলায় প্রবেশ করলে এবং তা গিলে ফেললে তাতে স্বাওম ভঙ্গ হবে না। বর্তমান 'আলিমগণের মাঝে এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, চামড়া ও পেশির ইঞ্জেকশন সমূহ স্বাওম ভঙ্গ করে না।
মূলনীতিটি হল, স্বাওম পালন শুদ্ধ হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তা বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দালীল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইঞ্জেকশন যা খাদ্য বা পানীয় নয় অথবা এ দুইয়ের অর্থেও পড়ে না এবং যা চিকিৎসার্থে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা স্বাওম ভঙ্গ করে না। সেক্ষেত্রে বিছা ('আক্বরাব) ও মৌমাছির কামড়ে স্বাওম ভঙ্গ হবে না, তা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

স্বাওম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে জানতে দেখুন **(38023)** নং প্রশ্নের উত্তর।

স্বিয়ামের উপর ঔষুধপত্র ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রভাব সম্পর্কে জানতে দেখুন **(2299)** নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

৪৮.রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা ভুলবশত পানাহার

ফাত্ওয়া নং -12589

প্রশ্ন : রামাদ্বান মাসে ভুলবশত পানাহারের হুক্ম কী?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

কোনো সমস্যা নেই, তার স্বিয়াম শুদ্ধ হয়েছে। এর দালীল আল্লাহ –সুবহানা ওয়া তা‘আলা-এর বাণী সূরাহ আল-বাক্বারাহ এর শেষে :

لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)

[٢ البقرة ٢٨٦]

“হে আমাদের রব্ব (সৃষ্টিকর্তা, মালিক্ব, রিযিক্বদাতা), আপনি আমাদের পাকড়াও করেন না, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]

রাসূলুল্লাহ - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – হতে এটি স্বাহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ -সুবহানা – বলেছেন :

“নিশ্চয়ই আমি তা করলাম (এই দু‘আ’ কবুল করলাম)।”

এবং আবূ (হুরায়রাহ) –রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ্- হতে বর্ণিত হয়েছে যে :
নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলছেন :

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، و. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه)

متفق عليه

“কেউ স্বাওম পালন করছে -এ কথা ভুলে গিয়ে, যদি কিছু খায় অথবা পান করে, তাহলে সে যেন তার স্বাওমকে পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।”

[আল-বুখারী (৬৬৬৯) ও মুসলিম (১১৫৫)]

একই ভাবে, যদি কেউ ভুলে গিয়ে (স্বাওম পালনরত অবস্থায়) সহবাস/ মিলন করে, তবে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে – 'আলিমগণের দুটি মতের সবচেয়ে সঠিকটি অনুসারে এই মহান আয়াত ও হাদীস শারীফের ভিত্তিতে। এর আরও দালীল নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর বাণী :

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)

خرجه الحاكم وصححه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٦٠٧٠

"যে রামাদ্বান মাসে ভুলে গিয়ে স্বাওম ভঙ্গ করল, তার উপর কোন কাদ্বা' (কাযা) ও কাফফারা আবশ্যক নয়।"

[এটি আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন ও স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন, আল-আলবানী একে স্বাহীহ ' আল-জামি'আ ' (৬০৭০)-তে একে হাসান বলে চিহ্নিত করেছেন।]

আর এই শব্দটি (ইফত্বার শব্দটি) সহবাস/মিলন ও অন্যান্য স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ মুফাত্বত্বিরাত এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদি তা স্বাওমপালনকারী ভুলবশত করে থাকেন। আর এটি হল আল্লাহর দয়া, তাঁর করুণা ও তাঁর ইহসানের বহিঃপ্রকাশ। তাই তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা ও শুক্‌র।

Islam Q & A

৪৯.অজ্ঞান হয়ে যাবার কারণে কি স্বাওম ভঙ্গ হবে ?

ফাত্‌ওয়া নং-9245

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি যদি স্বাওম পালনরত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যায়, তবে কি তার স্বাওম বাতিল হয়ে যাবে?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইমাম শাফি‘ঈ ও ইমাম আহমাদ, এই দুই ইমামের মত অনুসারে রামাদ্বানে বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুটো অবস্থা হতে পারে।

প্রথমত : এই হুঁশ হারানোর অবস্থা সারাদিন ধরে থাকবে অর্থাৎ সে ফাজ্‌রের আগে জ্ঞান হারায় ও সূর্যাস্তের পরে তা ফিরে পায়।

এক্ষেত্রে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে না এবং রামাদ্বানের পরে এই দিনে ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে।

তার স্বাওম শুদ্ধ না হওয়ার দালীল হল- স্বাওম বলতে বুঝায় নিয়্যাতের সাথে সমস্ত মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকা। এ ব্যাপারে ক্বুদসী হাদীসটিতে বর্ণিত স্বাওম পালন কারী সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)

رواه البخاري ١٨٩٤) ومسلم ١١٥١)

সে তার খাদ্য, পানীয় ও কামনা ত্যাগ করে আমার জন্য।”
[বর্ণনা করেছেন আল বুখারী (১৮৯৪) ও মুসলিম (১১৫১)]

এখানে ত্যাগ করা (খাদ্য, পানীয় ও কামনা কে) সম্পর্কিত করা হয়েছে একজন স্বাওম পালনকারীর সাথে আর বেহুঁশ হওয়া ব্যক্তির সাথে এই ত্যাগ সম্পর্কিত নয়।

তার ক্বাদ্বা’ কাযা) করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দালীল হল আল্লাহ-তা‘আলার বাণী :

فقول الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
[٢ البقرة ١٨٥] .

“আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

দ্বিতীয়ত : বেহুঁশ হওয়া ব্যক্তি দিনের কিছু অংশ-এক মুহূর্তের জন্য হলেও- জ্ঞান ফিরে পায়, এক্ষেত্রে তার স্বিয়াম শুদ্ধ হবে। তার জ্ঞান দিনের প্রথম, শেষ অথবা মধ্য ভাগে যে কোন সময়েই ফিরেই আসুক না কেন।

এই মাস’আলাহ তে ‘আলিমগণের মতভেদ উল্লেখ প্রসঙ্গে ইমাম আন আন-নাওয়াউয়ী-রাহিমাহুল্লাহ-বলেন :

“ *আর সবচেয়ে সঠিক মতটি হল- দিনের একটি অংশে জ্ঞান ফিরে পাওয়া শর্ত।*”
সমাপ্ত

অর্থাৎ বেহুঁশ হওয়া ব্যক্তির স্বাওম শুদ্ধ হওয়ার জন্য দিনের একটি অংশে জ্ঞান ফিরে পাওয়া শর্ত।
দিনের একটি অংশে জ্ঞান ফিরে পেলে তার স্বাওম শুদ্ধ হওয়ার দালীল হল, যে সে নীতিগতভাবে সমস্ত মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থেকেছে।

দেখুন ‘ আর-রাওদ্ব আল-মুরবিয়া‘ ’ এর হাশিয়াহ ইব্ন ক্বাসিম (৩/৩৮১)

এই উত্তরের সারমর্ম হল :

কোন ব্যক্তি যদি সারাদিন বেহুঁশ অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ফাজ্‌রের সূচনাকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, তবে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে না, তাকে ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে। আর যদি সে দিনের কোন অংশে জ্ঞান ফিরে পায় তবে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে। এটি ইমাম শাফি‘ঈ, ইমাম আহমাদ এর মত এবং শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ-এই মত নির্বাচন করেছেন।

দেখুন আল-মাজমূ‘ (৬/৩৪৬), আল মুঘনী (৪/৩৪৪), আশ-শারহ আল-মুমতি‘ (৬/৩৬৫)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় আট : স্বাওমের নিয়্যাত

৫০.স্বিয়ামের নিয়্যাত উচ্চারণ করা বিদ‘আত

ফাত্ওয়া নং- 37643

প্রশ্ন : আমরা ভারতে স্বিয়ামের জন্য এই বলে নিয়্যাত করি ‘‘ আল্লাহুম্মা ’আস্বুমু জা-দ্দান লাকা ফাগফিরলী মা ক্বদ্দামতু ওয়া মা আখ্খার্ত্ (তু) ” আমি এর অর্থ কি জানিনা । তবে এটিই কি সঠিক নিয়্যাত? যদি তা সঠিক হয়ে থাকে, তবে আশা করি আপনি আমাকে এর অর্থ জানাবেন অথবা ক্বুর’আন বা সুন্নাহ্ থেকে সঠিক নিয়্যাতটি জানাবেন।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রামাদ্বানের স্বাওম অথবা এছাড়া অন্য সকল ‘ইবাদাত নিয়্যাত ছাড়া সঠিক/শুদ্ধ হয়না। এর দালীল নাবী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . . . الخ الحديث)

. رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧)

“নিশ্চয়ই সমস্ত কাজ (এর ফলাফল) নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই নির্ধারিত, যা সে নিয়্যাত করে......”

[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১) ও মুসলিম (১৯০৭)]

[ফার্দ্ব (ফরজ) স্বাওমের জন্য] রাতের বেলা ফাজ্র শুরু হওয়ার আগে, নিয়্যাত করা শর্ত। এর দালীল নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ)

(رواه الترمذي ٧٣٠)

“যে ফাজ্‌রের আগে স্বিয়ামের নিয়্যাত করলো না, তার কোন স্বিয়াম নেই।”

[বর্ণনা করেছেন আত-তিরমিযী (৭৩০) ও শব্দচয়ন আন-নাসা’ঈ এর (২৩৩৪)]

ولفظ لنسائي ٢٣٣٤) : (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ)

(صححه الألباني في صحيح الترمذي ٥٨٣)

“ যে রাত থেকে স্বিয়ামের নিয়্যাত সম্পন্ন করলো না, তার কোন স্বিয়াম নেই।”

[আল-আলবানী একে ‘স্বাহীহ্ আত-তিরমিযী’ (৫৮৩) এ একে স্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন।]

এর অর্থ হল : যে [ফার্দ্ব (ফরজ) স্বাওমের জন্য] স্বিয়ামের নিয়্যাত করলো না এবং রাত থেকে তা করার ব্যাপারে কোন দৃঢ় সংকল্প নিল না -তার কোন স্বিয়াম নেই।

নিয়্যাত হল অন্তরের কাজ। তাই, একজন মুসলিম তার মন থেকে এই বলে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে যে, সে পরের দিন থেকে স্বাওম পালন করবে। তার জন্য তা (নিয়্যাত) মুখে উচ্চারণ করা -শারী‘আত সম্মত নয়। যেমন : এই কথা বলা ‘‘নাওয়াইতুস্বিয়ামা’’ অথবা ‘‘আস্বুমু জা-দ্দান লাকা......’’ অথবা এ ধরণের অন্য কিছু উচ্চারণ করা, যা মানুষ নতুন করে প্রচলন করেছে।

সঠিক নিয়্যাত হল, এই বলে তার মনে দৃঢ় সংকল্প করবে যে, সে পরের দিন থেকে স্বাওম পালন করবে।

এই কারণে শাইখুল ইসলাম -রাহিমাহুল্লাহ -‘আল ইখতিয়ারাত’ (পৃঃ ১৯১) এ বলেছেন :

“ *যদি কেউ মনে মনে এই কথা সংকল্প করে যে, পরের দিন থেকে স্বাওম পালন করবে, তবে তার নিয়্যাত করা হয়ে গেল।*” সমাপ্ত

আল-লাজনাহ আদ-দা’ইমাহ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

একজন ব্যক্তি কিভাবে রামাদ্বানের স্বিয়ামের নিয়্যাত করবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন :

“নিয়্যাত হবে, স্বিয়ামের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এবং রামাদ্বানের স্বিয়ামের নিয়্যাত, প্রতি রাতে করতে হবে।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দা’ইমাহ (১০/২৪৬)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৫১.কখন একজন ব্যক্তি স্বাওম পালনের নিয়্যাত করবে আর দিনের বেলায় রামাদ্বান শুরু হয়ে গেছে জানলে সে কী করবে?

ফাত্ওয়া নং - 26863

প্রশ্ন : রামাদ্বানে রোযা রাখার নিয়্যাত কী রাতে করা ওয়াজিব নাকি দিনে? আর কেউ যদি পূর্বাহ্নে এসে বলে যে আজকে রামাদ্বান, তাহলে তাকে তার ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রামাদ্বান মাসের স্বাওমের নিয়্যাত রাতে ফজরের আগে করাটা ওয়াজিব। আর ঐদিন নিয়্যাত ছাড়া দিনের বেলা স্বাওম রাখাটা শুদ্ধ হবে না। কেউ যদি পূর্বাহ্নে এসে জানতে পারে যে আজকে রামাদ্বান তাহলে সে রোযার নিয়্যাত করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে

বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে তাকে ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে, কারণ,ইবনু 'উমার, হাফস্বাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)

"যে ফাজ্‌রের আগে স্বিয়ামের নিয়্যাত বাঁধে না, তার কোন স্বিয়াম নেই।"

[এটি ইমাম আহমাদ , আস-সুনানের সংকলকগণ, ইবনু খুযাইমাহ এবং ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন;এবং শেষের দুজন এই হাদীসটিকে স্বাহীহ এবং মারফূ' বলে সাব্যস্ত করেছেন।]

এটি ফার্‌দ্ব (ফরজ) রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নাফল রোযার ক্ষেত্রে দিনের বেলায় নিয়্যাত করার অনুমতি আছে। যদি আপনি ফাজরের পরে খাওয়া বা পান করা বা যৌন মিলন থেকে বিরত থাকেন। কারণ, ''আ'ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

নাবী (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) একদিন তাঁর নিকট পূর্বাহ্নে এসে বললেন,

(هل عندكم شيء؟).

"তোমাদের কাছে কিছু (খাবার)আছে কি?"

তিনি [''আ'ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন)] বললেন, ''*না।*''

তিনি (রাসূলুল্লাহ-আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) বললেন :

(إني إذاً صائم) خرجه مسلم في صحيحه

"তাহলে আমি স্বাওম (রোযা) রাখলাম।"

[এটি মুসলিম তাঁর স্বাহীহ গ্রন্থে তে বর্ণনা করেছেন]

আর আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা। আর আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ, (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন)তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।

গবেষণা ও ফাত্‌ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা'ইমাহ (১০/২৪৪)

Islam Q & A

৫২.যদি স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করে তা থেকে আবার ফিরে যায়

ফাত্‌ওয়া নং -95766

প্রশ্ন : একজন মুসাফির স্বাওম পালনকারী ব্যক্তি যদি রামাদ্বান মাসে স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করে, এরপর খাওয়ার কিছু না পেয়ে, আবার স্বাওম বলবত রাখার সংকল্প করে মাগ্‌রিব পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থেকে স্বাওম সম্পূর্ণ করে, তবে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন স্বাওম পালনকারী ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে দ্বিধামুক্ত হয়ে স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করলে,তার স্বাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপর খাওয়ার কিছু না পেয়ে আবার নিয়্যাত বলবত রাখার চেষ্টা করলেও স্বাওম ভঙ্গ হবে এবং তাকে এই দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে -এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও তাদের অনুসারীদের মত।

এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম শাফি'ঈ ও তাদের অনুসারীগণ।

দেখুন : বাদা'ই'উস্ব স্বানা'ই' (২/৯২), হাশিয়াতুদ দাসূক্বী (১/৫২৮), আল-মাজ্‌মূ'(৬/৩১৩), কাশ্‌শাফুল ক্বিনা' (২/৩১৬)।

তার স্বাওম বাত্বিল হওয়ার মতটিই বেশি শক্তিশালী, যার কারণ অচিরেই উল্লেখ করা হবে। তবে, সে যদি স্বাওম ভঙ্গের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে দ্বিধামুক্ত হয়ে নিয়্যাত করে, এর পর খাবার কিছু না পেয়ে তার নিয়্যাত থেকে ফিরে আসে, তবে তার স্বাওম ভঙ্গ হবে এবং তাকে এই দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে।

আর যদি সে স্বাওম ভঙ্গের ব্যাপারে সন্দিহান থাকে অথবা কোন কিছুর সাথে একে সম্পৃক্ত করে যেমন- খাবার ও পানীয় পেলে স্বাওম ভঙ্গ করবে, এরপর (খাওয়ার) কিছু না পায়, তাহলে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে।

শাইখ ইবনু 'উসাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
একজন মুসাফির স্বাওম পালনকারী ব্যক্তি যদি রামাদ্বান মাসে স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করে, এরপর খাওয়ার কিছু না পেয়ে আবার স্বাওম বলবত রাখার সংকল্প করে মাগ্‌রিব পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থেকে স্বাওম সম্পূর্ণ করে, তবে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে কি?
তিনি উত্তরে বলেন :

"তার স্বাওম শুদ্ধ হয় নি, তার উপর (সেদিনের) ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করা ওয়াজিব (ফার্‌দ্ব/ফরজ)। কারণ, সে যখন স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করেছে, তখন তার স্বাওম ভঙ্গ হয়ে গেছে। তবে সে যদি বলে থাকে যে, 'যদি আমি পানি পাই তবে পান করব, আর না হলে স্বাওম পালন রত অবস্থায় থাকব', এরপর সে পানি পেল না - এক্ষেত্রে তার স্বাওম শুদ্ধ হবে। কারণ, সে তার নিয়্যাত ভঙ্গ করেনি বরং তার স্বাওম ভঙ্গ করা কোন কিছুর পাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, এরপর তা পাওয়া যায় নি, তাই সে তার প্রথম নিয়্যাতের উপরই বলবত থাকল।"

এরপর প্রশ্নকারী এই প্রশ্ন করল :
কেউ যদি বলে, 'আলিমগণের মাঝে তো কেউ বলেননি যে, নিয়্যাত (ভঙ্গ) হচ্ছে স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের একটি- এর প্রতি উত্তরে আমরা কি বলবো?

তিনি (শাইখ 'উসাইমীন) উত্তরে বলেন :

"যে একথা বলল, তাকে আমরা বলব যে- সে 'আলিমগনের বইপত্র -ফিক্বহ ও এর সংক্ষিপ্ত করা সংকলনসমূহের ব্যাপারে কিছুই জানে না। যেমন-' যাদুল মুসতাক্বনি' ' -তে উল্লেখ আছে 'যে স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করল, তার স্বাওম ভঙ্গ হয়ে গেল।'

তাই ভাইয়েরা, যারা সুদৃঢ় সুপরিচিত 'আলিম (রাসিখ) নন, এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমি আপনাদের সাবধান করছি। আমি আপনাদের সাবধান করছি তাদের ব্যাপারে যারা বলেন -এমন কথা (স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করলে স্বাওম ভঙ্গ হয়) বলেছে এমন কাউকে তারা চিনেন না বা এমনটি কেউ বলেনি; কারণ, তারা হয়ত এই দিক থেকে সত্যই বলেছেন এইজন্য যে-তারা 'আলিমগণের বইপত্র সম্পর্কে জানেন না, আর তা

পড়াশুনা করেও দেখেননি,সে সম্পর্কে কিছু জানেনও না। যদি ধরেও নেওয়া হয়, এধরনের কিছু নেই 'আলিমগণের বইপত্রে, তবে কি নাবী স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেন নি :

(النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات)

"নিশ্চয়ই সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়্যাত অনুযায়ী।"

[বুখারী : ১]

নিশ্চয়ই তিনি তা বলেছেন, যদি তিনি বলে থাকেন : "নিশ্চয়ই সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়্যাত অনুযায়ী।" আর, এই ব্যক্তি স্বাওম ভঙ্গের নিয়্যাত করে থাকে, তবে কি তার স্বাওম ভঙ্গ হবে না? হ্যাঁ, তার স্বাওম ভঙ্গ হবে।" সমাপ্ত

[লিক্বা'উল বাবিল মাফ্তূহ (২০/২৯)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৫৩.ক্বাদ্বা' (কাজা) এর নিয়্যাতে নাফল স্বিয়াম পালনের হুক্ম

ফাত্ওয়া নং- 11784

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলিমাহ সোম ও বৃহস্পতিবারের স্বিয়াম পালনে অভ্যস্থ হয়ে থাকে, তবে কি তাঁর জন্য সেই স্বিয়ামের দ্বারা রামাদ্বান মাসের ফাউত হওয়া (ছুটে হওয়া দিনগুলোর) ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় করার সুযোগ নেয়া জা'ইয (বৈধ) নাকি নিয়্যাত স্বতন্ত্র (আলাদা) হওয়া ওয়াজিব?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"রামাদ্বান মাসের ছুটে যাওয়া দিনগুলোর ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় করতে সোম ও বৃহস্পতিবারের স্বিয়াম পালনে কোন দোষ নেই এই শর্তে যে, সেই স্বিয়াম ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় করার নিয়্যাতে হতে হবে। হতে পারে, তিনি একসাথে দুটি সাওয়াব (প্রতিদান) পাবেন- ক্বাদ্বা'(কাজা) এর সাওয়াব ও নাফল স্বিয়াম এর সাওয়াব; আল্লাহর করুণা তো প্রশস্ত।

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, তিনি শুধু ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় করতে পারছেন, তবে ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় নাফল স্বিয়াম থেকে উত্তম, আর যদি তিনি নাফল স্বিয়ামের নিয়্যাত করে থাকেন এবং ক্বাদ্বা'(কাজা) এর নিয়্যাত না করে থাকেন, তবে এর দ্বারা ফারদ্ব (ফরজ) আদায় হবে না এবং তাঁকে রামাদ্বানে ভঙ্গ করা স্বাওমগুলোর ক্বাদ্বা'(কাজা) আলাদাভাবে আদায় করতে হবে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ আমাদের নাবী, তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বাহাবীগণের উপর সালাত (প্রশংসা) বর্ষণ করুন।" সমাপ্ত।

[কিতাব ফাত্ওয়া ইসলামিয়্যাহ (খন্ড-২,পৃঃ ১৪৯-১৫০), ফাত্ওয়া আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ (খন্ড-১০,পৃঃ ৩৮৩)]

Islam Q & A

৫৪.সার্জারি অপারেশন চলাকালে একজন ডাক্তার কী তার ইফত্বার দেরীতে করবেন ?

ফাত্ওয়া নং- 49716

প্রশ্ন : আমার আত্মীয় একজন ডাক্তার, তিনি প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন যে সার্জারি অপারেশন করা কালে তিনি কি তার ইফত্বার দেরীতে করতে পারবেন ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :
সুন্নাত হল সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ইফত্বার করে ফেলা।এ ব্যাপারে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- থেকে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার একটি হল আল-বুখারী (১৯৭৫) ও মুসলিম (১০৯৮) বর্ণনা করেছেন সাহ্ল ইবনু সা'দ হতে যে রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ، منها :

ما رواه البخاري ١٩٧٥) ومسلم ١٠٩٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﻗﺎلَ :

(لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)

''মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর আছে যতদিন তারা শীঘ্র ইফত্বার করবে।''

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী -রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :
'' এতে (এই হাদীসে) সূর্য অস্ত যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ইফত্বার করে ফেলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল এই উম্মাতের কার্যক্রম ততদিন পর্যন্ত সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন তারা এই সুন্নাহ পালনে নিয়মিত থাকবে। আর যদি তারা তা বিলম্বিত করে, তবে তা তাদের ফ্যাসাদে (বিশৃঙ্খলতায়) পতিত হবার চিহ্ন।'' সমাপ্ত

আল হাফিজ বলেছেন :

আল-মুহাল্লাব বলেছেন :

এর হিক্‌মাহ হল যাতে রাতের কিছু অংশ দিনে যোগ করে দিনকে দীর্ঘায়িত না করা হয়। আর এটি এজন্য যে, তা স্বাওম পালনকারীর জন্য অধিক সহানুভূতির পরিচায়ক ও তার 'ইবাদাত করার জন্য বেশি শক্তিদায়ক। এ ব্যাপারে 'আলিমগণ ইত্তিফাক্ব (একমত) পোষণ করেছেন যে, তা (শীঘ্র ইফত্বার) করতে হবে খালি চোখে দেখে সূর্য অস্ত যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে অথবা দুইজন 'আদল (যে ফাসিক্ব নয়- অর্থাৎ যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত অথবা সগীরা গুনাহে নিয়মিত ভাবে লিপ্ত নয় এমন) ব্যক্তির খবর দেয়ার মাধ্যমে; একইভাবে একজন 'আদল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তির খবর দেয়ার মাধ্যমেও নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে -বেশি শক্তিশালী মতটি অনুসারে।'' সমাপ্ত

আরেকটি হিক্বমাহ হল :

''আল্লাহ -'আযযা ওয়া জাল্ল- যা গ্রহণ করা হালাল করেছেন তার প্রতি ত্বরান্বিত হওয়া। আল্লাহ -সুবহানাহু ওয়া তা'আলা- মহানুভব। তাই মহানুভব আল্লাহ পছন্দ করেন যে, মানুষ তাঁর মহানুভবতা উপভোগ করুক, তাই তিনি পছন্দ করেন যে, তিনি যা হালাল করেছেন তা গ্রহণে তাঁর বান্দারা সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে শীঘ্রই ধাবিত হবে।''
সমাপ্ত

[আশ-শারহ আল-মুমতি' (৬/২৬৮)]

''এই হাদীসে শী'আহ (শিয়া) দের, তারকাসমূহ উদিত হওয়া পর্যন্ত ইফত্বার দেরী করার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।'' সমাপ্ত

-ইবনু দাক্বীক্ব আল-'ঈদ।

দ্বিতীয়ত :

একজন স্বাওম পালনকারীর ক্ষেত্রে সুন্নাত হল সতেজ খেজুর দ্বারা ইফত্বার করা, যদি তা না পায় তবে শুকনো খেজুর দ্বারা, যদি তা না পায় তবে পানি দ্বারা, যদি তা না পায় তবে যে খাবার অথবা পানীয় সহজলভ্য তা দ্বারা।

যদি স্বাওম পালনকারী ইফত্বার করার জন্য কিছুই না পায় তবে নিয়্যাতের দ্বারা ইফত্বার করবে অর্থাৎ সে ইফত্বার করার নিয়্যাত করবে। এর মাধ্যমে সে শীঘ্র ইফত্বার করল এবং সুন্নাতের উপর আমল করল।

শাইখ ইবনু 'উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন ' আশ-শারহ আল-মুমতি' ' তে : (৬/২৬৯)

'' যদি সে পানি বা অন্য পানীয় বা খাদ্য না পায় তবে সে তার মনে নিয়্যাত করার মাধ্যমে ইফত্বার করবে, এটিই যথেষ্ট।'' সমাপ্ত

এর ভিত্তিতে বলা যায় এই ডাক্তার সাহেব যদি ইফত্বার করার জন্য সতেজ খেজুর বা শুকনো খেজুর না পায় তবে পানি দ্বারা ইফত্বার করবে, তবে অপারেশনে ব্যস্ত থাকার কারণে তার পক্ষে যদি তাও সম্ভব না হয়,তবে নিয়্যাতের দ্বারা ইফত্বার করাই তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং এর দ্বারা সুন্নাতের উপর আমল করা হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা-ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় নয় : রামাদ্বানে নারী

৫৫.কীভাবে একজন নারী স্বালাত আদায়ের জন্য তার মাসিকের শেষ সময় নির্ধারণ করবে

ফাত্ওয়া নং - 5595

প্রশ্ন : **একজন নারী তার মাসিক শেষ হওয়ার পর কখন সালাত আদায় করবে, তা কীভাবে সময় নির্ধারণ করবে? একজন নারী তার মাসিকের শেষ সময় শেষ হয়েছে ভেবে স্বালাত আদায় করল,কিন্তু তারপর তার আবার রক্ত নির্গমন বা বাদামী রঙ এর স্রাব দেখা গেল,তখন তার কি করা ওয়াজিব?**

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

যখন কোন নারীর মাসিক হয় তখন তা থেকে তার পবিত্রতার চিহ্ন হল রক্ত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া তা কম বা বেশি সময়ের জন্য হোক না কেন। ফাক্বীহগণের অনেকের (ফিক্বহ বিশেষজ্ঞ) মতে, মাসিকের সর্বনিম্ন সময় এক দিন এক রাত এবং সর্বোচ্চ সময় ১৫ দিন।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ-রাহিমাহুল্লাহ'-র মতে, মাসিকের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়ের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। বরং যতক্ষণ তার মধ্যে মাসিকের (রক্তের) বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকবে তখনই সেটা হাইদ্ব (মাসিক) হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বলেছেন :

"হাইদ্ব (মাসিক),আল্লাহ এর সাথে ক্বুর'আন ও সুন্নাহ এ অনেক রকম আহকাম (বিধি বিধান, হুকম এর বহুবচন) সম্পৃক্ত করেছেন, আর এর কোন সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেন নি, দুই হাইদ্বের মাঝখানে পবিত্রতার সময়টিও নির্ধারণ করে দেন নি। কারণ,এতে করে মানুষের জন্য শরী'আতের বিধান পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে ... "

এরপর তিনি বলেছেন :

"আর 'উলামাগণের মাঝে অনেকে এর (মাসিকের)সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ করেছেন। এরপর সেই নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

আবার তাঁদের মধ্যে অনেকে সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ করলেও সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ করেননি। তবে এখানে তৃতীয় মতটি বেশি সঠিক, আর তা হল: এর (মাসিকের) সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়ের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই।"
[মাজমূ'উল ফাত্ওয়া (১৯/২৩৭)]

দ্বিতীয়ত :

এছাড়া আরও এক ধরণের রক্ত আছে যাকে ইসতিহাদ্বাহ বলে,যা হাইদ্বের রক্ত থেকে আলাদা। এর আহকাম হাইদ্বের আহকাম থেকে আলাদা। আর এই রক্তকে হাইদ্বের রক্ত থেকে নিচের কয়েকটি গুণাবলী দ্বারা পৃথক করা যায়:

রং -হাইদ্বের রক্ত কালচে আর ইসতিহাদ্বাহ'র রক্ত লাল।

ঘনত্ব -হাইদ্বের রক্ত ঘন, গাঢ় আর ইসতিহাদ্বাহ'র রক্ত পাতলা।

ঘ্রাণ -হাইদ্বের রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত আর ইসতিহাদ্বাহ'র রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত নয় কারণ এটি শিরার স্বাভাবিক রক্ত।

জমাটবদ্ধতা -হাইদ্বের রক্ত বের হওয়ার পর জমাট বাঁধে না কিন্তু ইসতিহাদ্বাহ'র রক্ত জমাট বাঁধে, কারণ তা শিরার রক্ত।

হাইদ্বের কারণে স্বালাত নিষিদ্ধ হয় আর ইসতিহাদ্বাহ'র কারণে স্বালাত নিষিদ্ধ হয় না বরং সে নারী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রতি সালাতের জন্য উদ্বূ'(ওযু) করবে যদি পরবর্তী ওয়াক্বতের স্বালাত পর্যন্ত রক্ত পড়া অব্যাহত থাকে, আর স্বালাত আদায়ের সময়ে যদি রক্ত পড়তে থাকে তবে তাতে কোন সমস্যা নেই।

মূলনীতিটি হল, নির্গত হওয়া রক্ত হাইদ্বের (মাসিকের) রক্ত যদি তা গোটা মাস জুড়ে অব্যাহত না থাকে - তবে তা শাইখুল ইসলামের মতানুসারে ইস্তিহাদ্বাহ-এর রক্ত অথবা হাইদ্বের (মাসিকের) সর্বোচ্চ সময়সীমা ১৫ দিনের বেশি অব্যাহত থাকলে অধিকাংশ 'আলিমগনের মতে তা ইস্তিহাদ্বা-এর রক্ত।

তৃতীয়ত :

একজন নারী তার পবিত্রতা দুটো চিহ্নের যে কোন একটির মাধ্যমে জানতে পারে।
(১) আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’ (শ্বেতস্রাব): আর তা হল একধরনের সাদা তরল পদার্থ যা জরায়ু থেকে বের হয়, এটি পবিত্রতার একটি চিহ্ন।
(২) পূর্ণ শুষ্কতা: যদি কোন নারীর এই আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’ (শ্বেতস্রাব)না আসে, সেক্ষেত্রে সে রক্ত বের হওয়ার স্থানে সাদা তুলো প্রবেশ করাবে, তা যদি পরিষ্কার অবস্থায় বের হয় তবে সে জানবে যে সে পবিত্র হয়ে গেছে, এরপর সে গোসল করে স্বালাত আদায় করবে।

আর যদি সে তুলো লাল,হলুদ ও খয়েরী রঙ এর বের হয় তাহলে সে স্বালাত আদায় করবে না।

আর মহিলা স্বাহাবীগণ, ‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) এর কাছে পাত্রে করে তুলো পাঠাতেন যাতে হলদে রঙ (এর স্রাব) থাকতো।

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً (كتاب الحيض : باب إقبال المحيض وإدباره) ومالك (١٣٠)

তিনি ‘আ’ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) বলতেন :
‘‘আপনারা আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’(শ্বেতস্রাব) না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।’’
[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী মু‘আল্লাক্ব হিসেবে,(কিতাব আল-হাইদ্ব,বাব ইক্ববাল আল-মাহীদ্ব ওয়া ইদবারিহ)ও মালিক (১৩০)]

তবে যদি এই হলদে বা খয়েরী রঙ এর স্রাব সে নারীর পবিত্রতার দিনগুলোতে (অর্থাৎ আল-কাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’ বা শ্বেতস্রাব বের হওয়ার পর) আসে,তা ধর্তব্য হবে না এবং সে নারী তার স্বালাত ত্যাগ করবে না,গোসলও করবে না [তবে তা পরিষ্কার করে উদ্বূ’ (ওযু) করবে]কারণ তা গোসল ওয়াজিব করে না আর তাতে জানাবাহ-ও হয় না।

এর দালীল হল উম্মু ‘আত্বিয়্যাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) থেকে বর্ণিত হাদীস :

لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود ٣٠٧) ، ورواه البخاري ٣٢٠) ولم يذكر " بعد الطهر. "

“আমরা পবিত্রতার পর হলদে বা খয়েরী স্রাবকে কোন কিছু হিসেবে (হাইদ্ব হিসেবে)গণ্য করতাম না।”
[এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাঊদ (৩০৭),আর বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৩২০) তবে *“পবিত্রতার পর”* কথাটি উল্লেখ করেন নি]

‘কুদ্‌রাহ’ বা খয়েরী স্রাব ময়লা পানির ন্যায়। ‘কোন কিছু হিসেবে (হাইদ্ব হিসেবে)গণ্য করতাম না’ অর্থাৎ হাইদ্ব হিসেবে গণ্য করতাম না তবে এতে উদ্বূ’ (ওজু) করা ওয়াজিব হয়। তবে যদি খয়েরী বা হলুদ স্রাব (শ্বেতস্রাব) হাইদ্বের সাথে বের হয় তবে তা হাইদ্বের মধ্যে বলে গণ্য হবে।

চতুর্থত :

যদি কোন নারী মনে করে যে সে পবিত্র হয়েছে এবং এরপর রক্ত ফিরে আসে এবং সেই রক্ত হাইদ্বের বৈশিষ্ট্য বহন করে তবে তা হাইদ্ব (মাসিক। যদি না গোটা মাস জুড়ে অব্যাহত থাকে।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ

৫৬.একজন নারী তার মাসিকের পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ নিয়ে স্বাওম পালন করেছে

ফাত্ওয়া নং -106452

প্রশ্ন : **একজন নারী তার মাসিকের শেষ সময় সন্দেহ নিয়ে স্বাওম পালন করেছিল। পরের দিন সকালে দেখল যে সে পবিত্র হয়েছে। যেদিন সে তার পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে রোযা রেখেছিল সে ব্যাপারে শারী'আততে বিধান কী?**

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"তার রোযাটি হয়নি এবং তাকে তার ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে,কারণ,মূলনীতিটি হচ্ছে তার মাসিক চলছিল,তার পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে রোযা শুরু করার অর্থ হল সন্দেহের সাথে 'ইবাদাত শুরু করা। আর নিশ্চিত হয়ে কোন 'ইবাদাত শুরু করা হল সেই 'ইবাদাত শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত, এই কারণেই তার রোযাটি হয়নি।"
উদ্ধৃতির সমাপ্তি।

ফাদ্বীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'উসাইমীন।
['মাজমূ' ফাত্ওয়া ইবন 'উসাইমীন',ফাত্ওয়া আস্ব-স্বিয়াম (১০৭,১০৮)]

Islam Q & A

৫৭.জনৈক নারী তার হাইদ্ব থেকে পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে স্বালাত আদায় ও স্বাওম পালন করেছে

ফাত্ওয়া নং -66062

প্রশ্ন : আমি রাতের সাহূর (সেহরী)এর সময় গোসল করেছি কারণ আমি জানি যে আমার মাসিক এই দিনে শেষ হবে,এরপর আমি সেহরী খেয়েছি,স্বাওম পালন করেছি ও স্বালাতও আদায় করেছি। কিন্তু আমার এরপর ফাজর থেকে মাগরিবের আযান পর্যন্ত সময়ে কোন কিছু বের হয়নি।এরপর আমি যখন স্বালাত আদায়ের জন্য গেলাম দেখতে পেলাম যে আমার মাসিক আসলেই শেষ হয়েছে, এক্ষেত্রে আমার স্বিয়াম ও স্বালাত কি সঠিক হয়েছে?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

একজন হা'ইদ্ব (ঋতুবতী)নারীর তা (হা'ইদ্ব বা মাসিক)শেষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার আগে হাইদ্ব থেকে গোসল করা,স্বালাত আদায় করা ও স্বিয়াম পালন করায় তাড়াহুড়ো করা জা'ইয (বৈধ) নয়।

আর একজন নারী তার হা'ইদ্ব (মাসিক) শেষ হওয়ার ব্যাপারটি জানতে পারে সাদা স্রাব বের হওয়ার মাধ্যমে যা তাদের (নারী সমাজে)পরিচিত আর তা হল আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা' (শ্বেতস্রাব)। আর নারীদের কেউ কেউ তার পবিত্রতা রক্তের পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জানতে পারে।

সুতরাং, একজন নারীর উচিত পবিত্রতার ব্যাপারে (পুরোপুরি) নিশ্চিত না হয়ে গোসল করবে না করা।

ইমাম আল-বুখারী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন)বলেছেন :

قال الإمام البخاري رحمه الله :

بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ . انتهى .

-বাব ইক্ববাল আল-মাহীদ্ব ওয়া ইদবারিহ-

''আর মহিলা স্বাহাবীগণ ''আ'ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন)-এর কাছে পাত্রে করে তুলো পাঠাতেন যাতে হলদে রঙ থাকতো।
তিনি ''আ'ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন)বলতেন :

“আপনারা আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’(শ্বেতস্রাব) না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।’
তিনি এর দ্বারা হাইদ্ব থেকে পবিত্র হওয়া বোঝাতেন। যায়িদ ইবনু সাবিতের কন্যার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে নারীরা গভীর রাতে আলোকবাতির সাহায্যে পবিত্রতা এসেছে কিনা তা দেখতেন। তিনি ‘নারীরা এরূপ করত না’ বলে তাঁদের বিরোধিতা করেন।” সমাপ্ত

আল-হাফিজ ইবনু হাজার –রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :

“ ‘আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, হাইদ্বের শুরু বোঝা যায় তা হওয়ার সময় রক্ত পড়ার মাধ্যমে,এবং তারা তা শেষ হওয়ার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।
কেউ বলেছেন, তা জানা যায় শুষ্কতার মাধ্যমে আর তা হল সেখানে কোন কিছু প্রবেশ করালে তা যদি শুষ্ক অবস্থায় বের হয়।
আবার কেউ বলেন তা জানা যাবে আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’(শ্বেতস্রাব) এর মাধ্যমে। আর এই মতটি লেখক- অর্থাৎ ইমাম আল-বুখারী প্রাধান্য দিয়েছেন।”

আর এতে আছে, যে আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’(শ্বেতস্রাব)হাইদ্ব শেষ হওয়ার চিহ্ন। আর এ দ্বারা পবিত্রতা শুরু হয়েছে তা বোঝা যায়। আর তিনি তাঁদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন যাদের মতে এটি (পবিত্রতা)শুষ্কতার মাধ্যমে বোঝা যায় কারণ,হাইদ্বের মাঝেও (ভেতরে প্রবেশ করানো)তুলো শুষ্ক অবস্থায় বের হতে পারে,সে ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে হাইদ্ব শেষ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না,যার বিপরীত হচ্ছে ক্বাস্বস্বা আর তা এক ধরণের সাদা তরল যা হাইদ্বের শেষে জরায়ু বের করে দেয়।

ইমাম মালিক বলেছেন :

“আমি নারীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি, এটি তাদের মধ্যে পরিচিত একটি ব্যাপার যা তারা পবিত্রতার সময় দেখা যায়।” সমাপ্ত
[ফাত্হ আল-বারী,(১/৪২০)]

শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ তা‘আলা-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল হা’ইদ্ব (ঋতুবতী নারী) যদি ফাজ্‌রের আগে পবিত্র হয় ও পরে গোসল করে তবে তার হুক্‌ম কি?

তিনি এর উত্তরে বলেন :

“তার স্বাওম সঠিক হয়েছে যদি সে ফাজ্‌র উদিত হওয়ার (অর্থাৎ ফাজরের সময় শুরু হওয়ার) আগে পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। মূলনীতিটি হল,একজন নারীকে সে -যে পবিত্র হয়েছে- এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে কারণ, নারীদের কেউ কেউ মনে করে যে সে পবিত্র হয়েছে, কিন্তু আসলে সে পবিত্র হয় নি। এ কারণে মহিলা স্বাহাবীগণ ‘আ’ইশাহ (আয়শা) -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাছে তুলো নিয়ে আসতেন এবং পবিত্রতার চিহ্ন এসেছে কিনা তা জানতে তাঁকে তা দেখাতেন, তিনি (‘আ’ইশাহ্/ আয়শা-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা-) তাঁদেরকে বলতেন :

“আপনারা আল-ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’(শ্বেতস্রাব) না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।”

তাই একজন নারীর উচিত ধীরস্থির ভাবে নিশ্চিত হওয়া যে সে পবিত্র হয়েছে কি না। সে পবিত্র হলে স্বাওম পালনের নিয়্যাত করবে যদিও বা সে ফাজর উদিত হওয়ার (অর্থাৎ ফাজরের সময় শুরু হওয়া) পরে গোসল করে , তবে তার উচিত স্বালাতের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং সময় মত ফাজরের স্বালাত পড়ার জন্য তাড়াতাড়ি গোসল করে নেওয়া…”

[মাজমূ ‘ফাত্‌ওয়া আশ-শাইখ ইবন ‘উসাইমীন (১৭/প্রশ্ন নং-৫৩)]

আর প্রশ্নকারিণী এমন সময়ে গোসল করেছেন যখন তিনি হাইদ্ব শেষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন নি,আর তিনি হাইদ্ব থেকে তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে দেরীতে জানতে পেরেছেন আর তা ছিল যা তার বক্তব্য অনুসারে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে।

সে কারণে প্রশ্নকারিণী যা করেছেন তা সঠিক হয় নি এবং তার সে দিনের স্বাওম শুদ্ধ হয় নি। তাই তাকে সেই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাযা)আদায় করতে হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর (প্রশ্নকারিনীর জন্য) উপকারী জ্ঞান ও ভালো কাজের তাওফীক্ব চাই।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

৫৮.দুধদানকারী মা ও গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে স্বিয়ামের হুক্‌ম

ফাত্‌ওয়া নং- 50005

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমার দশ মাস বয়সের ছেলেকে দুধ পান করায়,তার জন্য কি রামাদ্বান মাসের স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয ?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

দুধদানকারী মা ও তার ন্যায় গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে দু'টো অবস্থা হতে পারে :

প্রথমত :

একটি অবস্থা হল যে, তিনি এই স্বিয়ামের দ্বারা প্রভাবিত হন না। এই স্বিয়ামের কারণে তার কষ্ট হয় না এবং এর কারণে তার সন্তানের ও ক্ষতির আশংকা নেই;তাহলে এ ক্ষেত্রে তার জন্য স্বিয়াম পালন করা আবশ্যক (ফারদ্ব) এবং তার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয নয়।

দ্বিতীয়ত :

আর একটি অবস্থা হল এই যে, তিনি তার নিজের ব্যাপারে অথবা তার সন্তানের ব্যাপারে স্বিয়াম দ্বারা ক্ষতির আশংকা করেন এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়;এক্ষেত্রে তিনি স্বাওম ভঙ্গ করতে পারেন এবং তাকে স্বাওম ভঙ্গ করা দিনগুলোর ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে ।

এক্ষেত্রে তার জন্য বেশি ভাল হল স্বাওম ভঙ্গ করা এবং তার জন্য স্বিয়াম পালন করা মাকরূহ । এমনকি অনেক 'আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে,যদি সেই মা তার সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করেন, তার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা ওয়াজিব এবং স্বাওম পালন করা হারাম ।

‘আল মারদাওয়ী ‘আল ইনস্বাফ’ (৭/৩৮২) এ বলেছেন :

“এ অবস্থায় তার জন্য স্বাওম রাখা মাকরূহ ...... ইবনু ‘আকিল বলেছেন : ‘যদি গর্ভবতী মা তার গর্ভের সন্তানের ব্যাপারে বা দুধদানকারী মা, দুধপান করানো অবস্থায় তার সন্তানের ব্যাপারে আশংকা করেন তবে তার জন্য স্বাওম পালন করা হালাল নয় । আর যদি আশংকা না করেন তবে স্বাওম ভঙ্গ করা হালাল নয়।’ সমাপ্ত ও সংক্ষেপিত

শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন -রাহিমাহুল্লাহ তা‘আলা-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ‘ফাত্ওয়াস্ব স্বিয়াম’ (পৃঃ ১৬১) এ :

যদি কোন সুস্থ - সবল ও কর্মঠ গর্ভবতী বা দুধদানকারী মা বিনা ‘উযরে (অজুহাতে) স্বাওম ভঙ্গ করে অথচ সে স্বিয়ামের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না তবে তার ব্যাপারে হুক্ম কি ?

তিনি উত্তরে বলেন :

‘কোন ‘উযর (অজুহাত) ছাড়া কোন গর্ভবতী বা দুধদানকারী মায়ের জন্য রামাদ্বান মাসের দিনের বেলা স্বাওম ভঙ্গ করা হালাল নয়। যদি কোন ‘উযর (অজুহাত) বশত তারা (গর্ভবতী ও দুধ দানকারী মা) স্বাওম ভঙ্গ করে তবে তাদের উপর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করা ওয়াজিব ।’

কারণ আল্লাহ-তা‘আলা অসুস্থদের ব্যাপারে বলেছেন :

لقول الله تعالى في المريض : (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

“আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”

[২ আল বাক্বারাহ : ১৮৫]

এবং তাদের ব্যাপারে স্বিয়ামের হুক্ম অসুস্থদের মত ।

যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে আশংকা করেন তবে কিছু ‘আলিমগণের মতে,তাদের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করার সাথে সাথে প্রতিদিনের বদলে মিসকীন খাওয়াতে হবে। এই খাদ্য হতে পারে গম বা চাল বা খেজুর বা মানুষের খাওয়ার উপযোগী যে কোন খাবার। আবার অনেক ‘আলিমগণ এ মত পোষণ করেছেন যে, সব অবস্থায় (নিজের উপর ও সন্তানের ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা হলে) তাদের উপর শুধু ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করা ওয়াজিব,কারণ মিসকীন খাওয়ানোর ব্যাপারে ক্বুর‘আন ও সুন্নাহতে কোন দালীল নেই । আর মূলনীতিটি হল ইবাদতের ক্ষেত্রে দায়িত্বমুক্ত থাকা যতক্ষণ না তা করা (তাকলীফ/দায়িত্ব) দালীল দ্বারা প্রমাণিত হয় । এটি ইমাম আবূ হানীফাহ –রাহিমাহুল্লাহ- এর মত,এবং এটি শক্তিশালী । সমাপ্ত

শাইখ ইবনু ‘উসাইমিন -রাহিমাহুল্লাহ তা‘আলা - কে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল :

গর্ভবতী নারী যদি তার নিজের ব্যাপারে বা তার সন্তানের ব্যাপারে আশংকা করে স্বাওম ভঙ্গ করে তবে তার ব্যাপারে হুক্ম কি ?

তিনি উত্তরে বলেন :

আমাদের উত্তর হল : “গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে দু’টো অবস্থা হতে পারে ।

প্রথম অবস্থা : এক্ষেত্রে গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও সুস্থ - সবল থাকা যার স্বাওমের কারণে কষ্ট হয় না এবং তার ভ্রুণের উপর কোন প্রভাব পড়ে না এ ধরণের নারীর উপর স্বাওম পালন করা ওয়াজিব এবং স্বিয়াম ভঙ্গ করার কোন যৌক্তিক ‘উযর (অজুহাত) নেই ।

দ্বিতীয় অবস্থা : যদি গর্ভবতী নারী স্বিয়াম পালনের কষ্ট সহ্য করতে না পারে - তার গর্ভের সন্তানের ভারের জন্য অথবা তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে ইত্যাদি অবস্থায় সে স্বিয়াম ভঙ্গ করবে; বিশেষ করে যদি তার ভ্রুণের জন্য ক্ষতিকারক হয়, হতে পারে তার জন্য সে অবস্থায় স্বাওম ভঙ্গ করা ওয়াজিবও হয়ে যেতে পারে ।

আর যদি সে স্বাওম ভঙ্গ করে তবে ‘উযর (অজুহাত) চলে যাওয়ার পর যারা ‘উযর

(অজুহাত) বশত স্বিয়াম ভঙ্গ করে তাদের মতই তার উপর সেই স্বাওমের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করা ওয়াজিব ।

আর যদি কোন মা সন্তান প্রসব করে থাকেন তবে নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার উপর সেই স্বাওমের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করা ওয়াজিব।

তবে কখনও কখনও গর্ভধারণের 'উযর (অজুহাত) শেষ হওয়ার পর, আর একটি 'উযর (অজুহাত) চলে আসে আর তা হল দুধ পান করানোর 'উযর (অজুহাত)। কখনও কখনও দুধ দানকারী মায়ের খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন হতে পারে - বিশেষ করে গ্রীষ্মের লম্বা দিনগুলোতে প্রচণ্ড গরমে। তার সন্তানকে তার দুধ থেকে পুষ্টি দেওয়ার জন্য তার স্বাওম ভঙ্গ করার প্রয়োজন হতে পারে। এ অবস্থার ক্ষেত্রেও আমরা তাকে বলব যে,আপনি স্বাওম ভঙ্গ করুন, এরপর আপনার 'উযর (অজুহাত) চলে যাওয়ার পর আপনি অবশ্যই ছুটে যাওয়া (ফাওত হওয়া) স্বাওমের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবেন।" সমাপ্ত

শাইখ ইবনু বায মাজমূ'উল ফাতাওয়া (১৫/২২৪) এ বলেছেন ,

" গর্ভবতী ও দুধ দানকারী মাদের ক্ষেত্রে, আহমাদ থেকে আনাস ইবনু মালিক আল কা'বি এর হাদীস ও সুনান এর সংকলকগণ হতে স্বাহীহ ইসনাদ সূত্রে নাবী (স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি তাদের স্বাওম ভঙ্গ করার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন এবং তাদেরকে মুসাফিরের মত বিবেচনা করেছেন । সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে,তারা মুসাফিরের মতই স্বিয়াম ভঙ্গ করবে এবং ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবে । 'আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয নয়, যদি না স্বাওম পালন করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অথবা তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা করেন ।

আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন । " সমাপ্ত

আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ (১০/২২৬) নম্বর ফাত্ওয়াতে এসেছে :

“গর্ভবতীর ক্ষেত্রে স্বাওম পালন করা ওয়াজিব, যদি এই স্বাওমের দ্বারা তিনি তার নিজের ব্যাপারে বা তার সন্তানের ব্যাপারে আশংকা না করেন,আশংকা করলে তাকে স্বাওম ভঙ্গ করার ছাড় দেওয়া হবে এবং সে প্রসব করা এবং নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর তা ক্বাদ্বা’ (কাযা) করবে। ”

সমাপ্ত

Islam Q & A

৫৯.জনৈক মহিলার প্রতি মাসে দুইবার করে মাসিক হয়, সে কি স্বালাত ও স্বিয়াম ত্যাগ করবে?

ফাত্ওয়া নং -49671

প্রশ্ন : আমি এক ধরনের রোগে ভুগছি, একই মাসে আমার মাসিক দুইবার করে আসে এবং ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এক্ষেত্রে আমি কীভাবে রামাদ্বান মাসে স্বাওম পালন করব? আর কীভাবে স্বালাত আদায় করব?

উত্তর :
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

কোনো হুক্‌ম, উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির দিক থেকে এর কারণের (‘ইল্লাহ্) সাথে সম্পৃক্ত। তাই যদি বৈশিষ্ট্য ও বর্ণ দ্বারা পরিচিত হা’ইদ্বের (হায়েজের)রক্ত দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে একজন নারীর উপর স্বালাত-স্বিয়াম ও স্বামীর সাথে শারীরিক মিলন হারাম হওয়া সংক্রান্ত আহকাম (হুক্ম এর বহুবচন) ইত্যাদি বর্তায়,তা প্রতিমাসে একাধিক বার পুনরাবৃত্ত হলেও, প্রতি মাসের স্বাভাবিক সংখ্যক দিনগুলো থেকে বেশি সময় স্থায়ী হলেও (হাইদ্বের/হায়েজের হুক্‌ম আহ্‌কাম প্রযোজ্য হবে)।

শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন –রাহিমাহুল্লাহ- কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

একজন মহিলার মাসিক এলে তা থেকে পবিত্র হল ও গোসল করল। এরপর ৯ দিন স্বালাত আদায় করার পর আবার তার রক্ত দেখা গেল এবং সে ৩ দিন অপেক্ষা করল, স্বালাত আদায় করল না। এরপর পবিত্র হয়ে সে ১১ দিন স্বালাত আদায় করল। এরপর তার স্বাভাবিক মাসিক এল। তাহলে সে যে ৩ দিন স্বালাত আদায় করে নি তা কি পুনরায় ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করবে নাকি তা হা’ইদ্ব (হায়েজ) হিসেবে ধরবে?

তিনি এর উত্তরে বলেন :

“ হাইদ্বের (হায়েজের) রক্ত দেখা গেলেই তা হাইদ্ব (হায়েজ) হিসাবে গণনা করা হবে - আগের হা’ইদ্ব (হায়েজ) থেকে তা দেরীতে হোক বা তাড়াতাড়িই হোক। তার হাইদ্ব হলে সে পবিত্র হবে, এর ৫ দিন, ৬ দিন বা ১০ দিন পর দ্বিতীয় বার আবার মাসিক হলে সে অপেক্ষা করবে, স্বালাত আদায় করবে না কারণ- তা হাইদ্ব, এভাবে সবসময়। পবিত্র হওয়ার পর হাইদ্বের (হায়েজের) রক্ত (বৈশিষ্ট্য ও বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত) আসলে তার জন্য অপেক্ষা করা ওয়াজিব (অর্থাৎ ফার্দ্ব/ফরজ)। তবে এই রক্ত সবসময় স্থায়ী হলে বা অল্প কিছু ছাড়া একদম বন্ধ না হলে, তা হবে ইস্তিহাদ্বাহ -সেক্ষেত্রে সে শুধু তার মাসিকের সময়টুকুতে অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ স্বালাত, স্বাওম ও শারীরিক মিলন থেকে বিরত থাকবে)।

[মাজ্মূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইব্ন ‘উসাইমীন (১১/প্রশ্ন নং ২৩০)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৬০.তিনি গর্ভপাত জনিত রক্তকে নিফাসের রক্ত ভেবে স্বাওম ভঙ্গ করেছিলেন

ফাত্ওয়া নং -81169

প্রশ্ন : রামাদ্বানের একদিনে আমি গর্ভপাত করাতে একদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম যে, ভ্রূণের বয়স তিন মাস ও সম্পন্ন হয়নি। এজন্য আমি কিছু ঔষধ সেবন করেছিলাম। গর্ভপাতের পর কিছু খাবার খেয়ে ফেলি, এই ভেবে যে, আমার জন্য খাদ্য গ্রহণ করা জা'ইয (বৈধ)। তবে বাড়ীতে ফেরার পর ইন্টারনেটে খোঁজ করে জানতে পারলাম, যে আমার জন্য স্বাওম পালন ও স্বালাত আদায় উভয়ই ওয়াজিব কারণ, সেটি 'ফাসাদ জনিত রক্ত', এরপর রামাদ্বান শেষে আমি সেই দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করি। আমি যা করেছি, তা কি যথেষ্ট নাকি আমার উপর আরও কিছু করা ওয়াজিব?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত করার হুক্ম এর বিবরণ জানতে দেখুন (**৪২৩২১**) নং প্রশ্নের উত্তরে।

একইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্রূণ গর্ভপাত হওয়ার ফলে, যে হুক্ম সমূহ বর্তায় তা বিস্তারিতভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে (**১২৪৭৫**) নং প্রশ্নের উত্তরে।

দ্বিতীয়ত :

কোন মহিলা যদি তার গর্ভপাত ঘটায় এবং তাতে (সেই ভ্রূণে) মাথা হাত পা সহ মানুষের আকৃতি বোঝা না যায়, তবে এর ফলে নির্গত রক্ত 'ফাসাদ জনিত রক্ত' যা স্বালাত ও স্বাওম পালনে বাধা দেয় না।

আর যদি তাতে মানুষের আকৃতি বোঝা যায়, তবে তা 'নিফাসের রক্ত' আর, যে

সর্বনিম্ন সময় মানুষের আকৃতি প্রতীয়মান হয় -তা হল ৮০ দিন। যার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে (**৩৭৭৮৪**) নং প্রশ্নের উত্তরে।

তৃতীয়ত :

আর আপনি যদি এই ভেবে স্বাওম ভঙ্গ করেন যে নির্গত রক্ত 'নিফাসের রক্ত' এরপর প্রতীয়মান হল যে, তা 'ফাসাদ জনিত রক্ত'। আর আপনি যদি (ছুটে যাওয়া) স্বাওম ও স্বালাতের কাদ্বা' (কাযা) আদায় করে থাকেন তবে আপনার উপর আর কিছু করা আবশ্যক নয়। আর আপনি যদি সেই (ছুটে যাওয়া) স্বালাতের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় না করে থাকেন তবে শীঘ্রই তার ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করুন।

আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে তাওফীক্ব দান করুন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

৬১.রামাদ্বানে দিনের বেলা হাইদ্বের (হায়েজের) কারণে যার স্বাওম ভঙ্গ হয়েছে সে কি খেতে পারবে?

ফাত্ওয়া নং – 65670

প্রশ্ন : এটি জানা বিষয় যে, একজন মহিলার মাসিক হলে সে স্বাওম পালন করবে না। তার জন্য কি রামাদ্বানে দিনের বেলা খাওয়া জা'ইয? এক্ষেত্রে কি কোনো বিধি নিষেধ আছে?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হা’ইদ্ব (ঋতুবতী নারী) ও নুফাসা‘ (যার নিফাস হয়েছে) -নারী (রামাদ্বানে) দিনের মাঝে পবিত্র হলে- তারা সফর থেকে আগত মুসাফির ব্যক্তির মতই স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফত্বির) হিসাবে গণ্য হবে,যেমনটি অসুস্থতার কারণে স্বাওম ভঙ্গকারী রোগী (রামাদ্বানে) দিনের বেলায় সুস্থ হয়ে গেলে, স্বাওম ভঙ্গকারী (মুফত্বির) হিসেবে গণ্য হয়। তারা দিনের বাকি অংশ স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থেকে উপকৃত হয় না, কারণ তারা তো ‘উয্‌র (কারণ) বশত স্বাওম ভঙ্গ করেছে। আর তাদের বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া প্রমাণ করতে শারী‘আত হতে দালীলের প্রয়োজন।

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন -রাহিমাহুল্লাহু তা‘আলা -কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
রামাদ্বান মাসে দিনের মাঝে হা’ইদ্ব (ঋতুবতী নারী) ও নুফাসা’ (যার নিফাস হয়েছে) পবিত্র হলে কি তাদের উপর স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব?

তিনি উত্তরে বলেন :

“রামাদ্বান মাসে দিনের মাঝে হা’ইদ্ব (হায়েজ) ও নুসাফা‘ (যার নিফাস হয়েছে) পবিত্র হলে, তাদের উপর স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়, সে খেতে, পান করতে পারে। কারণ পানাহার থেকে বিরত থাকা -তার কোন উপকারে আসবে না, কারণ তার জন্য এই দিনের ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করা ওয়াজিব (ফার্‌দ্ব/ফরজ)। এটি ইমাম মালিক, ইমাম শাফি‘ঈ ও ইমাম আহমাদের দুই রিওয়াইয়াতের একটি অনুসারে। ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌‘উদ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু -থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন :

وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد . وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :

(من أكل أول النهار فليأكل آخره)

“যে দিনের প্রথম ভাগে খেল, সে যেন দিনের শেষ ভাগেও খায়।”
অর্থাৎ, যার জন্য দিনের প্রথম ভাগে স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ), তার জন্য দিনের শেষ ভাগেও বৈধ।” সমাপ্ত

[মাজ্মূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইব্‌ন ‘উসাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৫৯)]

আর এর মূলনীতি হল :

রামাদ্বানে যাদের জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ), যেমন -অসুস্থ,মুসাফির,হাইদ্ব (হায়েজ) এদেরকে ‘আলিমগণের অনেকে প্রকাশ্যে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন যাতে যারা জানে না যে, তারা মা‘যূর, তারা যেন দ্বীনের ব্যাপারেও তাদেরকে গাফিলতির অপবাদ না দেয়।

আর (‘আলিমগণের) অনেকে উল্লেখ করেছেন যে - যদি তার ‘উয্‌র (অযুহাত) প্রকাশ্য হয়, তবে প্রকাশ্যে পানাহারে কোন দোষ নেই আর যদি ‘উয্‌র (অযুহাত) গোপনীয় হয়, তবে গোপনে পানাহার করবে।

এই দ্বিতীয় মতটি বেশি সঠিক।

আল-মার্‌দাউয়ী ‘আল-’ইনস্বাফ’ (৭/৩৪৮) -এ বলেছেন :

“আল-ক্বাদ্বী বলেছেন : ‘উয্‌র (অযুহাত) থাকলেও রামাদ্বানে প্রকাশ্যে পানাহার কারীর প্রতিবাদ করা হবে। তিনি ‘আল-ফুরূ‘ -এ বলেছেন : ‘সঠিক মতটি হল (যাদের ‘উয্‌র (অযুহাত) আছে তাদের প্রকাশ্যে পানাহার) একেবারেই নিষিদ্ধ।’ ইবন ‘আক্বীল কে বলা হয়েছিল : ‘মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি ও হা’ইদ্ব (হায়েজ) -দের প্রকাশ্যে পানাহারে নিষেধ করা কি ওয়াজিব, যাতে তাদের অপবাদ দেয়া না হয়? তিনি বলেন : ‘যদি ‘উয্‌রসমূহ গোপনীয় হয়, তবে (পানাহার) নিষেধ করতে হবে, যেমন -এমন রোগী যার বাহ্যিক (অসুস্থতার) চিহ্ন নেই এবং এমন মুসাফির যার মাঝে (সফরের) আলামত (চিহ্ন) নেই।” সমাপ্ত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৬২.তার সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত জানাবাহ (সহবাস,সপ্নদোষ ইত্যাদি) হতে গোসল করতে মনে ছিল না

ফাত্ওয়া নং -43307

প্রশ্ন : ইসলামে সেই নারীর ক্ষেত্রে হুক্ম কী যে রামাদ্বান মাসে কোনো একদিন জানাবাহ (সহবাস) থেকে পবিত্র হতে ভুলে গিয়েছে? এখানে উল্লেখ্য যে, মিলন ফাজ্রের আযানের পূর্বেই হয়েছিল তবে মাগ্‌রিব হওয়ার আগ পর্যন্ত তার গোসল করতে মনে ছিল না।

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যদি কোনো স্বাওম পালনকারী ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) অথবা সহবাসের কারণে জুনুব (অপবিত্র) হয় ফাজ্রের আযানের পূর্বে, তবে তার উপর কোনো দায়িত্ব বর্তায় না। এর দালীল নাবী –স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর বাণী :

النبي - صلى الله عليه وسلم – : (كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم – أي احتلام – فيغتسل ويصوم)

رواه البخاري (١٩٢٦) ومسلم (١١٠٩) من حديث عائشة - رضي الله عنها –] .

“ তিনি রামাদ্বানে স্বপ্নদোষ ব্যতীত অপর কারণে জুনুব (অপবিত্র) অবস্থায় ফাজ্রের ওয়াক্তে উপনীত হলে গোসল করতেন এবং স্বাওম পালন করতেন”।
[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯২৬) ও মুসলিম (১১০৯) ‘আ’ইশাহ (আয়িশা) - রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- হতে]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, সেইদিনে আপনার স্বাওম শুদ্ধ হয়েছে। তবে আপনার উপর ওয়াজিব ছিল শীঘ্রই গোসল করে নেয়া। কারণ আপনার স্বালাত আদায় করা ফার্দ্ব (ফরজ) এবং আপনাকে সময়মত অবশ্যই স্বালাত আদায় করতে হবে, যা বিলম্বিত করা কোনো মতেই জা’ইয নয়।

ইসলামে স্বালাতের মর্যাদা সুমহান। এটি স্বিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ও অন্য সকল ইবাদাত সমূহ থেকে শ্রেষ্ঠ ও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই একজন মুসলিমের উচিত, এই স্বালাতকে এর মর্যাদা অনুযায়ী গুরুত্ব দেওয়া।

স্বালাত আদায়ে অলস ব্যক্তি ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, ‘আলিমগণের অনেকে এক ওয়াক্তের সময় চলে যাওয়া পর্যন্ত, কোন ‘উযর (শারী‘আত অনুমোদিত কারণ) ছাড়া স্বালাত (ফার্দ্ব/ফরজ) ত্যাগকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ ব্যাপারে সতর্ক করে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

وورد في الترهيب من ترك الصلاة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

(رواه البخاري ٥٥٣)

“ যে আস্বরের স্বালাত ত্যাগ করল, তার আমল বাতিল হয়ে গেল ”
[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৫৫৩)]

এর ব্যাখ্যা জানতে দেখুন **(49698)** নং প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্নকর্ত্রীর উচিত, স্বালাত ত্যাগ করা ও সময়মত আদায়ে অবহেলা করার জন্য, আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা। যারা তাওবাহ করেন, আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং যে ফিরে আসে ও অনুগত হয়, তাকে তিনি ক্ষমা করেন।

আল্লাহ তা’আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আরও ফা’ইদাহ পেতে দেখুন **(21806)** নং প্রশ্নের উত্তর।
আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

৬৩.হা’ইদ্ব (হায়েজ) এর পূর্বে নির্গত খয়েরী স্রাব

ফাত্ওয়া নং -37840

প্রশ্ন : আমি গর্ভধারণে বাধাদানকারী Contraceptive [IUD /coil] ব্যবহার করি, যে কারণে স্বাভাবিক হাইদ্বের রক্ত নির্গত হওয়ার তিন দিন আগে থেকে খয়েরী স্রাব নির্গত হয়। তা কী আমার স্বিয়াম বিনষ্ট করবে এবং আমার কী ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :

“ এই খয়েরী স্রাব যদি হাইদ্বের প্রারম্ভ নির্দেশকারী হয়, তবে তা হাইদ্ব বলে বিবেচিত হবে এবং তা হাইদ্ব (হায়েয) জনিত পেটের ব্যথা, মোচড়ানো ইত্যাদির দ্বারা জানা যেতে পারে, যা সাধারণত একজন হা’ইদ্ব (হায়েয প্রাপ্ত নারী) এর হয়ে থাকে। আর হাইদ্ব এর পরে, খয়েরী স্রাব এর ক্ষেত্রে সে তা নির্গত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যদি সে খয়েরী স্রাব হাইদ্বের সাথে সাথেই নির্গত হয়। কারণ ‘আ’ইশাহ(আয়িশা) -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- বলেছেন :

“আপনারা ‘ আল ক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’ ’(সাদা স্রাব) না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবেন না।”

[প্রাকৃতিক রক্ত সংক্রান্ত রিসালাহ্, ৫৯]

এর ভিত্তিতে বলা যায়, যদি এই খয়েরী স্রাব হাইদ্ব (হায়েজ) নির্দেশকারী প্রারম্ভিক চিহ্ন সমুহের একটি হয়ে থাকে, তবে তা হাইদ্ব (হায়েজ) হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি স্বালাত ও স্বাওম ত্যাগ করবেন এবং পবিত্রতার পর সেই স্বাওম এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করবেন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** : আর এই খয়েরী স্রাব যদি ‘ আলক্বাস্বস্বাতুল বাইদ্বা’ ’(সাদা স্রাব) এর পর নির্গত হয় তবে তা ধর্তব্য নয় কেননা উম্মু

‘আত্বিয়্যাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- বলেছেন :
“আমরা পবিত্রতা (শ্বেত স্রাব বা সম্পূর্ণ শুষ্কতা) এর পর হলদে বা খয়েরী স্রাবকে (হাইদ্ব হিসেবে)গণ্য করতাম না।” -আল-বুখারী (৩২০)]

অধ্যায় দশ : রামাদ্বানে স্বামী-স্ত্রী

৬৪.রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা শারীরিক মিলন সংক্রান্ত ৬টি মাসা‘ইল

ফাত্ওয়া নং -12329

প্রশ্ন : এটি কারও অজানা নয় যে, রামাদ্বান মাসে যে দিনের বেলা তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে,তার কাফ্ফারাহ হল একজন দাস মুক্ত করা অথবা (তা না পারলে) দুই মাস একটানা স্বিয়াম পালন করা অথবা (তা না পারলে) ৬০ জন মিসকীন কে খাওয়ানো। প্রশ্ন হল :

১- যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে, ভিন্ন ভিন্ন দিন একাধিকবার মিলিত হয়, তাহলে কি তার প্রতি দিনের পরিবর্তে দুই মাস করে স্বাওম পালন করতে হবে নাকি যে সংখ্যক দিনে মিলিত হয়েছিল তার পরিবর্তে দুই মাসের স্বাওমই যথেষ্ট?

২- স্ত্রীর সাথে মিলিত হচ্ছে (রামাদ্বানে দিনের বেলা) এমন কেউ যদি উপরে উল্লেখিত (কাফ্ফারাহ ’র) হুক্ম না জেনে থাকে, বরং এটি মনে করে যে তাকে শুধু সেই দিনের বদলে একদিনের ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করতে হবে,তবে সে ব্যাপারে হুক্ম কী?

৩- স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর উপরও কি একই আহকাম বর্তায়?

৪- খাবার খাওয়ানোর বদলে কি অর্থ প্রদান করা জা’ইয?

৫- তার কি নিজের পক্ষ থেকে ও তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো জা’ইয (বৈধ)?

৬- যদি খাওয়ানোর মত কাউকে না পায়,কোন দাতব্য সংস্থাকে (চ্যারিটি ফান্ডে) এর সমতুল্য অর্থ প্রদান করা যাবে কি না, যেমন- রিয়াদের আল-বির্র দাতব্য সংস্থা বা এধরনের অন্য কোন দাতব্য সংস্থা?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

যার উপর স্বাওম পালন ফার্দ্ব (ফরজ);

প্রথমত :

সে যদি তার স্ত্রীর সাথে রামাদ্বানে একই দিনে দিবাভাগে, একবার বা একাধিকবার মিলিত হয়, তবে তার উপর একবার কাফ্ফারাহ আবশ্যক হয়- যদি সে প্রথমবারের কাফ্ফারাহ আদায় না করে থাকে। আর যদি সে রামাদ্বানে বেশ কয়েকদিন দিবাভাগে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে তাকে সেই সংখ্যক দিনের জন্য কাফ্ফারাহ্ আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয়ত :

তার উপর শারীরিক মিলনের কাফ্ফারাহ আদায় করা ফার্দ্ব (ফরজ) যদিও সে এই ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে থাকে।

তৃতীয়ত :

স্ত্রীর উপরও শারীরিক সম্পর্কের কাফ্ফারাহ ফার্দ্ব (ফরজ) - যদি সে এ ব্যাপারে তার স্বামীর অনুগত হয়ে থাকে,তবে অনিচ্ছাকৃত ভাবে বাধ্য হলে, তার উপর কিছু ফরজ হয় না।

চতুর্থত :

খাদ্য খাওয়ানোর বদলে সমমূল্য অর্থ প্রদান জা’ইয (বৈধ) নয়,খাওয়ানোর পরিবর্তে তা যথেষ্টও নয়।

পঞ্চমত :

একজন মিসকীনকে তার পক্ষ থেকে অর্ধেক স্বা‘ ও তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্ধেক স্বা‘ খাওয়ানো জা’ইয (বৈধ)। এতে, তাদের দুইজনের পক্ষ থেকে ৬০ জন মিসকীনের একজনকে খাওয়ানো হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ষষ্ঠত :

সবই একজন মিসকীনকে প্রদান জা’ইয (বৈধ) নয়, বা কোন চ্যারিটি সংস্থা ইত্যাদিতে প্রদান জা’ইয (বৈধ) নয় কারণ তারা হয়ত ৬০ জন মিসকীনের মাঝে (খাদ্য) বিতরণ করবে না।

আর একজন মু'মিনের উচিত, তার জিম্মাহ-য় কাফ্ফারাহ সহ যে সব ওয়াজিব সমূহ আছে,তা আদায়ে সচেষ্ট হওয়া।

আল্লাহই তাওফীক্বদাতা,আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মদ,তার পরিবারবর্গ ও স্বাহাবীগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন ।

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ (১০/৩২০)

<u>৬৫.জনৈক লোক রামাদ্বানে দিনের বেলায় মানী নির্গত না করে ছাড়া স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন করল</u>

ফাত্ওয়া নং - 22938

প্রশ্ন : **একজন লোক রামাদ্বানে দিনের বেলায় বীর্যপাত ছাড়া স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন করল। এর হুক্ম কী ? আর সে স্ত্রীর কী করণীয় যদি সে এ ব্যাপারে না জেনে থাকে ?**

উত্তর :
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
রামাদ্বান মাসে দিনের বেলায় যে যৌনমিলন করে সে নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী স্বা'ইম (রোযাদার) হলে তার উপর বড়-কাফফারাহ (আল কাফফারাতুল মুগাল্লাজাহ) ওয়াজিব হয়, আর তা হল একজন দাস মুক্ত করা, যদি তা না পায় তাহলে একাধারে দুইমাস স্বিয়াম পালন করা, আর যদি তাও না পারে তবে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো।

একজন নারীর ব্যাপারেও তা ওয়াজিব হয় যদি সে রাজী থাকে। আর যদি সে এ ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য হয়, তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হয় না।
আর তারা যদি উভয়েই মুসাফির হয়, তবে তাদের কোন গুনাহ হয় না, তাদের উপর কোন কাফফারাহ ও ওয়াজিব হয় না এবং দিনের বাকি অংশ তাদের পানাহার এবং যৌনমিলন থেকে বিরত থাকতে হবে না, বরং তাদের উভয়কেই ঐদিনের স্বাওম ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে। তাদের উভয়ের জন্য এক্ষেত্রে (মুসাফির অবস্থায়) স্বাওম পালন করা বাধ্যতামূলক নয়।

একইভাবে যে, কোনো জরুরী প্রয়োজনে স্বাওম ভঙ্গ করেছে (ইফত্বার করেছে)যেমন- শারী'আত সম্মতভাবে, যার জানমাল নিরাপদ এমন কাউকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য,এমন ব্যক্তি যদি সেই দিন যৌনমিলন করে,যেই দিনে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করেছিল জরুরী প্রয়োজন বশত: তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হয় না, কারণ,এক্ষেত্রে সে কোন ওয়াজিব স্বাওম ভঙ্গ করে নি।

নিজ দেশে অবস্থানকারী স্বা'ইম (রোযাদার), যদি যৌনমিলন করে, যার উপর স্বাওম বাধ্যতামূলক, তার উপর পাঁচটি জিনিস বর্তায়:
১। পাপ
২। সেই দিনের স্বাওম ফাসিদ (বিনষ্ট) হওয়া
৩। সেই দিনের বাকি অংশ পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা।
৪। সেই দিনের ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় ওয়াজিব হওয়া।
৫। (বড়) কাফফারাহ আদায় ওয়াজিব হওয়া।

আর কাফফারাহ আদায় করার দালীল হল সেই হাদীসটি, যা আবূ হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রামাদ্বানের দিনের বেলায় তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করেছিলেন। আর এই ব্যক্তি একাধারে দুইমাস স্বাওম পালন করতে বা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে অক্ষম ছিলেন,এক্ষেত্রে তাঁর কাফফারাহ ওয়াজিব হয়নি,কারণ,আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা দেন না [২ আল-বাক্বারাহ :১৮৬] আর অপারগতার ক্ষেত্রে কোন ওয়াজিব নেই।
সে (নিজ অঞ্চলে অবস্থানকারী কোন স্বা'ইম বা রোযাদার)যদি রামাদ্বান মাসের দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন করে-মানী নির্গত করুক বা নাই করুক- তার উপর বড় কাফফারাহ ওয়াজিব হয়।

তবে যৌনমিলন ছাড়া মানী নির্গত করার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এক্ষেত্রে তাকে কাফফারাহ আদায় করতে হবে না বরং তার গুনাহ হবে, তাকে (দিনের বাকি অংশ) যৌনমিলন ও পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে।
আল-ফাত্ওয়া আল-জামি'আহ লিল-মার'আহ আল-মুসলিমাহ (খন্ড-১, পৃঃ ৩৪৮)

৬৬.জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে জিমা‘/সহবাস করছিল যখন মু‘আযাযিন ’আযান দিচ্ছিলেন

ফাত্ওয়া নং-124290

প্রশ্ন : আমি আমার স্ত্রীর সাথে রামাদ্বানে ফাজ্র এর ’আযানের আগে জিমা‘/সহবাস করছিলাম,এরপর ’আযান চলাকালীন সময়ে আমি সহবাস রত অবস্থাতেই ছিলাম তবে আযান শেষ হওয়ার আগে থেমেছি। আমার ধারণা ছিল যে, মু’আয্যিনের ’আযান শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত সহবাস করতে পারবো। আমার এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথমত :

যদি ফাজ্র এর ওয়াক্বত হওয়ার সাথে সাথে মু‘আযযিন ’আযান দেন, তাহলে ওয়াজিব (আবশ্যক) হল ফাজ্র এর ওয়াক্বত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ’ (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থাকা। যদি মু‘আযযিন বলেন : ‘আল্লাহু আক্বার’ (অর্থাৎ আল্লাহ মহান) তবে খাদ্য,পানীয়,জিমা‘/সহবাস ও সকল স্বাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (মুফাত্বত্বিরাত) থেকে বিরত থাকা আবশ্যক হয়ে যায়।

আন -নাওয়াউইয়ী -রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :

‘‘যদি ফাজ্রের ওয়াক্বত হওয়ার সময় কারও মুখে খাবার থাকে, তবে সে যেন তা ফেলে দেয়,(খাবার) ফেলে দিলে - তার স্বাওম শুদ্ধ হবে,আর গিলে ফেললে - তার স্বাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ফাজ্রের ওয়াক্বত হওয়ার সময় সে জিমা‘/সহবাস রত অবস্থায় থাকে,তবে সে অবস্থা থেকে তাৎক্ষণিক সরে গেলে - তার স্বাওম শুদ্ধ হবে। আর যদি ফাজ্রের ওয়াক্বত হওয়ার সময় সে জিমা‘/সহবাস রত অবস্থায় থাকে এবং ফাজ্রের ওয়াক্বত হয়েছে জেনেও জিমা‘/সহবাস-এ লিপ্ত থাকে,তবে তার স্বাওম ভঙ্গ হবে-এ ব্যাপারে ‘আলিমগণের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর সে অনুসারে তার উপর কাফ্ফারাহ আবশ্যক হবে।’’ সমাপ্ত

[আল-মাজ্মু‘ (৬ /৩২৯)]

তিনি আরও বলেছেন (৬/৩৩৩) :

“আমরা উল্লেখ করেছি যে,ফাজ্র উদিত হওয়ার সময় যদি কারও মুখে খাবার থাকে, তবে সে তা ফেলে দিবে ও তার স্বাওম সম্পন্ন করবে,আর যদি তা ফাজ্র হয়েছে জেনেও সে তা গিলে ফেলে, তবে তার স্বাওম বাত্বিল হয়ে যাবে, আর এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই”।

এর দালীল হল ইবনু ‘উমার ও ‘আ’ইশাহ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম-এর হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :

ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)

رواه البخاري ومسلم وفي الصحيح أحاديث بمعناه

“বিলাল (-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু-) রাতে আযান দেন,তাই আপনারা খেতে থাকুন ও পান করতে থাকুন যতক্ষণ না ইবনু উম্মি মাকতূম (-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু-) আযান দেন।”

[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী ও মুসলিম,স্বাহীহ গ্রন্থে এই অর্থের আরও হাদীস রয়েছে] সমাপ্ত

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়,যদি আপনার এলাকার মু’আয্যিন ফাজ্র এর ওয়াক্বত হওয়ার পর আযান দেয়,তাহলে আপনাকে জিমা‘/সহবাস থেকে তার ’আযানের প্রথম তাকবীর শোনার সাথে সাথে বিরত হয়ে যেতে হবে। আর যদি আপনি জেনে থাকেন যে,মু’আয্যিন ফাজ্র এর ওয়াক্বত হওয়ার আগেই ’আযান দিচ্ছে বা এ ব্যাপারে সন্দেহ করেন যে, তিনি ফাজ্র হওয়ার আগে না পরে আযান দিচ্ছে, তাহলে আপনার কিছু করণীয় নেই। কারণ আল্লাহ তা’আলা ফাজ্র হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও জিমা‘/সহবাস-কে মুবাহ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قال تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا م كتب الله لكم وكلوا واشربو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)

“এখন তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হও আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার খোঁজ কর;আর তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালো আভা থেকে ফাজ্‌রের সাদা আভা স্পষ্ট হয়।”

[২ আল-বাকারাহ : ১৮৭]

ফাত্‌ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্‌নাহ আদ্‌-দা’ইমাহ এর ‘আলিমগণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

কোন ব্যক্তি ’আযান চলাকালীন সময় অথবা ফাজ্‌রের ‘আযান দেওয়ার ১৫ মিনিট পর তার সাহূর (সেহেরী) সম্পন্ন ও পানি পান করলে এর হুক্‌ম কি?

তাঁরা উওরে বলেন :

“প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি যদি জেনে থাকেন যে, সেই ‘আযান ফাজ্‌রের ওয়াক্বত হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছিল, তবে তার উপর কোন ক্বাদ্বা’ (কাযা) নেই;আর যদি তিনি জেনে থাকেন যে, তা ফাজ্‌রের ওয়াক্বত হওয়ার পরে হয়েছে, তবে তার উপর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করা আবশ্যক।

আর যদি তিনি তার খাওয়া ও পান করা, ফাজ্‌রের ওয়াক্বত হওয়ার আগে না পরে হয়েছিল এটি না জেনে থাকেন, তবে তার উপর কোন ক্বাদ্বা’(কাযা) নেই;কারণ মূলনীতিটি হল রাত বাকি থাকা তবে একজন মু’মিনের উচিত তার স্বিয়ামের ব্যাপারে সাবধান থাকা এবং ’আযান শোনার সাথে সাথে স্বাওম ভঙ্গকারী সমস্ত বিষয় থেকে

বিরত থাকা। তবে যদি তিনি জেনে থাকেন যে, এই 'আযান ফাজ্‌রের ওয়াক্বত হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছিল তাহলে ভিন্ন কথা।'' সমাপ্ত

[ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ : (২/২৪০)]

দ্বিতীয়ত :

যদি আপনি এই হুক্‌মের ব্যাপারে না জেনে থাকেন, আর এটি মনে করে থাকেন যে, 'আযান শেষ হলে স্বাওম ভঙ্গকারী সমস্ত বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে, তবে আপনার উপর কোন কাফ্‌ফারাহ নেই,তবে সেই স্বিয়ামের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবেন সাবধানতাবশত। সেই সাথে দ্বীনের যে বিষয় জানা আপনার জন্য ওয়াজিব ছিল, সে ব্যাপারে অবহেলার জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে ।

আরও দেখুন **(93866)** এবং **(৩৭৬৭৯)** নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন ।

Islam Q & A

৬৭.সে মাদীনাহ এ তার নিজের এক বাড়িতে সফর করেছে এবং রামাদ্বানে দিনের বেলা বীর্যপাত ছাড়া সহবাস করেছে

ফাত্‌ওয়া নং-148163

প্রশ্ন : আমি ছুটিতে ছিলাম এবং মাক্কাহতে 'উমরাহ এর উদ্দেশ্যে সফর করেছিলাম। এরপর মাদীনাহ মুনাওওয়ারাহ তে যাই এবং রামাদ্বানে দিনের বেলা আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করি যাতে কোন বীর্যপাত হয়নি। এক্ষেত্রে আমার কি করণীয় ? যদি আমার জন্য কিছু আবশ্যক হয়ে থাকে তবে তা আমার জানা মতে (শারী'আত সম্মতভাবে যুদ্ধলব্ধ) দাস মুক্তি-আমি যথেষ্ট সম্পদ না থাকায় তা করতে সক্ষম নই; আর না হলে দুই মাস একাধারে স্বিয়াম পালন-আর আমি তা আমার ফিল্ড ওয়ার্কের ধরণের কারণে যা -গ্রীষ্মের গরমের সাথে কষ্টকর হয়ে পড়ে- করতে সক্ষম নই। তবে কি আমি ৬০ জন মিসকীন খাওয়াবো?

আমার স্ত্রীর উপর কি একই ব্যাপার করণীয় যদি সে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে? এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের মাদীনাহ মুনাওওয়ারাহ তে একটি বাড়ি আছে এবং আমি রিয়াদ্ব এর অধিবাসী, মাদীনাহ তে ছুটি হলে যাই।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নিজ এলাকায় বসবাসরত স্বাওম পালনকারী রামাদ্বানে দিনের বেলা সহবাস করলে, তার উপর কঠিন কাফ্ফারাহ আবশ্যক হয়, আর তা হল (শারী‘আত সম্মতভাবে যুদ্ধলব্ধ) দাস মুক্তি, তা যদি না পারে, তবে দুই মাস একাধারে স্বিয়াম পালন-আর যদি তা না পারে তবে ৬০ জন মিসকীন কে খাওয়ানো এবং সেই সাথে তার উপর তাওবাহ্ এবং সেই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় আবশ্যক।

সেই স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই হুক্‌ম প্রযোজ্য যদি সে এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট থেকে থাকে। বীর্যপাত না হওয়ার কারণে, এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য হবে না কারণ এক্ষেত্রে মিলন অর্থাৎ ‘ঈলাজ’ (প্রবেশ করানো) সংঘটিত হয়েছে যা কাফ্ফারাহ আদায় করা ফারদ্ব (ফরজ) করে দেয়।

আর যদি তারা উভয়েই সফররত অবস্থায় থাকে, তবে তাদের কোন গুনাহ হবে না, তাদের উপর কোন কাফ্ফারাহ নেই এবং দিনের বাকি অংশ মুফাত্বত্বিরাত (স্বাওম ভঙ্গ কারী বিষয়সমূহ) থেকে বিরত থাকতে হবে না। বরং তাদের উভয়কে শুধু সেই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে, কারণ তাদের উভয়ের জন্য (সফররত অবস্থায়) স্বাওম পালন আবশ্যক নয়।

আপনি যদি রিয়াদ্বের অধিবাসী হয়ে থাকেন এবং মাদীনাহতে আপনার আরেকটি বাড়ি থাকে যেখানে আপনি ছুটির দিনগুলোতে যান, তবে মাদীনাহ তে গেলেও আপনি নিজ এলাকায় বসবাসকারী ‘মুক্বীম’ হিসেবে গণ্য হবেন এবং আপনার উপর স্বালাত ও স্বাওম সম্পন্ন করা আবশ্যক হবে, সহবাস ইত্যাদি দ্বারা স্বাওম ভঙ্গ করা হারাম হবে এবং সহবাসের কারণে আপনার উপর কাফ্ফারাহ ওয়াজিব হবে। আর যদি আপনি

মাক্কাহ (মক্কা)তে যান, তবে আপনি নিজ এলাকায় বসবাসকারী ‘মুক্বীম’ হিসেবে গণ্য হবেন না যদি না আপনি সেখানে চার দিনের বেশি থাকার নিয়্যাত করেন।যদি এর কম সময় থাকার নিয়্যাত করেন, তবে আপনার উপর মুসাফিরের হুক্ম প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন।

শায়খ ইবনু ‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ- কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
“ একজন লোক এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করেছে এবং যে দেশে সফর করেছে, সেখানে তার একটি বাড়ি আছে। সে কি সেখানে পুরো স্বালাত আদায় করবে, নাকি ক্বাসর (সংক্ষিপ্ত) করবে?

শাইখ : কিন্তু সে কি এই বাড়িতে দুই তিন মাস অবস্থান করে? আর অন্য বাড়িতেও দুই তিন মাস অবস্থান করে? নাকি কেমন?

প্রশ্নকারী : সে সেখানে গ্রীষ্মের ছুটিতে অবস্থান করে।

শাইখ : সে কি গ্রীষ্মকালীন সময়ে সেখানে আসে?

প্রশ্নকারী : হ্যাঁ।

শাইখ : তবে সে ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত) করবে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে তার দুটি বাড়ি আছে।” সমাপ্ত
[লিক্বা’ আল বাব আল মাফতূহ (২৫/১৬২)]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, মাদীনাহ তে প্রবেশের আগে যদি আপনি স্বাওম ভঙ্গ করে থাকেন, তবে আপনি যা করেছেন তাতে কোন সমস্যা নেই, সেক্ষেত্রে আপনাকে শুধু সেই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে। কারণ আপনি সফরের কারণে (সফর রত অবস্থায়) স্বাওম ভঙ্গ করেছেন।

আর আপনি যদি মাদীনাহ তে প্রবেশের পর, স্বাওম ভঙ্গ করে থাকেন, তবে আপনার উপর কাফ্‌ফারাহ ওয়াজিব হবে।

এক্ষেত্রে নাসীহাত হল যে, আপনি দুই মাস একাধারে স্বিয়াম পালনের চেষ্টা করবেন। শীত অথবা নাতিশীতোষ্ণ দিনে যখন দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হয় এবং কষ্ট কম হয় অথবা অফিস থেকে দেয়া বাৎসরিক ছুটির দিনগুলোতে ইত্যাদি সুযোগ গুলো কাজে লাগানো যেতে পারে আপনার উপর যা ওয়াজিব তা আদায় করে নেয়ার জন্য।
আর যদি আপনি সত্যি সত্যি ই স্বিয়াম পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আপনার জন্য তখনই ৬০ জন মিসকীন খাওয়ানো জা'ইয (বৈধ)। তা আপনি একসাথে খাওয়াতে পারেন বা সেই সংখ্যায় (অর্থাৎ ৬০) কয়েকবারে খাওয়াতে পারেন।

আপনার স্ত্রীর উপরও স্বিয়াম পালন আবশ্যক ।আর যদি সে তা না পারে তবে ৬০ জন মিসকীন খাওয়াবে।

দেখুন (106532) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

<u>৬৮.সে রামাদ্বান মাসের ক্বাদ্বা' আদায়কারী স্ত্রীর সাথে মিলন করেছে। তাদের উভয়ের কী করণীয় ?</u>

ফাত্ওয়া নং -50632

প্রশ্ন : আমি রামাদ্বানের আগে আমার স্ত্রীর সাথে মিলন করেছি, যখন সে বিগত রামাদ্বান মাসের কিছু দিনের ক্বাদ্বা' আদায় করছিল এবং সে সব দিনগুলোর ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে পারেনি।
বিঃ দ্রঃ সে আমার কাছে স্বাওম পালনের অনুমতি চেয়েছিল এবং আমি তাকে অনুমতি দিয়েছিলাম।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

যে, কোন ওয়াজিব স্বাওম পালন শুরু করে – যেমন : রামাদ্বানের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় বা ওয়াদা ভঙ্গের কাফফারাহ -তার জন্য কোন 'উযর (শারী'আত অনুমোদিত অজুহাত) - যেমন : রোগ বা সফর ছাড়া স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয (বৈধ) নয়।

যদি সে কোনো 'উযর বশত বা উযর ছাড়া স্বাওম ভঙ্গ করে, তবে তার জিম্মাহ -য় স্বাওম পালন বাকি রয়ে যায়। তার জন্য সে দিনের (যে দিনের স্বাওম বিনষ্ট করেছিল) পরিবর্তে, অন্য একদিন স্বাওম পালন করে নিতে হবে।

এছাড়া, কারও স্বাওম যদি 'উযর ব্যতীত কোন কারণে ভঙ্গ হয়ে থাকে, তবে তাকে সেই স্বিয়ামের সাথে সাথে এই হারাম কাজ থেকে তাওবাহ করতে হবে।

আপনার স্ত্রীর উপর কোন কাফফারা নেই, কারণ কাফফারা শুধু রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা মিলনের কারণে ওয়াজিব হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তা জানতে দেখুন **(49985)** নং প্রশ্নের উত্তর।

দ্বিতীয়ত :

আর আপনি আপনার স্ত্রী'র স্বিয়াম বিনষ্ট করে খুবই খারাপ করেছেন, কারণ আপনার স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতিতে রামাদ্বানের ক্বাদ্বা' (কাযা) স্বাওম পালন করছিল - যা তার বিনষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাই আপনাদের দু'জনের উচিত আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা, এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। এ কাজ পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।
আর যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে জোর পূর্বক বাধ্য করেন তবে, তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় এগার : রামাদ্বানে শিশু

৬৯.শিশুদের স্বাওম পালনে অভ্যস্ত করার পদ্ধতি কী?

ফাত্ওয়া নং-139252

প্রশ্ন : আমার ৯ বছরের একটি ছেলে আছে,তাকে কীভাবে রামাদ্বানে স্বাওম পালনে অভ্যস্ত করা যায়- এ ব্যাপারে আশা করি আমাকে সাহায্য করবেন ইনশা'আল্লাহ,কারণ সে গত রামাদ্বানে মাত্র ১৫ দিন স্বাওম পালন করেছে।

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথমত :

এটি খুশির কথা যে, আমরা এ ধরনের একটি প্রশ্ন দেখছি,আর এটি সন্তানদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের একটি উদাহরণ,এটি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে, তাদের লালন-পালনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। আর এটি অধীনস্তদের কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ মা-বাবার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত :

৯ বছরের ছেলে শারী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে, স্বিয়াম পালনে মুকাল্লাফ অর্থাৎ (ইবাদত পালনে বাধ্য) নয়,কারণ সে এখনও বালিগ হয় নি;তবে আল্লাহ তা'আলা মা-বাবাকে, 'ইবাদাতের উপর তাদের সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল করেছেন। আল্লাহ-তা'আলা তাদেরকে আদেশ করেছেন, তাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে স্বালাত শিক্ষা দিতে। এরপর এ ব্যাপারে অবহেলা করলে, ১০ বছর হলে তাদের পিটুনি দিতে বলেছেন। যেভাবে সম্মানিত সাহাবীগণ -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম-তাঁদের সন্তানদের, আল্লাহর এ মহান আনুগত্যের উপর অভ্যস্ত করে তোলার জন্য, ছোটবেলা থেকেই তাদের স্বাওম পালন করাতেন। আর এসবই, সন্তান-সন্ততিদের সর্বোত্তম গুণাবলী ও কর্মের উপর গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বের ইঙ্গিত বহন করে।

যেমন -**স্বালাতের ক্ষেত্রে** :

রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ،
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)
رواه أبو داود (٤٩٥) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "

“আপনারা আপনাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে স্বালাত আদায় করতে আদেশ করুন,এ ব্যাপারে অবহেলা করলে ১০ বছর বয়সে তাদের পিটুনি দিন এবং তাদের বিছানা আলাদা করুন।”

[বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ (৪৯৫) এবং শাইখ আল-আলবানী-‘স্বাহীহ আবী দাঊদ’-এ একে স্বাহীহ হাদিস বলে চিহ্নিত করেছেন]

আর **স্বিয়ামের ক্ষেত্রে** :

আর-রাবী‘ বিনত মু’আওউইয ইবন ‘আফরা’-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- থেকে বর্ণিত :

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ : (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) ، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ

رواه البخاري (١٩٦٠) ومسلم (١١٣٦)

রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -‘আশূরা’-র সকালে মাদীনাহ’র আশেপাশে আনস্বারদের এলাকায় (এই ঘোষণা) পাঠালেন :

‘যে ব্যক্তি স্বাওম অবস্থায় সকাল শুরু করেছে,সে যেন তার স্বাওম পালন সম্পন্ন করে;আর যে সকালে খেয়ে ফেলেছে,সে যেন বাকি দিনটুকু স্বাওম পালন করে।’

এরপর থেকে, আমরা সে দিন (‘আশুরা’)স্বাওম পালন করতাম এবং আমাদের ছোট শিশুদের, আল্লাহর ইচ্ছায় স্বাওম পালন করাতাম। আমরা মাস্‌জিদে যেতাম,তাদের জন্য উল দিয়ে খেলনা তৈরী করে রাখতাম,তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে, তাকে তা (সেই খেলনা) দিতাম ইফত্বার পর্যন্ত।
[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯৬০) ও মুসলিম (১১৩৬)]

‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রামাদ্বান মাসে এক মদ্যপ কে বলেছিলেন :

وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ أي : سكران] فِي رَمَضَانَ : 'وَيْلَكَ ! وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ !" ، فَضَرَبَهُ

. رواه البخاري – معلّقة - باب صوم الصبيان

‘তোমার ধ্বংস হল ! আমাদের ছোট শিশুরা স্বাওম পালন করছে!’ এরপর তাকে প্রহার করলেন।

[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী,মু‘আল্লাক্ব হিসেবে-শিশুদের স্বাওম অধ্যায়ে]

যে বয়স থেকে মা-বাবা তাঁদের শিশুদের স্বাওম শিক্ষা দিবেন,তা হল স্বিয়াম পালনে যখন থেকে তারা সক্ষম হয়। আর তা, একজন শিশুর শারীরিক গঠনের উপর নির্ভর করে। ‘আলিমগণের মাঝে কেউ কেউ একে ১০ বছর বলে নির্ধারণ করেছেন।

এর বিস্তারিত জবাব দেখুন **(65558)** নং প্রশ্নের উত্তরে,এতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফা’ইদাহ (ফায়দা) উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>তৃতীয়ত</u> :

শিশুদের স্বিয়াম পালনে অভ্যস্ত করে তোলার পন্থাগুলোর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

১। এদের স্বিয়ামের ফাদ্বীলাহ (মর্যাদা) সম্পর্কে বলা যে,এটি জান্নাতে প্রবেশের কারণগুলোর একটি অন্যতম কারণ,আর জান্নাতে 'আর-রাইইয়ান' নামে একটি দরজা আছে, যা দিয়ে স্বাওম পালনকারীরা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে।

২। স্বিয়াম পালনে, পূর্ব থেকেই অভ্যাস করানো,যেমন- শা'বান মাসে কিছুদিন স্বাওম পালন করানো,যাতে তারা রামাদ্বানে হঠাৎ স্বাওম পালনের সম্মুখীন না হয়।

৩। দিনের কিছু অংশে স্বাওম পালন করানো,এরপর ধীরে ধীরে সেই সময়কে বাড়িয়ে দেয়া।

৪। শেষ রাত পর্যন্ত দেরীতে সাহূর (সেহেরি) গ্রহণ করা,এতে করে তাদের দিনের বেলায় স্বাওম পালন সহজ হবে।

৫। স্বাওম পালনে উৎসাহিত করতে তাদের প্রতিদিনে বা প্রতি সপ্তাহে পুরস্কার দেওয়া।

৬। ইফত্বার ও সাহূরের (সেহেরীর) সময়, পরিবারের সবার সামনে তাদের প্রশংসা করা,যাতে তাদের মানসিক উন্নয়ন ঘটে।

৭। যার একাধিক শিশু রয়েছে,তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা। তবে খুবই সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিশুটির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা না হয়।

৮। তাদের মধ্যে যাদের ক্ষুধা লাগবে,তাদের ঘুম পাড়িয়ে বা মুবাহ (বৈধ)-খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা,যাতে পরিশ্রম করতে না হয়, যেমনটি সম্মানিত সাহাবাহগণ তাঁদের সন্তানদের ক্ষেত্রে করতেন। শিশুদের উপযোগী কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে,বিশ্বস্ত ইসলামী চ্যানেল সমূহে রক্ষণশীল কার্টুন সিরিজ পাওয়া যায়-তাদের এগুলো দিয়ে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে।

৯। ভাল হয়, যদি বাবা তার ছেলেকে মাস্‌জিদে নিয়ে যায়, বিশেষ করে ‘আস্বরের পরে –স্বালাত এ অংশ নিতে,হালক্বাহ / দ্বীনী ক্লাসে অংশ নিতে এবং মাস্‌জিদে অবস্থান করে ক্বুর‘আন তিলাওয়াত ও আল্লাহ তা’আলার যিক্‌র করতে।

১০। দিনে ও রাতের বেলা কিছু সময় নির্দিষ্ট করা, সেসব পরিবারগুলোতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য, যাদের ছোট সন্তানেরা স্বাওম পালন করছে ,এতে করে তাদেরকে স্বিয়াম পালন অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করা হবে।

১১। ইফত্বারের পর কিছু মুবাহ (বৈধ) ভ্রমণের মাধ্যমে তাদের পুরস্কার দেওয়া অথবা এমন খাবার,চকলেট-মিষ্টি,ফল-ফলাদি ও শরবত প্রস্তুত করা, যা তারা খেতে পছন্দ করে।

আমরা এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে বলছি যে,শিশুর যদি খুব বেশি কষ্ট হয় তবে তাকে স্বাওম পালন করতে চাপ দেওয়া উচিত নয়;যাতে তার ‘ইবাদাতের’ প্রতি অনীহা না আসে বা তার মিথ্যা বলার কারণ না হয় বা তার অসুখ বেড়ে যাওয়ার কারণ না হয়, কেননা সে শারী‘আত সম্মতভাবে মুকাল্লাফ বা দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়। তাই, এ ব্যাপারটি খেয়াল রাখা উচিত এবং স্বিয়াম পালনে আদেশ করার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা অনুচিত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অধ্যায় বারো :
রামাদ্বানে মুসলিম পরিবার

৭০.রামাদ্বান মাসে একজন মুসলিমের জন্য প্রস্তাবিত রুটিন

ফাত্ওয়া নং - 26869

প্রশ্ন : প্রথমে আমি আপনাদের মাহে রামাদ্বান মাস উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি, আশা করি যেন আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের স্বিয়াম ও ক্বিয়াম কবুল করেন। আশা করি যে, আমি এই সুযোগ ‘ইবাদাত করায় ও সাওয়াব হাস্বিলে যথাসম্ভব কাজে লাগাব। তাই অনুরোধ রইল যে, আপনারা একটি উপযোগী প্রোগ্রাম উপস্থাপন করবেন আমার ও আমার পরিবারের জন্য যাতে আমরা এই মাস কল্যাণ ও আনুগত্যের কাজে লাগাতে পারি।

উত্তর :

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ সবার কাছ থেকে সৎ কথা ও কর্ম কবুল করুন এবং আমাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে ইখলাস্ব (একনিষ্ঠতা) দান করুন।

এটি এই মুবারাক মাসে একজন মুসলিমের জন্য প্রস্তাবিত রুটিন :

রামাদ্বানে একজন মুসলিমের দিন :
একজন মুসলিম তার দিন ফাজ্রের স্বালাতের আগে সাহূর (সেহেরী) দিয়ে শুরু করবে। বেশি ভাল হয় যদি রাতের শেষ সময় পর্যন্ত সাহূর (সেহেরী) দেরী করা।
এরপর সে আযানের আগে ফাজ্রের স্বালাতের জন্য প্রস্তুতি নিবে, তার বাড়িতে উদ্বূ’ (ওজু) করবে, এরপর আযানের আগেই মাস্জিদের উদ্দেশ্যে বের হবে।

মাস্জিদে প্রবেশ করে ‘তাহিয়্যাতুল মাস্জিদ’ অর্থাৎ দুই রাক্‘আত স্বালাত আদায় করবে, এরপর বসে দু‘আ’, বা ক্বুর‘আন তিলাওয়াত বা যিক্র ইত্যাদিতে মশগুল/ব্যস্ত থাকবে যতক্ষণ না মু’আয্যিন আযান দেন।
আযান দিলে সে মু’আয্যিনের সাথে সাথে তাঁর ন্যায় পুনরাবৃত্তি করবে (আযানের বাক্যগুলো) এবং আযান সমাপ্ত হওয়ার পর নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

হতে বর্ণিত দু'আ' পাঠ করবে।

এরপর ফাজ্রের দুই রাক্'আত সুন্নাত (রাতিবাহ্) স্বালাত আদায় করবে। এরপর ফার্দ্ব (ফরজ) স্বালাত ক্বা'ইম হওয়ার আগ পর্যন্ত যিক্র, দু'আ' ও কুর'আন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে। স্বালাতের জন্য অপেক্ষা করা পর্যন্ত সে স্বালাতে আছে বলে গণ্য হবে (সাওয়াব পাবে)।
[বুখারী (৬৪৭) ও মুসলিম (৬৪৯)]

জামা'আতের সাথে স্বালাত আদায় শেষে সালাম ফিরানোর পর সে শারী'আত অনুমোদিত দু'আ' সমূহ পাঠ করতে শুরু করবে। এরপর চাইলে সূর্যোদয় পর্যন্ত মাস্জিদে থেকে যিক্র, কুর'আন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকবে – এটি বেশি ভাল, নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ফাজ্রের পর এমনটিই করতেন।

এরপর সূর্য উদিত হলে, উপরে উঠলে এবং এর উদয়নের পর প্রায় ১৫ মিনিটের মত অতিক্রান্ত হলে, সে চাইলে স্বালাতুদ্ব-দ্বুহা (চাশ্ত) আদায় করবে (যার সর্বনিম্ন হল দুই রাকা'আত) – এটি ভাল ; আর চাইলে তা এর উত্তম সময় পর্যন্ত দেরী করবে; আর সে সময়টি হল যখন উটের শাবক রা প্রচণ্ড উত্তাপের শিকার হয় অর্থাৎ সূর্য উপরে উঠে গেলে প্রখর উত্তাপের সময়,এটিই উত্তম।
[মুসলিম (৭৪৮), তিরমিযী (৫৮৬)]

এরপর তার কাজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে কিছু সময় ঘুমাতে চাইলে, তার এই ঘুমের দ্বারা 'ইবাদতের জন্য শক্তি পাওয়া ও রিয্ক্ব – এর অন্বেষণের নিয়্যাত করবে, যাতে সে এর (ঘুম) কারণে সাওয়াব পেতে পারে ইনশা'আল্লাহু তা'আলা ; আর যাতে ঘুমের শারী'আত সম্মত কথা ও কাজ – এর আদাব বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে পারে।
এরপর সে তার কাজে যাবে। তারপর জুহ্রের (যোহরের) স্বালাতের সময় হলে, যথাসম্ভব শীঘ্রই (স্বালাতের জন্য) আযানের আগে মাস্জিদে যাবে অথবা আযানের পরে সাথে সাথেই স্বালাতের উদ্দেশে বের হয়ে যাবে । সে যাতে স্বালাতের জন্য আগ থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। এরপর সে ২ সালামে ৪ রাক্'আত স্বালাত আদায় (জুহ্রের পূর্ববর্তী রাতিবাহ্), এরপর কুর'আন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বালাত

(ফার্দ্ব/ফরজ) ক্বা'ইম(কায়েম) হয়। এরপর জামা'আতের সাথে স্বালাত আদায় করবে, এরপর ২ রাকা'আত স্বালাত (জুহ্‌রের পরবর্তী রাতিবাহ) আদায় করবে।

স্বালাত আদায় শেষে তার বাকি কাজ সম্পন্ন করতে ফিরে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কাজ শেষ হয়। তার কাজ শেষে যদি 'আস্বরের স্বালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত লম্বা সময় বাকি থাকে তবে সে যাতে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণ করে। আর ('আস্বরের স্বালাত পর্যন্ত) বেশি সময় বাকি না থাকলে যদি ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে 'আস্বরের স্বালাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করে, তবে স্বালাতের ওয়াক্বত হওয়া পর্যন্ত তার উপযোগী কোন কাজে ব্যস্ত হবে, যেমন – বাসার লোকজনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কিনতে বাজারে যাওয়া ইত্যাদি; নতুবা কাজ শেষ হওয়ার পরপরই সোজা মাস্‌জিদে চলে যাবে এবং 'আস্বরের স্বালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত মাস্‌জিদে অবস্থান করবে।

'আস্বরের পর একজন মানুষ তার নিজ অবস্থা বিবেচনা করবে ; সে যদি মাস্‌জিদে বসে ক্বুর'আন তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকতে পারে, তবে তা এক মহান সুযোগ আর সে ক্লান্তি বোধ করলে এ সময়ে বিশ্রাম নিবে যাতে রাতে তারাওয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।

মাগরিবের আযানের আগে সে ইফত্বারের জন্য প্রস্তুতি নিবে। এই মুহূর্তগুলোতে, বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ যেমন- ক্বুর'আন তিলাওয়াত, দু'আ' বা পরিবার ও সন্তানদের সাথে উপকারী কথা ইত্যাদিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে।

এসময়ের সবচেয়ে ভাল কাজ হল – স্বাওম পালনকারীদের ইফত্বার করানো -তে অংশ নেওয়া; তাদের জন্য খাবার এনে বা তা বিতরণ করে বা তা সাজিয়ে। আর আছে অপরিসীম আনন্দ, যা শুধু সে ব্যক্তিই উপলব্ধি করে, যে তা করে দেখেছে।

ইফত্বারের পর সে জামা'আতের সাথে স্বালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাস্‌জিদে যাবে, এরপর দুই রাক্'আত সুন্নাত (মাগরিবের রাতিবাহ) স্বালাত আদায় করবে, এরপর বাসায় ফিরে সে খাদ্য গ্রহণ করবে যা তার জন্য সহজ – তবে অত্যধিক খাবে না। এরপর এই সময়কে তার ও তার পরিবারের উপযোগী উপকারী কাজ দিয়ে পূরণ করবে যেমন –(শিক্ষণীয়) গল্পের বই, ব্যবহারিক আহকামের বই থেকে পাঠ করা অথবা

প্রতিযোগিতা অথবা মুবাহ (বৈধ) আলোচনা অথবা অন্য যে কোন উপকারী চিন্তা-ভাবনা যা মানুষ পছন্দ করে এবং যা মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হারাম জিনিসপত্র থেকে বিরত রাখে। কারণ মিডিয়ার জন্য এটিই পিক-আওয়ার বলে বিবেচিত, তাই আপনি দেখবেন এ সময়ই তারা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যা 'আক্বীদাহ গত ভাবে ত্রুটি পূর্ণ ও নৈতিক দিক থেকে অশ্লীলতাপূর্ণ বার্তা বহন করে।
তাই ভাই আপনি কঠোর চেষ্টা করুন নিজেকে তা থেকে বাঁচাতে, এবং আপনার অধীনে যারা আছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন যে ব্যাপারে আপনাকে ক্বিয়ামাতের দিন প্রশ্ন করা হবে ; সে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করুন।

এরপর 'ইশা'-র স্বালাতের জন্য প্রস্তুতি নিন এবং মাস্‌জিদের উদ্দেশ্যে রওনা হন, এরপর কুর'আন তিলাওয়াত বা মাস্‌জিদে কোন দার্‌স/লেকচার শুনতে ব্যস্ত থাকুন।

এরপর 'ইশা'-র স্বালাত আদায় করুন, অতঃপর ২ রাক্‌'আত সুন্নাত ('ইশা'-র রাতিবাহ) আদায় করুন, এরপর ইমামের পিছনের তারাওয়ীহের (তারাবীহের) স্বালাত খুশূ', তাদাব্বুর, তাফাক্‌কুর এর সাথে আদায় করুন। ইমাম চলে যাওয়ার আগে চলে যাবেন না। নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

" إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "

. رواه أبو داود ١٣٧٠) وغيره ، وصححه الألباني في صلاة التراويح " ص ١٥)

"যে ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত ক্বিয়াম করল, তার জন্য সেই পুরো রাত ক্বিয়াম করার সাওয়াব লিখা হবে।"
[এ টি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (১৩৭০) এবং অন্যান্যরা, আল-আলবানী 'স্বালাতুত্‌ তারাউয়ীহ' বইতে (পৃঃ ১৫) একে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন]

স্বালাতুত্ তারাওয়ীহ (তারাবীহ) –এর পর আপনি আপনার জন্য আপনার অবস্থা ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার সাথে উপযোগী প্রোগ্রাম তৈরি করুন, এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষণীয় :
-সমস্ত হারাম এবং হারামের দিকে নিয়ে যায় এমন বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা।
-আপনার বাসার সদস্যদের হারাম ও এর কারণসমূহ থেকে হিক্‌মাহ-র সাথে বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া, যেমন –তাদের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম তৈরি করা বা তাদের নিয়ে মুবাহ (বৈধ) জায়গায় পিকনিকে বের হওয়া বা অসৎসঙ্গ থেকে তাদের দূরে রেখে তাদের জন্য সৎসঙ্গদের সাহচর্যের খোঁজ করা।
-কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদে বেশি গুরুত্বপূর্ণ/মর্যাদাপূর্ণ (ফাদ্বিল) বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া।

এরপর সকাল সকাল ঘুমিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন ঘুমের শারী'আত নির্দেশিত কাজ ও কথা সংশ্লিষ্ট আদব পালন করে। ঘুমের আগে যদি কিছু ক্বুর'আন বা উপকারী বইপত্র থেকে পড়তে পারেন, তবে তা ভাল, বিশেষ করে আপনি যদি ক্বুর'আন থেকে আপনার দৈনিক উইর্‌দ (ওয়াজীফাহ্) শেষ না করে থাকেন, তবে তা সম্পন্ন না করে ঘুমিয়েন না।

এরপর সাহূরের (সেহেরীর) আগে যথেষ্ট সময় নিয়ে ঘুম থেকে উঠুন যাতে দু'আ' পাঠে ব্যস্ত হতে পারেন, কারণ এই সময় –রাতের শেষ তৃতীয়াংশ – ইলাহী (আল্লাহ তা'আলার) অবতরণের সময়। আল্লাহ -'আয্‌যা ওয়া জাল্ল- এসময়ে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রশংসা করেছেন, যেমনভাবে এসময়ে দু'আ'কারীদের দু'আ' ও তাওবাহ্‌কারীদের তাওবাহ্ কবুলে ওয়াদা করেছেন। তাই এই মহা সুযোগ হাতছাড়া করেন না।

<u>জুমু'আহ বার :</u>

জুমু'আহর বার সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম, তাই এই দিনের 'ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম থাকা উচিত। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার :
জুমু'আহ এর স্বালাতে উপস্থিতির জন্য আগে আগে বের হওয়া।
'আস্বরের স্বালাতের পর মাস্‌জিদে অবস্থান করা এবং এদিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও দু'আ' করায় ব্যস্ত হওয়া, কারণ এসময়ে দু'আ' কবুল করার আশা করা

হয়।

সপ্তাহের মাঝে যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেননি তা সম্পন্ন করতে এই দিনকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন ; যেমন সাপ্তাহিক কুর'আনের উইর্দ (ওয়াজীফাহ) বা কোন বই পাঠ বা ক্যাসেট শোনা ইত্যাদি ভাল কাজের কিছু অসম্পন্ন থাকলে এদিনে তা সম্পন্ন করুন।

শেষ দশক :

শেষ দশকে আছে লাইলাতুল ক্বাদ্র যা হাজার মাস থেকে উত্তম। তাই এই দশকে শারী'আতে মাস্জিদে ই'তিকাফ করার বিধান এসেছে, যেমনটি নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- লাইলাতুল ক্বাদ্রের খোঁজ করেছেন। তাই যার জন্য এই ই'তিকাফ করা সহজ হল, তা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান করুণা। আর যার জন্য সব (দশ) দিন ই'তিকাফ করা সহজ হল না সে যতটুকু সম্ভব ই'তিকাফ করবে। আর তার জন্য একদমই ই'তিকাফ করা সম্ভব না হলে, সে যেন ক্বিরা'আত, যিক্র, দু'আ' ইত্যাদি 'ইবাদাত ও আনুগত্য দ্বারা রাত জাগতে সচেষ্ট হয় এবং সে জন্য দিনের বেলা তার শরীরকে বিশ্রাম দিয়ে প্রস্তুতি নেয় যাতে সে রাত জাগতে পারে।

লক্ষণীয় দিকসমূহ :

এই রুটিন একটি প্রস্তাবিত রুটিন। এটি একটি পরিবর্তনযোগ্য রুটিন যা যে কেউ তার বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী বদলে নিতে পারে।

এই রুটিনে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর প্রমাণিত/নিয়মিত সুন্নাতসমূহ যথাযথভাবে পালনের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, এতে উল্লেখিত সবকিছুই ওয়াজিব ও ফার্দ্ব (ফরজ) দায়িত্ব, বরং এতে অনেক সুন্নাহ ও মুস্তাহাব্ব কাজ রয়েছে।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল সে কাজ যা নিয়মিত করা হয় – তা অল্প হলেও। তাই মানুষ (রামাদ্বান) মাসে শুরুতে আনুগত্য ও 'ইবাদতে খুব যোশ নিয়ে মনোযোগী হয়, এরপর অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তাই এ থেকে সাবধান থাকুন এবং এই মহান মাসে করা সমস্ত কাজ নিয়মিতভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট হউন।

একজন মুসলিমের উচিত এই মুবারক মাসে তার সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনায় সচেষ্ট হওয়া যাতে তার থেকে কল্যাণ ও ভাল কাজে এগিয়ে যাওয়ার বড় বড় সুযোগ হাতছাড়া

হয়ে না যায় ; যেমন – (রামাদ্বান) মাস শুরু হবার আগেই পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কিনতে সচেষ্ট হওয়া, একইভাবে দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমন সময়ে কিনতে সচেষ্ট হওয়া যখন বাজারে ভিড় থাকে না। আরেকটি উদাহরণ হল : ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দেখা সাক্ষাতের এমন ভাবে ব্যবস্থাপনা করা যাতে তা কাউকে তার 'ইবাদাত থেকে ব্যস্ত না করেন।

বেশি বেশি 'ইবাদাত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভকে, এই মুবারক মাসে আপনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করুন।

মাসের শুরুতেই – স্বালাতের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মাস্‌জিদে যাওয়া, আল্লাহ - 'আয্‌যা ওয়া জাল্ল-এর কিতাব তিলাওয়াত করে খাত্‌ম (শেষ) করা, এই মহান মাসে নিয়মিত ক্বিয়ামুল লাইল করা, আপনার সম্পদ থেকে যথাসম্ভব দান করা –ইত্যাদির ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন।

এই রামাদ্বান মাসে আল্লাহ – 'আয্‌যা ওয়া জাল্ল-এর কিতাবের (ক্বুর'আনের) সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার সুযোগ -এর সদ্ব্যবহার করুন ; আর তা নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে হতে পারে :

-ক্বুর'আনের আয়াত সঠিকভাবে ক্বিরা'আত করা ; আর তা একজন দক্ষ মুক্বরি'র (এমন ক্বারি যিনি অন্যকে ক্বিরা'আত শিখান) কাছে ক্বিরা'আত সংশোধন করার মাধ্যমে হতে পারে। আর তা সম্ভব না হলে দক্ষ ক্বারীগণের তিলাওয়াতের ক্যাসেট অনুসরণ করা।

[বিঃ দ্রঃ এটি ক্বুর'আন শুদ্ধ ভাবে শেখার জন্য যথেষ্ট নয় বরং দক্ষ ক্বারীর কাছে ক্বুর'আনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ ভাবে পড়তে শেখা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফার্‌দ্ব (ফরজ)]

-আল্লাহ-'আয্‌যা ওয়া জাল্ল – আপনাকে যতটুকু হিফ্‌জ করার তাওফীক্ব দিয়েছেন তা রিভিশন দেওয়া এবং হিফ্‌জ করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

-ক্বুর'আনের আয়াতের তাফসীর পাঠ করা। যে আয়াত বুঝতে আপনার সমস্যা হয়, তার তাফসীর নির্ভরযোগ্য প্রধান তাফসীর গ্রন্থগুলো থেকে জেনে নেওয়া, যেমন – তাফসীরুল বাগাউয়ী, তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ও তাফসীর আস-সা'দী ; অথবা তাফসীরের কোন একটি গ্রন্থ থেকে নিয়মিত পাঠের জন্য আপনি আপনার জন্য একটি

রুটিন তৈরি করে প্রথমে জুয্ ‘আম্মা (পারা-৩০) , এরপর জুয্ তাবারাক (পারা-২৯) এভাবে পড়তে থাকা।
আল্লাহ-‘আয্যা ওয়া জাল্ল –এর কিতাবে যে আদেশাবলী আসে, তা বাস্তবায়নে যত্নশীল হওয়া।

আমরা দু‘আ’ করছি যাতে আল্লাহ -‘আয্যা ওয়া জাল্ল- আমাদের উপর রামাদ্বান মাস পাওয়ার নি‘আমাহ্ (নেয়ামত) পূর্ণ করেন, এ মাসের স্বিয়াম, ক্বিয়াম সম্পন্ন করার মাধ্যমে, আমাদের থেকে (তা) কবুল করেন এবং আমাদের ত্রূটি-বিচ্যুতিসমূহ মাফ করে দেন।

Islam Q & A

৭১.ইফত্বারের অপচয় কী স্বিয়ামের সাওয়াব কমিয়ে দেয়?

ফাত্ওয়া নং – 106459

প্রশ্ন : ইফত্বারের খাবার বানাতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কী স্বাওমের সাওয়াব কমিয়ে দিবে?

উত্তর :

প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“(ইফত্বারের খাবার বানাতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা) স্বিয়ামের সাওয়াব কমিয়ে দেয় না,
কোন হারাম কাজ স্বাওমের সাওয়াবকে কমিয়ে দেয় না, তবে তা আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর অন্তর্গত :

قوله تعالى : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

[٧ الأعراف ٣١]

“আর তোমরা খাও ও পান কর, আর অপচয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।”

[৭ আল-আ‘রাফ : ৩১]

অপচয় করাটা এমনিতেই হারাম, আর মিতব্যয়ীতা হল জীবিকার অর্ধেক ! তাই তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু থাকলে, তারা তা স্বাদাক্বাহ করুক, এটিই উত্তম।”
ফাদ্বীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘উসাইমীন -রাহিমাহুল্লাহ-।

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ (২/১১৮)]

Islam Q & A

অধ্যায় তের : রামাদ্বানে অসুস্থ ব্যক্তি

৭২.কী ধরনের রোগ একজন স্বা’ইমের (রোযাদারের) জন্য ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) বৈধ করে?

ফাত্‌ওয়া নং - 12488

প্রশ্ন : কোন ধরনের রোগ রামাদ্বান মাসে একজন মানুষের জন্য ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) বৈধ করে? যে কোন রোগে, যদি তা অল্পও হয়, তবে কী ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) জা’ইয (বৈধ)?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

‘আলিমগণের অধিকাংশের মতে,যাঁদের মধ্যে রয়েছেন চার জন ইমাম (আবূ হানীফাহ্‌, মালিক, শাফি‘ঈ ও আহমাদ), একজন রোগীর জন্য রামাদ্বান মাসে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করা জা’ইয (বৈধ) নয় যদি না তার রোগ তীব্র হয়।

আর তীব্র রোগের অর্থ হলো :
১.স্বাওমের কারণে যদি রোগ বেড়ে যায়।
২.স্বাওমের কারণে যদি আরোগ্য লাভে দেরি হয়।
৩.স্বাওমের কারণে যদি খুব বেশি কষ্ট হয় যদিও বা তার রোগ বেড়ে না যায় বা সুস্থতা দেরিতে না হয়।
৪.এর সাথে ‘আলিমগণ আরও যোগ করেছেন এমন ব্যক্তিকে যার স্বিয়াম পালনের কারণে অসুস্থ বা রোগ হবার আশংকা আছে।

ইবনু কুদামাহ-রাহিমাহুল্লাহ-‘আল-মুঘন’ (৪/৪০৩)-তে বলেছেন :

“যে রোগ ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) মুবাহ (বৈধ) করে তা হলো অত্যধিক রোগ যা স্বাওম পালনের কারণে বেড়ে যায় বা তা (সে রোগ) থেকে সুস্থতা আরোগ্য লাভে দেরি হওয়ার আশংকা রয়েছে।”
ইমাম আহমাদকে বলা হল, “একজন রোগী কখন ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করতে পারে?”
তিনি বললেন, “যদি সে (স্বাওম পালন করতে)না পারে।”
তাঁকে বলা হলো :“যেমন জ্বর?”
তিনি বললেন, “কোন রোগ জ্বর থেকে কঠিনতর !...”

আর সঠিক মতটি হলো, যার স্বিয়ামের কারণে রোগের আশংকা আছে, যেমন-যে রোগী (তার রোগ) বেড়ে যাওয়ার ভয় করে তার জন্য ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) বৈধ, কারণ সে রোগীর জন্যই ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) বৈধ করা হয়েছে যার স্বিয়ামের কারণে নতুন করে রোগ হওয়ার, যেমন তা বেড়ে যাওয়ার বা বেশি সময় স্থায়ী হওয়ার আছে, তাই নতুন করে রোগ হওয়া এর অর্থেই পড়ে।" (উদ্বৃতির সমাপ্তি)

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী "আল-মাজমূ'"-তে (৬/২৬১)বলেছেন :

"স্বাওম পালনে অক্ষম রোগী যার রোগের সুস্থতা আশা করা হয়, তার জন্য স্বাওম পালন বাধ্যতামূলক নয়....এটি (এই হুকম) প্রযোজ্য যদি স্বাওমের কারণে কষ্ট হয় আর এক্ষেত্রে এটি শর্ত নয় যে, তাকে এমন অবস্থায় পৌছাতে হবে যখন একেবারেই স্বাওম পালন সম্ভব নয়। বরং আমাদের অনেকে বলেছেন :

"ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ)-এর ক্ষেত্রে শর্ত হলো স্বাওমের কারণে এমন কষ্ট হওয়া যা সহ্য করা কষ্টসাধ্য।" (উদ্বৃতির সমাপ্তি)

'আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে কোন রোগীর জন্যই ফিত্বর জা'ইয (বৈধ) যদি স্বাওমের কারণে কষ্ট নাও হয়, আর এটি একটি গৌণ মত, তাই অধিকাংশ 'আলিমগণই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী বলেছেন :

"হালকা রোগ যার কারণে বিশেষ কষ্ট হয় না, তার জন্য ফিত্বর জা'ইয (বৈধ) নয়, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।" [আল-মাজমূ'(৬/২৬১)]

শাইখ ইবনু 'উসাইমীন বলেছেন :

"যে রোগী স্বাওম পালনের কারণে প্রভাবিত (ক্ষতিগ্রস্ত) হয় না, যেমন-হালকা সর্দি, হালকা মাথা ব্যথা, দাঁতে ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফিত্বর করা হালাল নয় ; যদিও 'আলিমগণের কেউ কেউ বলেছেন তা তার জন্য হালাল এই আয়াতের ভিত্তিতে—

[﴿ ومن كان مريضا ... ﴾ ٢ البقر ١٨٥]

"তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পেল, সে যেন এই মাসে স্বাওম পালন করে। আর কেউ

অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

তবে আমাদের বলবো -এই হুকুমটি একটি ‘ইল্লাহ (কারণের)-র সাথে সম্পৃক্ত আর তা হলো যাতে ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) করা তার (রোগীর) জন্য বেশি আরামদায়ক হয়। যদি সে (রোগী) প্রভাবিত (স্বাওমের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত) না হয়,তবে তার জন্য ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) জা’ইয (বৈধ) নয় এবং তার উপর স্বাওম রাখা ওয়াজিব।”

[আশ-শারহ আল-মুমতি‘ (৬/৩৫২)]

Islam Q & A

৭৩. একজন কিডনির রোগী কে ডাক্তার স্বাওম পালন না করার উপদেশ দিয়েছেন ফাত্ওয়া নং -153679

প্রশ্ন : আমি দেরীতে জানতে পারলাম যে,আমার কিডনিতে পাথর হয়েছে এবং আমাকে একজন মুসলিম, তাক্বওয়াবান ডাক্তার (আমার যা মনে হয়েছে) রামাদ্বানে স্বাওম ভঙ্গ করার পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য বলছি- এই পাথর থেকে প্রতিকার হল সারাদিন পানি পান করা। আমার উপর কি রামাদ্বানে স্বাওম ভঙ্গ করা ওয়াজিব?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ।

যদি বিশ্বস্ত মুসলিম ডাক্তার একথা জানান যে,স্বাওম পালন আপনার ক্ষতি করবে এবং আপনাকে স্বাওম ভঙ্গ করতে বলেন,তাহলে আল্লাহ তা‘আলার রুখস্বাহ / ছাড় নেওয়া শারী‘আত সম্মত।

আল্লাহ -‘আয্যা ওয়া জাল্ল-বলেছেন :

قال الله عز وجل : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

[٢ البقرة ١٨٤]

"আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

ইবনু কাসীর-রাহিমাহুল্লাহ -বলেছেন :

"অর্থাৎ, একজন অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ বা সফররত অবস্থায় স্বাওম পালন করবে না, কারণ এতে তাদের কষ্ট হবে,সুতরাং তারা স্বাওম ভঙ্গ করবে এবং সেই সংখ্যায় অন্য দিনগুলোতে পূরণ করে নিবে। " সমাপ্ত।

তাফসীর ইবনু কাসীর (১/৪৯৮)

আল্লাহ যেখানে ছাড় দিয়েছেন,সেখানে কারও তার নিজেকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

আর রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -বলেছেন :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ﴾

رواه أحمد ٥٨٣٢، صححه الألباني في صحيح الجامع " ١٨٨٦) .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর (দেওয়া) অবকাশ/সুযোগসমূহ গ্রহণ করা পছন্দ করেন,যেমনভাবে অপছন্দ করেন,তাঁর অবাধ্য হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া।"

[বর্ণনা করেছেন আহমাদ (৫৮৩২),আল-আলবানী একে 'স্বাহীহ আল-জামি' (১৮৮৬) -তে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন]

যদি এমন রোগ হয়,যা থেকে আরোগ্য লাভ আশা করা যায় না,সেক্ষেত্রে রোগী স্বাওম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। আর যদি এমন রোগ হয়, যা থেকে সুস্থতা আশা করা যায়,তবে সুস্থতার পর সেই দিনগুলো ক্বাদ্বা' (কাযা) পূরণ করে নিবে।

শাইখ ইবনু 'উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :

" 'আলিমগণ স্বিয়ামের প্রেক্ষিতে রোগকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) এক ধরনের রোগ,যা থেকে আরোগ্য আশা করা যায়। এধরনের রোগী স্বাওম ভঙ্গ করবে এবং সুস্থতার পরে তা ক্বাদ্বা' (কাযা) করবে,

(২) আরেক প্রকার রোগ হল, যা থেকে সুস্থতা আশা করা যায় না। এ ধরনের রোগী প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। স্বিয়াম পালনের পরিবর্তে এভাবে খাওয়ানো হবে।" সমাপ্ত

['ফাত্ওয়া 'নূরুন 'আলাদ দার্ব' –ইবনু 'উসাইমীন (৪৮/২১৬)]

আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ লিল ইফতা' এর 'আলীমগণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এক মহিলা সম্পর্কে যার অপারেশন করা হয়েছিল রামাদ্বান মাস শুরু হওয়ার আগে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে অপারেশনের পূর্বেও কখনো স্বাওম পালন করেনি, আর অপারেশনটি ছিল একটি কিডনী একেবারে ফেলে দেওয়া এবং দ্বিতীয় কিডনি থেকে পাথর অপসারণ করার জন্য। ডাক্তাররা তাকে আজীবন স্বিয়াম পালন না করার পরামর্শ দেয়।

তাঁরা উত্তরে বলেন :

'যদি কাউকে কোন মুসলিম বিশ্বস্ত ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে,স্বিয়াম পালন করা তার জন্য ক্ষতিকারক হবে,তবে সে স্বাওম ভঙ্গ করবে এবং রামাদ্বানের প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে অর্ধেক সা' (প্রায় ১.৫ কি.গ্রা.) বার্লি, চাল, খেজুর বা দেশীয় খাদ্য দ্রব্য হতে এ জাতীয় কিছু খাওয়াবে আর অর্থকড়ি দিয়ে কাফ্ফারাহ দেওয়া জা'ইয হবে না।' সমাপ্ত

[ফাত্ওয়া আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ (১০/১৮২-১৮৩)]

শাইখ ইবনু 'উসাইমীনকে -রাহিমাহুল্লাহ- প্রশ্ন করা হয়েছিল :

গত রামাদ্বান মুবারকের শুরুর দিকে আমার বাম কিডনিতে অপারেশন হয়েছিল এবং আমি সেই গোটা মাস স্বাওম পালন করিনি। কারণ আমি আধ ঘণ্টার জন্যেও পানি ছাড়া থাকতে পারিনি;আর এখন পর্যন্ত তা ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করিনি। এক্ষেত্রে আমার কী করণীয় ?

তিনি উত্তরে বলেন :

“আপনার উপর কোন কিছু করণীয় নেই, কারণ আপনি অসমর্থ -এ অবস্থা অব্যাহত থাকলেও। আর ডাক্তাররা বলেছেন : এই অল্প সময়ের মধ্যেও আপনাকে পানি পান করতে,তাই আপনার উপর স্বিয়াম পালন ওয়াজিব নয়,কারণ এ অবস্থা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আর আপনাকে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ দ্বার্ব -ইবনু উসাইমীন (৪০/২১৬)]

এসবের প্রেক্ষিতে বলা যায়- আপনার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়ানো শারী‘আত সম্মত -যদি ডাক্তার আপনাকে একথা জানান যে- আপনি ভবিষ্যতে স্বাওম পালন করতে পারবেন না।

যদি ভবিষ্যতে স্বিয়াম পালন সম্ভব হয়,তবে আপনি স্বাওম ভঙ্গ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন;এবং এরপর যেসব দিনের স্বাওম ভঙ্গ হয়েছে সেদিনগুলোর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করবেন।”

আরও বেশি জানতে দেখুন : **(12488)**ও **(23296)** নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৭৪.তাঁর রোগ হয়েছিল যা থেকে আরোগ্য আশা করা যায় না। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তাকে সুস্থ করে দিলেন

ফাত্ওয়া নং- 106478

প্রশ্ন : একজন মহিলাকে ডাক্তাররা তার হৃদরোগ জনিত কারণে স্বাওম পালন করতে নিষেধ করেছিলেন, যা থেকে সুস্থতা আশা করা যায় নি। তিনি রামাদ্বানে ইফতার করে প্রত্যেকদিনের পরিবর্তে সাথে সাথে ফিদইয়াহ্ আদায় করতেন। এরপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং তাঁর হার্টে ভাল্বের সার্জারি করা হয় এবং তা সফল হয় আলহামদুলিল্লাহ্। তবে তিনি এরপর কিছু সময় ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসার অধীনে ছিলেন। এরপর তাঁর অবস্থার উন্নতি হলে আল্লাহ্ তাকে গত রামাদ্বানে স্বিয়াম পালনের তাওফীক্ব দেন। তিনি জানতে চাচ্ছেন, যে দিনগুলিতে স্বাওম ভঙ্গ করেছিলেন, সে ব্যাপারে কি করবেন? তিনি কি সেই দিনগুলোর ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় করবেন,যার সংখ্যা ১৮০ দিন যা পরপর ছয় বছর এর সমান নাকি তিনি সে সময় স্বাওমের পরিবর্তে যে ফিদইয়াহ্ আদায় করেছিলেন তাই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"তিনি স্বাওম ভঙ্গ করায় প্রতিদিনের পরিবর্তে যে ফিদইয়াহ আদায় করেছিলেন তা তাঁর জন্য যথেষ্ট। তাঁর সেই মাসগুলোর ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় করা ওয়াজিব নয়। কারণ তিনি মা'যূর, (শারী'আত অনুমোদিত কারণে) সে সময় তাঁর উপর যা ওয়াজিব ছিল তিনি তা করেছেন।

আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা। আল্লাহ্ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বাহাবীগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন। ” সমাপ্ত

গবেষনা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজনাহ আদ্-দা’ইমাহ

শাইখ ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন বায, শাইখ ‘আবদুর রায্যাক্ব ‘আফীফী, শাইখ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন গুদাইইয়ান, শাইখ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ক্কু‘ঊদ।

[ফাত্ওয়া আল-লাজনাহ আদ্-দা’ইমাহ লিল বুহূস আল-‘ইলমিয়্যাহ ওয়া আল ইফতা’ (১০/১৯৫,১৯৬)]

Islam Q & A

৭৫.চোয়ালের রোগে আক্রান্ত স্বাওম পালনকারীর চুইংগাম চাবানো

ফাত্ওয়া নং – 38552

প্রশ্ন : আমার বাবা চোয়ালের ব্যথায় আক্রান্ত রোগী, ডাক্তার তাকে চোয়ালের নড়াচড়ার সচলতা বজায় রাখতে চুইংগাম খেতে বলেছেন। তাঁর স্বিয়াম পালনকালীন সময়ে কি চুইংগাম খাওয়া শুদ্ধ (বৈধ) হবে ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

চুইংগাম (কেমিক্যাল) পদার্থ মুক্ত নয় যা চাবানোর সময় নিঃসৃত হয় এবং পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। তাই রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা স্বাওম পালনকারীর জন্য এটি ব্যবহার

জা’ইয (বৈধ) নয়। এর বিকল্প হিসেবে চোয়ালের বিশেষ ব্যায়াম দ্বারা এ থেকে বিরত থাকা সম্ভব। আপনি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ফাজ্‌র পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শুধু চুইংগাম চাবাতে পারেন।

তবে যদি এমন কোন চুইংগাম পাওয়া যায় যাতে (কেমিক্যাল) পদার্থ নেই যা চাবানোর মাধ্যমে পৃথক হয়ে নিঃসৃত হয়, তবে তা ব্যবহার করা জা’ইয (বৈধ)। কারণ তা স্বাওম পালনকারীর স্বাওম ভঙ্গ করেনা, এটি এ কারণে যে এর কোন অংশ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না।

তবে আপনার বাবাকে এই নাস্বীহাহ (নসীহত) করা হচ্ছে যে, তিনি যেন তা মানুষের সামনে না চিবান যাতে করে যারা তাঁর অবস্থা ও ‘উযর (ওজর) সম্পর্কে জানে না তারা তাঁকে দ্বীনের ব্যাপারে দোষারোপ না করে।

আর যদি এ ধরণের চুইংগাম না পাওয়া যায় অথবা আপনার বাবার দিনের (রামাদ্বানের) বেলায় প্রচলিত চুইংগাম চাবানোর দরকার হয় এবং তা না করার কারণে যদি (১) সুস্থতা বিলম্বিত হয় অথবা (২) রোগ বেড়ে যায়, তবে রামাদ্বান মাসে তাঁর জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ); এক্ষেত্রে তিনি স্বাওম ভঙ্গ করা দিন গুলোর ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করবেন।

এর দালীল হল আল্লাহ-তা‘আলার বাণী :

لقول الله تعالى : (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)

[٢ البقرة ٨٥]

“আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় চৌদ্দ : রামাদ্বানে মুসাফির

৭৬.ইফত্বার ও ক্বাসর স্বালাত বৈধকারী সফরের সর্বনিম্ন সীমা কতটুকু?

ফাত্ওয়া নং- 38079

প্রশ্ন : ইফত্বার বৈধকারী সফরের সর্বনিম্ন সীমা কতটুকু?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

অধিকাংশ 'আলিমগণ এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যে দূরত্বে স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা ও স্বাওম পালনকারীর ইফত্বার করা শারী'আত সম্মত, তা হল ৪৮ মাইল।

ইবনু ক্বুদামা 'আল-মুঘনী' তে বলেছেন :

'' আবূ আব্দিল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ) এর মত হল ১৬ ফারসাখ এর কম দূরত্বে ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) জা'ইয (বৈধ) নয়। এক ফারসাখ হল তিন মাইল। সুতরাং (১৬ ফারসাখ) দূরত্ব হল ৪৮ মাইল। ইবনু 'আব্বাস এই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, তিনি বলেছেন : (এই দূরত্ব) 'উসফান থেকে মাক্কাহ পর্যন্ত, ত্বা'ইফ থেকে মাক্কাহ পর্যন্ত, জিদ্দাহ থেকে মাক্কাহ পর্যন্ত।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) বৈধকারী দূরত্ব হল সেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দুই দিনের ভ্রমণ। এটি হল ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার এর মত। এ ব্যাপারে মালিক, আল-লাইস ও আশ-শাফি'ঈ এ মত প্রকাশ করেছেন।'' সমাপ্ত

কিলোমিটারে এর হিসাব হল প্রায় ৮০ কিলোমিটার।

শাইখ ইবনু বায ‘ মাজমূ আল-ফাতাওয়া ’ (১২/২৬৭)- এ সফরের পরিমাণ সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা হল :

“এই দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার ধরে হিসাব করা তাদের ক্ষেত্রে যারা গাড়িতে, প্লেনে, জাহাজে, স্টিমারে ভ্রমণ করে। এই দূরত্ব বা তার কাছাকাছি দূরত্বে ভ্রমণকে সফর বলা হয় এবং তা প্রচলিত প্রথা অনুসারে সফর হিসেবে মুসলিমদের মাঝে পরিচিত। তাই যদি কেউ উটে করে অথবা পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে অথবা প্লেনে অথবা সামুদ্রিক যানে করে এই দূরত্ব বা তার বেশি অতিক্রম করে, তবে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। ”
সমাপ্ত

আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা’ইমাহ (৮/৯০) কে প্রশ্ন করা , ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) বৈধকারী দূরত্ব সম্পর্কে এবং কোন ট্যাক্সিচালক, ৩০০ কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করলে, সে ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত) করবে কিনা?

তারা উত্তরে বলেন :

*“অধিকাংশ ‘আলিমগণের রায় অনুসারে, ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) বৈধকারী দূরত্বের পরিমাণ হল প্রায় ৮০ কিলোমিটার। তাই ট্যাক্সিচালক অথবা অন্যদের জন্য এক্ষেত্রে স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা জা’ইয (বৈধ), যদি সে উত্তরের প্রথমে আমাদের উল্লেখিত দূরত্ব বা তার বেশি পথ অতিক্রম করতে চায়।”*সমাপ্ত

অন্যদিকে কিছু ‘আলিমগণ এই মত প্রকাশ করেছেন যে সফরের কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়নি বরং এ ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার উপরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । মানুষ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যা সফর বলে বিবেচনা করে, তা সফর বলে বিবেচিত হবে যার

উপর ভিত্তি করে একজন মুসাফিরের জন্য দুই স্বালাত একত্রীকরণ (জাম‘), ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) ও স্বাওম ভঙ্গ করা ইত্যাদি শারা‘ঈ আহকাম প্রযোজ্য হয়।

শাইখুল ইসলাম ‘ আল-ফাতাওয়া ’ (২৪/১০৬) এ বলেছেন :

“যারা ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) ও স্বাওম ভঙ্গ করা সাধারণ ভাবে সফরকালে নীতিগতভাবে শারী‘আত সম্মত করেছেন এবং কোন বিশেষ সফরকে নির্দিষ্ট করেননি, দালীল তাঁদের পক্ষেই। এটিই হল সঠিক মত।” সমাপ্ত

‘ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম’ (পৃঃ ৩৮১) এ শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

মুসাফির ব্যক্তি যে দূরত্বে ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) করতে পারে সে সম্পর্কে এবং ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) না করে শুধু (দুই স্বালাত) একত্রীকরণ (জাম‘) করা জা’ইয (বৈধ) কিনা। তিনি উত্তরে বলেন :

“*যে দূরত্বে ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) করা হয়, তা কিছু ‘আলিমগণ নির্দিষ্ট করেছেন প্রায় ৮৩ কিলোমিটারে দূরত্ব। আবার কিছু ‘আলিমগণ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সফরের দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন, যদিও তা ৮০ কিলোমিটার দূরত্বে না হয়। আর মানুষ যা সফর বলে বিবেচনা করে না তা সফর নয় যদিও তা ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের হয়।*

শেষের এই মতটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ-রাহিমাহুল্লাহ- বেছে নিয়েছেন আর তা হল যে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বাসর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) বৈধকারী কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করেন নি। একইভাবে নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করেন নি।

আনাস ইবনু মালিক -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- বলেছেন :

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رواه مسلم ١٩١)

"রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ দূরত্বের পথে বের হলে দুই রাক্'আত স্বালাত আদায় করতেন (অর্থাৎ স্বালাত সংক্ষিপ্ত করতেন)।"

[বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৬৯১)]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর এই বক্তব্য সঠিক মতটির কাছাকাছি।

প্রচলিত রীতি-প্রথায় দ্বিমত দেখা গেলে যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দূরত্বের মতটি (অর্থাৎ প্রথম মতটি) গ্রহণ করে তবে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এটি অনেক ইমাম ও মুজতাহিদ 'আলিমগণের বক্তব্য। তাই এতে কোন সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহু ওয়া তা'আলা।

তবে যদি প্রচলিত রীতি-প্রথায় স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তবে তা অনুসারে আমল করাই সঠিক।" সমাপ্ত।

Islam Q & A

৭৭.বিমান ক্রু রা কিভাবে স্বাওম পালন করবে

ফাত্ওয়া নং- 37717

প্রশ্ন : আমি বিমান ক্রুদের একজন, রামাদ্বান মাসে পশ্চিমের দুটো দেশের মধ্যে সফরকালে কীভাবে স্বাওম পালন করব যে ক্ষেত্রে ভ্রমণ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যেহেতু আপনি একজন বিমান ক্রু, সেহেতু আপনি একজন মুসাফির। সকল 'আলিমগণ এ ব্যাপারে ইজমা' (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন যে, মুসাফিরের জন্য রামাদ্বান মাসে স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয (বৈধ)-তার জন্য স্বিয়াম পালন করা কষ্টকর হোক বা নাই হোক।

একজন মুসাফিরের জন্য -

স্বিয়াম পালন করা কষ্টকর না হলে তার জন্য স্বাওম পালন করা উত্তম।

আর তা (স্বিয়াম পালন করা) কষ্টকর হলে তার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা উত্তম। এক্ষেত্রে তাকে স্বাওম ভঙ্গ করা দিনগুলোর ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে হবে। দেখুন প্রশ্ন নং **(20165)**।

যদি আপনি স্বাওম পালন করতে চান, তবে আপনাকে আপনি যে স্থানে আছেন তা ভূমিতেই হোক বা শূন্যেই হোক, সেখানে ফাজ্‌রের সূচনাকালে ফাজ্‌র উদয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে স্বাওম ভঙ্গকারী সকল মুফাত্বত্বিরাত থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইফত্বারের ক্ষেত্রেও এই একই হুক্ম। তাই আপনি যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত ইফত্বার করবেন না। আপনি যদি প্লেনে থাকা অবস্থায় সূর্য দেখতে পান, তবে তা অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত আপনার জন্য ইফত্বার করা জা'ইয (বৈধ) নয় যদিও আপনি প্লেনে যে দেশের আকাশ সীমানায় অবস্থান করছেন সেই দেশের দেশবাসীর সাপেক্ষে সূর্য ডুবে যায়।

প্লেনে সফরের কারণে দিনের দৈর্ঘ্য ছোট ও বড় হওয়া স্বিয়ামের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না।

এটি জানা বিষয় , দিনের বেলা আপনার সফর যদি পূর্ব দিকে হয় তবে আপনার ক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য কমে যাবে আর যদি আপনার সফর পশ্চিম দিকে হয় তবে দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে।

সুতরাং, ফাজ্‌রের সূচনাকাল ও সূর্যাস্তের সময় আপনি যে স্থানে আছেন সেই স্থানের সাপেক্ষেই সময় নির্ধারণ করতে হবে।

দেখুন প্রশ্ন নং **(38007)**।

Islam Q & A

৭৮.সে পরদিন সফর করবে -এই নিয়্যাতে স্বাওম ভঙ্গ করেছিল, কিন্তু সে সফর করেনি

ফাত্ওয়া নং -66086

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি সফরে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে স্বাওম ভঙ্গ করার নিয়ত করে, এরপর ফাজ্‌র শুরু হওয়ার পর সে তার মত পরিবর্তন করে এবং স্বাওম ভঙ্গের কোনো

কাজ (যেমন পানাহার) করার আগেই সফর না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে তার হুক্‌ম কী ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ক্বুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা‘ এর দালীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসাফির রামাদ্বানে স্বাওম ভঙ্গ করতে পারে, তবে তাকে সেই সংখ্যক স্বাওমের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে। আল্লাহ –সুবহানা ওয়া তা‘আলা- বলেন :

قال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

[٢ البقرة ١٨٥]

“আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”
[২ আল-বাক্বারা : ১৮৫]

যে তার নিজ দেশে আছে এবং সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছে, সে নিজ দেশের আবাসিক এলাকা ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ‘মুসাফির’ বলে বিবেচিত হবে না, তাই এক্ষেত্রে তার জন্য শুধু সফরের নিয়্যাত করলেই, এর রুখস্বাত (অবকাশ) সমূহ, যেমন- ফিত্বর (পানাহার, সহবাস ইত্যাদি) ও কাস্বর (স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা) ইত্যাদি গ্রহণ করা হালাল হয়ে যায় না। কারণ আল্লাহ তা‘আলা মুসাফিরের জন্যই স্বাওম ভঙ্গ করা বৈধ করেছেন। সে তার নিজ দেশ ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ‘মুসাফির’ বলে গণ্য হবে না।

ইবনু ক্বুদামাহ ‘আল-মুগনী’ (৪/৩৪৭) এ যে ব্যক্তি দিনের মাঝে সফর করে তার কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন :

“যদি এটি প্রমাণিত হয়, তবে তার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ঘর বাড়ি পিছনে ফেলে আসে, অর্থাৎ আবাসিক এলাকা অতিক্রম করে এবং এর ভবন সমূহ থেকে দূরে চলে আসে।”

আল -হাসান বলেছেন :

“সে চাইলে তার নিজ বাড়িতে স্বাওম ভঙ্গ করবে, যেদিন সে সফর করতে চায়।” একই রকমের বর্ণনা রয়েছে ‘আত্বা’ হতে।

ইবনু ‘আবদিল বার্‌র বলেছেন :

হাসান এর বক্তব্য গৌণ। কারও জন্য নিজ দেশে থাকা অবস্থায় স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইয (বৈধ) নয়। তা কোন বুদ্ধি বা দালীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল-হাসান হতে এর বিপরীত বর্ণিত দালীলও রয়েছে।”

এরপর ইবনু ক্বুদামা বলেন :

“আল্লাহ তা’আলা বলেছেন :

لقول الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)

[٢ اا قرة ٨٥]

“ তোমাদের মধ্যে যে এই মাসকে পেল, সে যেন এতে স্বাওম পালন করে।”

[২ আল-বাক্বারা : ১৮৫]

-এটি, যে স্বদেশে রয়েছে, তবে সফর করেনি -তার ক্ষেত্রে একটি দালীল- সে নিজ দেশ ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুসাফির বলে বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজ দেশে অবস্থান করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বদেশে অবস্থানকারীদের হুক্‌মসমূহ তার উপর বর্তাবে। তাই সে স্বালাত সংক্ষিপ্ত করবে না”। সমাপ্ত

শাইখ ইবন ‘উসাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে সফরের নিয়্যাতে নিজ বাড়িতেই না জানার কারণে স্বাওম ভঙ্গ করে ফেলেছিল, এর পর সে সফর করতে বের হয় - তার উপর কাফফারা দেয়া কি ওয়াজিব?

তিনি উত্তরে বলেন :

"তার জন্য নিজ বাড়িতে স্বাওম ভঙ্গ করা হারাম। কিন্তু যদি সে সফরে বের হওয়ার আগে নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থায় ইফত্বার করে ফেলে, তাহলে তাকে শুধু ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে।" সমাপ্ত
[ফাতাওয়া আস-স্বিয়াম (পৃঃ ১৩৩)]

' আশ-শারহ আল-মুমত্বি' (৬/২১৮) ' –এ বলেছেন :

"সুন্নাহ ও স্বাহাবীগণ –রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম- হতে বর্ণিত 'আসার (বক্তব্য) সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ দিনের মাঝে সফর করলে, সে স্বাওম ভঙ্গ করতে পারে; এক্ষেত্রে, তার জন্য কি নিজ এলাকা ত্যাগ করা শর্ত? নাকি সে সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করে বের হলেই স্বাওম ভঙ্গ করতে পারে?

উত্তর :
পূর্ববর্তীগণ (স্বাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি'উত তাবি'ঈ) হতে এ ব্যাপারে দুইটি মত বর্ণিত হয়েছে।

'আলিমগণের মধ্যে অনেকে এ মত পোষণ করেছেন যে, কেউ যদি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয় শুধু বাহনে আরোহণ করাই বাকি থাকে, তাহলে তার স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয। এ ব্যাপারে তাঁরা আনাস -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ-হতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এমনটি করতেন।
আপনি যদি এই আয়াতটি পর্যালোচনা করেন, তাহলে দেখবেন যে - তা শুদ্ধ নয়। কারণ, এখন পর্যন্ত সে সফরে বের হয়নি, তাই সে মুক্বীম (স্বদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি)। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তার জন্য নিজ দেশে বাড়ি ঘর ত্যাগ না করা পর্যন্ত স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয (বৈধ) নয়।

সঠিক মতটি হল, সে নিজ এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত স্বাওম ভঙ্গ করবে না। এ কারণে তার জন্য নিজ এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত স্বালাত সংক্ষিপ্ত করা বৈধ নয়। একই ভাবে নিজ এলাকা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয (বৈধ) নয়।"

সমাপ্ত
[সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা পরিমার্জিত]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে রাতে সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করল, তার জন্য স্বাওম ভঙ্গকারী হিসেবে দিন শুরু করা জা'ইয (বৈধ) নয়। বরং, তাকে স্বাওমেরই নিয়্যাত করতে হবে। এরপর সে তার দিন শুরু করলে এবং সফর করলে, তার নিজ এলাকা ত্যাগ করার পর স্বাওম ভঙ্গ করা জা'ইয হবে।

উপসংহারে বলা যায় :
যে পরদিন সফর করবে বলে রাত থেকে স্বাওম ভঙ্গ করার নিয়্যাত করেছে, সে অবশ্যই ভুল করেছে। এক্ষেত্রে তাকে সেই দিনের পরিবর্তে ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে। যদিও ধরে নেওয়া হয় যে, এরপর সে সফর করেনি। কারণ রাত থেকেই সে স্বিয়ামের নিয়্যাত করেনি। নাবী –স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)

رواه أبو داود ٢٤٥٤) والترمذي ٣٠/ (وصححه الألباني في صحيح أبي داود

"যে ফাজ্‌র হওয়ার পূর্বে স্বিয়ামের নিয়্যাত না বাঁধে তার কোনো স্বিয়াম নেই।"
[বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ (২৪৫৪) ও আত-তিরমিযী (৭৩০) এবং আল-আলবানী স্বাহীহ আবী দাঊদ এ একে স্বাহীহ (সহীহ) বলে চিহ্নিত করেছেন।]

এক্ষেত্রে, এ ব্যক্তির জন্য –এই মাসের সম্মানার্থে – স্বাওম ভঙ্গকারী সকল বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, কারণ শারী'আত অনুমোদিত 'উযর (অজুহাত) ছাড়াই সে স্বাওম ভঙ্গ করেছে।

[' আশ্‌-শারহ আল-মুমত্বি' '(৬/২০৯)]

তাই প্রশ্নকারীর উচিত, আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে মাফ চাওয়া এবং সে যা করেছে, তা থেকে তাওবাহ করা এবং সেই দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করা।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় পনের :
স্বাওমের ক্বাদ্বা’ (কাযা) ও কাফফারাহ আদায়

৭৯.তার যিম্মাহয় থাকা (ছুটে যাওয়া)স্বালাতের ও ওয়াজিব স্বাওমের সংখ্যা মনে নেই,সে কী করবে?

ফাত্ওয়া নং - 72216

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলিমের ছুটে যাওয়া স্বালাত ও স্বিয়ামের সংখ্যা মনে না থাকে,তবে সে কিভাবে তার ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করবে?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত:

ছুটে যাওয়া স্বালাতের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথম অবস্থা :

ঘুম বা ভুলে যাওয়ার 'উয্রে (কারণে) স্বালাত ছুটে যাওয়া।এ অবস্থায় তার উপর ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা ওয়াজিব।এর দালীল তাঁর (নাবীর-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বাণী :

لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) رواه البخاري (٥٧٢) ومسلم (٦٨٤) – واللفظ له -.

"যে স্বালাত আদায় করতে ভুলে যায় বা সে সময় ঘুমিয়ে থাকায় তা ছুটে যায়,তার কাফফারাহ হলো সে যখনই তা মনে করবে তখনই (সাথে সাথে) স্বালাত আদায় করে নিবে।"
[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৫৭২) ও মুসলিম (৬৮৪)-এর লাফজ (শব্দ চয়ন)স্বাহীহ মুসলিমের]

এবং সে তা ধারাবাহিকভাবে আদায় করবে, যেমনটি তার উপর ওয়াজিব হয়েছে, প্রথমটি প্রথমে করবে। এর দালীল জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ এর হাদীস -

لحديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب . رواه البخاري (٥٧١) ومسلم (٦٣١)

"'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব-রাদ্বিয়াল্লাহু-'আনহু-খানদ্বাক্ব-(এর যুদ্ধে)-এর দিন সূর্যাস্তের পর এসে ক্বুরাইশদের কাফিরদের গালি দিতে লাগলেন, তিনি বললেন :"হে রাসূলুল্লাহ, আমি 'আসরের স্বালাত আদায় করতে যেতে যেতে সূর্য ডুবে যেতে লাগল !"

নাবী স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন :

"আল্লাহর শপথ, আমিও এর ('আসরের) স্বালাত আদায় করি নি।"

এরপর আমরা বাত্বহান-এ দাঁড়ালাম,তিনি (রাসূলুল্লাহ) স্বালাতের জন্য উদ্বু'(ওযু)করলেন, আমরাও তার (স্বালাতের) জন্য উদ্বু' করলাম। এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর 'আসরের স্বালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিব (এর স্বালাত) আদায় করলেন।"
[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৫৭১) ও মুসলিম (৬৩১)]

<u>দ্বিতীয় অবস্থা</u>**:**

এমন 'উযরে (অজুহাত, কারণে)স্বালাত ছুটে যাওয়া, যে সময় কোন হুঁশ থাকে না, যেমন-কোমা। এ অবস্থার ক্ষেত্রে, তার উপর থেকে স্বালাত (আদায়ের দায়িত্ব)উঠে যায় এবং তার উপর তা ক্বাদ্বা'(কাযা) করা ওয়াজিব হয় না।

আল-লাজ্নাহ্ আদ-দা'ইমাহ্-এর 'আলিমগণকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

আমার এক গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ফলে তিন মাস হাসপাতালে শুয়ে ছিলাম, এ সময়ে আমার কোন হুঁশ ছিল না। এ পুরো সময় আমি কোন স্বালাত আদায় করিনি। আমার উপর থেকে কি তা (স্বালাত আদায়ের দায়িত্ব)উঠে যাবে? নাকি পূর্বের সব (ছুটে যাওয়া)স্বালাত পুনরায় আদায় করতে হবে ?

তাঁরা উত্তরে বললেন :

"*উল্লেখিত সময়ের স্বালাত [ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায়ের দায়িত্ব] আপনার থেকে ছুটে যাবে কারণ আপনার তখন কোন হুঁশ ছিল না।*"
(উদ্বৃতির সমাপ্তি)

তাঁদেরকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল :
যদি কেউ এক মাস অজ্ঞান অবস্থায় থাকে আর এ পুরো মাস কোন স্বালাত আদায় না করে, তবে সে কীভাবে ছুটে যাওয়া স্বালাত পুনরায় আদায় করবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন:

"*এ সময়ে যে স্বালাত সমূহ বাদ গিয়েছে তা ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করবে না,কারণ সে উল্লেখিত অবস্থায় পাগলের হুক্মের মধ্যে পড়ে। আর পাগল ব্যক্তির জন্য কলম উঠানো হয়েছে (অর্থাৎ তার উপর শারী'আতের আহকাম প্রযোজ্য নয়)।*" (উদ্বৃতির সমাপ্তি)
[ফাত্ওয়া আল-লাজ্নাহ্ আদ-দা'ইমাহ (৬/২১)]

<u>তৃতীয় অবস্থা </u>:

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন 'উযর (অজুহাত) ছাড়া স্বালাত ত্যাগ করা, আর তা কেবল দুই ক্ষেত্রেই হতে পারে:

এক:
সে যদি স্বালাতকে অস্বীকার করে, এর ওয়াজিব [অর্থাৎ ফার্দ্ব (ফরজ)] হওয়াকে মেনে না নেয়, তবে সে লোকের কুফরের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কারণ সে ইসলামের ভিতরে নেই। তাকে (আগে) ইসলামে প্রবেশ করতে হবে, এরপর এর আরকান ও

ওয়াজিবসমূহ পালন করতে হবে। আর কাফির থাকা অবস্থায় যে স্বালাত ত্যাগ করেছে তার ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয় ।

দুই:

সে যদি অবহেলা বা অলসতাবশত স্বালাত ত্যাগ করে, তবে তার ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ সে যখন তা ত্যাগ করেছিল, তখন তার কোন গ্রহণযোগ্য 'উযর (অজুহাত) ছিল না। আর আল্লাহ তা সুনির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট এক সময়ে ওয়াজিব করেছেন।

তিনি-সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

(إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) ٤ النسا ١٠٣]

"নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে স্বালাত আদায় করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"
[৪ আন-নিসা : ১০৩]

অর্থাৎ এর সুনির্দিষ্ট সময় আছে। এর দালীল হলো রাসূলের-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বাণী :

"যে এমন কোন কাজ করে যা আমাদের (শারী'আত এর) অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري ٢٦٩٧، ومسلم ١٧١٨)

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (২৬৯৭) ও মুসলিম (১৭১৮)]

শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায-রাহিমাহুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
আমি ২৪ বছর বয়সের আগে স্বালাত আদায় করি নি।এখন আমি প্রতি ফার্দ্ব (ফরজ) স্বালাত এর সাথে আরেকবার ফার্দ্ব (ফরজ) স্বালাত আদায় করি। আমার জন্য কি তা করা জা'ইয (বৈধ)? আমি কি এভাবেই চালিয়ে যাব নাকি আমার উপর অন্য কোন করণীয় আছে?

তিনি বলেন :

"যে ইচ্ছাকৃতভাবে স্বালাত ত্যাগ করে, সঠিক মতানুসারে তার উপর কোন ক্বাদ্বা' (কাযা) নেই। বরং তাকে আল্লাহর-'আযযা ওয়া জাল্ল-কাছে তাওবাহ করতে হবে কারণ স্বালাত ইসলামের স্তম্ভ, তা ত্যাগ করা ভয়াবহ অপরাধসমূহের একটি। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তা (স্বালাত) ত্যাগ করা 'বড় কুফর' যা 'আলিমগণের দুটি মতের মধ্যে সবচেয়ে সঠিকটি, কারণ রাসূল-স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-হতে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন :

(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)

"আমাদের ও তাদের মাঝে চুক্তি হলো স্বালাত; তাই যে তা ত্যাগ করে, সে কুফরি করলো।"
[ইমাম আহমাদ ও সুনানের সংকলকগণ স্বাহীহ ইসনাদ সূত্রে বুরাইদাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-হতে বর্ণনা করেছেন]
আর রাসূল-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)

"একজন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো স্বালাত ত্যাগ করা।"
[ইমাম মুসলিম তাঁর স্বাহীহ গ্রন্থে জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা-থেকে বর্ণনা করেছেন সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস রয়েছে যাতে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়]

এক্ষেত্রে ভাই আপনার উপর ওয়াজিব হলো আল্লাহর (আযযা ওয়া জাল্ল) নিকট সত্যিকার অর্থে তাওবাহ করা। আর তা হলো-(১)পূর্বে যা গত হয়েছে তার ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া;(২)স্বালাত ত্যাগ একেবারে ছেড়ে দেয়া এবং (৩)এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করা যে, এ কাজে আপনি আর কখনও ফিরে যাবেন না।
আর আপনাকে প্রতি স্বালাতের সাথে বা অন্য স্বালাতের সাথে ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে না, বরং আপনাকে শুধু তাওবাহ করতে হবে।আর সকল প্রশংসা আল্লাহ'র।

যে তাওবাহ করে আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করেন।আল্লাহ-সুবহানাহ ওয়া তা'আলা- বলেছেন :

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [24 النور ٣١]

"হে মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবাহ করো,যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

[২৮ আন-নূর :৩১]

আর নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেন :

(التائب من الذنب كمن لا ذنب له)

"পাপ থেকে তাওবাহকারী এমন ব্যক্তির ন্যায় যার কোন পাপই নেই।"

তাই আপনাকে সত্যিকার অর্থে তাওবাহ করতে হবে,নিজের নাফসের সাথে হিসাব-নিকাশ করতে হবে,সঠিক সময়ে জামা'আতের সাথে স্বালাত আদায়ের ব্যাপারে সদা-সচেষ্ট থাকতে হবে, আপনার দ্বারা যা যা হয়েছে - সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং বেশি বেশি ভাল কাজ করতে হবে। আর আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ জানাই, আল্লাহ-সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা -বলেছেন :

(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) ٢٠ طه ٨٢]

"আর যে তাওবাহ করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল।"

[২০ ত্বাহা :৮২]

সূরাহ আল-ফুরক্বান-এ শিরক, হত্যা, যিনা (ব্যভিচার) উল্লেখ করে তিনি-জাল্লা ওয়া 'আলা-বলেছেন :

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) ٢٥ فرقان ٩ ٠]

"আর যে তা করল, সে পাপ করল, ক্বিয়ামাতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে এবং সে সেখানে অপমানিত অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করবে, তবে সে ছাড়া যে তাওবাহ করেছে, ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে; আল্লাহ তাদের খারাপ কাজ সমূহকে ভাল কাজে পরিবর্তন করে দিবেন।আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।"
[২৫ আল-ফুরক্বান : ৬৯-৭০]

আমরা আল্লাহ'র কাছে চাই আমাদের ও আপনার জন্য তাওফীক্ব, বিশুদ্ধ তাওবাহ ও কল্যাণের পথে ইসতিক্বামাহ-অটলতা-অবিচলতা।''
[মাজমূ'ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইবন বায (১০/৩২৯,৩৩০)]

<u>দ্বিতীয়ত</u> :

আর স্বিয়াম ক্বাদ্বা'(কাযা) করার ক্ষেত্রে,আপনার স্বিয়াম ত্যাগ করা যদি আপনার স্বালাত ত্যাগ করা অবস্থায় হয়, তবে আপনার উপর সে সব দিনের, যে সব দিনে আপনি ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করেছেন তার ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা ওয়াজিব নয়, কারণ যে স্বালাত ত্যাগ করে, সে বড় কুফর সংঘটনকারী কাফির (যা (মুসলিম) মিল্লাত থেকে বের করে দেয়)-যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে-আর কোন কাফির যদি ইসলাম কবুল করে, কুফর অবস্থায় সে যে 'ইবাদাতগুলো ত্যাগ করেছিল, তা ক্বাদ্বা'(কাযা) করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

আর যদি আপনার স্বিয়াম ত্যাগ স্বালাত আদায় করা অবস্থায় হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রে শুধু দুটো সম্ভাব্য ব্যাপারই ঘটতে পারে :

<u>প্রথমত</u> :

আপনি রাতে স্বিয়ামের নিয়্যাত করেন নি, বরং ফিত্বরের (স্বাওম ভঙ্গের) ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে ক্বাদ্বা’ (কাযা) শুদ্ধ হবে না। কারণ আপনি কোন ‘**উযর** (গ্রহণযোগ্য অজুহাত) ছাড়া শারী‘আতে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করণীয় ‘ইবাদাত ত্যাগ করেছেন।

দ্বিতীয়ত :

আপনি স্বিয়াম শুরু করার পর সেই দিনে তা ভঙ্গ করেছেন।এক্ষেত্রে আপনার উপর ক্বাদ্বা’(কাযা)আদায় করা ওয়াজিব। নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -যখন রামাদ্বান মাসে দিনের বেলায় (যৌন) মিলনকারী ব্যক্তিকে কাফফারাহ আদায় করার আদেশ দিলেন, তখন বললেন :

صم يوماً مكانه) رواه أبو داود ٢٣٩٣) ، وابن ماجه ١٦٧١) وصححه الألباني في إرواء الغليل " ٩٤٠)

“আপনি সে দিনের পরিবর্তে একদিন স্বাওম পালন করুন।”

[এটি বর্ণনা করেছেন আবূ-দাঊদ (২৩৯৩), ইবনু মাজাহ (১৬৭১)এবং আল-আলবানী “ ‘ইরওয়াউল গালীল ”-এ (৯৪০)-একে স্বাহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন]

আর শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহু তা‘আলা-কে রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা কোন ‘উযর (কারণ) ছাড়া ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ করার) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

তিনি উত্তরে বলেন:

“রামাদ্বান মাসে দিনের বেলা কোন ‘উযর ছাড়া ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) করা সবচেয়ে বড় (কাবীরাহ) গুনাহসমূহের একটি, এ দ্বারা সে ব্যক্তি ফাসিক্ব হয়ে যাবে। তার উপর ওয়াজিব হবে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা, যেদিন ফিত্বর (স্বাওম ভঙ্গ) করেছিল সেদিনের ক্বাদ্বা’(কাযা) আদায় করা,অর্থাৎ সে যদি স্বাওম পালন শুরু করে দিনের মাঝে কোনো ‘উযর (অযুহাত) ছাড়া স্বাওম ভঙ্গ করেছে তার কাদ্বা’ (কাযা) আদায় করতে হবে। কারণ যেহেতু সে তা (স্বাওম) শুরু করেছে, তার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এবং

তা ফার্দ্ব (ফরজ), এই বিশ্বাসে তাতে প্রবেশ করেছে তাই তার উপর এর ক্বাদ্বা’ আদায় করা বাধ্যতামূলক-নাযর (মান্নতের)-এর ন্যায়।
আর যদি কোন ‘উযর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু থেকেই স্বাওম ত্যাগ করে, তবে অধিক শক্তিশালী মতানুসারে তাকে তার ক্বাদ্বা’ আদায় করতে হবে না,কারণ সে এর দ্বারা কোন উপকার পাবে না। এটি এজন্য যে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতিটি হলো-সকল ‘ইবাদাত যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত,তা কোন ‘উযর (গ্রহণযোগ্য কারণ) ছাড়া সেই নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বে করা হলে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না। এর দালীল নাবী- স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

“যে এমন কোন কাজ করল যা আমাদের (শারী‘আতের) অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।।”

কারণ তা আল্লাহর- ‘আযযা ওয়া জাল্ল-নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করার মধ্যে পড়ে আর আল্লাহ- তা‘আলা- নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা জুলম (অবিচার)। আর জালিম ব্যক্তির কাছ থেকে তা (সেই জুলম) কবুল করা হবে না। আল্লাহ- তা‘আলা-বলেন :

(وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ)

[٢ البقر ٢٢٩]

“আর যারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা হলো জালিম।”
[২ আল-বাক্বারাহ : ২২৯]

আর এটি এজন্য যে , সে যদি এই ‘ইবাদাত নির্ধারিত সময় হবার পূর্বেই করতো , তবে তা তার কাছ থেকে কবুল হত না। একই ভাবে সে যদি তা (সেই ‘ইবাদাতের) সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে করে, তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল হবে না তবে যদি সে মা’যূর (অপারগ)না হয়।” সমাপ্ত।
[মাজমূ‘ফাত্ওয়া আশ-শাইখ ইবন ‘উসাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

আর তার উপর ওয়াজিব হলো সকল পাপ কাজ থেকে (আল্লাহর কাছে)সত্যিকার অর্থে তাওবাহ করা [উপরে উল্লেখিত ইবনু বাযের ফাত্ওয়ায় তাওবাহর তিনটি শর্ত সহ],

ওয়াজিব কাজ সমূহ সময়মত অব্যাহত রাখা,খারাপ কাজ ত্যাগ করা, বেশি বেশি নাফল ও নৈকট্য লাভ হয় এমন কাজ করা।

আর আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশি জানেন।

Islam Q & A

৮০.তার মা মারা গেছে যার উপর দুই রামাদ্বানের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় বাকি ছিল

ফাত্ওয়া নং : 130647

প্রশ্ন : আমার মা মারা গেছে এবং জীবিত থাকতে তিনি আমাকে বলে গেছেন যে,তার দুই বছরের রামাদ্বান মাসের স্বাওম ক্বাদ্বা' (কাযা) করা বাকি আছে। এর পরে যে রামাদ্বান মাস এসেছিল তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং এর পরেই তিনি মারা যান এবং ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করতে পারেন নি। আমি কি তার পক্ষে স্বাওম আদায় করব নাকি মিসকীন খাওয়াব (ফিদ্ইয়াহ আদায় করব)? এই মিসকীন খাওয়ানোর (ফিদ্ইয়াহ দেওয়ার) পদ্ধতি কি? আমি কি ছাগল জবাই করে সেই গোস্ত ৬০টি বাড়িতে বণ্টন করে দিব নাকি সেই খাবারের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দান করে দিব ?

উত্তর :

আলহামদুলিল্লাহ।

" বেশি ভাল হয় যদি আপনি আপনার মায়ের পক্ষ থেকে স্বাওম পালন করে থাকেন।

কারণ নাবী -স্বাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ،مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّ)

متفق على صحته

" যে তার জিম্মায় স্বিয়াম পালন বাকি রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার ওয়ালী (আত্মীয়-পরিজন) স্বাওম পালন করবে। "

[বুখারী ও মুসলিম]

ওয়ালী হচ্ছে আত্মীয়,যদি আপনার পক্ষে অথবা আপনি ছাড়া আপনার মায়ের আত্মীয়দের পক্ষে স্বাওম পালন সম্ভব না হয়,তবে আপনি তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে মিসকীন খাওয়াবেন অথবা আপনার সম্পদ থেকে স্বাওমের বদলে একজন মিসকীন কে খাওয়াবেন। এর পরিমাণ হল, দেশীয় খাদ্যদ্রব্য থেকে অর্ধেক স্বা' আর যদি সব খাবার জমা করে একজন ফকিরকে দেওয়া হয়, তবে তা যথেষ্ট হবে।

আর আল্লাহ্‌ই তাওফীক্ব দাতা, আল্লাহ্ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বাহাবীগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন। "

সমাপ্ত

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ 'আব্দুর রায্যাক্ব 'আফীফী, শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন গুদাইয়ান।

[ফাতাওয়া আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ, দ্বিতীয় ভাগ (৯/২৬০)]

৮১.যে মারা গেছে এবং তার উপর রামাদ্বানে দিনের বেলা শারীরিক মিলনের কারণে ফার্দ্ব (ফরজ) হওয়া কাফ্ফারাহ্ বাকি আছে, তার সন্তানেরা কী করবে?

ফাত্ওয়া নং -131660

প্রশ্ন : আমার বাবা মারা গেছেন রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, তিনি যে সম্পদ রেখে গেছেন তা ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করা সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর আমার মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি রামাদ্বান মাসে তার সাথে মিলন করেছিলেন ২৫-৩০ বছর আগে যে ব্যাপারে আমার মা অসম্মত ছিলেন –তিনি (মা) এক অপারেশনের পর হসপিটাল থেকে বের হয়ে তাকে (বাবাকে) সে সময় বুঝিয়েছিলেন যে এটি জা'ইয (বৈধ) নয় এবং তার সে ব্যাপারে কাউকে প্রশ্ন করা উচিত। কিন্তু তিনি (বাবা) মাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাওবাহ করেছেন এবং আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

আমার মা জানিয়েছেন যে, তিনি লজ্জার কারণে এ প্রশ্ন করতে বা আমাদের জানাতে পারেননি, এবং আমার মা চেয়েছেন দুই মাস (কাফ্ফারাহ -র) স্বাওম রাখতে। আমি তাকে বলেছি যে, যা হয়েছে তাতে তার হাত নেই, তাই তার কিছু করতে হবে না, তাছাড়া তার শারীরিক অবস্থাও এর জন্য প্রস্তুত নয়। এখন আমাদের মৃত পিতার ব্যাপারে আমাদের কী করণীয়? আর আমার মার উপর কী করণীয় ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

যদি আপনার মা রামাদ্বানে দিনের বেলায় তার স্বামী কর্তৃক অনিচ্ছাপূর্বকভাবে বাধ্য হয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন, তবে তার উপর কোন কাফ্ফারাহ নেই। এর দালীল নাবী স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী :

قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
(

" رواه ابن ماجة ٢٠٤٣) وصححه الألباني في صحيح ابن ماج .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ত্রুটি, ভুলে যাওয়া আর অনিচছায় ঘটে যাওয়া, বাধ্যতামূলক ভাবে কৃত অপরাধ ক্ষমা করেছেন।"

[বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনু মাজাহ্ (২০৪৩), শাইখ আল-আলবানী একে 'স্বাহীহ্ ইবন মাজাহ'-তে একে স্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন]
আর যদি তিনি (স্ত্রী) তার (স্বামীর) আনুগত্য করে থাকেন, তবে তাকে ক্বাদ্বা' (কাযা) ও কাফ্ফারাহ উভয়ই আদায় করতে হবে।

ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ্ এর 'আলিমগণ রামাদ্বান মাসে (দিনের বেলা) শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনকারীর হুক্ম সম্পর্কে বলেছেন :

"যে শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছে, তার উপর ওয়াজিব হল একজন দাস মুক্ত করা,যদি তা না পারে ,তবে এক নাগাড়ে দুই মাস স্বাওম পালন করতে হবে, আর যদি তাও না পারে তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে -প্রতি মিসকীনের জন্য এক মুদ্দ (অঞ্জলী) গম এবং তাকে সেই দিনের পরিবর্তে ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে।

আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে, সে যদি অনুগত হয়ে থাকে, তবে তার হুক্ম স্বামীর ন্যায় (অর্থাৎ ক্বাদ্বা'/কাযা ও কাফ্ফারাহ আদায় করতে হবে) ; আর যদি সে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য হয়ে থাকে, তবে তাকে শুধু ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে।" সমাপ্ত

[ফাতাওয়া আল্-লাজ্নাহ আদ্-দা'ইমাহ (১০/৩০২)]

আর যদি তাঁর উপর (আপনার মার) কাফ্ফারাহ ওয়াজিবও হয়ে থাকে, তবে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (দুই মাস একাধারে) স্বিয়াম পালনে সক্ষম নন -তাই এক্ষেত্রে তার জন্য ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো যথেষ্ট হবে।

(রামাদ্বানে দিনের বেলায় শারীরিক মিলনের কারণে ফরজ হওয়া কাফ্ফারাহ্ সম্পর্কে জানতে) দেখুন-(১৬৭২) নং প্রশ্নের উত্তর।

দ্বিতীয়ত :

আপনার বাবার ক্ষেত্রে ফার্দ্ব (ফরজ) ছিল পরপর দুই মাস একাধারে স্বাওম পালন করা এবং শারীরিক মিলনের দ্বারা যে দিনে স্বাওম ভঙ্গ করেছেন, সেই দিনের ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করা। কিন্তু যেহেতু তিনি তা না করেই মারা গেছেন তাই একজন, নাফ্ল সাওয়াবের জন্য তার পক্ষ থেকে স্বিয়াম পালন করবে দুই মাস একাধারে। এর দালীল নাবীস্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ،مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)

رواه مسلم ١٤٧ ۔)

"যে তার জিম্মায় স্বিয়াম পালন বাকি রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার ওয়ালী (আত্মীয়-পরিজন) স্বাওম পালন করবে।"

[বর্ণনা করেছেন মুসলিম (১১৪৭)]

দুই মাসকে একাধিক জনের মাঝে ভাগ করা জা'ইয (বৈধ) হবে না, বরং একজনের উপরই তা পালন করা শর্ত যাতে করে তার উপর এ কথা প্রযোজ্য হয় যে, সে দুই মাস একাধারে স্বাওম পালন করেছে অথবা, তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

শাইখ ইবনু 'উসাইমীন -রাহিমাহুল্লাহ -বলেছেন :

"যদি কোন মৃত ব্যাক্তির উপর একাধারে দুই মাসের স্বাওম বাকি থাকে, তবে তার ওয়ারিশদের মধ্য থেকে কেউ নাফ্ল দায়িত্ব হিসেবে সে স্বাওম পালন করবে, অথবা প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।" সমাপ্ত

[আশ-শার্হুল মুমতি' (৬/৪৫৩)]

তিনি আরও বলেছেন :

"নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে রামাদ্বানের ফার্দ্ব (ফরজ) স্বিয়াম বা নায্র (মান্নত) বা কাফ্ফারাহ এর স্বিয়াম আদায় না করেই মারা গেল, তার ওয়ালী চাইলে তার পক্ষ থেকে স্বাওম পালন করতে পারে।"

[ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দার্ব (২০/১৯৯)]

আশ-শাইখ আস-সা'দী-রাহিমাহুল্লাহ -বলেছেন :

"যে রামাদ্বানের ক্বাদ্বা '(কাযা) বাকি রেখে মারা গেল, সে সুস্থ হওয়ার পরও সেই স্বাওম পালন করেনি ; সেক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে, সে সংখ্যক দিনের প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।"

আর তাক্বিইউদ্দিন [ইবনু তাইমিয়্যাহ] -এর মতে :

"তার পক্ষ থেকে স্বাওম পালন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, এবং এটি একটি শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য মত।" সমাপ্ত

[ইরশাদু উলিল বাস্বা'ইরি ওয়াল আলবাব, পৃ: ৭৯]

আর এই খাওয়ানো, তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে ওয়াজিব (ফার্দ্ব/ফরজ) হবে, আর কেউ নাফ্ল দায়িত্ব থেকে তা নিজ সম্পদ থেকে খাওয়ালে, কোন দোষ নেই।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৮২.তিনি মারা গেছেন এবং রোগের কারণে রামাদ্বানের দুই দিনের স্বাওম পালন বাকি ছিল,তার সন্তানদের কী করণীয় ?

ফাত্ওয়া নং-130283

প্রশ্ন : আমার বাবা মারা গেছেন এবং তিনি মারা যাওয়ার আগের বছর তার রোগের কারণে রামাদ্বানের দুই দিনের স্বাওম পালন বাকি ছিল। তিনি শাউওয়াল মাসে মারা যান এবং বলে গেছেন যে, দুই দিন স্বাওম পালনের পরিবর্তে (মিসকীন) খাওয়াবেন। এক্ষেত্রে হুক্ম কি এবং আমাদের উপরই বা কি করা ওয়াজিব ? আমরা কি তার পক্ষ থেকে স্বাওম পালন করব এবং ফিদইয়াহ দিব নাকি শুধু ফিদইয়াহ দিব? উল্লেখ্য যে, আমরা জানি না দুই দিনের পরিবর্তে তিনি ফিদইয়াহ (ইত্ব‘আম) দিয়েছিলেন নাকি স্বাওম রেখেছিলেন। তিনি ডায়বেটিকস এ আক্রান্ত রোগী ছিলেন এবং রামাদ্বানে কষ্ট করে স্বাওম পালন করতেন।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“ যদি আপনাদের বাবা বিগত রামাদ্বানের স্বিয়াম ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায়ে সমর্থ্য হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী রামাদ্বান আসা পর্যন্ত এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায়ে অবহেলা করে থাকেন এবং এর পরে তিনি মারা যান, তবে আপনাদের জন্য উত্তম হল সেই দুই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করা। এ ব্যাপারে দালীল নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ﴾

متفق عليه

“ যে তার জিম্মায় স্বিয়াম পালন বাকি রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার ওয়ালী (আত্মীয়-পরিজন) স্বাওম পালন করবে।”

[আল-বুখারী (১৮৫১) ও মুসলিম (১১৪৭)]

আর আপনারা যদি তার পক্ষ থেকে দেশীয় খাদ্যের এক স্বা‘ (দুই দিনের অর্ধেক স্বা‘) করে খাওয়ান, যা প্রায় তিন কিলো এর সমান, তবে তা যথেষ্ট।

আর যদি রামাদ্বানের আগে, সেই দুই দিনের ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায়ে রোগের কারণে সক্ষম না হয়ে থাকেন, তবে তার উপর কোন ক্বাদ্বা’ (কাযা) এবং ফিদইয়াহ (মিসকীন খাওয়ানো) আদায় করতে হবে না। কারণ এক্ষেত্রে তিনি দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করেন নি।

আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা।

আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও স্বাহাবীগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি), বর্ষণ করুন।” সমাপ্ত

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ

শাইখ আব্দুল্লাহ ‘আযীয ইবন ‘আব্দুল্লাহ ইবন বায, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইবন গুদাইইয়ান, শাইখ স্বালিহ আল ফাওযান, ‘আব্দুল ‘আযীয ’আল আশ-শাইখ, শাইখ বাক্র ’আবূ যাইদ।

ফাতাওয়া আল-লাজ্‌নাহ্‌ আদ-দা'ইমাহ্‌ দ্বিতীয় গ্রুপ (৯/২৬১)

ফাতাওয়া আল-লাজ্‌নাহ্‌ আদ-দা'ইমাহ্‌ দ্বিতীয় গ্রুপ (৯/২৬১)

৮৩.রোগজনিত কারণে স্বিয়ামের কাফফারাহ্‌ আদায়ে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হলে ক্ষতি নেই

ফাত্‌ওয়া নং -130880

প্রশ্ন : আমি রামাদ্বানে দিনের বেলায় সহবাস / মিলনে লিপ্ত হওয়ায় কাফফারাহ্‌ -এর স্বিয়াম আদায় শুরু করেছিলাম। এর ৫৭ দিন সম্পন্ন করার পর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি যে আমি আর স্বাওম পালন করতে পারছিলাম না। তাই এরপর দুইদিন স্বাওম ভঙ্গ করে আবার স্বাওম পালন শুরু করি এবং ৬০ দিন পূরণ করি। তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর :
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

" আপনি যা করেছেন ভালো করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। রোগজনিত কারণে কাফ্‌ফারার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হলে ক্ষতি নেই। কারণ রোগ হল শারী'আহ অনুমোদিত 'উযর (কারণ) তাই এর কারণে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হওয়ায় সমস্যা নেই। তাই আপনি যখন এরপর আরও তিন দিন স্বাওম পালন করে তা (কাফফারা) সম্পন্ন করলেন, তখন আপনার স্বাওম শুদ্ধ হয়েছে এবং আপনার কাফফারাও আদায় হয়েছে। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।" সমাপ্ত ।

মাননীয় শাইখ 'আবুল 'আযিয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ
[ফাতাওয়া নূর 'আলা আদ-দারব (৩/১২৩১)]

৮৪.তার দাদী অসুস্থ, বেহুঁশ; তার জন্য কি স্বাওম না পালন করার ফলে কাফ্ফারাহ্ দেয়া আবশ্যক

ফাত্ওয়া নং -106965

প্রশ্ন : আমার দাদী/ নানী প্রায় দেড় বছর ধরে অসুস্থ। তিনি বেহুঁশ এবং কথা বলতে পারেন না। যদি আমরা তাকে কোন খাবার দেই তবেই তিনি খান। তার সাথে যারা কথা বলেন তাদের তিনি কদাচিৎ চিনতে পারেন। উনি যা চান তা আমাদের বলেন না [এও বলেন না যে-আমি টয়লেটে যাব। আল্লাহ্ আপনাদের সম্মানিত করুন।(**)] তার অবস্থা হল যে তিনি কোন নড়াচড়া ছাড়া বিছানার উপর ঘুমিয়ে থাকেন, তার ছেলেরা তাকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। আমি তার স্বিয়াম ও স্বালাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই। আমরা কি তার পক্ষ থেকে ফিদইয়াহ্ আদায় করব এবং পূর্বে গত অবস্থার জন্য আমাদের কোন করণীয় আছে ?

[(**) আরাবী ভাষাভাষীরা অপবিত্র জিনিস যেমন জুতো, টয়লেট ইত্যাদির কথা উল্লেখের পর সাধারণত ‘ আল্লাহ্ আপনাদের সম্মানিত করুন ’ এই দু‘আ’ টি করে থাকে।]

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যে ব্যক্তি, বার্ধক্যজনিত দেহ ও মনের ক্ষমতার অবনতি অথবা অতি দুর্বলতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, বুদ্ধি লোপ পায়, বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তার উপর থেকে স্বাওম ও স্বালাতের দায়িত্ব উঠে যায়। তার উপর কোন কাফ্ফারাহ আদায় করা আবশ্যক হয় না। কারণ তাকলীদ (দায়িত্ব) প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ‘আক্বল (বুদ্ধি) সম্পন্ন হওয়া শর্ত।

নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

قال صلى الله عليه وسلم : (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داود ٤٤٠٣) والترمذي ١٤٢٣) والنسائي ٣٤٣٢) وابن ماجه ٢٠٤١) قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ : (وَالْخَرِفِ).

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود

“ তিন ব্যক্তির উপর থেকে (দায়িত্বের) ক্বালাম (কলম) উঠিয়ে নেয়া হয়েছেঃ (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত (২) শিশু, বালিগ হওয়া পর্যন্ত এবং (৩) পাগল,‘আক্বল (বুদ্ধি) ফিরে পাওয়া পর্যন্ত ।”

[বর্ণণা করেছেন আবূ দাঊদ (৪৪০৩), আত-তিরমিযী (১৪২৩), আন-নাসা’ঈ (৩৪৩২), ইবনু মাজাহ (২০৪১)]

আবূ দাঊদ বলেছেন :

“ এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু জুরাইজ আল-ক্বাসিম ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি ‘আলী- রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু- হতে, তিনি নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- হতে; এতে তিনি “وَالْخَرِفِ” শব্দটি যোগ করেছেন।

এই হাদিসটি শাইখ আল-আলবানী ‘স্বাহীহ্ আবী দাঊদে’ একে স্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন।

‘আওন আল-মা‘বূদ’ এ আছে :

“আল-খারিফ ” শব্দটি আল-খারাফ হতে- এর অর্থ হল বার্ধক্যের কারণে ‘আক্বল (বুদ্ধি) লোপ পাওয়া। আর এর অর্থ হল অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি, বার্ধক্যের কারণে যার বুদ্ধি ভ্রম

ঘটেছে। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির কখনও বুদ্ধি ভ্রম হতে পারে যা তাকে (ভাল-মন্দের) পার্থক্য করতে বাঁধা দেয়, তখন সে আর দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) বলে বিবেচিত হয় না। এ অবস্থাকে পাগলামিও বলা যাবে না। সমাপ্ত

শাইখ ইবন 'উসাইমীন -রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :

" স্বাওম পালন করা ওয়াজিব হয় না এই শর্ত সমূহ ছাড়া :

প্রথমত : 'আক্বল (বুদ্ধি)

দ্বিতীয়ত : বুলূগ (বালিগ) হওয়া

তৃতীয়ত : ইসলাম

চতুর্থত : সামর্থ্য

পঞ্চমত : আবাসিক হওয়া (সফররত না থাকা)

ষষ্ঠত : নারীদের ক্ষেত্রে হা'ইদ্ব ও নিফাস মুক্ত হওয়া

প্রথমত : আল-'আক্বল, এর বিপরীত হল বুদ্ধিভ্রম হওয়া, তা পাগলামির কারণে হোক বা বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কারণে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণেই হোক না কেন যার কারণে 'আক্বল ও অনুভব শক্তির বিলুপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে বুদ্ধি লোপের কারণে তার উপর কোন দায়িত্ব বর্তায় না। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তবে তাঁর উপর কোন স্বিয়াম বা ফিদইয়াহ এর দায়িত্ব বর্তায় না কারণ তাঁর কোন 'আক্বল (বুদ্ধি) নেই। " সমাপ্ত

[লিক্বা' আল-বাব আল মাফতূহ (৪/২২০)]

আর পূর্বে যা গত হয়েছে সে সময়ের ক্ষেত্রে উনার অবস্থা যদি এমন হয়ে থাকে যে, উনার কোন জ্ঞান নেই বা উনি কিছু বোঝেন না, তবে তাঁর উপর কোন স্বিয়াম বা কাফ্ফারাহ নেই।

আর যদি তাঁর জ্ঞান ও বোধ শক্তি থেকে থাকে, কিন্তু রোগের কারণে স্বিয়াম ত্যাগ করেছেন, সেক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে :

(১) যদি সে সময় তাঁর রোগ থেকে সুস্থতা আশা করা হয়, কিন্তু রোগ দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে তিনি আর সুস্থ না হন, তবে তার উপর কোন কিছু বর্তায় না কারণ তাঁর ওয়াজিব ছিল সুস্থ হবার পর ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা, আর তিনি সুস্থ হন নি।
(২) আর যদি সে সময় তার সুস্থতা আশা করা না হয়, তবে তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের পরিবর্তে কাফ্ফারাহ আদায় করা ওয়াজিব। আর তা হচ্ছে মিস্কীনের খাদ্য-যা দেশীয় খাদ্য দ্রব্য থেকে অর্ধেক সা‘। আর আপনারা যদি তা আদায় না করে থাকেন, তবে তাঁর সম্পদ থেকে তা আদায় করুন। আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাঁর সুস্থতা, আরোগ্য এবং আপনাদের জন্য তাওফীক্ব, দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় ষোল : ফিদইয়াহ্ আদায়

৮৫.রামাদ্বানের ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় ও শাউওয়ালের ছয় দিনের স্বাওম এক নিয়্যাতে এক সাথে আদায় করা শুদ্ধ নয়।

ফাত্ওয়া নং- 39328

প্রশ্ন : আমার জন্য কি শাউওয়ালের ছয় দিনের স্বাওম ও হা'ইদ্ব (হায়েজ) জনিত কারণে রামাদ্বানে ভঙ্গ হওয়া দিনগুলোর ক্বাদ্বা'(কাজা) এক নিয়্যাতে পালন করা জা'ইয (বৈধ)?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

না,তা শুদ্ধ নয়,কারণ শাওয়ালের ছয় দিনের স্বিয়াম রামাদ্বানে ছুটে যাওয়া স্বিয়াম পুরোপুরি ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় না করা পর্যন্ত শুরু হবে না।

শাইখ ইব্ন 'উসাইমীন 'ফাত্ওয়া আস্ব-স্বিয়াম' (৪৩৮) -এ বলেছেন :

"যে 'আরাফাতের দিন অথবা 'আশুরা'-এর দিনে স্বাওম পালন করে এবং তাঁর উপর রামাদ্বানের ক্বাদ্বা' আদায় বাকী রয়েছে,তাঁর স্বিয়াম শুদ্ধ হবে,কিন্তু যদি এই দিনে রামাদ্বানের ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায়ের ও নিয়্যাত করে তবে তাঁর দুটি সাওয়াব (প্রতিদান) হবে- ' 'আরাফাতের দিন অথবা 'আশুরা'র দিন স্বাওম পালনের সাওয়াব ও ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায়ের সাওয়াব।

এটি সাধারণ নাফল স্বাওমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা রামাদ্বানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবে শাউওয়ালের ছয় দিনের স্বিয়াম রামাদ্বানের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা রামাদ্বানের ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায়ের পরেই হতে হবে। তাই যদি কেউ ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায়ের আগে

তা পালন করে তবে তাঁর সাওয়াব (প্রতিদান) হবে না কারণ নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম-বলেছেন :

(من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر)

'যে রামাদ্বানের স্বাওম পালন করল,এরপর শাওয়ালের ছয় দিনের স্বাওম পালন করল, সে যেন গোটা বছর স্বাওম রাখল।''

আর এটি জানা বিষয় যে, যার উপর ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় বাকী রয়েছে,সে রামাদ্বান এ স্বাওম পালন করেছে বলে ধরা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাঁর ক্বাদ্বা' (কাজা) আদায় সম্পূর্ণ করে।'' সমাপ্ত।

Islam Q & A

৮৬.স্বিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফিদয়াহ-এর পরিমাণ

ফাত্ওয়া নং- 49944

প্রশ্ন : **স্বিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফিদয়াহ-এর পরিমাণ কি?**

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে যে রামাদ্বান (মাস)পেল, কিন্তু স্বিয়াম পালনে সক্ষম হল না অথবা সে এমন রোগী যার সুস্থতা লাভের আশা করা যায় না,তার উপর স্বিয়াম পালন

ফারদ্ব (ফরজ) নয়,তার এই অক্ষমতার জন্য। সে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করবে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

[٢ البقر ٨٣ ٨٤]

"হে ঈমানদারগণ,তোমাদের উপর স্বিয়াম ফার্দ্ব (ফরজ) করা হয়েছে যেমনটি ফার্দ্ব (ফরজ) করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারো। নির্দিষ্ট কিছু দিনে । আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা সফরে আছে, সে যাতে অন্য দিনগুলোতে তা আদায় করে নেয়, আর (তোমাদের মধ্যে) যারা (তাতেও) অপারগ, তারা যেন ফিদয়াহ হিসেবে মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়, আর যে নাফল কল্যাণ হিসেবে তা (ফিদয়াহ) বেশি করে আদায় করে, তবে তা তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি স্বাওম রাখ তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তা তোমরা জানতে।"

[২ আল বাক্বারাহ : ১৮৩-১৮৪]

আর আল-বুখারী (৪৫০৫) ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন :

''এটি মানসূখ (রহিত)নয়,বরং তা অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- যারা স্বাওম পালন করতে পারবে না, তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন।''

ইবনু ক্বুদামাহ ''আল-মুগনী''-তে (৪/৩৯৬)বলেছেন :

''অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীর জন্য স্বাওম পালন যদি কঠিন ও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়, তবে তাঁরা ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করতে পারেন আর সেক্ষেত্রে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন... তবে তিনি যদি (মিসকীন)খাওয়াতেও অক্ষম হন,তবে তার উপর কিছু (কোন দায়িত্ব) বর্তায় না। আর

(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)

[٢ البقر ٢٨٦]

"আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।"
[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]

আর সে রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় না, সেও স্বাওম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। কারণ সে বৃদ্ধ লোকের পর্যায়ভুক্ত।'' সমাপ্ত, সংক্ষিপ্ত।

আর ''আল-মূসূ'আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ''-তে (৫/১১৭)আছে :
''হানাফী, শাফি'ঈ ও হানবালী (ফিক্বহী মাযহাবের)'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, ফিদয়াহ তখনই আদায় করা যাবে, যখন বার্ধক্যের বা এমন রোগ যার সুস্থতার আশা করা যায় না-এর কারণে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ)করা দিনগুলোর ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায়ের ব্যাপারে নিরাশা দেখা দিবে। এর দালীল -আল্লাহ তা'আলার-বাণী :

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

[٢ البقر ١٨٤]

"আর যারা তাতে (স্বিয়াম পালনে) অক্ষম, তারা ফিদয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়াবে।"
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

*এর অর্থ যাদের উপর স্বিয়াম পালন কষ্টসাধ্য।''*সমাপ্ত ।

আর শাইখ ইবনু 'উসাইমীন ''ফাত্ওয়া আস্ব-স্বিয়াম''-এ (পৃঃ ১১১) বলেছেন :
'' আমাদের জানা উচিত যে রোগী দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার :

এমন রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায়। যেমন-হঠাৎ হওয়া রোগ যার থেকে সুস্থতা আশা করা যায়। তবে তার হুকম হল যেমনটি আল্লাহ-তা' আলা বলেছেন :

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ বা সফরে আছে,সে যাতে অন্য দিনগুলোতে তা আদায় করে নেয়।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

সে (এরূপ রোগী) শুধু সুস্থতার আশা করবে, এরপর স্বাওম পালন করে ফেলবে। যদি এমন হয় যে তার রোগ থেকেই গেল এবং সুস্থ হওয়ার আগেই সে মারা গেল, তবে তার উপর কিছু বর্তায় না। কারণ, আল্লাহ-তা' আলা-তার উপর অন্য দিনগুলোতে ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় ওয়াজিব করেছিলেন এবং তা পাওয়ার আগেই সে মারা গেছে। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রামাদ্বান আসার আগেই শা'বান মাসে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে ক্বাদ্বা' (কাযা) আদায় করতে হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার :

এমন রোগ যা স্থায়ী। যেমন-ক্যান্সারের রোগ-আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই-কিডনীর রোগ, ডায়াবেটিস বা এ ধরণের স্থায়ী রোগ (যা অসহনীয়) যা থেকে রোগী সুস্থতা আশা করে না, সে রোগী রামাদ্বান মাসে ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করবে এবং এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবে ঠিক যেমন বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী, যারা স্বিয়াম পালনে সক্ষম নয়, তারা ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ) করে এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়ায়। ক্বুর'আন থেকে এর দালীল হল আল্লাহ—তা'আলার-বাণী :

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾

"আর যারা তাতে(স্বিয়াম পালনে)অক্ষম,তারা যেন ফিদয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়ায়।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

উদ্ধৃতির সমাপ্তি

দ্বিতীয়ত :

আর ইত্ব‘আম-এর (খাওয়ানোর) পদ্ধতি হল প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধেক স্বা‘ (প্রায় ১.৫ কিলোগ্রাম) খাবার যেমন-চাল বা ইত্যাদি দেওয়া অথবা খাবার বানিয়ে মিসকীনদের ডেকে খাওয়ানো।

ইমাম আল-বুখারী বলেছেন :

“আর বৃদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে- যিনি স্বাওম পালনে সক্ষম নন,যেমন আনাস (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) বৃদ্ধ হওয়ার পর একবছর বা দুইবছর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে রুটি ও গোশত খাইয়েছেন এবং ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ)করেছেন।”

শাইখ ইবনু বাযকে একজন অতি বৃদ্ধা নারী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল যিনি স্বাওম পালনে সক্ষম নন, তিনি কী করবেন?

তিনি উত্তরে বলেন :

*“তাকে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে আধা স্বা‘ খাবার খাওয়াতে হবে, তা সে দেশের খাদ্য দ্রব্য থেকে যেমন-খেজুর বা চাল বা এছাড়া অন্যান্য কিছু থেকে। ওজন হিসেবে এর পরিমাণ হল প্রায় দেড় (১.৫)কিলোগ্রাম। যেমনি নাবী (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) এর একদল স্বাহাবাহ-(আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হউন) ফাত্ওয়া দিয়েছেন যাঁদের মাঝে ইবনু ‘আব্বাসও (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) আছেন। আর যদি তিনি (অতি বৃদ্ধা নারী) দরিদ্র হন অর্থাৎ খাওয়াতে সক্ষম না হন, তবে তার উপর কিছু বর্তায় না, আর এই কাফফারাহ একজন (মিসকীন)-কে বা অনেকজনকে (মিসকীনদের) দেওয়া যেতে পারে মাসের শুরুতে বা এর মাঝে বা এর শেষে। আর আল্লাহই তাওফীক্বদাতা।”*সমাপ্ত
[মাজমূ‘ফাত্ওয়া ইবন বায (১৫/২০৩)]

আর শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন ফাত্ওয়া আস্ব-স্বিয়াম’ (পৃঃ ১১১)-এ বলেছেন :

“তাই চিরস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগী, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যারা বয়স্ক, তারা যদি স্বাওম পালনে অক্ষম হয়, তবে তাদের উপর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব। ফকিরকে খাবার দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে হোক বা মাসের দিনের সমান সংখ্যক ফকিরদের দাওয়াত করে খাওয়ানো খাওয়ানো হোক যেভাবে আনাস ইবনু মালিক (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন)-বৃদ্ধ হওয়ার পর করতেন, তিনি এক মাসের পরিবর্তে ৩০ জন মিসকীনকে একত্রে দাওয়াত করে খাওয়াতেন।”

আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা'ইমাহকে (১১/১৬৪) প্রশ্ন করা হয়েছিল অক্ষম যেমন-বার্ধক্যের কারণে অক্ষম, বৃদ্ধ ব্যক্তি ও বৃদ্ধা নারী,এমন রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় না রামাদ্বান মাসে তার ইত্ব'আম (মিসকীন খাওয়ানো)সম্পর্কে।

তাঁরা উত্তরে বলেন :

''যে বার্ধক্যের কারণে রামাদ্বানে স্বাওম পালনে অক্ষম যেমন-বৃদ্ধ ব্যক্তি ও বৃদ্ধা নারী অথবা স্বাওম পালন যার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য,তার ফিত্বরের (স্বাওম ভঙ্গের)ব্যাপারে শিথিলতা (ছাড়) আছে,তার জন্য প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব,তা হল গম,খেজুর,চাল বা এজাতীয় খাবার যা সে নিজ পরিবারকে খাওয়ায় তার অর্ধেক স্বা' প্রদান করা।একইভাবে এমন অসুস্থ ব্যক্তিও,যিনি স্বাওম পালনে অক্ষম বা তা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা তা থেকে সুস্থতা আশা করা যায় না-সেও তাই করবে।''

এর দালীল হল আল্লাহ তা'আলার-বাণী :

﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ﴾

[٢ البقرة ٢٨٦]

"আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।"

[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]

এবং আরও রয়েছে তাঁর বাণী :

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

[٢٢ الحج ٧٨]

"আর তিনি (আল্লাহ)দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কাঠিন্য রাখেন নি।"

[২২ আল-হাজ্জ : ৭৮]

এবং তাঁর বাণী :

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

[٢ البقرة ١٨٤]

“আর যারা তাতে (স্বিয়াম পালনে) অক্ষম, তারা যেন ফিদয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়ায়।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪] সমাপ্ত

আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

Islam Q & A

৮৭.কে সেই মিসকীন যাকে স্বিয়ামের ফিদইয়া আদায় করা যায়? এর পরিমাণ কতটুকু? আর কী ই বা দেয়া উচিত?

ফাত্ওয়া নং- 66886

প্রশ্ন : আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

“ফিদইয়া হল মিসকীন খাওয়ানো”-সেই মিসকীনকে কি বালিগ ও মুকাল্লাফ (শারী‘আত সম্মতভাবে দায়িত্বশীল) হওয়া শর্ত? যদি কোন ব্যক্তি ৩০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে চায় তবে তাদের মধ্যে কি তাদের সন্তান ও পরিবারের সদস্যরাও সে সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে? তা কি খাদ্যের পরিবর্তে অর্থ দিয়ে প্রদান করা যথেষ্ট? এই ‘ইত্ব‘আম (খাওয়ানো) এর পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

<u>প্রথমত :</u>

যে রামাদ্বানে স্বিয়াম পালনে সক্ষম এবং যার কোন শারী‘আত সম্মত ‘উযর (অজুহাত) নেই তার জন্য স্বাওম ভঙ্গ করা জা’ইজ (বৈধ) নয়।
আর যাদের স্বাওম ভঙ্গ করার ব্যাপারে শারী‘আতে রুখসাত (অবকাশ) রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই প্রতিদিনের পরিবর্তে মিসকীন খাওয়াতে হবে না। বরং মিসকীন খাওয়ানোর ব্যাপারটি আসে অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি ও অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে যে রোগ থেকে সুস্থতার আশা করা হয় না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“ আর যারা তা (স্বাওম পালনে) সক্ষম নয় তারা (এর পরিবর্তে) ফিদইয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়াবে।”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

ইবনু ‘আব্বাস বলেছেন :
“তারা হল অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী যারা স্বাওম পালন করতে সক্ষম নয়, তারা উভয়েই প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।”
[এ টি বর্ণনা করেছেন আল বুখারী (৪৫০৫)]

একইভাবে যে অসুস্থ ব্যক্তি, যার সুস্থতা আশা করা যায় না, তারও হুক্‌ম অতি বৃদ্ধদের ন্যায়।

ইবনু ক্বুদামাহ -রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন :
“অসুস্থ ব্যক্তি, যার সুস্থতা আশা করা যায় না সে স্বাওম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে কারণ সে অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির অর্থে পড়ে।” সমাপ্ত
[‘আল মূঘনী’ (৪/৩৯৬)]

<u>দ্বিতীয়ত :</u> এই মিসকীনের বালিগ হওয়া শর্ত নয়। বরং সকল ইমামের ইত্তিফাক্ব (ঐক্যমত) অনুসারে ছোট শিশু যে খাবার খায়, তাকেও ফিদইয়াহ দেয়া যেতে পারে।

তারা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফিদইয়াহ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ‘আলিমগণের অধিকাংশ একে জা’ইজ (বৈধ) বলেছেন। যাদের মাঝে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আশ-শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ কারণ সেই শিশু, আয়াতে উল্লেখিত মিসকীনদের মাঝে সাধারণ ভাবে অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিক-রাহিমাহুল্লাহ- এর কথা থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফিদইয়াহ দেয়া যাবে না। তবে তিনি বলেছেন :

“দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন শিশুকে ফিদইয়াহ দেয়া যাবে।” তাঁর এ মতটি সমর্থন করেছেন ইবনু কুদামা -রাহিমাহুল্লাহ-

[দেখুন ‘আল মূঘনী’ (১৩/৫০৮) ‘আল ইনস্বাফ’(২৩/৩৪২) ও আল-মূসূ‘আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ(৩৫/১০১-১০৩)]

তৃতীয়ত : মিসকীনের সন্তানেরা, তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ যাদের উপরে তার খরচ করা ওয়াজিব, তারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি তারা যা তাদের জন্য যথেষ্ট, তা না পায় এবং তাদের জন্য এই মিসকীন ব্যতীত খরচ করার আর কেউ না থাকে।

তাই একজন মিসকীনকে যাকাতের সম্পদ থেকে তাই দেয়া হয়, যা তার ও তার পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট।

‘ আর রাউদ আল মুরবি‘ ’(৩/৩১১) এ রয়েছে :

“দুই শ্রেণীকে ফিদইয়াহ দেয়া হবে- অর্থাৎ ফকীর ও মিসকীনদের-যা তাদের ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট।” সমাপ্ত

চতুর্থত :

আর যা খাওয়ানো হবে ও তার পরিমাণ :

একজন মিসকীন কে দেশীয় খাদ্যদ্রব্য হতে অর্ধেক সা‘ (প্রায় ১.৫ কেজি) প্রদান করা হবে, তা চাল বা খেজুর বা অন্য যা কিছুই হোক না কেন। আর যদি এর সাথে উপযুক্ত সাইড ডিশ (ঝোল, বাটার ইত্যাদি) বা গোশত দেয়া হয়, তবে তা উত্তম।

আল বুখারী নিশ্চয়তার ‘ তা‘লিক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন আনাস ইবন মালিক হতে যে, তিনি বার্ধক্যে পৌঁছানোর পর যখন স্বাওম পালনে অক্ষম হলেন, তখন স্বাওম ভঙ্গ করতেন এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে রুটি ও গোশত খাওয়াতেন। ফিদইয়াহ এর খাদ্য -এর সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা প্রদান করা জা’ইজ (বৈধ) নয়।

শাইখ স্বালিহ আল-ফাওযান-হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন :
এই ‘ইত্ব‘আম/মিসকীন খাওয়ানো অর্থ প্রদানের মাধ্যমে হবে না, যেমনটি উল্লেখ করেছি বরং এই ‘ইত্ব‘আম হবে দেশীয় খাদ্য থেকে এবং তা এভাবে যে প্রতিদিনের পরিবর্তে প্রচলিত দেশীয় খাদ্য এর অর্ধেক সা‘ প্রদান করার মাধ্যমে। অর্ধেক সা‘ এর পরিমাণ প্রায় ১.৫ কেজি।

তাই আপনাকে যেমনটি আমরা উল্লেখ করলাম, সেই পরিমাণে প্রতিদিনের পরিবর্তে দেশীয় খাদ্য থেকে প্রদান করতে হবে। তা অর্থ প্রদানের মাধ্যমে নয়।
আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন :

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

‘‘ আর যারা তা (স্বাওম পালনে) সক্ষম নয়, তারা (এর পরিবর্তে) ফিদইয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়াবে।’’

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

তিনি এখানে খাদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।’’ সমাপ্ত
[আল-মুনতাক্বা মিন ফাতাওয়া আশ-শাইখ স্বালিহ আল-ফাওযান (৩/১৪০)]

দেখুন **(39234)** নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৮৮.ষাট জন মিসকীনকে একসাথে খাওয়ানো (ফিদইয়াহ আদায়) কি ওয়াজিব? নিজ পরিবারকে কি কাফফারাহ্ হতে খাওয়ানো যায়?

ফাত্ওয়া নং-132273

প্রশ্ন : আমি রামাদ্বানে একদিন ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাওম ভঙ্গ করেছিলাম এবং ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াতে চেয়েছি। এখন প্রশ্ন হল যে,মিসকীনদেরকে কি একবারেই খাওয়ানো শর্ত না কি আমি প্রতিদিন চার বা তিনজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারি? আমার জন্য কি পরিবারের সদস্যদেরকে (যেমন আমার বাবা,মা ও ভাইদের) খাওয়ানো (ফিদইয়াহ দান) জাই'য (বৈধ) যদি তারা মিসকীন হয়ে থাকে ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

" জিমা' (সহবাস বা মিলন) ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি রামাদ্বানের স্বাওম ভঙ্গ করা হয়ে থাকে, তবে সঠিক মতটি হল এর কোন কাফফারাহ নেই। তবে এই ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল তাওবাহ করা এবং সেই দিনের ক্বাদ্বা' আদায় করা, যদি স্বাওম শুরু করার পর তা ভাঙ্গা হয়। আর যদি জিমা'(সহবাস/মিলন) এর কারণে স্বাওম ভঙ্গ করা হয়ে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তাওবাহ করা, সে দিনের ক্বাদ্বা'(কাজা) আদায় করা এবং কাফফারাহ আদায় করা- আর তা হল একজন মুমিন দাস মুক্ত করা (শারী'আত অনুমোদিত যুদ্ধ লব্ধ কাফির দাস মুসলিম হওয়ার পর)। তবে, যে তা পেল না, সে দুই মাস পরপর স্বিয়াম পালন করব আর যদি সে তাও না পারে, তবে সে ষাট জন মিসকীন কে খাওয়াবে (সংখ্যা ষাট ই হতে হবে)।

যদি সে পূর্বে উল্লেখিত দাসমুক্তি ও স্বিয়াম পালনে অক্ষমতার কারণে মিসকীন খাওয়ায় তবে তাঁর জন্য মিসকীনদের একসাথে খাওয়ানো জা'ইয (বৈধ) এবং সাধ্যমত থেকে থেকে কয়েকবারে খাওয়ানোও জা'ইয (বৈধ); তবে মিসকীনদের এই সংখ্যা (ষাট) অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

এই কাফফারাহ এর খাবার বংশ মূল যেমন- বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এদের প্রদান করা জা'ইয (বৈধ) নয়। একই ভাবে যার বংশধর (শাখা) যেমন ছেলেমেয়ে, তাঁদের ছেলেদের ও মেয়েদের, তাঁদেরও প্রদান করা জা'ইয (বৈধ) নয়।

আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা। আল্লাহ আমদের নাবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও স্বাহাবীগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।" সমাপ্ত।

[গবেষণ ও ফাত্‌ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্‌নাহ আদ্‌-দা'ইমাহ]

আশ-শাইখ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয বিন বায, আশ-শাইখ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন গুদাইইয়ান, আশ-শাইখ স্বালিহ আল ফাওযান,আশ-শাইখ 'আবদুল 'আযীয আল আশ-শাইখ, আশ-শাইখ বাক্‌র আবু যাইদ। ফাত্‌ওয়া আল-লাজনাহ আদ্‌-দা'ইমাহ, দ্বিতীয় গ্রুপ (৯/২২১)]

ফাত্‌ওয়া আল-লাজ্‌নাহ আদ্‌-দা'ইমাহ, দ্বিতীয় গ্রুপ (৯/২২১)

৮৯.বার্ধক্যজনিত বা অসুস্থতার কারণে স্বাওম পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফিদইয়াহ্ এর পরিমাণ

ফাত্ওয়া নং- 93243

প্রশ্ন : আমার বাবা বার্ধক্য জনিত ও অসুস্থতার কারণে অক্ষম হয়ে পুরো রামাদ্বান মাসে স্বাওম ভঙ্গ করেছেন। এরপর সেই স্বিয়াম এর ক্বাদ্বা’(কাজা) আদায় না করে সেই মাসেই মারা যান। তারপর আমরা দরিদ্রদেরকে অর্থ দানের মাধ্যমে এর কাফফারাহ্ আদায় করি। এরপর জানতে পারলাম যে,এই কাফফারাহ (ফিদইয়াহ্) শুধু খাদ্য খাওয়ানোর মাধ্যমেই আদায় করতে হয়। আমাদের কি পুনরায় তাঁর পক্ষ থেকে সেই কাফফারাহ আদায় করতে হবে? এবং এর পরিমাণ কত?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

ইমাম মালিক,ইমাম আশ-শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল এর অনুসারী ফাক্বীহগণের (ফিক্বহ্ বিশেষজ্ঞগণ) অধিকাংশের মতে অর্থদানের মাধ্যমে স্বাওমের ফিদইয়াহ আদায় যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াজিব হল তা খাদ্য দানের মাধ্যমে আদায় করা।

এর দালীল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) ٢ البقرة ١٨٤]

"*আর যারা তা (স্বিয়াম) পালনে অক্ষম, তারা ফিদইয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়াবে।*"

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪]

ইবনু 'আব্বাস-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা- বলেছেন :

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه البخاري ٥٠٥؛) .

"*তিনি হলেন অতি বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী যারা স্বাওম পালনে অক্ষম, তাঁরা উভয়ই প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন।*"

(এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারি (৪৫০৫)]

'ফাত্ওয়া আল-লাজনাহ আদ্-দা'ইমাহ (১০/১৯৮) এ এসেছে :

"যখন ডাক্তাররা এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে আক্রান্ত রোগের কারণে আপনি স্বাওম পালন করতে পারবেন না এবং তা থেকে সুস্থতা আশা ও করা যায় না, তখন আপনাকে বিগত ও আগত মাসগুলোর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে, যার পরিমাণ হল দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন খেজুর ইত্যাদি থেকে অর্ধেক স্বা'। আর যদি আপনি (ছুটে যাওয়া) দিনগুলোর সংখ্যায় একজন মিসকীনকে রাতের বা দুপুরের খাবার খাওয়ান তবে তা যথেষ্ট হবে। আর অর্থ দানের মাধ্যমে ফিদইয়াহ আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে না।" সমাপ্ত।

বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থতা আশা করা যায় না, তিনি প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবেন। এর পরিমাণ দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন গম অথবা খেজুর অথবা চাল ইত্যাদি এর অর্ধেক স্বা' আর তা প্রায় ১.৫ কিলোর সমান।

দেখুন- 'ফাতাওয়াহ রামাদ্বান' (পৃষ্ঠা- ৫৪৫)

তিনি সব দিনের ফিদইয়াহ মাসের শেষে একবারে আদায় করতে পারেন। যেমন ৪৫ কিলোগ্রাম চাল- তা যদি রেঁধে মিসকীনদের দাওয়াত করে খাওয়ানো হয় তবে তা উত্তম কারণ ‘আনাস -রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহু- এমনটি করতেন।

দ্বিতীয়ত : আর আপনারা যদি কোন ‘আলিমের ফাত্ওয়ার উপর ভিত্তি করে অর্থের দ্বারা ফিদইয়াহ আদায় করে থাকেন, তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

আর যদি আপনারা কাউকে (না জিজ্ঞেস করে) নিজেরা নিজেরাই তা করে থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে পুনরায় (খাদ্যের মাধ্যমে) তা আদায় করা যা আপনদের বাবার জন্য বেশি সাবধানের ও নিরাপদ- আল্লাহ্ তাঁর উপর দয়া করুন ও তাঁকে মাফ করুন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

৯০.স্বিয়ামের ফিদ্ইয়াহ্ হিসেবে অমুসলিমদেরকে কি খাওয়ানো যাবে?

ফাত্ওয়া নং -106457

প্রশ্ন : একজন অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফিদ্ইয়াহ্ হিসেবে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব হয়েছে, তার জন্য কি এই খাদ্য অমুসলিমদের প্রদান করা জা'ইয (বৈধ)? কারণ সে একটি অমুসলিম দেশে বাস করে।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

" যদি কেউ কোনো অমুসলিম দেশে বাস করে এবং তার উপর ইত্ব'আম (ফিদ্ইয়াহ) ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং সে দেশে ফিদ্ইয়াহ গ্রহনের উপযুক্ত (হকদার) মুসলিমরা বসবাস করে তবে তিনি তাদের কে ফিদ্ইয়াহ হিসেবে খাদ্য খাওয়াবেন, আর তা না হলে, তা কোন মুসলিম দেশে দান করবেন যে দেশের মুসলিমদের এই খাদ্যের প্রয়োজন।
আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।" সমাপ্ত

[মাজমূ' ফাতাওয়া ইবন 'উসাইমীন, ফাতাওয়া আস্ব-স্বিয়াম (১১২)]

Islam Q & A

অধ্যায় সতের :
তারাউয়ীহ (তারাবীহ)-এর স্বালাত

৯১.তারাউয়ীহ (তারাবীহ)-এর স্বালাতের রাক্‘আত সংখ্যা

ফাত্ওয়া নং : 9036

প্রশ্ন : আমি প্রশ্নটি আগেও করেছিলাম। আশা করি এর উত্তর দিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন কারণ, আমি এর কোন সন্তোষজনক জবাব পাই নি। প্রশ্নটি হলো তারাউয়ীহর (তারাবীহের) সম্পর্কে, তা কি ১১ রাক্‘আত নাকি ২০ রাক্‘আত? সুন্নাহ মতে তো তা ১১ রাক্‘আত। শাইখ আল-আলবানী –রহিমাহুল্লাহ –“আল-ক্বিয়াম ওয়া আত-তারাউয়ীহ”-বইতে বলেছেন (তা) ১১ রাক্‘আত। কেউ কেউ সেই মাসজিদে যায় যেখানে ১১ রাক্‘আত স্বালাত আদায় হয়, আবার অনেকে সেই মাসজিদে যায় যেখানে ২০ রাক্‘আত স্বালাত আদায় হয়। তাই এই মাস’আলাহটি এখানে যুক্তরাষ্ট্রে সংবেদনশীল হয়ে গেছে। যে ১১ রাক্‘আত স্বালাত আদায় করে সে ২০ রাক্‘আত স্বালাত আদায়কারীকে দোষারোপ করে; আবার এর বিপরীতটিও হয়। তাই (এই ব্যাপারটি নিয়ে)ফিতনাহ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি আল-মাসজিদ আল-হারামেও ২০ রাক্‘আত স্বালাত আদায় করা হয়।

কেন আল-মাসজিদ আল-হারাম ও আল-মাসজিদ আন-নাবাউয়ীতে সুন্নাহ থেকে বিপরীত করা হয়? কেন তারা আল-মাসজিদ আল-হারাম ও আল-মাসজিদ আন-নাবাউয়ী-তে ২০ রাক্‘আত তারাউয়ীহ-এর স্বালাত আদায় করেন?

উত্তর :

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আমরা মনে করি না যে, ‘আলিমগণের মধ্যে ইজতিহাদী মাস’আলাহ সমূহ নিয়ে একজন মুসলিমের এ ধরনের সংবেদনশীল আচরণ করা উচিত যা মুসলিমদের মাঝে বিভেদ ও ফিতনাহ সৃষ্টির কারণ হয়।

শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন-রহিমাহুল্লাহ,যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ১০ রাক্‘আত আদায় করে উইতর (বিতর)-এর স্বালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং ইমামের সাথে তারাউয়ীহর স্বালাত পূর্ণ করে না, তার সম্পর্কিত মাস‘আলাহর ব্যাপারে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন :

“এটি খুবই দুঃখজনক যে আমরা এই উন্মুক্ত ইসলামী উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল দেখি যারা ভিন্ন মতের সুযোগ আছে এমন ব্যাপার নিয়ে বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে তারা সেই ভিন্ন মতকে অন্তরসমূহের বিভেদের কারণ বানিয়ে দেয়। স্বাহাবীদের সময় থেকেই এই উম্মাতের মাঝে ভিন্ন মত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের অন্তরসমূহ ছিল ঐক্যবদ্ধ।
তাই ইসলামের ব্যাপারে একনিষ্ঠ সকলের, বিশেষ করে যুবকদের উপর ওয়াজিব হলো ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত হওয়া; কারণ শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ওঁত পেতে আছে।”
[আশ-শারহ আল-মুমতি‘ (৪২২৫)]

আর এই মাস’আলাহ এর ব্যাপারে দুটি দল বাড়াবাড়ি করেছে। প্রথম দলটি যারা ১১ রাক্‘আত এর বেশি পড়েছে তাদের বিরোধিতা করেছে আর তাদের কাজকে বিদ‘আত হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আর দ্বিতীয় দলটি যারা শুধু ১১ রাক্‘আত এ সীমাবদ্ধ থেকেছেন তাদের বিরোধিতা করে বলেছে তারা ইজমা‘ এর বিপরীতে গেছে।

চলুন আমরা শুনি সম্মানিত শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন-রহিমাহুল্লাহ-এর উপদেশ যেখানে তিনি বলেছেন :

“আমরা এক্ষেত্রে বলব আমাদের উচিত না বেশি বাড়াবাড়ি বা অতিরিক্ত কম করা। কেউ কেউ সুন্নাহ্ -তে বর্ণিত সংখ্যা মানার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং বলে : সুন্নাহ্ তে যে সংখ্যার বর্ণনা এসেছে তা থেকে বাড়ানো জা’ ইয (বৈধ) নয়। সুতরাং যে তা (১১ রাক্‘আত) থেকে বাড়িয়ে পড়ে, সে তার কঠোর বিরোধিতা করে এবং বলে - সে পাপী, সীমালঙ্ঘণকারী।
আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি (এমন ধারনা) ভুল, সে কিভাবে পাপী, সীমালঙ্ঘণকারী হবে যেখানে নাবী-(স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি *ওয়া সাল্লাম)-কে রাতের স্বালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন :*

(مثنى مثنى)

“(তা) দুই দুই (রাক্‘আত) করে।”

তিনি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দেন নি। আর এটি জানা বিষয় যে,যিনি রাতের স্বালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি সেই (রাকা‘আতের) সংখ্যা জানতেন না; কারণ যিনি (স্বালাতের)পদ্ধতি জানেন না, তার (রাক্‘আত)সংখ্যা সম্পর্কে আর না জানারই কথা। আর তিনি রাসূলের-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেবকও ছিলেন না যে আমরা

এ কথা বলতে পারি যে,তিনি তাঁর (রাসূলের) বাসার ভিতরে কি হচ্ছে তা জানতেন। নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-যেহেতু তাঁকে (সে ব্যক্তিকে রাক' আত) সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে স্বালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন,তাই এটি জানা গেল যে, এ ব্যাপারটিতে প্রশস্ততা আছে। সুতরাং,কেউ ১০০ রাক্'আত স্বালাত আদায় করে ১ রাক্'আত দিয়েও উইতর (বিতর)আদায় করতে পারে।
আর তাঁর-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বাণী :

(صلوا كما رأيتموني أصلي)

"তোমরা আমাকে যেভাবে স্বালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে স্বালাত আদায় কর।"

এটি তাদের কাছেও সাধারণভাবে (সর্বক্ষেত্রে) প্রযোজ্য (হুকম) নয়। আর এ কারণেই তারা একবার ৫ রাক্'আত , আর একবার ৭ রাক্'আত , অন্যবার ৯ রাক্'আত দিয়ে উইতর (বিতর) আদায় করা ওয়াজিব মনে করে না। আর আমরা যদি একে (হাদীসকে) সাধারণভাবে প্রযোজ্য ধরে নেই তাহলে আমাদের এ কথা বলতে হবে যে একবার ৫ রাক্'আত ,আর একবার ৭ রাক্'আত , অন্যবার ৯ রাক্'আত দিয়ে ধরে ধরে' উইতর (বিতর) আদায় করা ওয়াজিব। বরং **"তোমরা আমাকে যেভাবে স্বালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে স্বালাত আদায় কর"** *-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বালাত আদায়ের পদ্ধতি, রাক্'আত সংখ্যা নয়; কেবল মাত্র যে নির্দিষ্ট রাক্'আত সংখ্যার ব্যাপারে দালীল প্রমানিত হয়েছে তা ব্যতীত।*
আর যাই হোক,একজন মানুষের জন্য যাতে প্রশস্ততা আছে এমন কোন ব্যাপারে লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়।ব্যাপারটি এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, আমরা দেখেছি যে কিছু ভাইয়েরা এ বিষয়টিতে বেশি জোর প্রয়োগ করে,তারা সেসব ইমামগণের উপর বিদ' আতের অপবাদ দেয় যারা ১১ রাকা'আতের বেশি আদায় করে, এবং তারা মাসজিদ থেকে বের হয়ে আসে। এক্ষেত্রে তাদের সাওয়াব ছুটে যায়, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি *ওয়া সাল্লাম-বলেছেন :*

" من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة "

(رواه الترمذي ٨٠٦ ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٦٤٦)

“যে ইমামের সাথে ইমাম (স্বালাত সমাপ্ত করে) চলে যাওয়া পর্যন্ত ক্বিয়াম করে, তার জন্য সম্পূর্ণ রাতের ক্বিয়াম (এর সাওয়াব) লেখা হবে।”

[এটি বর্ণনা করেছেন আত-তিরমিযী (৮০৬) এবং আল-আলবানী ‘স্বাহীহ্ আত-তিরমিযী’-তে (৬৪৬)-একে স্বাহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন]

আবার তারা অনেক সময় ১০ রাক্‘আত আদায় করে বসে থাকে ফলে কাতার ভঙ্গ হয়, আবার কখনও তারা কথা বলাবলি করে এবং মুস্বাল্লীদের স্বালাতে বিঘ্ন ঘটায়। আমরা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করি না যে তাঁরা ভাল চান এবং তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন, কিন্তু সব মুজতাহিদ সঠিক মতে পৌঁছেন না।
আর দ্বিতীয় পক্ষটি হলো তাদের বিপরীত। তারা, যারা ১১ রাক্‘আত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদের কঠোর বিরোধিতা করে এবং বলে : ‘ তুমি ইজমা‘ থেকে বের হয়ে গেছ।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾

[٤ النسا ١٥]

“আর যে তার কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু’ মিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সেদিকে পরিচালিত করব যেদিকে সে অভিমুখী হয় এবং আমি তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে আর তা কতই না খারাপ প্রত্যাবর্তন।”

[৪ আন-নিসা’ : ১১৫]

আর আপনার আগে যারা গত হয়েছে তাদের অনেকে শুধু ২৩ রাক্‘আত সম্পর্কেই জানতেন , এরপর যারা কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করে তা আরও একটি ভুল।
[আশ-শারহ আল মুমতি‘ (৩/৭৩-৭৫)]

حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها : ' كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي " .

رواه البخاري (١٩٠٩) ومسلم (٧٣٨) .

আর তারাউয়ীহর (তারাবীহর) স্বালাতে ৮ রাকা‘আতের বেশি পড়া জা’ইয না হওয়ার ব্যাপারে এর মত পোষণকারীরা যে দালীল দিয়েছেন তা হলো আবূ সালামাহ্ ইবনু ‘আবদির রাহমান এর হাদীস যাতে তিনি ‘আ’ইশাহ (আয়শা)-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে প্রশ্ন করেছিলেন :

‘‘রামাদ্বানে রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বালাত কেমন ছিল?’’

তিনি বললেন :

‘‘তিনি (রাসূলুল্লাহ) রামাদ্বানে বা এর বাইরে ১১ রাক‘আতের বেশি আদায় করতেন না, তিনি ৪ রাক্‘আত স্বালাত আদায় করতেন- এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত), এরপর তিনি আরও ৪ রাক্‘আত স্বালাত আদায় করতেন-এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না (অর্থাৎ তা এতই সুন্দর ও দীর্ঘ হত), এরপর তিনি ৩ রাক্‘আত স্বালাত আদায় করতেন। আমি (‘আই’শাহ) [উইতর (বিতর) এর আগে শুতে দেখে]
বললাম :
‘‘হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি উইতর (বিতর) এর আগে ঘুমিয়ে নিবেন?’’
তিনি (রাসলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-) বললেন :

(يا عائشة إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي)

‘‘হে ‘আ’ইশাহ (আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা), আমার দুই চোখ তো ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।’’

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯০৯) ও মুসলিম (৭৩৮)]

তারা বলেন :

এই হাদীস থেকে রামাদ্বানে ও এর বাইরে রাতের বেলা স্বালাতের (রাক্‘আত সংখ্যার) ব্যাপারে নিয়মিত থাকার নির্দেশনা পাওয়া যায়।

আর ‘আলিমগণ এ হাদীসকে তাঁর (স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-আচরণের (কাজের) দালীল হিসেবে পেশ করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা (তাঁর) কাজ (আচরণ) থেকে ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

আর রাতের স্বালাত-যার মধ্যে রয়েছে ‘তারাউয়ীহ’ (তারাবীহ), যা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত নয়। এ ব্যাপারে (বর্ণিত) স্পষ্ট দালীলগুলোর একটি হলো ইবনু ‘উমার এর হাদীস, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাতের স্বালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

صلاة الليل مثنى مثنى فإذ خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى " .

رواه البخاري ٩٤٦ ؛ ومسلم ٧٤٩)

“রাতের স্বালাত দুই দুই (রাক্‘আত) করে, এরপর আপনাদের মধ্যে যে ভোর (ফাজর) হবার আশংকা করে তিনি যেন এক রাক্‘আত পড়ে নেন যা আদায় করা স্বালাতের উইতর (বিতর, স্বালাতের রাক‘আতসংখ্যাকে বেজোড় করা)হিসেবে গণ্য হবে।”

[এটি বর্ণনা করেছেন,আল-বুখারী (৯৪৬)ও মুসলিম (৭৪৯)]

বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য (ফিক্বহী) মাযহাব সমূহের ‘আলিমগণের মতামতের দিকে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হয় যে, এ ব্যাপারটিতে প্রশস্ততা আছে, আর **১১** রাক‘আত-এর বেশি পড়ায় কোন দোষ নেই।

ইমাম আস-সারখাসী, যিনি হানাফী (ফিক্বহী) মাযহাবের ইমামগণের একজন, বলেছেন :

‘‘আমাদের মতে উইতর (বিতর) ছাড়া তা (তারাউয়ীহ) ২০ রাক্‘আত ।’’

[আল-মাবসূত্ব (২/১৪৫)]
ইবনু কুদামাহ বলেছেন :

“আবূ-‘আবদিল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ) রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে পছন্দনীয় মতটি হলো তা ২০ রাক্‘আত ।আর ইমাম আস-সাউরী,ইমাম আবূ-হানীফা ও ইমাম আশ-শাফি‘ঈ-ও এ মত ব্যক্ত করেছেন।
আর ইমাম মালিক বলেছেন :
“(তা,তারাউয়ীহ) ৩৬ রাক‘আত।”

[আল-মুঘনী (১/৪৫৭)]
ইমাম আন-নাওয়াউয়ী বলেছেন :

“আলিমগণের ইজমা‘ মতে তারাউয়ীহর স্বালাত সুন্নাহ। আর আমাদের মাযহাবে তা ১০ সালামে ২০ রাক‘আত। তা একাকী ও জামা‘আতের সাথে আদায় করা জা’ইয।”

[আল-মাজমূ‘(৪/৩১)]

এগুলো হলো তারাউয়ীহর স্বালাতের রাক‘আতের সংখ্যার ব্যাপারে চার ইমামের মাযহাবসমূহ, তাঁদের সবাই ১১ রাক‘আতের বেশি পড়ার ব্যাপারে বলেছেন। যে কারণে তাঁরা ১১ রাক‘আতের বেশি পড়ার ব্যাপারে বলেছেন সম্ভবত তা হলো :

১.তারা দেখেছেন যে,আ ই’শাহ (রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহা)-এর হাদীস নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে না।

২.পূর্ববর্তী স্বাহাবী ও তাবি‘ঈ গণের অনেকের কাছ থেকে (১১ রাক‘আতের) বেশি পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।
[আল-মুঘনী (২/৬০৪)ও আল-মাজমূ‘ (৪/৩২)]

৩.নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- যে ১১ রাক্‘আত স্বালাত আদায় করতেন তা এতটা দীর্ঘ করতেন যে তার পুরো রাতই লেগে যেত, এমনকি এক রাতে নাবী স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তারাউয়ীহর স্বালাতে তাঁর স্বাহাবাগণের সাথে যে স্বালাত আদায় করেছিলেন তা ফাজর উদিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছিলেন, এমনকি স্বাহাবীগণ সাহূর (সেহেরী) ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। স্বাহাবীগণও-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম-রাসূল-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে স্বালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন। এবং তাঁরা তা (এভাবে স্বালাত আদায়) এত দীর্ঘ মনে করতেন না। তাই ‘আলিমগণ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে ইমাম যদি এভাবে স্বালাত দীর্ঘ করেন

তবে তা মা'মূমদের (মুস্বাল্লীদের) জন্য কষ্টকর হয়ে যায় যা তাদেরকে (স্বালাত থেকে) বিমুখ করতে পারে। তাঁরা মনে করেন একজন ইমাম ক্বিরা'আত সংক্ষিপ্ত করে রাক্'আত সংখ্যা বাড়াতে পারেন।

সার কথা হলো যে, নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে ১১ রাক্'আত স্বালাত পড়ে সে ভাল করল এবং সুন্নাহ পালন করল। আর যে ক্বিরা'আত সংক্ষিপ্ত করে রাকাআতের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে সেও ভাল করল। যে এই দুটি বিষয়ের যে কোন একটি করল তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন :

"যে তারাউয়ীহর (তারাবীহর) স্বালাত আবূ হানীফাহ, আশ-শাফি'ঈ ও আহমাদ-এর মাযহাব অনুসারে ২০ রাক্'আত আদায় করল অথবা মালিক এর মাযহাব অনুসারে ৩৬ রাক্'আত আদায় করল অথবা ১৩ বা ১১ রাক্'আত আদায় করল সে ভাল করল, যেমনটি ইমাম আহমাদ মত পোষণ করেছেন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকার কারণে। তাই রাক্'আত সংখ্যা বেশি বা কম করা ক্বিয়াম দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা অনুযায়ী হবে।"

[আল-ইখতিয়ারাত (পৃষ্ঠাঃ ৬৪)]

আস-সুয়ূত্বী বলেছেন :

"রামাদ্বানে ক্বিয়াম করার আদেশ দিয়ে ও এর ব্যাপারে উৎসাহিত করে স্বাহীহ ও হাসান হাদীস সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আর নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছ থেকে এমনও প্রমাণিত হয় নি যে তিনি ২০ রাক্'আত তারাউয়ীহ (তারাবীহ) পড়েছেন। বরং তিনি রাতের স্বালাত আদায় করেছেন যার (রাক্'আতের)সংখ্যা উল্লেখিত হয়নি। এরপর তিনি ৪র্থ রাতে দেরি করলেন এই আশঙ্কায় যে তা (তারাউয়ীহর স্বালাত) তাঁদের উপর ফার্দ্ব (ফরয) করে দেয়া হবে আর তাঁরা তা (পালন) করতে অসমর্থ হবেন।"

ইবনু হাজার আল-হাইসামী বলেছেন :

''নাবী-স্বাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে তারাউয়ীহর স্বালাত ২০ রাক্'আত হওয়ার ব্যাপারে কোন স্বাহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়নি। আর এই ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে, ''তিনি ২০ রাক্'আত স্বালাত আদায় করতেন,-তা অত্যন্ত দ্বা'ঈফ (দুর্বল)।'' [আল-মূসূ'আহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ (২৭/১৪২-১৪৫)]

আর এইসব এর পর প্রশ্নকারী ভাই, আপনি তারাউয়ীহর (তারাবীহর) স্বালাত ২০ রাক্'আত হওয়ার ব্যাপারে অবাক হবেন না। কারণ এর আগে ইমামগণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা করেছেন। আর তাঁদের সবার মধ্যেই কল্যাণ আছে।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৯২.তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাত ও ক্বিয়ামুল লাইল এর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ?

ফাত্ওয়া নং -2730

প্রশ্ন : আমি ক্বিয়ামুল লাইল ও তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর মধ্যে পার্থক্য জানতে চাই।

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাত হল ক্বিয়ামুল লাইলের অংশ (**)। তারা উভয়েই পৃথক কোন স্বালাত নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষদের মাঝে অনেকেই মনে করে থাকে। বরং 'ক্বিয়ামুল লাইল' কেই রামাদ্বান মাসে 'স্বালাতুত তারাউয়ীহ (তারাবীহ)' বলা হয়, কারণ পূর্বসূরীগণ (স্বাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি'উত তাবি'ঈ গণের প্রজন্ম) - রাহিমাহুমুল্লাহ –যখন সেই স্বালাত আদায় করতেন, তখন কঠোর পরিশ্রমের সাথে ক্বিয়ামুল লাইলের স্বালাত দীর্ঘায়িত করে প্রতি দুই রাক্'আত অথবা চার রাক্'আত পর পর ইসতিরাহাহ

অর্থাৎ বিশ্রাম নিতেন, মহান প্রতিদানের মৌসুমের সদ্ব্যবহার স্বরূপ এবং রাসূলুল্লাহ - স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর উল্লেখিত এই সাওয়াবের (প্রতিদানে) আশায় সচেষ্ট হয়ে :

قول صلى الله عليه وسلم : " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . "

رواه البخاري رقم ٣٦

"যে রামাদ্বান মাসে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের (প্রতিদানের) আশায় ক্বিয়াম করে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে"।

[বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৩৬)]

আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

[**(**) বিশেষ দ্রষ্টব্য** : উইতরের (বিতরের) স্বালাতও ক্বিয়ামুল লাইলের অংশ - এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন **(52875)** নং প্রশ্নের উত্তর।]

৯৩.সে 'ইশা' (এশা) এর আগে তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাত আদায় করে ফেলেছে!

ফাত্ওয়া নং -37829

প্রশ্ন : আমি মাস্জিদে দেরী করে প্রবেশ করেছি, ততক্ষণে ছয় রাক্'আত তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাত আমার থেকে ছুটে গেছে। আমি তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর পর 'ইশা' (এশা) স্বালাত আদায় করি। তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর যে ছয় রাক্'আত থেকে ছুটে গেছে তার ক্বাদ্বা'(কাযা) আদায় করা আমার জন্য কি ওয়াজিব?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

'ইশা (এশা) এর আগে তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাত শুদ্ধ নয়। আপনি জামা'আতের সাথে 'ইশা (এশা)র নিয়্যাতে যোগ দিতে পারতেন। ইমাম দুই রাক্'আত এর পর সালাম ফিরালে, আপনি উঠে দাঁড়িয়ে গিয়ে বাকি দুই রাকা'আত যোগ করে আপনার স্বালাত সম্পন্ন করতেন। ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহ, বিত্বর ইত্যাদি) স্বালাত 'ইশা (এশা) এর আগে হয় না বরং হয় এর পরে। বরং 'ইশা (এশা) এর সুন্নাতেরও (রাত্বিবাহ) পরে। আপনি যা আদায় করেছেন তা সাধারণভাবে নাফ্ল হিসেবে বিবেচিত হবে, ক্বিয়ামের স্বালাত হিসেবে ধর্তব্য হবে না।
শাইখ 'আব্দুল 'আজীজ ইবন বায্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
যদি কোন মুসলিম মাস্জিদে এসে লোকদের তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাত আদায় রত অবস্থায় পায় এবং যখন সে 'ইশা (এশা)র স্বালাতও আদায় করেনি সেক্ষেত্রে কি তাদের সাথে 'ইশা (এশা)র নিয়্যাতে যোগ দিতে পারবে?

তিনি উত্তরে বলেন :
" 'আলিমগণের দুটি মতের অধিকতর সঠিক মতটি অনুসারে তাদের সাথে 'ইশা (এশা) এর নিয়্যাতে যোগ দিয়ে স্বালাত আদায় করতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম সালাম ফিরালে সে উঠে দাঁড়িয়ে তার বাকি স্বালাত সম্পন্ন করবে।"
স্বাহীহ আল বুখারী ও মুসলিম এ মু'আয ইব্ন জাবা'ল -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ– হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নাবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে 'ইশা (এশা) -র স্বালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে (ইমাম হয়ে) আবারও তাদেরকে স্বালাত আদায় করাতেন এবং নাবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এ ব্যাপারটির ইনক্বার (বিরোধিতা) করেন নি, যা নাফ্ল স্বালাত আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ফারদ্ব (ফরজ) স্বালাত আদায়কারী ব্যক্তির স্বালাত আদায় করা জা'ইয (বৈধ) হওয়ার দালীল।

নাবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- হতে স্বাহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, তিনি স্বালাতুল খাওফে [ভয়-ভীতির সময় সংক্ষেপিত স্বালাত], কোন গ্রুপকে নিয়ে দুই রাক্'আত স্বালাত আদায় করে, সালাম ফিরানো শেষে আবার অন্য এক গ্রুপকে দুই রাক্'আত স্বালাত আদায় করিয়ে সালাম ফিরাতেন। এক্ষেত্রে প্রথমবারের স্বালাত আদায় তাঁর জন্য

ফারদ্ব (ফরজ) হিসেবে বিবেচিত, অপরদিকে দ্বিতীয় বারের স্বালাত আদায় তাঁর জন্য নাফ্‌ল, কিন্তু তাঁর পেছনে স্বালাত আদায়কারীদের জন্য তা ফারদ্ব (ফরজ) হিসেবে বিবেচিত।
আল্লাহই তাওফীক্ব দাতা।
[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ শাইখ ইবন বায (১২/১৮১)]

শাইখ আরও বলেন :
“ সুন্নাহ হল তাহাজ্জুত এর স্বালাত রামাদ্বানে ও অন্যান্য সময়ে ‘ইশা এর সুন্নাতের পরে আদায় করা, যেমনটি নাবী- স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন। এক্ষেত্রে তাহাজ্জুত এর স্বালাত বাড়ীতে বা মাস্‌জিদে আদায়ে কোন পার্থক্য নেই।”

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ শাইখ ইবন বায (১১/৩৬৮)]

অপর দিকে আপনার তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর যে স্বালাত ছুটে গেছে, সে ব্যাপারে আপনার অবকাশ রয়েছে; আপনি চাইলে তা আদায় করতে পারেন, আবার চাইলে তা ছেড়েও দিতে পারেন। তারাউয়ীহ (তারাবীহ) নাফ্‌ল ‘ইবাদাত সমূহের একটি, এর ক্বাদ্বা’ (কাযা) আদায় করা ওয়াজিব নয়, যেমন টি পাঁচ ওয়াক্বত স্বালাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল মুনাজ্জিদ।

৯৪.নারীদের মাস্‌জিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার শর্তসমূহ

ফাত্‌ওয়া নং- 49898

প্রশ্ন : একজন নারীর জন্য কি তাহাজ্জুদের স্বালাত আদায় করতে মাহরাম ছাড়া মাস্‌জিদে যাওয়া জা’ইয (বৈধ)? কারণ এই মাস্‌জিদটি বাড়ির পাশেই রয়েছে এবং বাড়ির পুরুষ লোকেরা এই স্বালাত আদায় করে না।

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

একজন নারীর মাস্‌জিদে যাওয়ার জন্য, স্বালাতে বের হওয়া কিছু বিশেষ শর্তসাপেক্ষে জা'ইয (বৈধ)। তার সাথে মাহ্‌রাম থাকা এই শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই মাহ্‌রাম ছাড়া, স্বালাতের জন্য মাস্‌জিদে যেতে কোন সমস্যা নেই।

'আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা'ইমাহ' (৭/৩৩২) এর ফাত্‌ওয়া সমূহে এসেছে তারা বলেছেন :

একজন মুসলিম মহিলার জন্য স্বালাত আদায় করার জন্য মাস্‌জিদে যাওয়া জা'ইয (জায়েয/বৈধ)। সে তার স্বামীর কাছে অনুমতি চাইলে, সেক্ষেত্রে তাকে নিষেধ করতে পারবে না যদি সে পর্দার মধ্যে থাকে এবং এমন কিছু তার থেকে প্রকাশিত না হয় যা গায়রু মাহ্‌রাম পুরুষদের দেখানো হারাম।
এর দালীল ইবনু 'উমার বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন :
আমি রাসূলুল্লাহ - সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে বলতে শুনেছি :

رواه ابْنَ عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ) وفي رواية : لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ) فَقَالَ بِلالٌ هو ابن لعبد الله بن عمر) : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ . رواه مسلم

" আপনাদের নারীরা যদি আপনাদের কাছে মাস্‌জিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে তাদেরকে অনুমতি দিন।"

অন্য এক রিওয়াইয়াতে,

" নারীদেরকে মাস্‌জিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না, যদি তাঁরা আপানাদের কাছে অনুমতি চান।"
বিলাল বলেছেন (তিনি হলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর পুত্র : আল্লাহর কসম আমরা তাদেরকে (নারীদেরকে) অবশ্যই নিষেধ করব।

তখন তাকে ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার (-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-)বললেন : আমি বলছি রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন আর তুমি বলছ অবশ্যই আমি তাদেরকে নিষেধ করব?”
[এ দুটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৪৪২)।]

তবে সে যদি পর্দা না করে থাকে এবং গায়ের মাহ্রাম পুরুষদের দেখানো হারাম এমন কিছু তার থেকে প্রকাশিত হয় অথবা সে সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকে তবে তার জন্য এ অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হওয়া জা’ইয (বৈধ) নয়।

আর এ অবস্থায় মাস্‌জিদে স্বালাতের জন্য বের হওয়া তো আরও দূরের কথা। কারণ এতে ফিতনা রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

قال الله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ)

[النور :] .

“ আপনি মু’মিন নারীদেরকে বলে দিন যাতে তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের গোপন অঙ্গসমূহ হিফাজত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, অতটুকু ছাড়া যতটুকু আপনা আপনি বের হয়ে যায় এবং শক্ত করে তাদের ‘খুমুর’ দিয়ে তাদের

'জুয়ূব' ঢেকে দেয় এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামীদের নিকট ছাড়া।"

[২৪ আন-নূর : ৩১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)

٣٣ الأحزاب ٥٩] .

"হে নাবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে এবং আপনার মেয়েদেরকে এবং মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন যাতে তারা তাদের থেকে তাদের 'জালাবীব' টেনে নেয়, এতে করে তাদের চেনা সহজ হবে (তারা সম্ভ্রান্ত কিনা), ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"

[৩৩ আল-আহযাব : ৫৯] **(**)**

যাইনাব আস-সাক্বাফিয়্যাহ হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ)   وفي رواية :

(إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا) رواهما مسلم في صحيحه .

"আপনাদের (নারীদের) কেউ 'ইশা (এশা) এর স্বালাতে উপস্থিত হলে, তিনি যেন সেই রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করেন।"

অন্য এক রিওয়াইয়াতে,
"আপনাদের (নারীদের) কেউ মাস্‌জিদে উপস্থিত হলে, কেউ যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করেন।"

এ দুটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম তার স্বাহীহ গ্রন্থে (৪৪৩)।

স্বাহীহ হাদীস সমূহে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহিলা স্বাহাবীগণের ফাজ্‌রের জামা'আতের সাথে উপস্থিত হতেন, তাদের কাপড় দিয়ে আবৃত অবস্থায় [অর্থাৎ তাদের মুখ আবৃত অবস্থায়] এমনভাবে যে, তাদেরকে লোকেরা চিনতে পারত না।

وثبت أن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالت : سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : (لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) فقيل لِعَمْرَةَ : أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .

رواه مسلم في صحيحه

'আমরাহ বিনত 'আব্দুর রাহমান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন :

" আমি নাবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী 'আ'ইশাহ (আয়িশা) -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা-কে বলতে শুনেছি যে, " যদি রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- দেখতেন যে নারীরা কি সংঘটিত করছেন তবে তাদেরকে মাস্‌জিদে আসতে বাঁধা দিতেন যেমন বানু ইসরাঈলে নারীরা নিষিদ্ধ হয়েছিল।
'আমরাহ কে তখন বলা হল :

বানু ইসরাঈলের নারীরা কি মাস্‌জিদে যাওয়া থেকে নিষিদ্ধ হয়েছিল?
তিনি ('আমরাহ) বললেন : 'হ্যাঁ'।

বর্ণনা করেছেন মুসলিম তার স্বাহীহ গ্রন্থে (৪৪৫)।

এই দালীলগুলোর থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, একজন মুসলিম নারী যদি তার পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামী আদাব-নীতি অনুসরণ করে এবং ফিতনা উদ্রেককারী এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারী মনকে বিভ্রান্তকারী এমন সমস্ত আকর্ষণীয় সৌন্দর্য থেকে বিরত থাকে, তবে মাস্‌জিদে স্বালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে নিষেধ করা হবে না। সে যদি এমন অবস্থায় থাকে, যা মন্দ লোকদের আকর্ষণ করে ও যাদের মনে সন্দেহ আছে তাদের ফিতনায় ফেলে, তবে মাস্‌জিদ সমূহে প্রবেশ করতে তাকে নিষেধ করা হবে। বরং তাকে নিজ বাড়ির বাহিরে বের হওয়া ও নারী পুরুষ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত এমন স্থানে উপস্থিত হওয়া থেকে নিষেধ করা হবে।" সমাপ্ত

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন 'উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ-' মাজমূ' আল-ফাতাওয়া ' (১৪/২১১) - এ বলেছেন :
"তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাতে নারীদের উপস্থিত হওয়ায় কোন সমস্যা নেই, যদি ফিতনার আশংকা না করা হয় এ শর্তে যে তারা শালীনভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বের হবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।" সমাপ্ত

শাইখ বাকর আবূ যাইদ তার 'হিরাসাতুল ফাদ্বিলাহ' (পৃ-৮৬) এ একজন নারীর মাস্‌জিদে বের হওয়ার শর্তসমূহ একত্র করে বলেছেন :

"একজন নারীকে শারী'আতের আহকাম অনুসারে মাস্‌জিদে যেতে নিম্নের আহকামগুলো মেনে চললে অনুমতি দেয়া হবে :

(১) তার থেকে এবং তার উপর ফিতনা হতে আশংকামুক্ত হওয়া

(২) তার সেখানে উপস্থিত হওয়ায় কোন শারী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় সংঘটিত না হওয়া

(৩) তার পথে ও মাস্‌জিদে পুরুষদের সাথে ভীড় না জমানো

(৪) তার তাফিলাহ্ অবস্থায় বের হওয়া অর্থাৎ সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হওয়া

(৫) তার হিজাবরত অবস্থায় থাকা অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বের হওয়া

(৬) মাসজিদে নারীদের জন্য আলাদা প্রবেশপথ থাকা এবং যাতে সে তা দিয়ে প্রবেশ করে ও বের হয়, যেমনটি 'সুনান আবী দাঊদ' ও অন্যান্য সূত্রের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে

(৭) নারীদের কাতার সমূহ পুরুষদের পেছনে হওয়া

(৮) নারীদের ক্ষেত্রে শেষ কাতার সর্বোত্তম, তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে তা বিপরীত

(৯) ইমাম যদি ভুল করে তবে পুরুষরা তাসবীহ্ পাঠ করবে এবং নারীরা তালি দিয়ে সতর্ক করবে

(১০) নারীরা পুরুষদের পূর্বে মাসজিদ থেকে বের হবে এবং পুরুষরা তাদের স্থানেই নারীরা বের হয়ে তাদের বাড়ির উদ্দেশে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে স্বাহীহ বুখারীতে উল্লেখিত উম্মু সালামাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- ও অন্যান্য সূত্রের হাদীস থেকে।'' সমাপ্ত

Islam Q & A

(**)[বিশেষ দ্রষ্টব্য :

<u>খিমার/ মাথার ওড়না</u> :

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قال الله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ)

[٢٤ النور ٣١] .

“ আপনি মু’মিন নারীদেরকে বলে দিন যাতে তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের গোপন অঙ্গসমূহ হিফাজত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে,তবে অতটুকু ছাড়া যতটুকু না আপনা আপনি বের হয়ে যায় এবং শক্ত করে তাদের ‘খুমুর’ দিয়ে তাদের ‘জুয়ূব’ ঢেকে দেয় এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে......।”

[২৪ আন-নূর : ৩১]

‘খুমুর’ (خُمُر) হল খিমার(خِمَار)-এর বহু বচন। আর খিমার হল যা দিয়ে মাথা ঢাকা হয়।

‘জুয়ূব’ (جُيُوْب) হল জাইব (جَيْب)-এর বহুবচন। জাইব বলতে কামিজের যে ফাঁকা কাটা অংশ দিয়ে মাথা ঢোকানো হয়, তা ও এর সংলগ্ন আশপাশের অংশকে বোঝায়। অর্থাৎ লম্বা, প্রশস্ত, মোটা মাথা ঢাকার ওড়না দিয়ে গলা, বুক, পিঠ, কাঁধ, শরীরের উর্ধ্বাংশ ইত্যাদি সব ঢেকে ফেলতে হবে।

স্বাফিয়্যাহ বিনত শাইবাহ হতে বর্ণিত যে, ‘আ’ইশাহ –রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা-বলতেন : ‘‘যখন এই আয়াত টি নাযিল হল- **“তারা যাতে শক্ত করে তাদের ‘খুমুর’/ওড়না সমূহ**

দিয়ে তাদের 'জুয়ূব' (অর্থাৎ তাদের গলা, বুক, কাঁধ, পিঠ, শরীরের উর্ধ্বাংশ ইত্যাদি) ঢেকে দেয়"- তখন নারীরা তাদের ইযার (এক ধরনের বস্ত্র) এর পাড় ছিঁড়ে তা দিয়ে নিজেদের আবৃত করলেন। "

[আল-বুখারী (৪৪৮১)]

আরেক রিওয়াইয়াতে 'আ'ইশাহ -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা-এর বক্তব্য :

"আল্লাহ প্রথম মুহাজির নারীদের উপর দয়া করুন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হল- **"তারা যাতে শক্ত করে তাদের 'খুমুর'/ওড়না সমূহ দিয়ে তাদের 'জুয়ূব' (অর্থাৎ তাদের গলা, বুক, কাঁধ, পিঠ, শরীরের উর্ধ্বাংশ ইত্যাদি) ঢেকে দেয়"** তখন তাঁরা তাদের সবচেয়ে মোটা মুরূত্ব (এক ধরণের বস্ত্র) ছিড়ে তা দিয়ে নিজেদের আবৃত করলেন।

[আবূ দাঊদ (৪১০২)]

জিলবাব :

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)

. [٣٣ الأحزاب ٥٩]

"হে নাবী আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে এবং আপনার মেয়েদেরকে এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দিন যাতে তারা তাদের উপর থেকে তাদের 'জালাবীব' ঝুলিয়ে দেয়,

এতে করে তাদের চেনা সহজ হবে (তারা সম্ভ্রান্ত কিনা), ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।”

[৩৩ আল-আহযাব : ৫৯]

‘জালাবীব’(جَلابِيْبِ)হল ‘জিলবাব’ (جِلْبَابِ) এর বহুবচন।‘জিলবাব’ হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা, প্রশস্ত, পুরু এক ধরণের বস্ত্র, যা খিমার/মাথার ওড়না এর উপর দিয়ে পরিধান করা হয়, সমস্ত শরীর কে পরিহিত পোশাক সহ ঢেকে ফেলার জন্য - স্বাহাবাহগণ ও পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণের সংজ্ঞা অনুসারে।

কারণ পরিহিত বস্ত্র (কামিজ, শাড়ি, স্কার্ট টপস ইত্যাদি) কে ‘যীনাত’ (সৌন্দর্য) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

উম্মু ‘আত্বিইয়াহ্ -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন :

“রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আমাদের কে আদেশ করেছেন, যাতে আমরা বালিগ কন্যাদের, হা’ইদ্ব প্রাপ্ত নারীদের ও কুমারীদের ‘ঈদুল ফিত্বর ও ‘ঈদুল ‘আদ্বহা -এর উদ্দেশ্যে বের করি। হা’ইদ্ব প্রাপ্ত নারীরা স্বালাত এর স্থান থেকে পৃথক থাকবেন এবং কল্যাণ ও মুসলিমদের দা’ওয়াহ-র কাজ পরিদর্শন করবেন।

আমি বললাম : “হে রাসূলুল্লাহ আমাদের কারও যদি জিলবাব না থাকে?” তিনি বললেন : “তবে তার বোন তাকে, তার জিলবাব হতে পরিধান করাবে।” ”

হিজাব (খিমার, জিলবাব) পাতলা হতে পারবে না :

রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একটি পুরু মিশরীয় বস্ত্র হাদিয়াহ হিসেবে এলে তিনি তা উসামাহ ইবন যাইদ –রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-কে

পরিধান করতে দিলেন, যখন জানতে পারলেন যে, উসামাহ ইবন যাইদ –রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা-তাঁর স্ত্রী কে সেটি পরিধান করিয়েছেন, তখন রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন : "তাকে (উসামাহ ইবন যাইদ –রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর স্ত্রী) আদেশ কর যাতে সে এর নিচে একটি পোশাক পরে নেয় কারণ আমি ভয় করি যে, এটি তার হাড়ের আকৃতি কে প্রকাশ করে দিবে।"
[আহমাদ (২১৮৩৪), আল-আলবানী একে 'জিলবাব আল-মার'আহ আল-মুসলিমাহ' (পৃষ্ঠা-১৩১) -এ একে হাসান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।]

পরিধেয় পোশাক যীনাত (সৌন্দর্য) :

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

(يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)

" হে বানী 'আদম তোমরা সকল 'ইবাদাত সমূহের স্থানে 'যীনাত' (সৌন্দর্য অর্থাৎ পোশাক) গ্রহণ কর।"

[৭ আল-'আরাফ : ৩১]

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সকল 'ইবাদাত সমূহের স্থানে 'যীনাত' (সৌন্দর্য) গ্রহণ করতে অর্থাৎ পোশাক পরিধান করতে।"

কারণ, জাহিলী যুগে নারী পুরুষেরা বিবস্ত্র অবস্থায় কা'বাহ এর চারিপাশে ত্বাওয়াফ করতো।

এবং নারীদেরকে 'যীনাত' (সৌন্দর্য) প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যার মাঝে পরিহিত বস্ত্র একটি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)

" তারা যেন তাদের 'যীনাত' (সৌন্দর্য) প্রকাশ না করে, তবে অতটুকু ছাড়া

যতটুকু না আপনা আপনি বের হয়ে যায়।”

[২৪ আন-নূর : ৩১]

এ থেকে বোঝা গেল যে, অলংকার, প্রসাধন সামগ্রী, পরিহিত বস্ত্র (কামিজ, শাড়ী, স্কার্ট ইত্যাদি) এসবই ‘যীনাত’ (সৌন্দর্য) এর অন্তর্ভুক্ত যা ‘জিলবাব’ দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

এর সারমর্ম হল :

(১) স্বতন্ত্রভাবে ‘জিলবাব’ বা এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন কিছু পরিধেয় পোশাকের উপর যে পরতে হবে- তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই, তবে ‘জিলবাব’ কীভাবে পড়তে হবে এবং এর দ্বারা মুখ, হাতের তালু এগুলো ফিতনামুক্ত পরিবেশে ঢেকে ফেলতে হবে কিনা- তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

(২) কিন্তু ফিতনাযুক্ত পরিবেশে ‘আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, মুখ, হাতের তালু ইত্যাদি সহ অন্যান্য ‘যীনাত’ ঢাকা আবশ্যক।

(৩) তবে নারীদের পরিধান যোগ্য বস্ত্র -যা শরীরে পরিহিত নয়- আলাদাভাবে ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করলে বা বাহিরে রোদ্রে শুকাতে দিলে তা গায়রু মাহরাম পুরুষদের জন্য দেখা জা’ইয (বৈধ)। সুতরাং, নারীদের শরীরে পরিহিত পোশাক-গায়রু মাহরাম পুরুষদের জন্য দেখা জা’ইয (বৈধ) নয়।

(৪) ‘জিলবাব’ কে ‘লম্বা চাদর’ হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ ভুল।

(৫) ‘আলিমগণের অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে যারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রশস্ত পোশাক অর্থাৎ ‘জিলবাব’ দিয়ে পরিহিত বস্ত্র ইত্যাদি ঢেকে দেন না, তাদেরকে এমন কিছু পরিধান করতে হবে যা এই ‘জিলবাব’ এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যেমন-মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত মোটা, প্রশস্ত আবায়াহ (বোরখা) বা

ওভারকোট বা আপ্রোন পরতে হবে, যথেষ্ট লম্বা ওড়না সহ। কারণ খিমার (মাথার ওড়না) এবং ‘জিলবাব’ পড়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

(৬) তবে একজন মুসলিম নারীর জন্য জিলবাব ছাড়া শুধু পুরু পরিহিত পোশাক (কামিজ, শাড়ী, স্কার্ট ইত্যাদি) দ্বারা সম্পূর্ণ সতর ঢেকে স্বালাত আদায় করা বৈধ যদি কোনো গায়রু মাহরাম পুরুষ উপস্থিত না থাকে।

(৭) তবে আবায়াহ (বোরখা), ওভারকোট ইত্যাদি হতে জিলবাব-ই উত্তম।

(৮) ‘আলিমগণের কারও কারও মতে, এই জিলবাব শুধুমাত্র অতি বৃদ্ধ বয়সেই খুলে ফেলা বৈধ, তবে তা ধরে রাখা উত্তম, এর দালীল :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ))
((مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[النور : 24]

“এবং নারীদের মধ্যে যারা অতি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে এবং বিবাহের আশা করে না, তাদের জন্য তাদের বাহ্যিক পোশাক (কারও কারও মতে জিলবাব, আবার অনেকের মতে নিক্বাব, হাতমোজা ইত্যাদি) খুলে রাখতে দোষ নেই, তবে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, আর তারা যদি তা খুলে ফেলা থেকে বিরত থাকে তবে তা তাদের জন্যই উত্তম। আর আল্লাহ্ সব শোনেন সব জানেন।”

[২৪ আন-নূর : ৬০] সমাপ্ত]

৯৫.তিনি (একজন মুসলিমাহ) শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে চান, তিনি কি ইমামের সাথে তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাতে উইতর (বিতর) পড়ে নিবেন?

ফাত্ওয়া নং -65702

প্রশ্ন : আমি একজন মুসলিম নারী, নিয়মিত তারাউয়ীহ (তারাবীহ) স্বালাত আদায় করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি মাস্জিদে স্বালাত আদায় করতে না গেলে আমার ছোট ভাই, সেও যায় না। আর আমরা মাস্জিদে গেলে ইমামের সাথে উইতরের (বিতরের) স্বালাত আদায় করি। আমি রাতের শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের স্বালাত আদায় ও কুর'আন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলেছি। তবে উইতরের (বিতরের) স্বালাত আদায় করার পর আমি আর তাহাজ্জুদের স্বালাত আদায় করতে পারি না। এখন আমার ক্ষেত্রে বেশি ভাল কোনটি ? মাস্জিদে তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাত আদায় করা যাতে আমার ভাই মাস্জিদে স্বালাত আদায় করে, নাকি বাসায় থেকে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের স্বালাত আদায় করা। এই দুই এর মাঝে কোনটি বেশি সাওয়াবের (প্রতিদানের)?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আপনার মাস্জিদে যাওয়া, জামা'আতের সাথে তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এ উপস্থিত হওয়া, আপনার মুসলিম বোনদের সাথে দেখা করা, এ সবই কল্যাণ ও হিদায়াত-ওয়াল হামদুলিল্লাহ। এবং আপনার ভাইকে আপনার এই কল্যাণে সহায়তা করা আরেকটি আনুগত্যের কাজ - যা এখানে যোগ করা যেতে পারে।এটি ও শেষ রাতে আপনার

তাহাজ্জুদ আদায় পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আপনি এসব ফাদ্বীলাহ (ফযীলাত) পূর্ণ কাজগুলো একসাথেই করতে পারেন।

তা দুটি উপায়ের যে কোন একভাবে হতে পারে :

প্রথমত : আপনি ইমামের সাথে উইতর (বিতর) আদায় করবেন, তারপর সুবিধামত তাহাজ্জুদ আদায় করে নিবেন, অর্থাৎ দুই, দুই রাক্‘আত করে - যা আল্লাহ আপনার জন্য লিখে রেখেছেন- সেই স্বালাত আদায় করবেন তবে উইতরের (বিতরের) স্বালাত পুনরাবৃত্তি করবেন না, কারণ এক রাতে দুই বার উইতর (বিতর) হয় না।

দ্বিতীয়ত : আপনি উইতর (বিতর) শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করবেন। অর্থাৎ ইমাম যখন উইতরের (বিতরের) স্বালাত আদায় শেষে সালাম ফিরাবেন, তখন আপনি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং অতিরিক্ত এক রাক্‘আত যোগ করবেন যাতে শেষ রাতে আপনার উইতর (বিতর) আদায় করতে পারেন।

শাইখ ইবনু বায-রাহিমাহুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
কিছু মানুষ ইমাম উইতর (বিতর) এর স্বালাত আদায় শেষ করলে দাঁড়িয়ে যায় এবং অতিরিক্ত এক রাক্‘আত যোগ করে যাতে শেষ রাতে তার উইতর (বিতর) পড়তে পারে। এই কাজের হুক্‌ম কি? সে কি ইমামের সাথে স্বালাত সম্পন্ন করেছে বলে ধরা হবে?
তিনি উত্তরে বলেন :
“ *আমরা এতে কোন দোষ দেখি না। ‘আলিমগণ এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন যে - এতে কোন দোষ নেই, যাতে তার উইতর (বিতর) শেষ রাতে আদায় করা যায়। এ ক্ষেত্রে সে ‘ইমামের সাথে ক্বিয়াম করেছে তিনি (ইমাম) চলে যাওয়া পর্যন্ত’-এ বক্তব্য*

তার ক্ষেত্রে সত্য হবে। কারণ সে ইমামের সাথে ক্বিয়াম করেছে তিনি (ইমাম) চলে যাওয়া পর্যন্ত এবং এক রাক্‘আত যোগ করেছে একটি শারা‘ঈ (শারী‘আত সম্মত) কল্যাণের কারণে, যাতে শেষ রাতে সে তার উইতর (বিতর) আদায় করতে পারে,তাই এতে কোন সমস্যা নেই। এর দ্বারা যারা ইমামের সাথে ক্বিয়াম করেছে, তাদের মাঝে তার অন্তর্ভুক্তি বাতিল হয়ে যায় না। বরং সে ইমামের সাথেই ক্বিয়াম করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি স্থান ত্যাগ করেন। তবে সে তার সাথে স্থান ত্যাগ করে নি বরং কিছু দেরি করেছে।” সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইব্ন বায (১১/৩১২)]

শাইখ ইবনু জিবরীন-হাফিজাহুল্লাহ- কে এই প্রশ্নের মত একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলন :

“*মা’মূম এর ক্ষেত্রে উত্তম হল ইমামের অনুসরণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তারাউয়ীহ ও উইতর (বিতর) আদায় করে স্থান ত্যাগ না করেন, যাতে করে তার ক্ষেত্রে এই কথাটি সত্য হয় - যে সে ইমামের সাথে তিনি (ইমাম) চলে যাওয়া পর্যন্ত স্বালাত আদায় করেছে। আর এতে করে তার জন্য সারারাত ক্বিয়াম করার সাওয়াব (প্রতিদান) লেখা হবে যেমনটি করেছেন ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ‘আলিমগণ।”*

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যদি সে তাঁর (ইমামের) সাথে উইতর (বিতর) আদায় করে তাঁর সাথে স্থান ত্যাগ করে, তবে শেষ রাতে উইতর (বিতর) আদায় করার প্রয়োজন নেই। যদি সে শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে, তবে তার জন্য যা লিখে রাখা হয়েছে তা জোড় সংখ্যায় (অর্থাৎ দুই দুই রাকা‘আত করে) আদায় করবে। উইতর (বিতর) পুনরাবৃত্তি করবে না, কারণ এক রাতে দুই বার উইতর (বিতর) হয় না।

আর কিছু ‘আলিমগণ ইমামের সাথে উইতর (বিতর) কে জোড় বানিয়ে (অর্থাৎ এক রাক্‘আত যোগ করে) পড়াকে উত্তম হিসেবে গণ্য করেছেন। তা হল যে ইমাম সালাম ফিরানো শেষে সে এক রাক্‘আত (অতিরিক্ত) স্বালাত আদায় করবে, তারপর সালাম ফিরাবে এবং উইতর (বিতর) শেষ তাহাজ্জুদের সাথে (বাকি) রাখবে । এর দালীল নাবী - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

لقول صلى الله عليه وسلم : (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) "

“ আপনাদের মধ্যে কেউ স্বুব্হ্/ ফাজ্র (এর সময় হয়ে যাওয়ার) আশংকা করলে আদায় করা স্বালাতের সাথে এক রাক্‘আত উইতর (বিতর) পড়ে নিবেন। ”

তিনি আরও বলেছেন :

وكذا قوله : (اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

“আপনারা রাতে আপনাদের স্বালাতকে উইতর (বিতর) দ্বারা শেষ করুন।”

সমাপ্ত

[ফাতাওয়া রামাদ্বান (পৃঃ ৮২৬)]

আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ দ্বিতীয় ব্যাপারটিকে হাসান বলে ফাত্ওয়া দিয়েছে।

[ফাত্ওয়া আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ (৭/২০৭)]

আমরা আপনার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৯৬.মা’মূম (মুসল্লী) ব্যক্তির কুর’আন বহন সুন্নাতের বিপরীত

ফাত্ওয়া নং-10067

প্রশ্ন : রামাদ্বানে তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাতে মা’মূম (মুসল্লী) ব্যক্তিদের ইমামকে অনুসরণ করতে গিয়ে কুর’আন বহন করার হুক্ম কি?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এই কারণে কুর’আন বহন করা সুন্নাতের বিপরীত, আর তা কয়েকটি দিক থেকে :

প্রথম দিক : এর দ্বারা (মুসল্লী ব্যক্তির) দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার (সুন্নাত) আমল ছুটে যায়।

দ্বিতীয় দিক : এর কারণে অতিরিক্ত নড়াচড়া হয়, যার দরকার নেই, যেমন কুর’আন খোলা, বন্ধ করা, বাহুর নিচে রাখা ইত্যাদি।

তৃতীয় দিক : এটি প্রকৃতপক্ষে নড়চড়ার মাধ্যমে মুসল্লী ব্যক্তিকে ব্যস্ত করে দেয়।

চতুর্থ দিক : এর কারণে মুসল্লী ব্যক্তির সিজদাহর স্থানে দৃষ্টি দেয়ার (সুন্নাত) আমল ছুটে যায় এবং অধিকাংশ ‘আলিমগণ এ মত ব্যক্ত করেন যে, সিজদাহ করার স্থানে দৃষ্টি দেয়া সুন্নাত ও উত্তম।

পঞ্চম দিক : যে এই কাজ করে (স্বালাতে কুর’আন বহন), সে হয়ত ভুলেই যায় যে, সে স্বালাতে রয়েছে যদি না সে স্বালাতে সত্যিকার অর্থে মনোনিবেশ করে থাকে।
কিন্তু যদি সে খুশু‘ এর সাথে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে মাথা নত করে সিজদাহ করার স্থানে তাকিয়ে স্বালাত আদায় করে, তবে তা -সে যে ইমামের পেছনে স্বালাত আদায় করছে- তা মনে করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী।
ফাতাওয়া আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবন স্বালিহ আল-‘উসাইমীন, মাজাল্লাহ আদ-দা‘ওয়াহ (সংখ্যা ১৭৭১, পৃঃ ৪৫)

৯৭.তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাতে মা'মূম (মুসল্লী) ব্যক্তির ক্বুর'আন বহন

ফাত্ওয়া নং- 52876

প্রশ্ন : তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাতে ইমামের পেছনে মা'মূম (মুসল্লী) ব্যক্তির কি ক্বুর'আন ধরে রাখা জা'ইয (বৈধ) ?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তার জন্য বেশি ভালো হল তা না করা এবং ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে চুপ করে ক্বিরা'আত শোনা। শাইখ 'আব্দুল 'আজীজ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন বায্ -রাহিমাহুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
তারাউয়ীহ (তারাবীহ) এর স্বালাতে মা'মূম (মুসল্লী) ব্যক্তির ক্বুর'আন বহনের হুক্ম কি?

তিনি উত্তরে বলেন :

" এর কোন ভিত্তি আমার জানা নেই। আপাতদৃষ্টিতে এটিই বেশি শক্তিশালী মনে হয় যে, সে খুশু' অবলম্বন করবে এবং ধীর স্থিরতা বজায় রাখবে এবং ক্বুর'আন বহন করবে না। বরং বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে যা একটি সুন্নাত 'আমল, সে বাম হাতের কব্জি,বাহু ও এর দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থানের উপর ডান হাত রাখবে এবং উভয়ই বুকের উপর স্থাপন করবে। এই মতটিই অধিক শক্তিশালী ও উত্তম।
আর ক্বুর'আন বহন, এ সমস্ত সুন্নাত পালন থেকে মুসল্লিকে ব্যস্ত রাখে এবং ইমামের তিলাওয়াত শোনা থেকে তার মন ও দৃষ্টিও ব্যস্ত হয়ে যেতে পারে পৃষ্ঠা ও আয়াত উল্টানোর কাজের ফলে।
তাই আমি যা মনে করি, তা হল স্বালাতে তা (ক্বুর'আন বহন) ত্যাগ করাটাই হল সুন্নাহ এবং মনোযোগ দিয়ে নীরব থেকে তিলাওয়াত শোনা, ক্বুর'আন বহন না করা। তার কাছে যদি জ্ঞান থাকে, তবে সে তার ইমামকে স্মরণ করিয়ে দিবে আর তা না হলে লোকদের মধ্যে অন্যরা স্মরণ করিয়ে দিবে।
এরপর যদি ধরে নেয়া হয় যে, ইমাম ভুল করেছে এবং তাকে কেউ শুদ্ধ করিয়ে দেয়নি,

তবে তা সূরাতুল ফাতিহাহ্ বাদে অন্য ক্ষেত্রে হলে সমস্যা নেই। বরং বিশেষ করে সূরাতুল ফাতিহাহ্ হলে সমস্যা, কারণ সূরাতুল ফাতিহাহ্ পাঠ করা রুক্ন, যা অবশ্যই পাঠ করতে হবে। তবে সূরাতুল ফাতিহাহ্ বাদে অন্য কোন আয়াত যদি বাদ পড়ে যায় এবং তাকে (ইমামকে) কেউ পেছন থেকে স্মরণ না করিয়ে দেয় তবে সমস্যা নেই। আর যদি কোন একজন, ইমামের জন্য ক্বুর'আন বহন করে প্রয়োজনের কারণে, তবে তাতে কোন সমস্যা নেই। আর প্রত্যেকে যদি তার হাতে একটি করে ক্বুর'আন বহন করে তবে তা সুন্নাতের খিলাফ (বিপরীত)।" সমাপ্ত

তাকে (ইব্ন বায)-রাহিমাহুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

মা'মূম (মুসল্লী)দের মাঝে কেউ কেউ ইমামকে তার ক্বিরা'আতের সময় ক্বুর'আন বহন করে অনুসরণ করে। এতে কি কোন সমস্যা আছে?

তিনি উত্তরে বলেন :

" যা বেশি শক্তিশালী বলে মনে হয় তা হল, এটি করা উচিত নয়। বরং উত্তম হল স্বালাত ও খুশু'র দিকে মনোযোগী হওয়া এবং দুই হাত বুকের উপর বেঁধে ইমামের ক্বিরা'আত পাঠের দিকে গভীর মনোনিবেশ করা। কারণ আল্লাহ -'আযযা ওয়া জাল্ল-বলেছেন :

لقول الله عز وجل : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

" যদি ক্বুর'আন পাঠ করা হয়, তবে তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং নিরবতা অবলম্বন কর যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়।"

[৭ আল-'আরাফ : ২০৪]

এবং আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেছেন :

وقوله سبحانه : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)

“ নিশ্চয়ই মুমিনরা সফল হয়েছে। যারা তাদের স্বালাতে খুশু‘ অবলম্বন করেছে।”

[২৩ আল-মু’মিনূন : ১-২]

নাবী -সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)

“ নিশ্চয়ই ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেন তাকে অনুসরণ করা হয়, তাই যদি তিনি তাকবীর দেন তবে তোমরাও তাকবীর দাও এবং যদি তিনি তিলাওয়াত করেন তবে তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর।”

[মুসলিম (৪০৪)]

সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ শাইখ ইবন বায (১১/৩৪০-৩৪২)]

দেখুন (**১০০৬৭**) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

৯৮.ইমাম ভুলে গিয়ে তারাউয়ীহ্ স্বালাতে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে গিয়ে বসে পড়লে

ফাতাওয়া নং - 8413

প্রশ্ন : যদি ইমাম তারাউয়ীহ স্বালাতে দ্বিতীয় রাক্‘আতের পর তাশাহহুদের জন্য বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং সুরাতুল ফাতিহা না পড়েই তাশাহহুদ পাঠের জন্য অল্প কয়েক সেকেন্ড পর আবার শীঘ্রই বসে পড়েন, তবে তাঁর কী করণীয়? মা’মূম (মুস্বাল্লী) এরই বা কী করণীয় ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তাদের সবাইকে ই এই অতিরিক্ত কাজের জন্য সুজূদ আস-সাহূ (ভুল করার সাজদা) আদায় করতে হবে। আর এ অতিরিক্ত কাজটি হল তৃতীয় রাক্‘আতের জন্য উঠে দাঁড়ানো।

লিখেছেন – শাইখ ‘আব্দুল কারীম আল-খুদ্বাইর

৯৯.ইমাম যদি অতিরিক্ত রাক্‘আত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান, তবে মা’মূম (মুসল্লী) কী করবে?

ফাত্ওয়া নং- 87853

প্রশ্ন : জামা’আতের স্বালাতে একজন ইমাম ভুল করে রাক্‘আত এর সংখ্যা খেয়াল না করে জোহরের স্বালাত পাঁচ রাক্‘আত আদায় করেন। তাকে মা’মূম (মুসল্লী) দের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ইয়াক্বীনের (নিশ্চয়তার) সাথে তিনি যা করছেন তা ঠিক ভেবে চালিয়ে গেলেন। এক্ষেত্রে আমরা মা’মূম রা (মুসল্লী) কি করব?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

যদি ইমাম ঠিক করেছেন বলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকেন এবং মা'মূম দের (মুসল্লী) সতর্ক করার দিকে দৃষ্টিপাত না করে স্বালাত সম্পন্ন করেন এবং পাঁচ রাক্‘আত স্বালাত আদায় করে থাকেন তবে তাঁর স্বালাত শুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর উপর কিছু করণীয় নেই; এরপর সালাম ফিরানো শেষে যদি তাঁর প্রকৃত অবস্থা (তিনি যে ভুল করে পাঁচ রাক্‘আত পড়েছেন) খেয়াল হয়, তবে তিনি ভুল করার জন্য দুটি সিজদাহ দিয়ে সালাম ফিরাবেন।
[আল-বুখারী, কিতাবুস স্বালাত (৩৯২)]

দ্বিতীয়ত :

যদি মা'মূম (মুসল্লী) একথা জেনে থাকে যে (নিশ্চিতভাবে) ইমাম অতিরিক্ত এক রাক‘আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন, তবে তার তাঁকে (ইমামকে) সতর্ক করা ওয়াজিব। যদি ইমাম তা না শুনে, তবে তার অনুসরণ করা জা'ইয (বৈধ) নয়। বরং সে এক্ষেত্রে আলাদা হয়ে বসে যাবে এবং শেষ তাশাহ্হুদ পাঠ করে সালাম ফিরাবে। যদি সে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে ইমামকে অনুসরণ করে পঞ্চম রাক্‘আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার স্বালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি না জেনে বা ভুল করে ইমামকে অনুসরণ করে পঞ্চম রাক‘আতের জন্য দাঁড়ায়, তবে তার স্বালাত শুদ্ধ হবে।

‘ শার্হ মুনতাহা আল-ইরাদাত (১/২২৩) এ রয়েছে :

“ যে (ইমাম) ভুল করে, তাকে দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সতর্ক করবে। এক্ষেত্রে তাঁর (ইমামের) ফিরে আসা আবশ্যক যদি না তিনি তাঁর কাজ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত

হন; ইমাম নিজের কাজ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে (মুসল্লির কথা শুনে) ফিরে আসা জা'ইয (বৈধ) নয়।"

এরপর উল্লেখিত হয়েছে তিনি (ইমাম) পঞ্চম রাক্'আত এর জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে মা'মূম (মুসল্লী)র জন্য তাঁকে অনুসরণ করা জা'ইয (বৈধ) নয়। কারণ সেই মা'মূম (মুসল্লী) তা ভুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাসী এবং এ ব্যাপারে জ্ঞাত যে, তিনি (ইমাম) যে (অতিরিক্ত রাক্'আত এর জন্য) দাঁড়িয়ে গিয়েছেন তা তাঁর স্বালাতের অংশ নয়।
যদি সে এই ভুল না জেনে অথবা ভুলে গিয়ে তাঁর (ইমামের) অনুসরণ করে অথবা তার থেকে (ইমামের) আলাদা হয়ে যায় তবে তার স্বালাত শুদ্ধ হবে। যে প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানে, তার ইমামের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া আবশ্যক।সে ইমামের অতিরিক্ত রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সালাম ফিরাবে এবং তাঁকে সতর্ক করবে ফিরে আসার ব্যাপারে এবং শেষ তাশাহ্হুদ সম্পন্ন করার পর, তাঁকে সতর্ক করবে ও ফিরে আসার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করবে।" সমাপ্ত

শায়খ ইবনু 'উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ- কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :
"যদি ইমাম ভুল করে পাঁচ রাক্'আত স্বালাত আদায় করে, তবে তাঁর স্বালাতের হুক্ম কি এবং তাঁর পেছনে যারা স্বালাত আদায় করেছে তাদের হুক্ম কি? যে দেরীতে এসে ইমামের সাথে এসে অংশ নিয়েছে, সে কি এই অতিরিক্ত রাক্'আত গণনা করবে?

তিনি উত্তরে বলেন :

যদি ইমাম ভুল করে পাঁচ রাক্'আত স্বালাত আদায় করে তবে তাঁর স্বালাত শুদ্ধ হবে এবং তাঁকে যারা ভুল করে বা না জেনে অনুসরণ করেছে, তাদের স্বালাতও শুদ্ধ হয়েছে। আর যে এই অতিরিক্ত রাক্'আতের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানে, ইমাম পঞ্চম রাক্'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তার বসে যাওয়া ও সালাম ফিরানো ওয়াজিব। কারণ এ অবস্থার ক্ষেত্রে সে ইমামের স্বালাতকে বাতিল বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। যদি না সে আশংকা করে যে, ইমাম কোন এক রাক্'আতে সূরাতুল ফাতিহাতে (উদাহরণ স্বরূপ) ভুল করায় অতিরিক্ত রাকা'আত টির জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন, তবে সে সালাম

ফিরাবে না, ইমামের সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ অপেক্ষা করবে যাতে ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে পারে)।

আর যে দেরিতে এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক্‘আতে যোগ দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বালাত আদায় করেছে, এ অতিরিক্ত রাক্‘আতটি তার ক্ষেত্রে গণনা করা হবে।
যদি সে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক্‘আতে অংশ নেয়, তবে সে ইমামের সাথে অতিরিক্ত রাক্‘আত সহ সালাম ফিরাবে।
আর যদি সে তৃতীয় রাক্‘আতে এসে যোগ দেয়, তবে ইমামের অতিরিক্ত রাক্‘আতের পর সালাম ফিরানো শেষে আরেক রাক্‘আত যোগ করবে।
কারণ আমরা যদি বলি, যে দেরিতে এসেছে তাঁর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাক্‘আতটি গণ্য হবে না, তবে তার ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত এক রাক্‘আত যোগ করতে হয় - যা স্বালাত বাতিল হওয়ার কারণ।
অপরদিকে এই ইমাম অতিরিক্ত রাক্‘আত আদায় করার ক্ষেত্রে মা‘যূর। কারণ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর স্বালাত বাতিল হবে না।” সমাপ্ত

[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবন ‘উসাইমীন (১৪/১৯)]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।**Islam Q & A**

অধ্যায় আঠারো : লাইলাতুল ক্বাদ্‌র

১০০.আমরা কিভাবে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র পালন করব এবং তা কোন দিন?
ফাত্‌ওয়া নং - 36832

প্রশ্ন : আমাদের লাইলাতুল ক্বাদ্‌র কিভাবে পালন করা উচিত ? তা কি স্বালাত আদায় করার মাধ্যমে পালন করতে হবে নাকি ক্বুর'আন তিলাওয়াহ,রাসূল (স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সীরাহ পাঠ,আদেশ উপদেশ দেওয়া/শোনা ও মাসজিদে অনুষ্ঠান উদযাপন করার মাধ্যমে পালন করতে হবে?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) রামাদ্বানের শেষ দশদিন এমনভাবে স্বালাত আদায়, ক্বুর'আন তিলাওয়াহ ও দু'আ' পাঠের মাধ্যমে মনোনিবেশ করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না। 'আ'ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) থেকে ইমাম আল-বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে (রামাদ্বানের) শেষ দশরাত্রি শুরু হলে নাবী (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) রাতে জাগতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং স্ত্রী-মিলন থেকে বিরত থাকতেন। আহমাদ এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে :

"তিনি শেষ দশদিন এমনভাবে মনোনিবেশ করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না।"

দ্বিতীয়ত :

নাবী -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন- লাইলাতুল ক্বাদরে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় রাত জেগে 'ইবাদাত করতে উৎসাহিত করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) থেকে বর্ণিত যে নাবী -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন-বলেছেন :

(من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

"ঈমানের সাথে ও প্রতিদানের আশায় যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বাদরে জেগে ক্বিয়াম করবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"
[স্বাহীহ্ আল-বুখারী ও মুসলিম]
আর এই হাদীসে লাইলাতুল ক্বাদরে রাত জেগে ক্বিয়াম করার শারী'আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে।

তৃতীয়ত :

লাইলাতুল ক্বাদরে সবচেয়ে ভালো দু'আসমূহের মধ্যে একটি পাঠ করা যায় যা 'আ'ইশাহ (আয়শা) কে (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) রাসূলুল্লাহ -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন-শিক্ষা দিয়েছিলেন। আত-তিরমিযী এটি 'আ'ইশাহ (আয়শা) (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন)থেকে বর্ণনা করেছেন এবং একে স্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন :
আমি বললাম, *"হে রাসূলুল্লাহ যদি আমি জানি কোন রাতে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র তবে আমি সেই রাতে কি বলাব?"*
তিনি বললেন,বল :

(قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা 'ফুউ 'আন্নী

(হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালোবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।)"

চতুর্থত :

রামাদ্বানে লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের রাত ঠিক কোনটি, এটি জানার জন্য বিশেষ সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলো অন্যান্য রাতের চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় এবং সাতাশ তম রাত (শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে) লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হওয়ার ব্যাপারে বেশি সম্ভাবনাময়। যেমনটি আমরা এ ব্যাপারে নির্দেশ করে এমন হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি।

পঞ্চমত :

আর বিদ‘আত (দ্বীনের মধ্যে নতুন প্রবর্তিত বিষয়) কাজসমূহ, তা কখনই রামাদ্বান বা রামাদ্বানের বাইরে কোন সময়েই জা’ইয (বৈধ) নয়। রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন :

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

“যে আমাদের এই বিষয়ে (শারী‘আতে) নতুন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে,

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

“যে কোন কাজ করল যা আমাদের বিষয়ের (শারী‘আতের) অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”

আর রামাদ্বানের কিছু নির্দিষ্ট রাতে অনুষ্ঠান উদযাপনের ব্যাপারে কোন ভিত্তি আমাদের জানা নেই। সবচেয়ে ভালো পথ-নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদের-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- দেখানো পথ এবং সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে (শারী‘আতে)নতুন প্রবর্তিত বিষয়সমূহ (বিদ’আত)।

আর আল্লাহই তাওফীক্বদাতা।

গবেষণা ও ফাত্ওয়া ইস্যুকারী আল-লাজ্নাহ আদ-দা’ইমাহ (১০/৪১৩)

Islam Q & A

১০১.নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বাদ্র হিসেবে নির্ধারণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

ফাত্ওয়া নং - 50693

প্রশ্ন : অন্য কোন রাত্রিতে আদায় না করে শুধু মাত্র লাইলাতুল ক্বাদ্রের রাত্রিতে তাহাজ্জুদ এর স্বালাত আদায়ের ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের রাত্রিতে ‘ইবাদাত করার মহান ফযীলাত এর ব্যাপারে দালীল রয়েছে। আমাদের রাব্ব (সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিয্‌কদাতা) তাবারাকা ওয়া তা‘আলা- বলেছেন :

(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)

“এই রাতের ‘ইবাদাত হাজার রাতের চেয়ে উত্তম”

[৯৭ আল-ক্বাদ্‌র : ৩]

এবং নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

(مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) . رواه البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠)

“যে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের রাত্রিতে ক্বিয়াম করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”

আল্লাহ-তা‘আলা বলেছেন :

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)

[٩٧ القد]

"১. নিশ্চয়ই আমি একে লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে নাযিল করেছি।
২. এবং আপনি কি জানেন লাইলাতুল ক্বাদ্‌র কি?
৩. লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম।
৪. এতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিবরীল 'আলাইহি স সালাম) তাঁদের রাব্বের (সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিয্‌কদাতা) অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।
৫. শান্তিময় (বা নিরাপত্তাপূর্ণ) সেই রাত, ফাজ্‌রের সূচনা পর্যন্ত।"
[৯৭ আল-ক্বাদ্‌র : ১-৫]

আবূ হুরাইরাহ -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) . رواه البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠)

"যে ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল ক্বাদ্‌র রাত্রিতে ক্বিয়াম করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।"

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (১৯০১) ও মুসলিম (৭৬০)]

এখানে "ঈমান সহকারে" এর অর্থ : এই রাতের মর্যাদা ও তাতে আমল করা, শারী'আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা।
আর "প্রতিদানের আশায়" এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলার জন্য নিয়্যাতের ব্যাপারে ইখলাস্ব (একনিষ্ঠতা) পোষণ করা।

দ্বিতীয়ত :

লাইলাতুল ক্বাদ্‌র নির্দিষ্ট কোন্ রাত তা নিয়ে 'আলিমদের মাঝে এত ভিন্নমত রয়েছে যে তা ৪০-এরও বেশি মতামত পর্যন্ত পৌঁছেছে যেমনটি 'ফাত্‌হ আল-বারী' তে উল্লেখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক মতটি হল তা রামাদ্বান-এর শেষ দশকের বিজোড় রাতের কোন একটি।

‘‘আ’ইশাহ (আয়শা) -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) . رواه البخاري ٢٠١٧ – واللفظ له – ومسلم (١١٦٩)

“লাইলাতুল ক্বাদ্‌র রামাদ্বান-এর শেষ দশকের বিজোড় রাতে অনুসন্ধান কর।”

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (২০১৭), এবং শব্দচয়ন তাঁর ও মুসলিম (১১৬৯)]

আল-বুখারী এই হাদীসটিকে (রামাদ্বান এর) ‘শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র অনুসন্ধান’ নামক অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই রাতটি নির্দিষ্ট কোন দিনে তা অপ্রকাশিত রাখার পেছনে হিক্‌মাহ (রহস্য) হল মুসলিমদেরকে রামাদ্বান এর শেষ দশকের সবগুলো রাতেই ‘ইবাদাত , দু‘আ’ ও যিক্‌র করার ব্যাপারে তৎপর হতে সক্রিয় করানো। একই হিক্‌মাহ এর কারণে জুমু‘আহ এর দিনে ঠিক কোন সময়টিতে দু‘আ’ কবুল করা হয় তাও নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি এবং আল্লাহ-তা‘আলা-এর সেই ৯৯ টি নামও নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যে সম্পর্কে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

(مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه البخاري ٢٧٣٦ (ومسلم ٢٦٧٧)

“যে তা (৯৯ টি নাম) গণনা করবে , [অর্থাৎ, (১) মুখস্ত করবে, (২) এর অর্থ বুঝবে, (৩) সে অনুযায়ী আমল করবে] সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (২৭৩৬) ও মুসলিম (২৬৭৭)]

আল-হাফিজ ইবনু হাজার -রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :

“তাঁর - অর্থাৎ ইমাম আল-বুখারী-বক্তব্য ‘অধ্যায় (বাব): রামাদ্বান এর শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র অনুসন্ধান’ এই পাঠ থেকে রামাদ্বান মাসেই যে

লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়; এরপর এর (রামাদ্বানের) শেষ দশকে এবং এরপর এর (শেষ দশকের) বিজোড় রাতগুলোর যে কোন একটিতে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন রাতে নয়। এই সংক্রান্ত একাধিক বর্ণনা থেকে আমরা অনুরূপ ইঙ্গিত পাই।"
[ফাত্‌হ আল-বারী (৪/২৬০)]

তিনি আরও বলেছেন :
" 'আলিমগণ বলেন, এই রাতটির নির্দিষ্ট তারিখ গোপন রাখার পেছনে হিক্‌মাহ হল মানুষ এটি পাওয়ার জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। তবে নির্দিষ্ট তারিখ জানা থাকলে মানুষ শুধু সেই রাতেই 'ইবাদাত সীমাবদ্ধ রাখত যেমনটি এর আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জুমু'আহ-র দিনের (দু'আ' কবুলের) সুনির্দিষ্ট সময়ের (অজানা থাকার) ব্যাপারে।"
[ফাত্‌হ আল-বারী (৪/২৬৬)]

<u>তৃতীয়ত</u> :

এই মতের ভিত্তিতে কারো পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে, কোন নির্দিষ্ট রাতটি 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে, নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এটি কোন রাত তা সুনির্দিষ্টভাবে উম্মাতকে জানাতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনি জানিয়েছেন যে, আল্লাহ –তা'আলা-এই জ্ঞান উঠিয়ে নিয়েছেন।

'উবাদাহ ইবন আস্ব-স্বামিত -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' এর ব্যাপারে খবর দিতে বের হলেন, (এ সময়) মুসলিমদের মধ্যে দু ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হল। তিনি বললেন :

(إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ) .

(رواه البخاري ٤٩)

“আমি আপনাদেরকে ‘লাইলাতুল ক্বাদ্‌র’ এর ব্যাপারে খবর দিতে বের হয়েছিলাম কিন্তু অমুক এবং অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হল, এরপর তা (সেই জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হল, আশা করি তা আপনাদের জন্য বেশি ভাল হয়েছে, আপনারা তা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ তম) এবং পঞ্চমে (২৫ তম তারিখে) অনুসন্ধান করুন।”
[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৪৯)]

আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা’ইমাহ এর ‘আলিমগণ বলেন,

“রামাদ্বান মাসে নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সুস্পষ্ট দালীলের প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর কোন একটিতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর (এর মধ্যে) সাতাশ তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিভিন্ন হাদীস সমূহে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।”

[ফাত্‌ওয়া আল-লাজ্‌নাহ আদ-দা’ইমাহ লিল বুহূস আল-‘‘ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা’ (১০/৪১৩)]

তাই একজন মুসলিমের নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়, কারণ এতে এমন ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চয়তা পোষণ করা হয়, যে ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চয়তা পোষণ করা সম্ভব নয়। আর এতে অনেক কল্যাণ ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে এটি ২১তম রাতে অথবা ২৩তম রাতে অথবা ২৯তম রাতে। তাই সে যদি শুধু ২৭তম রাতে ক্বিয়াম করে তবে তার থেকে অফুরন্ত কল্যাণ ছুটে যেতে পারে, কিংবা হয়ত সে এই মুবারাক (বরকতময়) রাত হারিয়েই ফেলতে পারে।

সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত গোটা রামাদ্বান জুড়েই আনুগত্য ও ‘ইবাদাতের কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো, আর শেষ দশকে সে ব্যাপারে বেশি তৎপর হওয়া। এটিই নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ।

‘আ’ইশাহ (আয়শা) -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা- থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ . رواه البخاري ٢٠٢٤) ومسلم ١١٧٤ (

"(রামাদ্বানের শেষ) দশ রাত্রি শুরু হলে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কোমর বেঁধে নামতেন, তিনি নিজে তাঁর রাত জাগতেন ('ইবাদাত এর মাধ্যমে) এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগাতেন ('ইবাদাতের জন্য)।"

[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (২০২৪) ও মুসলিম (১১৭৪)]

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

১০২.লাইলাতুল ক্বাদ্রে একজন হা'ইদ্ব (হায়েয প্রাপ্ত নারী) কী করবে ?

ফাত্ওয়া নং- 26753

প্রশ্ন : লাইলাতুল ক্বাদ্রে একজন হা'ইদ্ব (হায়েয প্রাপ্ত নারী) কী করতে পারে? সে কি 'ইবাদাতে মশগুল হয়ে তার হাসানাহ (পূণ্য সমূহ) বাড়াতে পারে? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে এই রাতে সে কী কী কাজ করতে পারে?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

একজন হা'ইদ্ব (হায়েয প্রাপ্ত নারী) সমস্ত 'ইবাদাত ই করতে পারে, তবে স্বালাত, স্বিয়াম, কা'বাহ্র ত্বাওয়াফ ও মাস্জিদে ই'তিকাফ ব্যতীত।

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان ،

روى البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (١١٧٤) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله

নাবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি রামাদ্বানের শেষ দশকে রাত জাগতেন। 'আ'ইশাহ (আয়িশা) -রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা- থেকে বর্ণিত :

"শেষ দশক প্রবেশ করলে, নাবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কোমর বেঁধে নামতেন, তিনি রাত জাগতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগ্রত করতেন।"

[আল বুখারী (২০২৪) ও মুসলিম (১১৭৪)]

রাত জাগা স্বালাত আদায়ের ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট নয়, বরং তা সকল আনুগত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ দ্বারা 'আলিমগণ ব্যাপারটি তাফসীর করে বলেছেন :

আল হাফিজ বলেছেন :
"তিনি রাত জাগতেন" অর্থাৎ তিনি 'ইবাদাত ও আনুগত্যের সাথে রাত জাগতেন।"

আন-নাওয়াউয়ী-রাহিমাহুল্লাহ- বলেছেন :
" অর্থাৎ তিনি স্বালাত ও অন্য 'ইবাদাতে রাত কাটাতেন।

'আউন আল-মা'বূদ এ বলা হয়েছে :
" অর্থাৎ স্বালাত, যিকির ও ক্বুর'আন তিলাওয়াতের মাধ্যমে।"

লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে 'ইবাদাত সমূহের মধ্যে ক্বিয়াম করা - একজন বান্দার জন্য সর্বোত্তম। এজন্য নাবী–স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

النبي صلى الله عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه البخاري (١٩٠١) ، ومسلم (٧٦٠)

"যে লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় ক্বিয়াম করবে, তার পূর্বের গুনাহ্‌ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে।"

[বর্ণনা করেছেন আল বুখারী (১৯০১)ও মুসলিম (৭৬০)]

আর যেহেতু একজন হা'ইদ্ব (হায়েয প্রাপ্ত নারী) এর ক্ষেত্রে স্বালাত আদায় নিষিদ্ধ, তাই এক্ষেত্রে তিনি স্বালাত বাদে অন্য সব 'ইবাদাত করার জন্য রাত জাগতে পারেন। যেমন :

১। ক্বুর'আন তিলাওয়াত করা, দেখুন (**২৫৬৪**) নং প্রশ্নের উত্তর।

২। যিকর যেমন : তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ইত্যাদি এবং তিনি বেশী করে 'সুব্‌হানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ(হী), সুবহানাল্লাহিল আযীম" ইত্যাদি পাঠ করবেন।

৩ ।ইস্‌তিগফার : তিনি বেশি বেশি করে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পাঠ করবেন।

৪। দু'আ করা : তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশি করে দু'আ' করবেন এবং তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করবেন। দু'আ' হল সর্বোত্তম 'ইবাদাত গুলোর একটি। এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, নাবী – স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (الدعاء هو العبادة)

رواه الترمذي ٢٨٩٥) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢٣٧٠)

" দু'আ' ই হল 'ইবাদাত।"

[আত-তিরমিযী (২৮৯৫) আল-আলবানী 'স্বাহীহ্‌ আত-তিরমিযী' তে একে স্বাহীহ্‌ বলে চিহ্নিত করেছেন (২৩৭০)]

তাই একজন হা'ইদ্ব (হায়েয প্রাপ্ত নারী)এর জন্য লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে এ সমস্ত 'ইবাদাত ও অন্যান্য 'ইবাদাত করা সম্ভব।

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যা পছন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন, সে ব্যাপারে আমাদের তাওফীক্ব দেন এবং সৎ কাজ সমূহ কবুল করেন।

Islam Q & A

অধ্যায় ঊনিশ : ই‘তিকাফ

১০৩.ই‘তিকাফের মূল আদর্শ, কেন মুসলিমরা এই সুন্নাহ ছেড়ে দিয়েছে?
ফাত্ওয়া নং - 49007

প্রশ্ন : কেন মুসলিমরা নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ হওয়া সত্ত্বেও ই‘তিকাফ ছেড়ে দিয়েছে? আর ই‘তিকাফের মূল লক্ষ্যই বা কি?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমত :

ই‘তিকাফ হল মু’আক্কদাহ সুন্নাহ যা রাসূল -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নিয়মিত পালন করতেন।

এর শারী‘আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে দালীলগুলো দেখুন **(48999)** প্রশ্নের উত্তরে।

আর এই সুন্নাহ তো মুসলিমদের জীবন থেকে হারিয়েই গেছে-সে ব্যতীত যাকে আমার রাব্ব দয়া করেছেন-এর অবস্থা সে সুন্নাহগুলোর মতই যা মুসলিমরা একেবারেই ত্যাগ করেছে বা একেবারে ত্যাগ করার পথে।
আর এর কিছু কারণ রয়েছে যেমন :

১. অনেকের মনে ‘ঈমানের দুর্বলতা।

২.দুনইয়ার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাসের প্রতি অত্যধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়া যার কারণে তারা অল্প সময়ের জন্য হলেও এসব থেকে দূরে থাকতে অক্ষম।

৩. অনেক মানুষের মনে জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষার অভাব এবং আরাম-আয়েশের দিকে তাদের ঝুঁকে পড়া, তাই তারা ই‘তিকাফের সামান্য কষ্টও সহ্য করতে চায় না যদিও তা আল্লাহ-সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলা-এর সন্তুষ্টির জন্য হোক না কেন।
যে জান্নাতের মহান মর্যাদা ও তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জানে, সে তার জন্য তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কুরবান করে হলেও তা লাভের চেষ্টা করবে। নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

(أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ) رواه الترمذي وصححه الألباني ٢٤٥٠)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ'র পুরষ্কার/মাল অত্যন্ত মূল্যবান, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ'র পুরষ্কার হল জান্নাহ।"

[ইমাম আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং আল-আলবানী একে স্বাহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন (২৪৫০)]

৪. অনেকের মনে রাসূল -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য ভালবাসা শুধু মৌখিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকা, বিবিধ ও বাস্তবিক দিকে তার কোন প্রয়োগ না থাকা যে মুহাম্মাদী সুন্নাহ গুলোর একটি হল ই'তিকাফ। আল্লাহ বলেছেন :

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)

[٣٣ الأحزاب ٢١]

"নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে আছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তার জন্য (তোমাদের মাঝে) যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহ কে বেশি বেশি স্মরণ করে।"

[৩৩ আল-আহযাব : ২১]

ইবনু কাসীর -রাহিমাহুল্লাহ-বলেছেন : (৩/৭৫৬)

"এই সম্মানিত আয়াতটি রাসূলুল্লাহর (-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-) সকল কথা, কাজ ও অবস্থা (সুন্নাহ) সর্বাবস্থায় অনুসরণের ব্যাপারে একটি মহান নীতি।" সমাপ্ত

পূর্ববর্তী স্বাহাবী, তাবি'ঈ ও আতবা'উত তাবি'ঈগণের অনেকে মানুষদের ই'তিকাফ ছেড়ে দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, যেখানে নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-তা নিয়মিত করেছেন।

ইবনু শিহাব আয-যুহ্‌রী বলেছেন :

"এটি খুবই আশ্চর্যজনক যে মুসলিমরা ই'তিকাফ ত্যাগ করেছে। নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- মাদীনাহ তে প্রবেশ করার পর থেকে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করা পর্যন্ত তিনি ই'তিকাফ ত্যাগ করেন নি।"

দ্বিতীয়ত :

যে ই'তিকাফ নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নিয়মিতভাবে পালন করেছেন, তা হল রামাদ্বান মাসের শেষ দশ দিনে। এই কয়টি দিন- সত্যিকার অর্থে একটি শিক্ষামূলক ইনটেনসিভ কোর্সের ন্যায়, যার ইতিবাচক তাৎক্ষণিক ফলাফল একজন মানুষের জীবনে ই'তিকাফের দিন ও রাতগুলোতেই পরিলক্ষিত হয়। আর এর আরও ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে একজন মানুষের জীবনে পরবর্তী রামাদ্বান পর্যন্ত, তার আগামী দিনগুলোতে। তাই আমাদের মুসলিম সমাজে কতই না প্রয়োজন এই সুন্নাহকে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক পন্থায় তা ক্বা'ইম (প্রতিষ্ঠা) করা, যার উপর রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাঁর স্বাহাবীগণ ছিলেন।
মানুষের এই গাফিলতি ও উম্মাতের এই ফাসাদের সময় যারা সুন্নাহকে আকঁড়ে ধরে আছে, তাদের পুরষ্কার কতই না মহান হবে!

তৃতীয়ত :

তাঁর, (নাবীর)-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই'তিকাফের মূল লক্ষ্য ছিল, লাইলাতুল ক্বাদরের খোঁজ করা।

ইমাম মুসলিম(১১৬৭) এ আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন :

روى مسلم ١١٦٧) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ عْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ أي :

خيمة صغير) عَلَى سُدَّتِهَا أي : بابه) حَصِيرٌ . قَالَ : فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ

، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ ، فَدَنَوْا مِنْهُ ،

"রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-রামাদ্বানের প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন। এরপর তিনি মাঝের দশ দিন তুর্কী ক্বুব্বাহ-তে (এক ধরণের ছোট তাঁবুতে) ই'তিকাফ করেছিলেন যার দরজায় একটি কার্পেট ছিল।
তিনি (রাউয়ী) বলেন: তিনি (রাসূলুল্লাহ) তাঁর হাত দিয়ে কার্পেটটিকে ক্বুব্বাহর এক পাশে সরিয়ে দিলেন; এরপর তাঁর মাথা বের করে লোকদের সাথে কথা বললেন, তাঁরা (উপস্থিত লোকেরা) তাঁর (রাসূলের) কাছে আসলেন; অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন,

فَقَالَ : إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ

.

"আমি প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করেছি, এই রাতের (লাইলাতুল ক্বাদরের) খোঁজে , এর মাঝের দশ দিন ই'তিকাফ করেছি, এরপর আমার কাছে এসে বলা হল: 'এটি শেষ দশকে'। সুতরাং আপনাদের মাঝে যে ই'তিকাফ করতে পছন্দ করে/চায়, সে যাতে ই'তিকাফ করে। এরপর লোকেরা তাঁর সাথে ই'তিকাফ করলেন।" '

আর এই হাদীসে কিছু শিক্ষণীয় দিক রয়েছে :

১. তাঁর (রাসূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফের মূল লক্ষ্য ছিল লাইলাতুল ক্বাদরের খোঁজ করা আর সেই রাতে ক্বিয়াম করা ও তা উজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া, আর তা হল এই রাতের মহান ফাদ্বীলাহ (ফজীলত) এর কারণে। আর আল্লাহ-তা'আলা- বলেছেন :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) ٩٧ القدر ٣]

"লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হাজার মাস থেকেও উত্তম।"
[৯৭ আল-ক্বাদর : ৩]

২. এর (এই রাতের) সময়সীমা জানার আগে–তা খোঁজার ব্যাপারে তাঁর (রাসূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া। তিনি শুরু করেন প্রথম দশ দিনে, এরপর মাঝের দশ দিনে, এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে জানানো হয় যে, তা (লাইলাতুল ক্বাদ্‌র) শেষ দশকে। আর এ হল লাইলাতুল ক্বাদরের খোঁজে এক সর্বাত্মক সাধনা।

৩. স্বাহাবীগণের–রিদ্বওয়ানুল্লাহি 'আলাইহিম-রাসূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- অনুসরণ করা কারণ, তাঁরা তাঁর (রাসূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-) সাথে ই'তিকাফ শুরু করে মাসের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছিলেন, আর তা হল তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের (স্বাহাবীগণের) পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের কারণে।

৪. তাঁর (রাসূলুল্লাহর-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর স্বাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা ও দয়া। ই'তিকাফের কষ্টের কথা তাঁর জানা ছিল বলে তিনি তাঁদের (স্বাহাবীদের) তাঁর সাথে ই'তিকাফ চালিয়ে যাওয়া অথবা বের হয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, বলেছিলেন :

(فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ)

"সুতরাং আপনাদের মাঝে যে ই'তিকাফ করতে পছন্দ করে/চায়, সে যেন ই'তিকাফ করে।"

এছাড়াও ই'তিকাফের অন্যান্য উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন :

১. মানুষের থেকে যথাসম্ভব আলাদা হয়ে আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্ল-এর সান্নিধ্যে একাকী হয়ে যাওয়া।

২. আল্লাহ –তাবারাকা ওয়া তা'আলা- র প্রতি সর্বাত্মকভাবে মনোনিবেশ করে আত্মশুদ্ধিকরণ।

৩. স্বালাত আদায়, দু'আ করা, যিক্‌র পাঠ, কুর'আন তিলাওয়াতের মাধ্যমে 'ইবাদাত করার জন্য সম্পূর্ণভাবে লেগে যাওয়া।

৪.নাফসের কু প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা যা- স্বাওমের উপর প্রভাব ফেলে তা থেকে স্বাওমকে রক্ষা করা।

৫. দুনিয়াবী মুবাহ বিষয়সমূহ ভোগ কমিয়ে দেওয়া এবং তার অধিকাংশের ব্যাপারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভোগ করার ক্ষেত্রে যুহদ
(কৃচ্ছতা) অবলম্বন করা।

দেখুন আব্দুল লাত্বীফ বালতুব এর **'ই'তিকাফ- শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি'** গ্রন্থটি

Islam Q & A

১০৪.ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা
ফাত্‌ওয়া নং - 49002

প্রশ্ন : ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় কত? আমি কি অল্প কিছু সময়ের জন্য ই'তিকাফ করতে পারি নাকি একসাথে কিছু দিনের জন্য ই'তিকাফ করতে হবে?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমার ব্যাপারে 'আলিমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

অধিকাংশ 'আলিমগণের মতে ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে। আর এটি ইমাম আবূ হানীফাহ, ইমাম আশ-শাফিঈ ও ইমাম আহমাদের মত। দেখুন: আদ-দুরর আল-মুখতার(১/৪৪৫), আল-মাজমূ'(৬/৪৮৯), আল-ইনস্বাফ (৭/৫৬৬)।

ইমাম আন-নাওয়াউয়ী 'আল-মাজমূ'' (৬/৫১৪)-তে বলেছেন :

"আর ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা সম্পর্কে অধিকাংশ ('আলিমগণ) যে মত তা'কীদের সাথে পোষণ করেন এবং এটিই সঠিক মত যে এর জন্য মাসজিদে অবস্থান শর্ত (অর্থাৎ ই'তিকাফ মাসজিদে হতে হবে) এবং তা বেশি বা অল্প সময়ের জন্য হতে পারে, কিছু সময় (সা'আহ) বা মুহূর্তের জন্যও" সমাপ্ত ও সংক্ষিপ্ত।

আর এ ব্যাপারে তাঁরা বেশ কয়েকটি দালীল দিয়েছেন :

১. ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা যা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হতে পারে। আর শারী'আতে এমন কোন দালীল পাওয়া যায় না, যা কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়।

ইবনু হাযম বলেছেন :

"ই'তিকাফ আরবদের ভাষায়-অবস্থান করা। তাই আল্লাহ-তা'আলা-র মাসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোন অবস্থানই হল ই'তিকাফ.........সময়সীমা কম হোক বা বেশি হোক, যেহেতু কুর'আন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি" সমাপ্ত

[আল-মুহাল্লা (৫/১৭৯)]

২. ইবনু আবী শাইবাহ, ইয়া'লা ইবনু উমাইইয়াহ –রাহিমাহুল্লাহ-থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন :

"আমি মাসজিদে কিছু সময় (সা'আহ) অবস্থান করি আর আমি ই'তিকাফ করার জন্যই অবস্থান করি।"

এটি দ্বারা ইবনু হাযম-'আল-মুহাল্লা'-তে (৫/১৭৯) দালীল পেশ করেছেন।

আল হাফিজ (অর্থাৎ হাফিজ ইবনু হাজার), 'আল-ফাতহ'- এ (অর্থাৎ 'ফাতহুল বারী'-তে) তা উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন (অর্থাৎ কোন মন্তব্য করেন নি)।

আর সা'আহ হল সময়ের কিছু অংশ, বর্তমান পরিভাষায় ব্যবহৃত ষাট মিনিটের এক

ঘণ্টা নয়। [উল্লেখ্য যে সাম্প্রতিক পরিভাষায় ‘আরাবীতে এক ঘণ্টা(৬০ মি:) কে সা‘আহ বলে।]

‘আলিমগণের মধ্যে কারও কারও মতে এর (ই‘তিকাফের)সর্বনিম্ন সময় একদিন। এটি ইমাম আবূ হানীফাহ’র এক রিওয়াইয়াত এবং মালিকী ফিক্বহী মাযহাবে কেউ কেউ এ মত পোষণ করেছেন।

আর শাইখ ইবনু বায ‘মাজমূ‘আল ফাত্ওয়া’ তে (১৫/৪৪১) বলেছেন :

“ই‘তিকাফ হল আল্লাহ-তা‘আলা-র আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মাসজিদে অবস্থান করা, সময় কম হোক বা বেশি হোক। কারণ আমার জানা মতে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা একদিন, দুই দিন বা এর বেশি কিছু নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। আর তা শারী‘আত সম্মত একটি ‘ইবাদাত যদি কেউ নাযর (মান্নত) করে না থাকে,-নাযরের (মান্নতের) দ্বারা তা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।”

Islam Q & A

১০৫.মাস্‌জিদে নারীদের ই’তিকাফ
ফাত্ওয়া নং -37698

প্রশ্ন : একজন নারীর জন্য রামাদ্বানের শেষ দশদিনে ই‘তিকাফ করা জা’ইয কি না?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হ্যাঁ,একজন নারীর জন্য রামাদ্বানের শেষ দশদিনে ই‘তিকাফ করা জা’ইয।

বরং,ই‘তিকাফ নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই সুন্নাহ, এবং উম্মাহাতুল মু’মিনীন – রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুন্ন-নাবীর (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) জীবদ্দশায় ই‘তিকাফ করেছেন এবং তিনি (রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-) মারা যাওয়ার পরও ই‘তিকাফ পালন করেছেন।

ইমাম আল-বুখারী (২০২৬)এবং মুসলিম (১১৭২),নাবীর (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন)স্ত্রী 'আ'ইশাহ (আয়শা)-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে :

روى البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١١٧٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

"নাবী -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশান্তি) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন- আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দানের আগ পর্যন্ত রামাদ্বানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ পালন করতেন, তারপর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ পালন করতেন।"

" 'আউন আল-মা'বূদ " এ বলা আছে-
"এতে দালীল পাওয়া যায় যে ই'তিকাফের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমতুল্য।"

শাইখ 'আবদুল-আযীয ইবনু বায (আল্লাহ তাঁর উপর দয়া প্রদর্শন করুন) বলেছেন :
" ই'তিকাফ নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাহ, নাবী (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি রামাদ্বানে ই'তিকাফ পালন করতেন, এবং সবশেষে তাঁর ই'তিকাফ শেষ দশদিনে স্থির হয় এবং তাঁর কিছু স্ত্রীগণও তাঁর সাথে ই'তিকাফ পালন করতেন, তাঁর -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- (মৃত্যুর)পর তাঁরা (তাঁর স্ত্রীগণ)ই'তিকাফ পালন করতেন। আর ই'তিকাফের জায়গা হচ্ছে মাসজিদসমূহ যেখানে জামা'আতের স্বালাত আদায় করা হয়।" সমাপ্ত

ইন্টারনেটে শাইখ ইবনু বাযের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া হয়েছে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

<u>১০৬.একজন নারীর জন্য তার ঘরে ই‘তিকাফ করা শুদ্ধ নয়</u>

ফাত্ওয়া নং - 37911

প্রশ্ন : একজন নারীর জন্য ঘরে ই‘তিকাফ করা জা’ইয কিনা? সে কী করবে যদি তার রান্না করার প্রয়োজন পড়ে?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ই‘তিকাফ শুধুমাত্র মাসজিদে করা বৈধ। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)

[٢ البقر ٨٧]

“আর যতক্ষণ তোমরা ই‘তিকাফ রত (দুনিয়াবী কাজ থেকে বিরত থেকে নিজেকে ‘ইবাদত ও প্রার্থনার জন্য মাসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা) অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।”
[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

এই হুকম পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইবনু ক্বুদামাহ ‘আল-মুঘনী’-তে (৪/৪৬৪)বলেছেন :
“একজন নারী সব মাসজিদে ই‘তিকাফ করতে পারে এবং সে মাসজিদে জামা‘আতে স্বালাত আদায় করতে হবে এমন কোন শর্ত নেই, কারণ, এটি (জামা‘আতে স্বালাত আদায়) তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।” আর ইমাম আশ-শাফি‘ঈ এই মত পোষণ করেছেন।

তার (নারীর)ঘরে ই‘তিকাফ করার বিধান নেই,কারণ আল্লাহ বলেছেন :

وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)

[٨٧ البقر ٢]

“আর যতক্ষণ তোমরা ই‘তিকাফ (দুনিয়াবী কাজ থেকে বিরত থেকে নিজেকে ‘ইবাদত ও প্রার্থনার জন্য মাসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা) অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান কর”

[২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৭]

এবং রাসূলের (আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন) স্ত্রীগণ তাঁর কাছে মাসজিদে ই‘তিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। সমাপ্ত

“ আল-মাজমূ‘” (৬/৪৮০) তে ইমাম আন-নাওয়াউইয়ী বলেছেন :

“পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য মাসজিদের বাইরে ই‘তিকাফ করা শুদ্ধ নয়।” সমাপ্ত

এটি “ আশ-শারহ আল-মুমতি‘ ” (৬/৫১৩) তে শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন এই মতই পোষণ করেছেন।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

১০৭.তিনি ই‘তিকাফ (ইতিকাফ) করতে চান এবং তার ডাক্তারের সাথে বৈঠক আছে

ফাত্ওয়া নং -93546

প্রশ্ন : আমি ই‘তিকাফ এ বসতে চাই, কিন্তু সে সময়ে আমার ডাক্তারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ

বৈঠক আছে। আমি কি ই'তিকাফ এর সময়ে ডাক্তারের কাছে যেতে পারব? নাকি আমার ই'তিকাফ করা ওয়াজিব নয় ?

উত্তর :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ই'তিকাফ হল মাস্‌জিদে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অনবরত অবস্থান করা।

ই'তিকাফ হল একটি মুস্তাহাব্ব সুন্নাহ, রামাদ্বানের শেষ ১০ দিন গুলোতে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কিন্তু এটি ওয়াজিব নয়, যদি না কোন মুসলিম নিজের উপর নায্‌র (মানত) দ্বারা ওয়াজিব করে নেয়। নায্‌র (মানত) ছাড়া তা ওয়াজিব হবে না।

দেখুন **(48999)** নং প্রশ্নের উত্তর।

মূলনীতিটি হল- একজন ই'তিকাফকারী ব্যক্তি, মাস্‌জিদে করা সম্ভব নয় -এমন কোনো প্রয়োজন ছাড়া মাস্‌জিদ থেকে বের হবে না – যা সে মাস্‌জিদে করতে পারেনা – যেমন উদূ' (অযু), গোসল, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ, এর দালীল 'আই'শাহ (আয়িশা) - রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা -এর হাদীস যে নাবী –স্বাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- যদি ই'তিকাফ করতেন, তখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন না, মানবীয় কোনো প্রয়োজন ছাড়া। [বর্ণনা করেছেন মুসলিম (২৯৭)]

আর যদি আপনার, ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন পড়ে এবং সে বৈঠক রামাদ্বানের পরে বিলম্বিত করা সম্ভব না হয় তবে প্রতীয়মান হয় যে, মাস্‌জিদ থেকে বের হয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া তারপর আবার মাসজিদে ফিরে আসায় কোনো সমস্যা নেই। আন-নাওয়াউয়ী -রাহিমাহুল্লাহ– উল্লেখ করেছেন ' আল-মাজমূ' ' (৬/৫৪৫) – এ উল্লেখ করেছেন যে অসুস্থ ই'তিকাফকারী ব্যক্তি -

"যার অসুস্থতার কারণে মাস্‌জিদে অবস্থান কষ্টকর হয়ে পড়ে তার আলাদা

বিছানা, সাহায্যকারী, ডাক্তারের কাছে যাওয়া ইত্যাদি কারণে তার জন্য মাস্‌জিদ থেকে বের হওয়া মুবাহ (বৈধ)।" সমাপ্ত

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন – রাহিমাহুল্লাহ- ‘জালাসাত রামাদ্বানিয়াহ' (১৪১১ হিজরি, সপ্তম মাজলিস, ১৪৪) – এ বলেছেন :

" যার (ই‘তিকাফ কারীর) ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে -সে মাস্‌জিদ থেকে বের হতে পারে, তা না হলে সে মাস্‌জিদে অবস্থান করবে।" সমাপ্ত

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় বিশ : যাকাতুল ফিত্বর

১০৮.যাকাতুল ফিত্‌র -এর পরিমাণ এবং তা আদায় করার সময়
ফাত্ওয়া নং - 49793

প্রশ্ন : আমরা মরক্কোর একটি সংস্থার সদস্য,বার্সেলোনাতে বাস করি। আমরা কিভাবে যাকাতুল ফিত্‌র হিসাব করব?

উত্তর :

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মুসলিমদের উপর যাকাতুল ফিত্‌র ফার্‌দ্ব (ফরজ) করেছেন আর তা হল এক স্বা‘ খেজুর বা এক স্বা‘ যব এবং তিনি স্বালাতের অর্থাৎ‘ঈদের (ফিত্‌রের) স্বালাতের উদ্দেশ্যে লোকদের বের হওয়ার আগে তা আদায় করতে আদেশ করেছেন। দুই স্বাহীহ গ্রন্থে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমে) আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন :

وفِي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

“আমরা নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে তা (যাকাতুল ফিত্‌র) খাদ্যদ্রব্য থেকে এক স্বা‘ বা খেজুর থেকে এক স্বা‘ বা যব থেকে এক স্বা‘ বা কিসমিস থেকে এক স্বা‘ হিসেবে দিতাম।”
[বুখারী (১৪৩৭)]
একদল ‘আলিম এই হাদীসে ব্যবহৃত ‘খাদ্যদ্রব্য’ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তা হল গম (বুর্‌র/ক্বাম্‌হ)।
আবার অনেকে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এর উদ্দেশ্য হল সে দেশের অধিবাসীগণ যা খায় তা গম, ভুট্টা,পার্ল মিলেট (pearl millet) বা এছাড়া অন্য যাই হোক না কেন- আর এটি সঠিক মত। কারণ যাকাত হল দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি, আর তার

(যাকে যাকাত দেয়া হয়) দেশের খাদ্যদ্রব্য নয় এমন কিছু দিয়ে সহানুভবতা প্রকাশ করা একজন মুসলিমের উপর ওয়াজিব নয়। আর এতে সন্দেহ নেই যে, চাল- হারামাইনের দেশের (সউদি আরবের) প্রধান খাদ্য, এক উত্তম ও মূল্যবান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত যা বার্লি থেকে উত্তম, যে (বার্লি) হাদীসের পাঠে (মাত্নে) যথেষ্ট বলে উল্লেখিত হয়েছে। তাই এ থেকে জানা গেল যে চাল দিয়ে যাকাতুল ফিত্র্ আদায় করায় কোন দোষ নেই।

ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) হল সকল প্রকার খাবারের এক স্বা' অর্থাৎ নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিসাব অনুযায়ী এক স্বা' (যাকাতুল ফিত্র্) আদায় করা, আর তা (এর পরিমাপ) হল স্বাভাবিক দুই পূর্ণ হাতের চার মুঠো- যেমনটি আছে আল-ক্বামূস ও অন্যান্য অভিধানে –ওজনের হিসাবে তা ৩ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। যদি কোন মুসলিম চাল বা তার দেশের খাদ্যদ্রব্য থেকে এক স্বা' দিয়ে (যাকাতুল ফিত্র্) আদায় করে তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে যদিও বা তা এই হাদীসে উল্লেখিত- খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয় -'আলিমগণের দুই মতের বেশি শক্তিশালী মতানুসারে। আর তা ওজনের হিসেবে প্রায় ৩ কিলোগ্রাম দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

ছোট-বড়,নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিত্বর আদায় করা ওয়াজিব। আর 'আলিমগণের ইজমা' (ঐকমত্য) অনুসারে গর্ভের ভ্রূণের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ওয়াজিব নয়, তবে 'উসমান-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-(তা) করেছেন বলে মুস্তাহাব্ব।

আর ওয়াজিব হল 'ঈদের স্বালাতের আগেই তা আদায় করা, 'ঈদের স্বালাতের পর পর্যন্ত দেরি করা জা'ইয (বৈধ) নয়। 'ঈদের আগে এক বা দুই দিন আগে তা আদায় করায় কোন বাঁধা নেই। তাই এর মাধ্যমে জানা যায় যে, তা আদায়ের সময় শুরু হয় 'আলিমগণের মতামতের সবচেয়ে সঠিক মতটি অনুসারে-২৮তম রাতে; কারণ এই (রামাদ্বান) মাস ২৯ দিনের হতে পারে আবার ৩০ দিনেরও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বাহাবীগণ তা (যাকাতুল ফিত্ব্র) 'ঈদের এক বা দুই দিন আগে আদায় করতেন।

আর তা দিতে হবে ফাক্বীর (ফকির) ও মিসকীনদের। ইবনু 'আব্বাস-রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা- থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন :

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود

“রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-যাকাতুল ফিত্বর ফার্দ্ব (ফরজ) করেছেন একজন স্বা’ইমের (স্বাওম পালনকারীর) অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা স্বরূপ ও মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্য। যে তা স্বালাতের (‘ঈদুল ফিত্বরের) আগে আদায় করে তা কবুল যোগ্য যাকাত (হিসেবে গণ্য হবে) আর যে তা স্বালাতের (‘ঈদুল ফিত্বরের) পর আদায় করে, তা স্বাদাক্বাহ সমূহের মধ্যে একটি বলে গণ্য হবে।” [এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ (১৬০৯) এবং আল- আলবানী একে ‘স্বাহীহ্ আবী দাঊদ’ এ হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন]

আর ‘আলিমগণের অধিকাংশের মতে ও দালীলের বিবেচনায় বেশি সঠিক মত অনুসারে মূল্য দ্বারা (অর্থ দিয়ে) তা (যাকাতুল ফিত্বর) আদায় করা জা’ইয (বৈধ) নয় বরং ওয়াজিব হল তা খাদ্যদ্রব্য থেকে আদায় করা যেমনটি নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাঁর স্বাহাবীগণ করেছেন এবং উম্মাতের অধিকাংশই (‘উলামা’) এ মত প্রকাশ করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে চাই যাতে তিনি আমাদের ও সকল মুসলিমদেরকে তাঁর দ্বীনের ফিক্বহ (বুঝ) ও তার উপর অটল অবিচল থাকার তাওফীক্ব দেন, আমাদের অন্তরসমূহ ও কাজকর্মকে শুদ্ধ করেন, তিনি তো মহামহিম, পরম করুণাময়।” (সমাপ্তি) [মাজমূ ফাত্ওয়া আশ শাইখ ইবন বায (১৪/২০০)]

কিলোগ্রামের হিসেবে শাইখ ইবনু বায-রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে যাকাতুল ফিত্বরের পরিমাণ–প্রায় ৩ কিলোগ্রাম।

আর এভাবেই আল-লাজ্নাহ আদ-দা ’ইমাহ- এর ‘আলিমগণ এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।(৯/৩৭১)

শাইখ ইবনু ‘উসাইমীন-রাহিমাহুল্লাহ- চাল দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন ২১০০ গ্রাম (অর্থাৎ ২.১কিলোগ্রাম) [যেমনটি উল্লেখ আছে, ‘ফাত্ওয়া আয-যাকাত ’ (পৃঃ ২৭৪-২৭৬)-এ]

আর এই মতভেদের কারণ হল স্বা‘-পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত, ওজন দ্বারা নির্দিষ্ট নয়।

তবে ‘আলিমগণ তা ওজন দ্বারা হিসাব নির্ধারণ করেছেন কারণ তা হিসাব রাখার ক্ষেত্রে বেশি সহজ ও বেশি বিশুদ্ধ। আর এটি জানা কথা যে শস্যের দানার ওজন ভিন্ন ভিন্ন হয় কারণ তার কোনটি হালকা আবার কোনটি ভারী,আবার কোনটি মাঝারি ওজনের; বরং কখনো আবার একই প্রকার শস্যদানার এক স্বা‘ এর ওজনও ভিন্ন ভিন্ন হয়। নতুন ফসলের ওজন পুরানো ফসলের ওজন থেকে বেশি হয়। আর তাই যদি কেউ সতর্কতা বশত কিছু বেশি আদায় করে, তবে তা বেশি নিরাপদ ও উত্তম।

দেখুন ‘আল-মুগনী’, (৪/১৬৮)।এতে ফসলের যাকাতের নিস্বাবের পরিমাণ ওজনের হিসাবে এরূপ উল্লেখিত হয়েছে।

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় একুশ :

‘ঈদুল ফিত্বর -এর স্বালাত

১০৯. দুই ‘ঈদের স্বালাতে রাসূল-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর দেখানো আদর্শ

ফাত্ওয়া নং - 49020

প্রশ্ন : আমি দুই ‘ঈদের সালাতে নবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর দেখানো আদর্শ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- দুই ‘ঈদের স্বালাত ‘ঈদগাহে (মুস্বাল্লা-তে) আদায় করতেন। তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ‘ঈদের স্বালাত মাসজিদে আদায় করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইমাম আশ-শাফি‘ঈ ‘আল-উম্ম’- এ বলেছেন :

“আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-দুই ‘ঈদের দিন মাদীনাহর ঈদগাহে যেতেন, তাঁর পরেও সবাই তাই করতেন যদি না তা না করার পেছনে কোন ‘উয্র (অজুহাত) থাকত যেমন বৃষ্টি ইত্যাদি।অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও তাই করতেন মক্কাবাসীরা ব্যতীত।” সমাপ্ত

তিনি তাঁর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে (দুই ‘ঈদের স্বালাত আদায় করতে) বের হতেন। তাঁর -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-একটি হুল্লাহ (এক বিশেষ পোশাক) ছিল, সেটি পরে দুই ‘ঈদ এবং জুমু‘আহর স্বালাত আদায় করতে যেতেন।
হুল্লাহ দুই খণ্ড কাপড় যা একই (জাতীয়) উপকরণে তৈরি।

তিনি ‘ঈদুল ফিত্বর-এর স্বালাত আদায় করতে যাওয়ার আগে খেজুর খেতেন এবং তা বিজোড় সংখ্যায় খেতেন।

ইমাম আল- বুখারী (৯৫৩) আনাস ইবনু মালিক-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহ- থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন :

روى البخاري ١٥٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا .

"রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 'ঈদুল ফিত্বর এর দিন সকালবেলা খেজুর না খেয়ে বের হতেন না, আর তিনি তা বিজোড় সংখ্যায় খেতেন।"

ইবনু ক্বুদামাহ বলেছেন :

وَقَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ لا نَعْلَمُ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ اِخْتِلافًا . اِنْتَهَى

" 'ঈদুল ফিত্বর -এর দিন তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে ফেলা যে মুস্তাহাব্ব, এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন মত আমাদের জানা নেই।" সমাপ্ত

('ঈদুল ফিত্বরের দিনে) স্বালাত আদায়ের আগেই খেয়ে ফেলার পেছনে হিক্মাহ হল কেউ যেন এটি না ভাবে যে স্বালাত আদায় করা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা অপরিহার্য।

এটিও বলা হয়ে থাকে যে, (তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলার পেছনে হিক্মাহ হল) স্বাওম ওয়াজিব হওয়ার পর ইফত্বার (স্বাওম ভঙ্গ করা) ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ-তা'আলা-এর আদেশ পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের জন্য তৎপর হওয়া।

যদি একজন মুসলিম খেজুর না পায়, তাহলে সে অন্য কোন কিছু, এমনকি পানি দিয়ে হলেও ইফত্বার করবে যাতে নীতিগতভাবে সুন্নাহ অনুসরণ করতে পারে আর তা হল, 'ঈদুল ফিত্বর-এর সালাতের আগে ইফত্বার করা (কিছু খাওয়া বা পান করা)।

আর 'ঈদুল 'আদ্বহার (আযহার) দিন তিনি মুস্বাল্লা (ঈদগাহ) থেকে ফেরার আগ পর্যন্ত কিছু খেতেন না, এরপর তিনি তাঁর উদ্বহিয়্যাহ (জবেহ করা পশুর গোশত) থেকে খেতেন।

এবং তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি দুই 'ঈদের দিনই গোসল করতেন।
ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন :

*"এ সম্পর্কে দুইটি দ্বা'ঈফ (দুর্বল) হাদীস রয়েছে...... তবে ইবনু 'উমার-*রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু- *যিনি সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি 'ঈদের দিন বের হওয়ার আগে গোসল করতেন।" সমাপ্ত*

আর তিনি-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-'ঈদের স্বালাত আদায় করতে হেঁটে যেতেন এবং হেঁটেই ফিরে আসতেন।

ইবনু মাজাহ (১২৯৫) ইবনু 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

روى ابن ماجه ١٢٩٥) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ ، مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا . حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه

"রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-'ঈদের স্বালাত আদায় করতে হেঁটে যেতেন এবং হেঁটেই ফিরে আসতেন।"
[আল-আলবানী স্বাহীহ ইবনি মাজাহ' তে একে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

আর ইমাম আত-তিরমিযী (৫৩০) 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

وروى الترمذي ٥٣٠ عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا . حسنه الألباني في صحيح الترمذي

" 'ঈদের স্বালাত হেঁটে আদায় করতে যাওয়া সুন্নাহ ।"
[আল-আলবানী 'স্বাহীহ আত-তিরমিযী'- তে একে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

ইমাম আত-তিরমিযী বলেছেন :

قَالَ الترمذي : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا . . . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَرْكَبَ إِلا مِنْ عُذْرٍ

" অধিকাংশ 'আলিমগণ এই হাদীস অনুসরণ করেছেন এবং 'ঈদের দিনে হেঁটে (স্বালাত আদায়ের জন্য) বের হওয়াকে মুস্তাহাব্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন . . .কোন গ্রহণযোগ্য 'উযর (অজুহাত) ছাড়া যানবাহন ব্যবহার না করা মুস্তাহাব্ব।"

তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-যখন মুস্বাল্লায় (‘ঈদগাহে) পৌঁছতেন, তখন কোন আযান বা ইক্বামাত বা ‘আস্ব-স্বালাতু জামি‘আহ’ (স্বালাত শুরু হতে যাচ্ছে) এরূপ না বলেই স্বালাত শুরু করতেন, এগুলোর কোনটি না করাই সুন্নাহ ।

এবং তিনি ‘ঈদগাহে ‘ঈদের আগে বা পরে আর কোন স্বালাত আদায় করতেন না।

তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-খুত্ববাহ -এর আগে স্বালাত দিয়ে শুরু করতেন।

তিনি দুই রাকা‘আত স্বালাতের প্রথম রাকা‘আতে তাকবীরাতুল ইহরাম (তাকবীরে তাহরীমা) সহ অথবা তা ছাড়া পরপর সাতটি তাকবীর দিতেন।

প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে কিছু সময় বিরতি নিতেন। দুই তাকবীরের মাঝখানে বিশেষ কোন দু‘আ’ পড়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটি ইবনু মাস‘ঊদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে :

“তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন, তাঁর সানা’(প্রশংসার পুনরাবৃত্তি) পাঠ করতেন এবং নাবী -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর স্বালাত (দু‘আ’) পাঠ করতেন।”

ইবনু ‘উমার যিনি সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, তিনি প্রতি তাকবীরের সাথে সাথে হাত উঠাতেন।

তাকবীর শেষ করার পর তিনি ক্বিরা‘আত আরম্ভ করতেন। তিনি সূরাহ আল ফাতিহাহ পাঠ করার পর দুই রাক‘আতের যে কোন এক রাক‘আতে “ক্বাফ ওয়াল ক্বুর’আনিল মাজীদ” (৫০ নং সূরাহ -ক্বাফ) এবং অপর রাক‘আতে “ইক্ব্তারাবাতিস সা‘আতু ওয়ান শাক্বক্বাল ক্বামার” (৬৪ নং সূরাহ- আল- ক্বামার) পড়তেন। আবার কখনো “সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ‘লা” (৮৭ নং সূরাহ- আল- আ‘লা) ও “হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ” (৮৮নং সূরাহ আল- গাশিয়াহ) পড়তেন। এই দুটিই স্বাহীহ বর্ণনাতে পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোন সূরাহর কথা স্বাহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

ক্বিরা‘আত শেষ করার পর তিনি তাকবীর বলে রুকূ‘ করতেন। এরপর সেই রাক্‘আত শেষ করে থেকে উঠে দাঁড়ানোর পর পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। পাঁচবার তাকবীর

দেয়া শেষ করার পর আবার ক্বিরা‘আত আরম্ভ করতেন। সুতরাং তাকবীরই প্রথম জিনিস যা দ্বারা তিনি প্রত্যেক রাক‘আত শুরু করতেন। ক্বিরা‘আত শেষ করার পর তিনি রুকূ‘ করতেন।

আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন কাসীর ইবন ‘আব্দিল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আওফ থেকে, তিনি তাঁর বাবা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে যে-

“রাসূলুল্লাহ দুই ‘ঈদের স্বালাতে প্রথম রাক‘আতে ক্বিরা‘আতের পূর্বে সাতবার তাকবীর দিতেন এবং অপর রাক‘আতে ক্বিরা‘আতের পূর্বে পাঁচবার তাকবীর দিতেন।”

ইমাম আত-তিরমিযী বলেছেন :

“আমি মুহাম্মাদকে- অর্থাৎ ইমাম আল বুখারী-কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন : ‘এই বিষয়ে এর চেয়ে স্বাহীহ আর কোন বর্ণনা নেই।’ এবং আমিও এই মত পোষণ করি।” সমাপ্ত

আর তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-যখন স্বালাত শেষ করতেন, তখন তিনি ঘুরে সবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন । সবাই তখন কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, ওয়াসিয়্যাত করতেন, আদেশ করতেন ও নিষেধ করতেন, কোন মিশনে পাঠাতে চাইলে, তা পাঠাতেন অথবা কাউকে কোন আদেশ করতে হলে, সে ব্যাপারে আদেশ করতেন।

আর সেখানে কোন মিম্বার থাকত না যার উপর তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-দাঁড়াতেন এবং মাদীনাহর মিম্বারও আনা হত না। বরং তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-তাদেরকে মাটির উপর দাঁড়িয়েই খুত্বাহ দিতেন। জাবির বলেছেন :

*“আমি রাসূলুল্লাহ-*স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-*র সাথে ‘ঈদের স্বালাতে উপস্থিত ছিলাম।তিনি খুত্বাহর আগে কোন আযান এবং ইক্বামাত ছাড়াই স্বালাত শুরু করলেন। তারপর তিনি বিলালের কাঁধে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিলেন, আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন, মানুষদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে গেলেন, তাদেরকে আদেশ দিলেন ও তাদেরকে (আল্লাহর) বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন।”*

(আল-বুখারী ও মুসলিম)

আবু সা‘ঈদ আল খুদরী -রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু- বলেছেন :

*“নাবী-*স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- *‘ঈদুল ফিত্‌র ও ‘ঈদুল ’আদ্বহা (আযহা)-এর দিন মুস্বাল্লায় (ঈদগাহে) যেতেন, এরপর প্রথমেই স্বালাত দিয়ে শুরু করতেন, তারপর তিনি* -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- *উঠে গিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন, সবাই তখন কাতারে বসে থাকত।”*
(এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

তিনি-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-তাঁর সকল খুত্বাহ আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতেন। এমন একটি হাদীসও পাওয়া যায় না যেখানে বলা হয়েছে তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-দুই ‘ঈদের দুই খুত্বাহ তাকবীর দিয়ে শুরু করতেন। বরং ইবনু মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে (১২৮৭) সা‘দ আল-ক্বারাজ থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মু’আয্‌যিন ছিলেন :

“নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-দুই খুত্বাহর মাঝখানে তাকবীর পাঠ করতেন আর দুই ‘ঈদের খুত্বাহতে বেশি বেশি করে তাকবীর পাঠ করতেন।”
[আল-আলবানী ‘দ্বা‘ঈফ (দুর্বল) ইবন মাজাহ’-তে একে দ্বা‘ঈফ (দুর্বল) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন;
এই হাদীসটি দ্বা‘ঈফ (দুর্বল) হলেও এতে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে তিনি-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ‘ঈদের খুত্বাহ তাকবীর দিয়ে শুরু করতেন।]
এবং তিনি (আল আলবানী) ‘তামাম আল- মিন্নাহ’ তে বলেছেন :

“ যদিও এই হাদীস ইঙ্গিত করেনা যে খুত্বাহ তাকবীর দিয়ে শুরু করা শারী‘আত সম্মত, তারপরও এটির ইসনাদ দুর্বল এবং এতে এমন একজন ব্যক্তি (রাউয়ী/রাবী) আছেন যিনি দ্বা‘ঈফ (দুর্বল) এবং অপরজন যিনি অচেনা। তাই একে খুত্বাহ চলাকালীন সময়ে তাকবীর বলা সুন্নাহ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা জা’ইয নয়।”

ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন :

“দুই ‘ঈদ ও ইস্‌তিস্‌ক্বা’ (বৃষ্টি চাওয়ার স্বালাত)-এর খুত্বাহ কি দিয়ে শুরু হবে তা নিয়ে ‘আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, উভয় (দুই ‘ঈদ ও ইস্‌তিস্‌ক্বা’) খুত্বাহই তাকবীর দিয়ে শুরু হবে এবং কেউ বলেছেন, ইস্‌তিস্‌ক্বা’ (বৃষ্টি চাওয়ার স্বালাত)-এর খুত্বাহ ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দিয়ে শুরু হবে । আবার কেউ বলেছেন, উভয় (দুই ‘ঈদ ও ইসতিসক্বা’-এর) খুত্বাহই (আল্লাহর) প্রশংসা দিয়ে শুরু হবে।
শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন :

“এটিই সঠিক মত”
…আর তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-তাঁর সব খুত্বাহই আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতেন।”সমাপ্ত

যারা ঈদের স্বালাতে উপস্থিত হয়েছে, নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-তাদেরকে বসে খুত্বাহ শোনা বা চলে যাওয়া দুইয়ের ই অনুমতি দিয়েছেন।

আবূ দাঊদ (১১৫৫) ‘আবদুল্লাহ ইবন আস- সা’ইব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

روى أبو داود ١١٥٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ : (إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ) . صححه الألباني في صحيح أبي داو .

“আমি রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাথে ‘ঈদের স্বালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স্বালাত আদায় শেষ করে বললেন,

(إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ)

“আমরা এখন খুত্বাহ প্রদান করছি, তাই যে চায় বসে খুত্বাহ শুনতে পারে, আর যে চায় সে চলে যেতে পারে।”
[আল-আলবানী একে ‘স্বাহীহ আবি দাঊদ’ তে স্বাহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ঈদের দিন পথ পরিবর্তন করতেন। তিনি -স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এক রাস্তা দিয়ে যেতেন, আরেক রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।
আল-বুখারী (৯৮৬) জাবির ইবন ‘আবদিল্লাহ-রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন :

روى البخاري ١٨٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

"নাবী -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন।" **(*)**

Islam Q & A

(*) [বিশেষ দ্রষ্টব্য :

عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا) رجع إلى منزله صلى ركعتين(

ঈদের স্বালাত আদায় করে বাড়ীতে ফিরে এলে দুই রাকা'আত স্বালাত আদায় (সুন্নাত) করা একটি সুন্নাত 'আমল, এর দালীল হল :

আবূ সা'ঈদ খুদরী- রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ - হতে বর্ণিত যে - রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -'ঈদের স্বালাতের আগে কোনো স্বালাত আদায় করতেন না এরপরতিনি -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- নিজ বাড়ীতে ফিরে এলে দুই রাকা'আত স্বালাত আদায় করতেন।
[হাসান, আল-আলবানী রচিত 'স্বাহীহ ইবন মাজাহ'(১০৬৯)]

(**) নারীদের জন্য পরিপূর্ণ হিজাব (খিমার, জিলবাব...) রক্ষা করে 'ঈদের স্বালাতে অংশ নেওয়া একটি মু'আক্কাদ সুন্নাহ অর্থাৎ তা আদায় করাই উত্তম।

<u>‘ঈদে যে ভুলগুলো হয়</u>

ফাত্ওয়াহ নং -36856

১১০.প্রশ্ন : দুই ‘ঈদে যেসব ভুলসমূহ এবং খারাপ কাজগুলোর ব্যাপারে আমরা মুসলিমদের সতর্ক করবো সেগুলো কী কী? আমরা তাদের কিছু কাজ দেখে (দোষ হিসেবে অভিযুক্ত করে) এর বিরোধিতা করি, যেমন-‘ঈদ এর স্বালাতের পরে কবর যিরারত করা এবং ‘ঈদের রাতে রাত জেগে ‘ইবাদত করা...

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

‘ঈদ ও তার আনন্দ সমাগত হওয়ার সাথে সাথে আমরা কিছু জিনিসের ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে চাই যেগুলো মানুষ আল্লাহর শারী‘আতকে এবং রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহকে না জেনে করে থাকে। যেমন :

<u>১- ‘ঈদের সারারাত ‘ইবাদতের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা শারী‘আত সম্মত এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা :</u>

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে,‘ঈদের রাত ‘ইবাদতের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা শারী‘আত সম্মত এটি একধরণের নতুন প্রবর্তিত বিষয় (বিদ‘আত), যা কিনা নাবী-আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন-থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটি দ্বা‘ঈফ (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা আছে ‘‘যে ‘ঈদের রাতে জেগে থাকবে,তার হৃদয় কখনো মারা যাবে না যেদিন সব হৃদয় মারা যাবে।’’ এটি স্বাহীহ হিসাবে প্রমাণিত হাদীস নয়।এটি বর্ণিত হয়েছে দুইটি ইসনাদের মাধ্যমে,যার একটি হল মাউদ্বূ‘ (জাল) এবং অপরটি হল দ্বা‘ঈফুন জিদ্দান (খুবই দুর্বল)।

দেখুন- আল-আলবানীর ‘‘সিলসিলাত আল-আহাদীস আদ্ব-দ্বা‘ঈফাহ ওয়াল-মাউদ্বূ‘আহ।’’ (৫২০,৫২১)

তাই অন্য রাতগুলোকে বাদ দিয়ে বিশেষভাবে ‘ঈদের রাত্রিকে ক্বিয়ামের জন্য বাছাই করা শারী‘আত সম্মত নয়। তবে যার ক্বিয়ামের অভ্যাস আছে, সেই ক্ষেত্রে ‘ঈদের রাতে ক্বিয়াম করায় কোন দোষ নেই।

২- দুই ‘ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা :

এটি ‘ঈদ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, যা কিনা আনন্দ, সুখ ও উল্লাসের প্রকাশ এবং তা রাসূলুল্লাহ -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন-এবং পূর্ববর্তী স্বাহাবী ও তাবি‘ঈগণের ‘আমলের (শিক্ষার)বিরুদ্ধে যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে,কোন নির্দিষ্ট দিনে কবরস্থানে যাওয়া এবং তাকে একটি উৎসব (‘ঈদ) বানিয়ে নেয়ার ব্যাপারে নাবীর নিষেদ্ধাজ্ঞা আছে,যেমনটি ‘আলিমগণ বলেছেন।

আর এটি কবরসমূহকে উৎসব (‘ঈদ) হিসেবে গ্রহণ না করা সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ’র সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে *-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-* কারণ বিশেষ কিছু সময়ে ও পরিচিত কিছু মৌসুমে কবর যিয়ারত করা একে ‘ঈদ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থে পড়ে, এমনটিই আলিমগণ উল্লেখ করেছেন।
দেখুন -আল-আলবানীর ‘আহকাম আল-জানা’ইয ওয়া বিদা‘উহা।’ (পৃঃ ২১৯, ২৫৮)

৩- জামা‘আতে স্বালাত পরিত্যাগ করা এবং ঘুমিয়ে থাকার কারণে স্বালাত ছুটে যাওয়া :

এ টি খুবই দুঃখজনক,আপনি দেখবেন যে কিছু মুসলিমের স্বালাত ছুটে যায় এবং তারা জামা‘আতের সাথে স্বালাত পরিত্যাগ করে। নাবী -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন-বলেছেন :

" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الترمذي ٢٦٢١ والنسائي ٤٦٣
وصححه الألباني في صحيح الترمذي

“আমাদের এবং তাদের মধ্যে চুক্তি হল স্বালাত , যে তা পরিত্যাগ করবে সে কুফরী করল।”

[এটি বর্ণনা করেছেন আত-তিরমিযী (২৬২১);আন-নাসা’ঈ(৪৬৩)স্বাহীহ আল-আলবানী ‘আত-তিরমিযী’-তে একে স্বাহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।]

এবং তিনি বলেছেন :

" إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ " رواه مسلم ٦٥١

"মুনাফিক্বদের জন্য 'ইশা' এবং ফাজ্‌র এর স্বালাত সবচেয়ে বোঝাস্বরূপ। তারা যদি জানত তার মধ্যে (কী কল্যাণ)আছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে (সেই দুই স্বালাতে)উপস্থিত হত। আর আমি চিন্তা করেছিলাম যে স্বালাতের আদেশ করব আর তা ক্বা'ইম (কায়েম) করা হবে এবং একজন লোককে আদেশ করব যে লোকদের নিয়ে (ইমাম হিসেবে)স্বালাত আদায় করবে,এরপর আমি আমার সাথে কিছু লোক নিয়ে যাবো যাদের সাথে কাঠের বাণ্ডিল থাকবে,সেই সমস্ত লোকদের কাছে যারা জামা'আতের স্বালাতে উপস্থিত হয়নি,এরপর তাদের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিব।"
[এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম(৬৫১)]

৪-মুস্বাল্লা তে (স্বালাতের স্থানে) রাস্তাঘাট কিংবা অন্য কোন স্থানে পুরুষদের সাথে নারীদের একত্রিত হওয়া আর ঐসব জায়গায় পুরুষদের সাথে তাদের ভিড় জমানো :

এতে আছে মহা ফিতনাহ ও বড় বিপদ। এ ব্যাপারে ওয়াজিব হল নারী এবং পুরুষ উভয়কেই সতর্কবাণী দেয়া এবং যতটুকু সম্ভব প্রতিরোধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেয়া। নারীদের পুরোপুরি চলে যাবার আগে পুরুষ ও তরুণদের কখনোই স্বালাতের স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়।

৫- কিছু নারীদের সুগন্ধি ও সাজগোজ করে পর্দা ছেড়ে বের হওয়া :

এই সমস্যাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কিছু মানুষ এই ব্যাপারটিকে খুব হালকা ভাবে নেয়। আল্লাহুল মুস্তা'আন (এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করি।) কিছু নারী যখন তারা তারাউয়ীহ (তারাবীহ),'ঈদের স্বালাত আদায় অথবা অন্য জায়গায় বের হয় তখন তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করে এবং সবচেয়ে সুন্দর সুগন্ধি ব্যবহার করে- আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করুন। অথচ নাবী –আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন-বলেছেন :

وقد قال عليه الصلاة والسلام : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " رواه النسائي ٥١٢٦ والترمذي ٢٧٨٦ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٠١٩

“যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং লোকজনের পাশ দিয়ে এমনভাবে যায় যাতে তারা তার সৌরভ পেতে পারে সে একজন ব্যভিচারিণী।”

[এটি বর্ণনা করেছেন আন-নাসা’ঈ (৫১২৬); আত-তিরমিযী (২৭৮৬);আল-আলবানী ‘স্বাহীহ আল-তারগীব ওয়া আত-তারহীব’ (২০১৯)-এ একে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।]

আবূ হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : ‘‘আল্লাহ’র রাসূল -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন– বলেছেন :

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا " رواه مسلم ٢١٢٨

“জাহান্নাম-বাসী দুটো শ্রেণী আছে যাদেরকে আমি দেখি নি। (১) তারা এমন মানুষ যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে যা দিয়ে তারা লোকদের মারবে এবং (২) এমন নারী যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও বিবস্ত্র থাকে,নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও বিপথে পরিচালনা করে, তাদের মাথা হেলে যাওয়া উটের কুঁজের ন্যায়।তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকি এর সৌরভও পাবে না, যদিও এর সৌরভ এই এই দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।”

[এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (২১২৮)]

নারীদের অভিভাবকদের অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করা উচিত তাদের স্বার্থে যারা তাদের আশ্রয়ে আছে এবং আল্লাহ তাদের উপর কর্তৃত্ব করা (এবং ভরণ-পোষণ করার জন্য যে দায়িত্ব) ওয়াজিব করেছেন তা সম্পাদন করা,কারণ –

(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)

[النسا ٤ ٤']

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা (পুরুষেরা) তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।"
[৪ আন-নিসা' :৩৪]

সুতরাং,তাদের (নারীদের অভিভাবকদের) উচিত তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং যাতে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পরিত্রাণ ও নিরাপত্তা থাকে সেদিকে পরিচালিত করা,তাদেরকে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে রাখা এবং উৎসাহ যোগানো যাতে তারা আল্লাহ্র নিকটবর্তী হতে পারে।

৬- হারাম গান শোনা :

বর্তমানে মন্দ কাজগুলির মধ্যে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা হচ্ছে গান-বাজনা। এগুলো খুব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ এই ব্যাপারটিকে হালকা ভাবে নিচ্ছে। এটি এখন টিভি, রেডিও,গাড়ি,ঘরে এবং মার্কেটগুলোতে প্রকট রূপ ধারণ করেছে। লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া এ সব থেকে ফিরানোর)। এমনকি মোবাইল ফোনও এই মন্দ ও খারাপ জিনিস থেকে মুক্ত নয়। অনেক কোম্পানি আছে যারা মোবাইল ফোনে সর্বাধুনিক মিউজিক টিউন দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং এর সাহায্যে সঙ্গীত এখন মাসজিদ সমূহে প্রবেশ করেছে,ওয়াল 'ইয়াযু বিল্লাহ (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)…এটি মহাবিপদ এবং খুবই মন্দ ব্যাপারগুলোর একটি যে আল্লাহ্র ঘরসমূহে (মাসজিদসমূহে)আপনি মিউজিক শুনতে পান। প্রশ্ন নং- (3 4 2 1 7) দেখুন। এটি নাবী -আল্লাহ তাঁর উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন- এর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে,

" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف " . رواه البخاري

“আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক এমন থাকবে যারা ব্যভিচার,রেশম,মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল হিসাবে গণ্য করবে।”
[এটি বর্ণনা করেছেন আল-বুখারী (৫৫৯০)]

প্রশ্ন নং-**(5000), (34432)** দেখুন।

তাই একজন মুসলিমের আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং তার জানা উচিত -তার উপর আল্লাহ্‌র যে নি‘আমাত (অনুগ্রহ)আছে তার জন্য তার শোকর করা কর্তব্য। এটি কখনোই নি‘আমাতের শোকর করা নয় যে, একজন মুসলিম তার রাব্বের (সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিয্‌কদাতা) অবাধ্যতা করবে যিনি তার উপর অসীম নি‘আমাত বর্ষণ করেছেন।

একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা ‘ঈদের আনন্দে মত্ত হয়ে গর্হিত কাজ করছিল, তখন তাদেরকে তিনি বললেন-

“যদি তোমরা রামাদ্বানে ইহসান (ভালো করে) থাকো তাহলে এটি সেই ইহসানের শোকর করার কোন পথ নয়। আর যদি তোমরা রামাদ্বানে খারাপ করে থাকো,তাহলে আর-রাহমানের (পরম দয়াময়ের) সাথে যে খারাপ ব্যবহার করেছে, সে এমন করতে পারে না।”

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

Islam Q & A

১১১. ‘ঈদ অথবা ইসতিসক্বা’ এর স্বালাতের এক রাক্‘আত ছুটে গেলে তা কীভাবে আদায় করবে

ফাত্ওয়া নং -138046

প্রশ্ন : যার ইসতিসক্বা’ বা ‘ঈদের স্বালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে, যেমন - কেউ ২য় রাক‘আতে এসে অংশ নিলে অথবা রুকু‘ অথবা সুজুদ (সিজদাহ্) ছুটে গেলে তার জন্য কী করা ওয়াজিব?

উত্তর : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

‘আলিমগণের বক্তব্যসমূহের মাঝে সঠিকটি হল, যে ইমামের সাথে এসে পরে স্বালাতে অংশ নেয়, ইমামের সাথে পাওয়া রাক্‘আতটি তার ক্ষেত্রে প্রথম রাক্‘আত হিসেবে গণ্য হবে; আর যা সে একাকী আদায় করবে তা তার স্বালাতের শেষ রাক্‘আত/অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এটি ইমাম শাফি‘ঈ -রাহিমাহুল্লাহ- এর মত ও ইমাম আহমাদ -রাহিমাহুল্লাহ- হতে বর্ণিত একটি রিওইয়াত।

দেখুন আন-নাওয়াউয়ী এর “ আল-মাজমূ‘ ” (৪/৪২০)

এর পক্ষে দালীল হল নাবী - সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী :

“ আপনারা ইক্বামাত শুনলে স্বালাত আদায়ের জন্য রওনা হন এবং ধীর স্থিরতা অবলম্বন করুন, তাড়াহুড়ো না করুন, স্বালাতের যে অংশ পেয়েছেন তা আদায় করুন এবং যা ছুটে গেছে তা সম্পূর্ণ করুন।”
[বর্ণণা করেছেন আল বুখারী (৬৩৬) ও মুসলিম (৬০২)]

“সম্পূর্ণ করুন” এর অর্থ হল-পূর্ণ করুন যেমনটি রয়েছে [‘ফাতহ আল বারী’ (২/১১৮) তে]।

এর অর্থ হল যে দেরী করে এসেছে, সে ইমামের সাথে যা পেল তা তার স্বালাতের ১ম অংশ বলে গণ্য হবে।

আরও দেখুন **(49037)** নং প্রশ্নের উত্তর।

এক্ষেত্রে ফারদ্ব (ফরজ) স্বালাত অথবা ‘ঈদের স্বালাত বা ইসতিসক্বা’ বা অন্য সব স্বালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই (মা’মূম) যদি ‘ঈদের স্বালাতের (শেষ) এক রাক্‘আত (ইমামের সাথে) পেয়ে যায়, তবে তা হবে তার জন্য ১ম রাক্‘আত। এরপর ইমাম সালাম ফিরালে সে ২য় রাক্‘আত আদায় করবে এবং এর শুরুতে পাঁচবার তাকবীর দিবে কারণ এটি তার জন্য ২য় রাক্‘আত।

আর যদি ইসতিসক্বা’র স্বালাতের (শেষ) এক রাক্‘আত পেয়ে যায়, তবে একইভাবে আরেক রাক্‘আত আদায় করে নিবে এবং এর প্রথমে পাঁচবার তাকবীর পাঠ করবে কারণ এটি তার ক্ষেত্রে ২য় রাক্‘আত।

আর যদি সে ২য় রাক‘আতের সুজূদ (সিজদাহ) অথবা শেষ তাশাহহুদ এ এসে অংশ নেয় তবে (ইমাম সালাম ফিরানোর পর) দাঁড়িয়ে গিয়ে দুই রাক্‘আত আদায় করবে। প্রথম রাক‘আতে ‘তাকবীরাতুল ইহরাম’ পাঠ করার পর সাত অথবা ছয়বার তাকবীর পাঠ করবেন এবং ২য় রাক‘আতে ‘তাকবীরাতুল ক্বিয়াম’ (সুজুদ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় যে তাকবীর দেয়া হয়) বাদে পাঁচবার তাকবীর পাঠ করবেন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

Islam Q & A

অধ্যায় বাইশ :
রামাদ্বান পরবর্তী নাস্বাইহ্

১১২.রামাদ্বান পরবর্তী নাস্বীহাত (নসিহত/উপদেশ)

ফাত্ওয়া নং – 10505

প্রশ্ন : রামাদ্বান পরবর্তী নাস্বীহাত (নসিহত/উপদেশ) কী?

উত্তর : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এমন কি মনে হয় যে, রামাদ্বানের পর একজন স্বাওম পালনকারী রামাদ্বানে যে অবস্থায় ছিল ঐ অবস্থায়ই থাকবে নাকি সে সেই নারীর মত হবে "যে মজবুত করে সুতো বুননের পর, তার বুনন খুলে নষ্ট করে দেয় ?"

[১৬ 'আন-নাহ্ল : ৯২]

এমন কি মনে হয় যে, রামাদ্বান মাসে যে স্বাওম পালনকারী, ক্বুর'আন পাঠকারী ও তিলওয়াতকারী, স্বাদাক্বাহ প্রদানকারী ও আল্লাহর পথে খরচকারী, রাতে ক্বিয়ামকারী এবং এতে দু'আ'কারী ছিল ; সে কী এ পথের উপরই অটল থাকবে নাকি অন্য পথের পথিক হবে অর্থাৎ শাইত্বানের (শয়ত্বানের) পথে পরিচালিত হয়ে অপরাধ, পাপকর্ম করে ও পরম করুণাময়, অসীম দয়ালুকে রাগান্বিত করে এমন সবকিছুতে লিপ্ত হবে?

রামাদ্বানের পর একজন মুসলিমের সৎকাজের উপর অটল থাকা এবং এর উপর স্বাব্র (ধৈর্য) করা, তার মহানুভব, মহা দানশীল রাব্বের (সৃষ্টিকর্তার, মালিকের, রাযিক্বের) নিকট তার কবুল হওয়ার আলামত। আর যদি সে রামাদ্বানের পর সৎকাজ ছেড়ে দেয় এবং শাইত্বানের (শয়ত্বানের) পথে পরিচালিত হয়, তবে তা হীনতা, অবমাননা, নিচু মানসিকতা, নীচতা ও ভণ্ডামির দালীল/পরিচয় বহন করে। আর যেমনটি আল-হাসান আল-বাস্বরী বলেছেন :

(هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم)

"তারা তাঁকে (আল্লাহ তা'আলাকে) অবহেলা, হেন করেছে বলেই তাঁর অবাধ্যতা করেছে, যদি তাঁকে (আল্লাহ তা'আলাকে) সম্মান করত, তবে তিনি (আল্লাহ - 'আয্যা ওয়া জাল্ল-) তাদেরকে (পাপ থেকে) সুরক্ষিত রাখতেন।"

আর যে বান্দা আল্লাহকে অবহেলা করে, তাকে কেউ সম্মান করে না। আল্লাহ – তা‘আলা- বলেন :

(ومن يهن الله فما له من مكرم)

[٢٢ الحج ٨]

“আর আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন, তাকে সম্মান করার কেউ নেই।” [২২ আল-হাজ্জ : ১৮]

অবাক করার বিষয়টি হল যে, আপনি অনেক কেই পাবেন রামাদ্বান মাসে স্বাওমপালনকারী, ক্বিয়ামকারী, স্বাদাক্বাহ প্রদানকারী, ক্ষমা প্রার্থনাকারী, রাব্বুল ‘আলামীনের অনুগত; এরপর মাস শেষ হতে না হতেই তার ফিত্বরাহ (স্বভাব) সম্পূর্ণ উল্টে যায়। তার রাব্বের (সৃষ্টিকর্তার, মালিকের, রাযিক্বের) সাথে তার আখলাক্ব খারাপ হয়ে যায় – তখন তাকে দেখবেন স্বালাত ত্যাগকারী, সৎকর্ম পরিত্যাগকারী-এর থেকে বিরত, অপরাধকারী ও এতে লিপ্ত ; ফলে সে আল্লাহর- জাল্লা ওয়া ‘আলা- অবাধ্যতা করে নানা রকমের অপরাধ ও পাপকাজের দ্বারা, শান্তিময়, মহা পবিত্র (ক্বুদ্দূস) মালিকের আনুগত্যের পথ থেকে দূরে সরানোর দ্বারা।

কতই না নিকৃষ্ট সেই ক্বাওম (কওম/জাতি) যারা রামাদ্বান মাস ছাড়া আল্লাহকে চিনে না !!!

একজন মুসলিমের উচিত রামাদ্বান মাস থেকে তাওবাহ করা, আনুগত্য করা, আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিয়মিত হওয়া, সর্বদা আল্লাহ্‌র মুরাক্বাবাহ-য় থাকা (এটি আনুধাবন করা যে, আল্লাহ সবসময় সব দেখেন ও শুনেন)– ইত্যাদির ক্ষেত্রে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করা। তাই একজন মুসলিমের উচিত রামাদ্বানে সৃষ্টিজগতের রাব্বের (সৃষ্টিকর্তার, মালিকের, রাযিক্বের) নৈকট্য প্রাপ্ত করে এমন যেসব আনুগত্যের কাজে সে ব্যস্ত ছিল, তা পরবর্তীতে চালু রাখা এবং রামাদ্বানের পরও সে সকল আনুগত্যের কাজে নিয়মিত থাকা, পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত হওয়া।

আল্লাহ্‌র-জাল্লা ওয়া 'আলা-বলেছেন :

قال جل وعلا : (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين)

[١١ هود ١٤]

"স্বালাত ক্বা'ইম (কায়েম) কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে (দিনের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের স্বালাত, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে জুহ্‌র ও 'আস্বরের স্বালাত এবং রাত্রির প্রথমাংশে মাগরিব ও 'ইশা'র স্বালাত। মোট এই পাঁচ ওয়াক্ত স্বালাত ফরজ)। নিশ্চয়ই ভাল কাজসমূহ পাপ কাজসমূহকে দূরীভূত করে। এটি হল স্মরণকারীদের জন্য এক স্মরণ।"

[১১ হূদ : ১১৪]

নাবী -'আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেছেন :

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)

"খারাপ কাজ সংঘটিত হলে, একটি ভাল কাজ করে দাও কারণ সে ভাল কাজটি খারাপকে দূরীভূত করবে এবং মানুষের সাথে পরস্পর উত্তম ব্যবহার কর।"
[মুসনাদ আহমদ (২১৫৫৪)]

কোন সন্দেহ নেই যে, যে লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ এই সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন, তা হল শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত করা ও তাঁর সাথে অন্য কাউকে শারীক (অংশীদার) সাব্যস্ত না করা, এটি ই প্রধান উদ্দেশ্য ও সবচেয়ে মহান লক্ষ্য, আর তা হল – আল্লাহর –আয্‌যা ওয়া জাল্ল- 'উবূদিয়্যাত (বন্দেগী/দাসত্ব) বাস্তবায়ন করা।

আর তা রামাদ্বান মাসে বেশ সুন্দরভাবে সফল হয়েছে। আমরা দেখেছি মানুষদের আল্লাহর ঘরসমূহের (মাস্‌জিদসমূহের) দিকে রওনা হয়েছে দলে দলে ও এককভাবে। আমরা তাদেরকে দেখেছি ফার্‌দ্ব (ফরজ) কাজসমূহ যথাসময়ে আদায়ে ও দান-খয়রাতে তারা সচেষ্ট হয়েছে, ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করেছে, সে পথে দ্রুতগামী হয়ে ছুটে গিয়েছে, ‘‘আর সে পথেই প্রতিযোগীরা জোর প্রতিযোগিতা করুক।’’ [৮৩ আল-মুত্বাফ্‌ফিফীন : ২৬] এবং তারা সাওয়াব পেয়ে গেছে ইনশা’আল্লাহু তা‘আলা।

তবে একটি ব্যাপার বাকি রয়ে যায়, তা হল কাকে আল্লাহ্‌ তা‘আলা অটল অবিচল রাখবেন ‘‘দুন্‌ইয়ার জীবনে ও আখিরাতের জীবনে অবিচল বাক্য দ্বারা (আল কালিমাতু ত্বাইয়্যেবাহ-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)’’
[১৪ ইব্‌রাহীম : ২৭] ।
সুতরাং, যাকে আল্লাহ রামাদ্বানের পরে সৎকর্মের উপর অটল-অবিচল রাখবেন, সেই সম্পর্কে আল্লাহ -জাল্লা ওয়া ‘আলা -বলেন :

الله جل وعلا يقول :

(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور)

[٣٥ فاطر ١٠]

‘‘তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উত্থিত হয় এবং সৎ কাজ তাকে উন্নীত করে। আর যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ; আর তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।’’
[৩৫ ফাত্বির : ১০]

কোন সন্দেহ নেই যে, সর্বাবস্থায় ভালকাজ, বান্দাকে তাঁর রাব্বের (সৃষ্টিকর্তার, মালিকের, রাযিক্বের) নিকটবর্তী করে। রামাদ্বান মাসে যিনি রাব্ব (সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রাযিক্ব) জুমাদা, শা‘বান, যুলহিজ্জাহ্‌, মুহার্‌রম, স্বাফার ও অন্য সব মাসেরও রাব্ব তিনি।

এটি এজন্য যে, যে 'ইবাদাত আল্লাহ-'আয্‌যা ওয়া জাল্ল- শারী'আতের দ্বারা প্রণয়ন করেছেন তা পাঁচটি রুক্‌নের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, যার মধ্যে স্বিয়াম একটি -যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর তা শেষে বাকি থাকে অন্য রুক্‌নগুলো যেমন- হাজ্জ, স্বালাত, যাকাত, ইত্যাদি। এসবের ব্যাপারে আমরা আল্লাহ -জাল্লা ওয়া 'আলা-এর নিকট দায়িত্বশীল এবং আমাদের এসব এমনভাবে পালন করা উচিত যা আল্লাহ -'আয্‌যা ওয়া জাল্ল-কে সন্তুষ্ট করে যাতে আমরা যে লক্ষ্যে সৃষ্ট হয়েছি, সেই লক্ষ্য –উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারি। আল্লাহ -জাল্লা ওয়া 'আলা- বলেছেন :

قال الله جل وعلا :

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)

[٥١ الذاريات ٥٦]

"আমি জিন্ন (জ্বিন) ও মানুষকে শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যাতে, তারা আমার 'ইবাদাত করে।"

[৫১ আয্‌-যারিয়াত : ৫৬]

নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তাঁর স্বাহাবীগণকে কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতা ও দ্রুতগামী হওয়ার ইরশাদ করে বলেছেন :

والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى التسابق في الخيرات والمسارعة فقال :

(رب درهم سبق دينارٍ وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى)

"[হতে পারে এক দিরহাম, এক দিনার ছাড়িয়ে যেতে পারে (সাওয়াবের দিক থেকে)] সর্বোত্তম স্বাদাক্বাহ হল যা সচ্ছল অবস্থায় থেকে দান করা হয়।"

[আন-নাসা'ঈ (২৫৪৩)]

আর নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বর্ণনা করেছেন যে, স্বাদাক্বাহ দানকারী যদি কৃপণ (শাহীহ), সুস্থ-সবল হয় ও দারিদ্রের ভয় করে, তবে সেই স্বাদাক্বাহসমূহ আল্লাহ-'আয্‌যা ওয়া জাল্ল-র নিকট মিযানে ভারী ও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

অপরপক্ষে যে কালক্ষেপণ করে, আর যখন সে রোগাক্রান্ত হয়, তখন সে একে ওকে দান করার কথা বলতে শুরু করে –এই কাজ –আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই- এর ব্যাপারে আশংকা করা হয় যে তা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং কবুল করা হবে না।

আল্লাহ –তা'আলা- বলেন :

قال الله تعال :

(إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً)

[٤ النساء ١٧ ١٨]

"আল্লাহ অবশ্যই সেইসব লোকের তাওবাহ্ কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং এরপর শীঘ্রই তাওবাহ করে ফেলে ; আল্লাহ তাদেরই তাওবাহ কবুল করবেন, আল্লাহ তো সব জানেন, মহাজ্ঞানী । তাওবাহ তাদের জন্য নয় যারা তাদের কারও মৃত্যু আসা পর্যন্ত খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে, এরপর মৃত্যু সময় আসন্ন হলে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ করলাম', তাওবাহ তাদের জন্যও নয় যারা কাফির অবস্থায় মারা যায় ; আমি তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"

[৪ আন-নিসা' : ১৭-১৮]

তাই একজন তাক্ব্ওয়াবান, পবিত্র মু'মিনের উচিত আল্লাহ –সুবহানাহূ ওয়া তা'তালা- কে ভয় করা এবং আল্লাহ –তা'আলা-র আনুগত্যে সচেষ্ট হওয়া, সর্বাবস্থায় তাক্ব্ওয়া অবলম্বন করা, সদা সর্বদা কল্যাণ, দা'ওয়াহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ – ইত্যাদিতে কঠোর শ্রম নিয়োগ করা।

একজন মু'মিনের জন্য এই দুন্‌ইয়ার জীবনে তার দিন ও রাতগুলো গুদামঘর,তাই সে যাতে লক্ষ্য রাখে তাতে কী গুদামজাত করা হচ্ছে। তাতে যদি কল্যাণ সংরক্ষণ করা হয়,

তবে তা ক্বিয়ামাতের দিন তার রাব্বের (সৃষ্টিকর্তার, মালিকের, রিয্‌ক্বদাতার) কাছে সাক্ষ্য দিবে, আর এর বিপরীত হলে তা তার জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ' করছি যাতে তিনি আমাকে আর আপনাদেরকে এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন।

এরপর 'আলিমগণ –রাহিমাহুমুল্লাহ-বলেছেন :

(ভাল) কাজ (আল্লাহ-তা'আলার-র নিকট) কবুল হওয়ার চিহ্ন/আলামত হল, আল্লাহ এক ভাল কাজের পর আরেকটি ভাল কাজ হতে দিবেন; ভাল কাজ বলবে (আরেক ভাল কাজকে আহবান করবে), 'আমার বোন! আমার বোন!' আর খারাপ কাজ (আরেক খারাপ কাজকে আহবান করে) বলবে, 'আমার বোন! আমার বোন!' – আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

যদি আল্লাহ এই বান্দার রামাদ্বান (এর ক্বিয়াম-স্বিয়াম) কবুল করেন, এবং সে এই (রামাদ্বানের) পাঠশালা থেকে উপকৃত হয়, ও আল্লাহ-'আয্‌যা ওয়া জাল্ল-এর আনুগত্যের পথে অটল-অবিচল হয়, তবে সে তাদের বাহনে আরোহণ করল যারা আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে সে পথে দৃঢ়-অটল থেকেছে। আল্লাহ –জাল্লা ওয়া 'আলা- বলেন :

يقول الله جل وعلا :

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون)

[٤١ فصلت ٣٠ ، ٣١]

"যারা বলে, 'আমাদের রব্ব আল্লাহ', এরপর (এপথে) অটল-অবিচল থাকে – নিশ্চয়ই তাদের উপর ফিরিশতাগণ অবতরণ করবেন, তাঁরা (ফিরিশতাগণ) বলবেন, তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার ব্যাপারে তোমাদের

ওয়াদা করা হয়েছিল। আমরা (ফিরিশতাগণ) দুন্ইয়ার জীবনে ও আখিরাতে তোমাদের সঙ্গী, তোমাদের জন্য সেখানে (জান্নাতে) তাই আছে যা তোমাদের মন চায় এবং তোমাদের জন্যে সেখানে তাই আছে যা তোমরা চাও।"

[৪১ ফুস্স্বিলাত : ৩০-৩১]

তিনি আরও বলেন :

ويقول : (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)

[٥ المائدة ٥٦]

"আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং মু'মিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, আল্লাহ্র দল ই তো বিজয়ী হবে।"

[৫ আল-মা'ইদাহ : ৫৬]

তিনি আরও বলেন :

ويقول : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

[٤٦ الأحقاف ١٣]

"যারা বলে, আমাদের রাব্ব আল্লাহ, এরপর (সে পথে) অটল-অবিচল থাকে,নিশ্চয়ই তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখ ও করবে না।"

[৪৬ আল-আহক্বাফ : ১৩]

অর্থাৎ অবিচলতার বাহন এক রামাদ্বান মাস থেকে আরেক রামাদ্বান মাস পর্যন্ত..........কারণ নাবী-স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন :

النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)

“এক স্বালাত থেকে আরেক স্বালাত, এক রামাদ্বান থেকে আরেক রামাদ্বান, এক হাজ্জ থেকে আরেক হাজ্জ -এর মাঝে সংঘটিত গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারাহ্‌ হিসেবে কাজ করবে, যতক্ষণ না কাবীরাহ্‌ (কবিরা) গুনাহ্‌সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।”

আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেন :

ويقول الله تعالى : ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً

﴾

[٤ النساء ٣١]

“তোমরা যদি কাবা’ইর (কবিরা গোনাহসমূহ) থেকে বিরত থাক, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের মন্দ কাজগুলোর কাফ্‌ফারাহ্‌ করে দিব এবং তোমাদের প্রবেশ করাব এক মহান প্রবেশস্থলে (জান্নাতে)।”
[8 আন-নিসা ’: ৩১]

সুতরাং, একজন মু’মিনের উচিত তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করার পর থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অবিচলতার বাহনে ও মুক্তির ত্বরীতে অটল থাকা, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং আল্লাহ্‌ –‘আয্‌যা ওয়া জাল্ল-এর নি‘আমাহ (নেয়ামত) সমূহের ছায়া গ্রহণ করা। কারণ এই দ্বীনই হল একমাত্র সত্য, তাই যিনি আমাদের রামাদ্বান মাসে (সত্যের পথে) অটল-অবিচল থাকার তাওফীক্ব দিয়েছেন, তিনিই –সুব্‌হানাহূ ওয়া তা‘আলা-তাঁর অফুরন্ত কৃপা, অসীম দান ও অপার দয়া দ্বারা রামাদ্বানের পরও স্বিয়াম-’ইবাদাত ইত্যাদি চলমান রেখে আমাদের সম্মানিত করবেন।

তাই ভাই আমার, আপনি ভুলে যাবেন না যে – আল্লাহ্‌ আপনাকে ই‘তিকাফ করার তাওফীক্ব দিয়ে করুণা করেছেন, আল্লাহ্‌ আপনাকে স্বাদাকাহ করার তাওফীক্ব দিয়ে করুণা করেছেন, আল্লাহ্‌ আপনাকে স্বিয়াম পালনের তাওফীক্ব দিয়ে করুণা করেছেন,

আল্লাহ আপনাকে দু‘আ’ করার তাওফীক্ব ও তা কবুল করে করুণা করেছেন। সুতরাং ভাই, আপনি ভুলে যাবেন না এই পুণ্য কাজগুলো এবং এই তাওফীক্বের যথাযথ মর্যাদা দিতে, তাই মন্দ ও বাতিল কাজ দ্বারা একে দূরীভূত করে দিয়েন না । তাই আপনার চলার পথে সচেষ্ট হোন কল্যাণ ও সৌভাগ্য আবাদ করতে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের কামনায় অটল-অবিচলতার বাহনে অগ্রসর হতে। তখনই আপনাকে বলা হবে -সুসংবাদ নিন সেই জান্নাতের-

“যা আসমানসমূহ ও যমীন পর্যন্ত প্রশস্ত, যা তাক্বওয়াবানদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।”
[৩ আল-‘ইমরান : ১৩৩]

এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকেও সাড়া দিলেন (সে আহবান হল) :

يا باغي الخير أقبل فلله عتقاء من النار ويا باغي الشر أقصر

“হে কল্যাণকামী অগ্রসর হও, (জাহান্নামের) আগুন থেকে আল্লাহর অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা রয়েছে,
হে, যে মন্দের কামনাকারী (মন্দকামী), পিছু হট।”

এতে আপনারও নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর বাণীর প্রতি সাড়া দেওয়া হয়ে যাবে।

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

“যে ঈমানের সাথে, সাওয়াবের আশায় রামাদ্বান মাসে ক্বিয়াম করল, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে আর যে লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে ‘ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় ক্বিয়াম করল, তার পূর্বের সব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।”

[স্বাহীহ্ আল-জামি‘ (৬৪৪০-৬৪৪১)]

সেই আল্লাহর কাছে দু‘আ’ করছি যিনি আমাদের স্বিয়াম, ই‘তিকাফ, ‘উম্‌রাহ ও স্বাদাক্বাহ ইত্যাদি পালনের তাওফীক্ব দিয়ে করুণা করেছেন, তিনি যেন আমাদের হিদায়াত, তাক্ব্‌ওয়া অর্জন, আমাদের কাজ কবুল করা, সৎকাজে নিয়োজিত থাকা এবং এই পথে অটল-অবিচল থাকার তাওফীক্ব দিয়ে করুণা করেন ; কারণ সৎকাজে নিয়োজিত থাকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম কারণ গুলোর একটি। তাই এক ব্যক্তি নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর কাছে এসে যখন বলল, “আমাকে ওয়াস্বিয়্যাত করুন।” তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন :

النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال : (قل آمنت بالله ثم استقم) ،

متفق عليه

“বলুন, ‘আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম’, এরপর (এপথে) অটল-অবিচল থাকুন।”

[আল বুখারী ও মুসলিম, স্বাহীহ আল-জামি‘ (৪৩৯৫)]

ইমাম আহ্‌মদ থেকে বর্ণিত এক রিওয়াতে আছে, তিনি (নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

وفي رواية لأحمد قال : (قل آمنت بالله ثم استقم قال يارسول الله كل الناس يقول ذلك قال قد قالها قوم من قبلكم ثم لم يستقيموا)

“বলুন, ‘আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম’, এরপর (এপথে) অটল-অবিচল থাকুন।”

সে ব্যক্তি বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কথা তো সব মানুষই বলে.........।” তিনি (নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন :

“আপনাদের পূর্ববর্তীরাও এ কথা বলেছে তবে এরপর (সে পথে) অটল-অবিচল থাকে নি।”

তাই মু’মিনদের উচিত আল্লাহর আনুগত্যে অটল-অবিচলতার পথে নিজেদের নিয়োজিত রাখা।

(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء)

[١٤ إبراهيم ٢٧]

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে মজবুত করবেন মজবুত বাক্য দ্বারা এই দুন্ইয়ার জীবনে ও আখিরাতে; আর আল্লাহ যুল্মকারীদের বিপথগামী করেন আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।”

[১৪ ইব্রাহীম : ২৭]

তাই যে আল্লাহর আনুগত্যের পথে অটল-অবিচল থাকে, তিনি তার (বান্দার) এই দু‘আ’-য় সাড়া দিয়েছেন যা সে দিনে ২৫ বারের বেশি পুনরাবৃত্তি করে,

(اهدنا الصراط المستقيم)

“আপনি আমাদের সরল সহজ পথে হিদায়াত করুন।”

[১ আল-ফাতিহাহ : ৫]

এই সেই আয়াত যা আমরা সূরাতুল ফাতিহাহ-তে পাঠ করি। কেন আমরা তা মুখে বলি ও মনে প্রাণে তা তাগিদের সাথে বিশ্বাস করি? আমরা যদি (এ পথে) অটল-অবিচল থাকি, আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিবেন, কিন্তু আমরা তা বাস্তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুষড়ে পড়ি – তাই আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং তা বাস্তবায়ন করা কাজে, বিশ্বাসে ও কথায় এবং ‘ইহদিনাস্ব স্বিরাত্বাল মুস্তাক্বীম’ [আপনি আমাদের সরল পথে হিদায়াত করুন] -এর বাহনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সচেষ্ট হতে হবে, ‘ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা‘ঈন’ [আপনারই ‘ইবাদাত আমরা করি এবং আপনারই কাছে আমরা সাহায্য চাই] -এ পথে যাত্রাকারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, ‘ইহদিনাস্ব স্বিরাত্বাল মুস্তাক্বীম’ [আপনি আমাদের সরল পথে হিদায়াত করুন]-এর পথ ধরে সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হতে হবে যা আসমানসমূহ ও যমীন পর্যন্ত প্রশস্ত, যার চাবি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ [আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মা‘বূদ (‘ইবাদতের যোগ্য) নেই]। আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করছি যাতে তিনি আমাদের ও আপনাদের শেষ পরিণতি কল্যাণময় করেন।

রামাদ্বান মাস শেষে মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যার মধ্যে অন্যতম দুটি :

(১) একদল যাকে আপনি রামাদ্বানে আনুগত্যের পথে কঠোর পরিশ্রমী পাবেন, তার উপর নজর পড়লেই তাকে সিজদাহকারী (সিজদা) বা ক্বিয়ামকারী বা ক্বুরআন তিলাওয়াতকারী বা ক্রন্দনকারী দেখতে পাবেন-এমনকি তা আপনাকে পূর্ববর্তী (স্বাহাবী, তাবি‘ঈ ও তাবি‘উত তাবি‘ঈ) গণের ‘ইবাদাত কারীগণের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে, এমনকি হয়ত আপনি তার কঠিন সাধনা ও উদ্যমের কারণে তার উপর করুণা করে বসবেন; এরপর এই মর্যাদাপূর্ণ মাস শেষ হতে না হতেই তাকে পাবেন গাফিলতা ও অবাধ্যতার কাজে ফিরে যেতে, এমনভাবে যেন সে ‘আনুগত্যের কাজের বন্দী’ ছিল এতদিন, তাই কামনা-বাসনা, গাফিলতি ও ত্রুতি-বিচ্যুতি –তে ঘোর লিপ্ত হয়েছে, সে মনে করে এসব তার দুঃখ-কষ্টকে দূরীভূত করবে। অথচ এই মিসকীন এ কথা ভুলে যায় যে, এ সমস্ত পাপ কাজ ধ্বংসের কারণ, এ গুনাহসমূহ হল ক্ষতচিহ্ন, হতে পারে কোনো ছোট ক্ষতচিহ্ন এক হত্যাযজ্ঞের দিকে ধাবিত করাতে পারে। কত পাপ কাজ বান্দাকে মৃত্যুক্ষণে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা থেকে বঞ্চিত করেছে !!

ফলে পূর্ণাংগ একটি মাস 'ঈমান, ক্বুর'আন ও সবরকমের নৈকট্য দানকারী কাজে মগ্ন থাকার পর সে বিপরীত দিকে ফিরে যায় – ওয়া লা- হাওলা ওয়া লা- ক্বুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ (কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই এক আল্লাহ ছাড়া)। এরা হল 'মৌসুমি' 'ইবাদাত কারী!! এরা বিশেষ কিছু মৌসুম, বিপদাপদ বা কষ্ট ছাড়া আল্লাহ তা'আলাকে চিনে না !!!
কতই না মন্দ এই পন্থা!

(কবিতা)
'মুস্বল্লী ব্যক্তি স্বালাত আদায় করল যাতে হয় তার উদ্দেশ্য হাস্বিল
আর যখন তা পুরো হল তখন না স্বালাত আদায় করল, না করল স্বিয়াম পালন
আহা, তবে এই পুরো মাসের 'ইবাদতে বলো কি ফায়দা?
যদি তার পরে ফিরতে হয় অসম্মানজনক পথ পরিক্রমায়?'
[কবিতা শেষ]

(২) দ্বিতীয় দলটি হল তারা, যারা রামাদ্বান মাস চলে যাওয়ায় কষ্ট পায়, কারণ তারা এর সুমিষ্ট স্বাদ উপলব্ধি করেছে, ফলে স্বাব্‌র (ধৈর্যের) –এর তিক্ততা তাদের কাছে ক্ষীণ হয়ে গেছে। কারণ তারা সত্যিকার অর্থে নিজেদের চিনতে পেরেছে এবং তাদের মাওলা-আল্লাহ তা'আলা –এর কাছে ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি তাদের দুর্বলতা ও নির্ভরশীলতা জানতে পেরেছে। কারণ তারা সত্যিকার অর্থে স্বাওম পালন করেছে, অধীর আগ্রহে ক্বিয়াম করেছে, তাই রামাদ্বানের বিদায়ে তাদের চোখ অঝর ধারে অশ্রুসিক্ত হয়েছে, তাদের অন্তরসমূহ বিদীর্ণ হয়েছে। তাই তাদের মাঝে যে 'পাপ কাজে নিমজ্জিত বন্দী' সে ছাড়া পাওয়ার আশা করে, কামনা করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে, যাদের 'ইবাদাত কবুল করা হয়েছে, তাদের কাফেলায় শামিল হতে......

তাই ভাই আমার, আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি এই দুটি দলের কোনটির মধ্যে? আল্লাহর কসম! এই দুটি দল কী সমান ?!!

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, বরং তাদের বেশির ভাগই জানে না........"
[১৬ আন-নাহল : ৭৫]

মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন :

قوله تعالى : (قل كل يعمل على شاكلته)
[١٧ الإسراء ٨٤]

“বলুন, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে।”
[১৭ আল-ইস্‌রা’ : ৮৪]

প্রত্যেক মানুষ তার অভ্যস্ত হওয়া আখলাক্ব/চরিত্র অনুযায়ী কাজ করে। এটি একজন কাফিরের জন্য নিন্দা এবং একজন মু’মিনের জন্য প্রশংসা।

তাই, ভাই আমার, জেনে রাখুন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ হল যা নিয়মিত করা হয়, তা যত অল্পই হোক না কেন। রাসূল-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً ثبتوه) أي داوموا عليه ، رواه مسلم

“হে লোক সকল! আপনাদের উচিত আপনাদের সাধ্যমত কাজ করা, আল্লাহ ততক্ষণ ক্লান্ত হন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা ক্লান্ত হন। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের কাজ হল যা নিয়মিত করা হয়, তা যতই অল্প হোক না কেন। আর মুহাম্মাদ - স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ’আল (পরিবার বর্গ, অনুসারী ও সাহায্যকারী; সূত্র : আল ক্বামূস আল মুহীত্ব) কোন কাজ করলে, তা প্রতিষ্ঠিত রাখতেন।”

অর্থাৎ তার উপর নিয়মিত থাকতেন।
[মুসলিম]

নাবী-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম –কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোন কাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। উত্তরে তিনি বললেন :

قال : (أدومه وإن قل)

“যা সবচেয়ে নিয়মিত করা হয় অল্প হলেও ।”
[স্বাহীহ মুসলিম : ৭৮২]

‘আ’ইশাহ (আয়েশা) –রাদ্বিআল্লাহু ‘আনহা -কে প্রশ্ন করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর আমল সম্পর্কে তার কোনটি বিশেষ কোনো দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা। তিনি বললেন :

وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئاً من الأيام قالت : لا ، كان عمله ديمة ، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ،

“না, তাঁর আমল সদা নিয়মিত ছিল। রাসূলুল্লাহ-স্বাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম – যা পারতেন, আপনাদের মধ্যে কে তা পারবে?”
[স্বাহীহ মুসলিম : ৭৮৩]

‘ইবাদাত সমূহ-এর শারী‘আত সম্মত হওয়া, বিভিন্ন শর্তসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন আল্লাহ তা‘আলার যিক্‌র, হাজ্জ, ‘উমরাহ ও এই দুইয়ের নাফ্‌ল কাজসমূহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, জ্ঞান অর্জন, জিহাদ, এবং অন্যান্য সকল কাজের ক্ষেত্রে আপনার সাধ্যমত নিয়মিত হওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হোন।

আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ (সাহায্যকারী আনসার ও অনুসারী) ও তাঁর স্বাহাবাহগণের উপর স্বালাত (প্রশংসা) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করুন।

[মাজাল্লাহ আদ-দা‘ওয়াহ,সংখ্যা-১৭৭৪, পৃষ্ঠা- ১২]

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** : 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ –রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ -থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম– বলেছেন :

(فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ)

"কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসী মানুষদের কাজ করতে করতে এই পর্যায়ে পৌঁছুবে যে, তার ও জান্নাতের মাঝে শুধু এক হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকবে কিন্তু তার ব্যাপারে যা লিখা/নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তার উপর অবধারিত হবে, ফলে সে জাহান্নাম বাসীদের কাজ করবে (এবং জাহান্নামী হবে); একই ভাবে কোন ব্যক্তি জাহান্নাম বাসীদের কাজ করতে করতে এ পর্যায়ে পৌঁছবে যে, তার ও জাহান্নামের মাঝে শুধু এক হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকে কিন্তু তার ব্যাপারে যা লেখা/নির্ধারিত হয়েছিল, তা তার উপর অবধারিত হবে, ফলে সে জান্নাতবাসীদের কাজ করবে (এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে)।"
[আল-বুখারী (৩২০৮) ও মুসলিম (২৬৪৩)]

এ ব্যাপারে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সমাধান পাওয়া যায় নিম্নের হাদীসে-ওয়াল হামদুলিল্লাহ :
সাহ্ল (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ -স্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম –বলেছেন :

(إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

"নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মত কাজ করতে থাকে যা আপাতদৃষ্টিতে

মানুষের কাছে মনে হয় অথচ সে জাহান্নাম বাসী; একইভাবে কোন ব্যক্তি জাহান্নাম বাসীদের কাজ করতে থাকে যা আপাত দৃষ্টিতে মানুষের কাছে মনে হয় অথচ সে জান্নাতবাসী।”

[আল-বুখারী (৪২০৭) ও মুসলিম (১১২)]

অর্থাৎ যে সত্যিকার অর্থ ’ঈমান ও ইখ্‌লাস্বের (একনিষ্ঠতার) সাথে জান্নাতবাসীদের কাজ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার ব্যাপারে সুবিচারক, পরম দয়াময় ও কৃপাশীল। বিস্তারিত জানতে দেখুন, এই ওয়েবসাইটের ফাত্‌ওয়া নং – (**96989**)।

– الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات –

– الْحَمْدُ لله الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَات –

فتاوى مختارة

www.islam-qa.com

(العدد – الصيام)

(باللغة البنغالية) / (In Bengali)

الإصدار الثاني

١٤٣٣هـ شعبان الموافق ٢٠١٢ يوليو

ردمك : 978-984-33-3659-0

Ath-Thabāt Library

www.aththabat.com

ath.thabat@gmail.com

ath.thabat

ath_thabat

Ath-Thabat Library

Get more copies!

+88 0183 222 2200

الترجمة و المراجعة و التصميم

ابتسام أزاد عبد الرحمن

بكالوريوس، قسم الفقه و أصوله، جامعة المدينة العالمية

المراجعة و الطباعة بالبنغالية و التحرير

فضيلة الشيخ أكرم الزمان بن عبد السلام

بكالوريوس، كلية اللغة العربية ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة

ماجستير،كلية الدعوة و الدراسات الإسلامية، جامعة دار الإحسان، داكا

عائشة حميراء موجوم دار

ماجستير، قسم الاقتصاد ، جامعة داكا

سمسد جاهان جسيم

ماجستير، قسم إدارة الأعمال، جامعة داكا

بكالوريوس، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة التعليم عن بعد الإسلامية

محبوبة موني مصطفى

بكالوريوس، قسم الهندسة الكهربائية و الإلكترونية

جامعة يونايتيد إنتر ناشونال

حميدة مبشرة قادر

ماجستير، قسم إدارة الأعمال، جامعة داكا

بكالوريوس، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة التعليم عن بعد الإسلامية

نعيمة كمال

ثانوية، وقار النساء كوليج، داكا

د. منشطة مارية مجيب الرحمن

إم بي بي إس، كلية الطب داكا

ماجيستير، جامعة دار الإحسان، داكا

سدرة المنتهى إبراهيم

بكالوريوس، قسم إدارة الأعمال، جامعة أمريكا العالمية بنغلاديش

نغار سلطانة هدى

ماجستير، قسم إدارة الأعمال، جامعة نورث ساوث، داكا

بكالوريوس، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة التعليم عن بعد الإسلامية

زينيا شارمين شودري

ماجستير، قسم إدارة الأعمال، جامعة نورث ساوث، داكا

بكالوريوس، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة التعليم عن بعد الإسلامية

فاطمة يونس

بكالوريوس، قسم الصيدلة، جامعة نورث ساوث، داكا

بكالوريوس، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة التعليم عن بعد الإسلامية

شاهانا فاروق

ماجستير، علم النفس، جامعة داكا